শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে চাঁদপুর জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান (১৯০১-২০০০)

এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ ২০০৪

গবেষক

মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক

[illegible]/১৯৯৬-[illegible]

[illegible]

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ [illegible] আমীন

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB
B
954.923
SIS
C-2

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে চাঁদপুর জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান (১৯০১-২০০০)

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ ২০০৪

গবেষক
মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
রেজিঃ নং ৮০/১৯৯৯-২০০০

মার্চ ২০০৪

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

I

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত "শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে চাঁদপুর জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান (১৯০১-২০০০)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে এটি একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী কর্ম এবং ইতিপূর্বে এম.ফিল বা পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি পান্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

401841

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বধায়ক

০৩/০৩/০৪

ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষনা করছি যে, "শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে চাঁদপুর জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান (১৯০১-২০০০)" অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশ হয়নি।

মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

তারিখ: ০৩.০৩.০৮

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার যিনি রাব্বুল আলামীন। দুরূদ ও সালাম শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর প্রতি যিনি 'রাহ্মাতুল্লিল আলামীন'। কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যাঁরা আমাকে এরূপ একটি বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে গবেষণা করার সুযোগ দিয়েছেন। যার প্রেক্ষিতে "শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে চাঁদপুর জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান (১৯০১-২০০০)" শীর্ষক শিরোনামে রচিত এই অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করা গেল।

গবেষণাকর্মে আমার তত্ত্বাবধায়ক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমার প্রতি অসামান্য মমতা দিয়ে, শ্রম স্বীকার করে, নিরন্তর উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়ে আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন, নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার অভিসন্দর্ভের পান্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, অধ্যায়, উপ-অধ্যায় বিন্যাস, উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ,গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে যাঁর সুচিন্তিত অভিমত ও মূল্যবান পরামর্শ অভিসন্দর্ভটিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে তাঁর প্রতি আমি চির ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

আরো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ডঃ.আ.ন.ম.রইছ উদ্দিনের প্রতি। যিনি সাক্ষাতে আমার গবেষণার খোঁজখবর নিয়ে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন । কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ.এ.এইচ.এম মুজতবা হোছাইনের প্রতি। যিনি আমাকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ শফিকুর রহমানের প্রতি যিনি আমাকে গ্রন্থ ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও অফিস ব্যবহার করেছি তন্মধ্যে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, ঢাকা; এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরী, বাইতুল মোকাররম, ঢাকা; ব্যানবেইস লাইব্রেরী, ঢাকা; চাঁদপুর জেলা সমিতি, ঢাকা; জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-চাঁদপুর, জেলা তথ্য অফিস- চাঁদপুর, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর-চাঁদপুর, জেলা সড়ক ভবন-চাঁদপুর, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিস-চাঁদপুর ও বিভিন্ন থানা/উপজেলা সমিতিসমূহের অফিস অন্যতম। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পাশাপাশি অনেক সূধী ও গুণীজন আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সাক্ষাতকার ও তথ্যাবলী সরবরাহ করে কৃতার্থ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুম ছফিউল্লা (কসমিক), সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাবেক শিক্ষা, ধর্ম ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মাওঃ এম.এ.মান্নান, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহসানুল হক মিলন, সাবেক প্রতিমন্ত্রী নূরুল হুদা, আসিফ আলী হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মোঃ শহিদুল ইসলাম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা পরিষদ, এ.বি.এম খালিদ উপ-পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চাঁদপুর জেলা কার্যালয়; নাজমুল আহ্সান মজুমদার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, আমির হোসেন খান সভাপতি, চাঁদপুর জেলা সমিতি, ঢাকা; মোঃ ফজলুল করিম পাটোয়ারী, সাংবাদিক

Dhaka University Institutional Repository

মফিজুল ইসলাম, (ইনডিপেন্ডেন্ট) আব্দুল হান্নান-পরিচালক মার্কেন্টাইল ব্যাংক, অধ্যাপক ওয়াহিদুদ্দিন, সাবেক ভি.সি. বুয়েট ও প্রেসিডেন্ট বারডেম হাসপাতাল, বি.বি. রায় চৌধুরী-উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার- ২০০১, মাওঃ আব্দুল লতীফ, সাবেক মহাসচিব- জমিয়াতুল মোর্দারেছীন বাংলাদেশ, জি.এম.ফজলুল হক (এম.পি), আলমগীর হায়দার খান (এম.পি), আবু ওসমান চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধের ৮ম সেক্টর কমান্ডার, ডাঃ রশিদ আহমেদ, আলমগীর কবির পাটোয়ারী, অধ্যক্ষ হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ, শেখ মানজুর আহমদ-পীর সাহেব ফরাজীকান্দী, কাজী শাহাদাত- প্রধান সম্পাদক, দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ, ইকরাম চৌধুরী সম্পাদক - দৈনিক চাঁদপুর দর্পন, জাকির হোসেন-সভাপতি নোটারী ক্লাব চাঁদপুর, নিলুফার বেগম, সাবেক উপ-সচিব, নুর জাহান বেগম-সম্পাদিকা সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকা, মোঃ মিজানুর রহমান-সম্পাদক, শাহরাস্তি বার্তা, মাওঃ রুহুল আমীন- অধ্যক্ষ, জমিয়াতুস সাহাবাহ, উত্তরা, ঢাকা, মাওঃ আঃ হাই আল কাসেমী-ইমাম পীর জঙ্গীমাজার মসজিদ, মকবুল আহমেদ আখন্দ- কমিশনার ৩২ নং ওয়ার্ড, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও ডাঃ নূরে আলম পাটোয়ারী প্রমুখ অন্যতম।

যাঁর পরামর্শ ও সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে হয়তোবা এম.ফিল. গবেষণা করা সম্ভব হতো না, সেই ব্যক্তিত্ব হলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মুহাম্মদ সৈয়দ আহমদ, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সরকারী সফর আলী কলেজ, নারায়ণগঞ্জ। তাঁর কাছে আমি চির ঋণী। তাঁর ঋণকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মোঃ ফজলুর রহমান (যিনি সারা জীবন শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে) এবং মাতা- মোছাঃ আনোয়ারা বেগম এর উৎসাহ উদ্দীপনা, অশেষ দু'আ ও ঐকান্তিক স্নেহকে পাথেয় করে গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছি। পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক ও সাংসারিক দায়িত্ব আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-স্বীয় স্কন্ধে তুলে নেয়ায় গবেষণাকর্মে স্বাচ্ছন্দবোধ করেছি।

ছায়ার ন্যায় পাশে থেকে যে আমাকে সর্বক্ষণ উদ্বুদ্ধ করেছে এবং শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে সেই প্রিয়তমা জীবন সঙ্গীনী নাঈমা ছিদ্দিকাকে এ আনন্দঘন মুহূর্তে জানাই হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা। দু'আ করি আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন। গবেষণাকালীন সময়ে স্নেহবঞ্চিত পুত্র আবু নাঈম মোঃ রায়হান ছিদ্দিক (আল-আমীন) ও আয়েশা ছিদ্দিকা (নুরজাহান) এর মায়াবিমুখ আমাকে ক্লিষ্ট করেছে। তাদের প্রতি দু'আ ও আন্তরিক ভালবাসা জানাই।

কম্পিউটারে সার্বিক সহযোগীতা করার জন্য এফ.এম. এন্টারপ্রাইজ, ৩২০-৩২১ বাক্কুশাহ মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা এর মোঃ হুমায়ুন কবিরকে মুবারকবাদ জানাই ।

তারিখঃ
ঢাকা 03.02.04

বিনীত
Siddique
[মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক]
এম.ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আ:	- আরবী	আঃ	- আলাইহিস্ সালাম
আঃ	- আব্দুল	ইং	- ইংরেজী
উঃ	- উত্তর	খৃঃ	- খৃষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দে
খ্রীঃ	- খ্রীষ্টাব্দ/ খ্রীষ্টাব্দে	খ্রিঃ	- খ্রিষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দে
খৃঃ পূ	- খৃষ্টপূর্ব	জ	- জন্ম
দঃ	- দক্ষিণ	দ্রঃ	- দ্রষ্টব্য
ড.	- ডক্টর (পি.এইচ.ডি)	ডঃ	- ডক্টর (পি.এইচ.ডি)
ডাঃ	- ডাক্তার (চিকিৎসক)	পঃ	- পশ্চিম
পুনঃ	- পুনরায়	পুনঃ পুনঃ	- বারবার
পূঃ	- পূর্ব	পৃঃ	- পৃষ্ঠা
প্রাগুক্ত	- পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি	প্রাঃ	- প্রাথমিক
বাং	- বাংলা	বিঃ	- বিদ্যালয়
মৃ	- মৃত, মৃত্যু	মাঃ	- মাদ্রাসা
মাওঃ	- মাওলানা	রঃ	- রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি
রেজিঃ	- রেজিষ্টার্ড	রহঃ	- রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি
রাঃ	- রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু	সঃ	- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হিঃ	- হিজরী	হোঃ	- হোসেন/হোসাঈন
১ম	- প্রথম	২য়	- দ্বিতীয়
৩য়	- তৃতীয়	৪র্থ	- চতুর্থ
৫ম	- পঞ্চম	৬ষ্ঠ	- ষষ্ঠ
৭ম	- সপ্তম	৮ম	- অষ্টম
৯ম	- নবম	১০ম	- দশম
A.H	- হিজরী সন	A.D	- খ্রীষ্টাব্দ
?	- জন্ম বা মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অনিশ্চিত ক্ষেত্রে।		

Dhaka University Institutional Repository

অনুলিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি

(ক) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখেছেন বা লিখিয়াছেন তাঁর নামের সে বানানই হবে।

(খ) যে সব ইংরেজী, আরবী, ফার্সী ও উর্দু শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান রূপে পরিগ্রহ করেছে, সেগুলোকে সাধারণতঃ প্রচলিত আকারেই রাখা হয়েছে। যথা- আইন, চেয়ার, টেবিল, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, হুকুম, আলেম, মাওলানা, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি।

* বাংলা ও হিজরী অব্দগুলোর খ্রীষ্টাব্দ নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপ

(১) বঙ্গাব্দের খ্রীষ্টাব্দ পেতে হলে প্রাপ্ত বঙ্গাব্দের সনে ৫৯৩ যোগ করতে হবে। যেমন- ১৪১০ বাংলা + ৫৯৩ = ২০০৩ খ্রীঃ

(২) হিজরী অব্দের খ্রীষ্টাব্দ পেতে হলে নিম্নোক্ত সূত্রে ফেলে অংক কষে বের করতে হবে। যেমন:

$$A.H - \frac{3 \times A.H}{100} + 621 = A.D$$

উদাহরণঃ $1424 - \frac{3 \times 1424}{100} + 621 = 2003\ A.D$

(তথ্যসূত্রঃ ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, মনীষা -মঞ্জুষা, তয় খন্ড, মুক্তধারা, ১৯৮৪ খ্রীঃ , পৃঃ ৫০-৫১ ও ৫৩) ও বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান- ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় আঞ্চলিক ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা যেতে পারে আঞ্চলিক ইতিহাস ছাড়া জাতীয় ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। আঞ্চলিক ইতিহাসে একটি অঞ্চলের বিস্তৃত বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে। ইতিহাস বিস্মৃত কোন জাতি মর্যাদাবান জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। যে জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাস নেই সে জাতি মাথা উচুঁ করে বিশ্ব সভায় দাঁড়াতে পারে না। কেননা ইতিহাস জাতির অতীত কালের রেকর্ড প্রাথমিক তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত হয়। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার মাধ্যমেই বর্তমান ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নির্মাণ করা যেতে পারে। তাই ইতিহাস সচেতনতা একটি জাতির জন্য অপরিহার্য। আর জাতীয় ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাস।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত একটি দেশের আঞ্চলিক স্বকীয়তা থাকতে পারে। এ স্বকীয়তা আঞ্চলিক ইতিহাসে পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে আনা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে। যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বান্দরবন , রাঙ্গামাটি বা খাগড়াছড়ি যা প্রধানত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল, এখানে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা রয়েছে। এ সমস্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার মাধ্যমে এই বিষয় সমূহ সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা সম্ভব।

নদ-নদী অধ্যুষিত আমাদের এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উপর দিয়ে অসংখ্য নদ-নদী বয়ে গেছে। সু-প্রাচীন কাল থেকে উপমহাদেশে নদী প্রবাহ বিদ্যমান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছে নদীর তীরে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা-মেঘনা অত্যন্ত প্রাচীন নদী। নদ-নদীর আধিক্যহেতু বাংলাদেশের মানুষের জীবন যাত্রায় পরিবর্তন এসেছে নানাভাবে। বস্তুতপক্ষে, বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনির্মাণে নদীর প্রভাব ব্যাপক। আর এ প্রভাব চাঁদপুরেও পড়েছে ব্যাপকভাবে। নদী অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। অনেক সমৃদ্ধ জনপদ আপন গর্ভে গ্রাস করে বিলীন করে দিয়েছে। আবার গড়ে উঠেছে নতুন জনপদ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এই ব্যাপক উত্থান-পতন আঞ্চলিক ইতিহাসে বিস্তারিত তুলে আনা সম্ভব।

আঞ্চলিক ইতিহাসে সাধারণতঃ একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ, নামকরণ, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ, জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত কৃতি সন্তান যারা জাতি গঠনে ও

Dhaka University Institutional Repository

দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রেখেছেন তাঁদের পরিচয় সম্যক তুলে ধরা হয়। আঞ্চলিক ইতিহাসে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে ঐ অঞ্চলের ত্যাগ ও অবদান তুলে ধরা সম্ভব। নদ-নদী, লোকসংখ্যা প্রশাসনিক ইতিহাস, পৌরসভা, জেলা বোর্ড ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি সম্পদ, যাতায়াত ব্যবস্থা, সড়ক, রেল, নদীপথ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশিত হয়।

আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা শ্রমসাধ্য কাজ। ইতিহাস রচনার উপস্থাপন ও তথ্যপুঞ্জি সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে ওঠে। কারণ সঠিক সংরক্ষণের অভাবে অনেক ঐতিহাসিক গুণসম্পন্ন দুষ্প্রাপ্য দলিল বিনষ্ট হয়ে যায়। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ব্যাপক পরিভ্রমন করতে হয়। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও বিচার বিশ্লেষণের জন্য যেতে হয় নানাজন ও প্রতিষ্ঠানের কাছে। ইতিহাসের সূত্র অনুসন্ধানে অনেকের সাক্ষাতকার গ্রহন করতে হয়। আর তথ্য সংগ্রহ ও সাক্ষাতকার গ্রহন করতে গিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে। অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। আবার অনেকেই সহযোগিতা করতে অনীহা দেখিয়েছেন। এরূপ মিশ্র অবস্থার মধ্য দিয়েই অভিসন্দর্ভটির কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

এ অভিসন্দর্ভটিতে ৪টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে চাঁদপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ ও নামকরণসহ বিভিন্ন সময়ে চাঁদপুরের অবস্থা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষা বিস্তার, সমাজকল্যাণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে চাঁদপুরের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে যারা অবদান রেখেছে তাদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে এক নজরে চাঁদপুর জেলা শিরোনামে সংক্ষেপে চাঁদপুর জেলার তথ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে উল্লেখ করা হয়েছে তথ্যসূত্র ।

উল্লেখ্য অভিসন্দর্ভটি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামের অধ্যাক্ষরের ভিত্তিতে রচনা করা হয়েছে।

Siddique
03.03.04
[মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক]
এম.ফিল দ্বিতীয় বর্ষ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম	**চাঁদপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য**	১
	চাঁদপুর জেলার মানচিত্র	১
	ভৌগলিক বিবরণ	২
	চাঁদপুরের নামকরণ	৩
	মোগল আমলে	৩
	ইংরেজ আমলে	৪
	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলে চাঁদপুরসহ ত্রিপুরার প্রশাসনিক বিষয়ক	৪
	বৃটিশ আমলে	৪
	পাকিস্তানী আমলে	৪
	ঐতিহাসিক নিদর্শন ও দর্শনীয় স্থানসমূহ	৫
	ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুরের ভূমিকা	৮
	সাধক ব্যক্তিবর্গ	১১
	স্বাস্থ্য ব্যবস্থা	১২
	যাতায়াত	১২
	সংবাদ পত্র ও সংবাদ মাধ্যম	১৩
	নদ-নদী	১৩
	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	১৩
	চাঁদপুর জেলার উপজেলা সমূহের পরিচিতি	১৫
	চাঁদপুর সদর	১৫
	মতলব	১৫
	হাজীগঞ্জ	১৬
	কচুয়া	১৭
	শাহ্‌রাস্তি	১৮
	ফরিদগঞ্জ	১৮
	হাইমচর	১৯
দ্বিতীয়	**শিক্ষা বিস্তার, সমাজকল্যাণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে চাঁদপুর**	২০
	শিক্ষার ক্রমগতি	২১
	নারী শিক্ষা	২৫
	ইসলামী শিক্ষা	২৬
	শিক্ষায়তনের ক্রমগতি	২৬
	শিক্ষা প্রশাসন	২৬
	জেলার ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৭
	এক নজরে চাঁদপুর জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্যাংশ-২০০২	২৯

Dhaka University Institutional Repository

	চাঁদপুর জেলার প্রাথমিক স্কুলের পরিসংখ্যান ২০০১	২৯
	সাল ওয়ারী চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩০
	কলেজ সমূহ	৩০
	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ	৩১
	সাল ওয়ারী আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ	৩৯
	কাওমী নেসাবের মাদ্রাসা সমূহ	৪৪
	চাঁদপুর জেলার কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান/ কেন্দ্র সমূহ	৪৪
	উপজেলা ভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ	৪৫
	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ	৪৫
	রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ	৬৭
	অনুমতি প্রাপ্ত/অস্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ	৭৩
	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ	৭৪
	স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ	৭৬
	চাঁদপুর জেলার এতিমখানা সমূহ	৭৮
	চাঁদপুর জেলার উপজেলা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক মসজিদের নাম সমূহ	৮০
	চাঁদপুর সদর উপজেলা	৮০
	কচুয়া উপজেলা	৮৭
	ফরিদগঞ্জ উপজেলা	৯৪
	মতলব উপজেলা	১০১
	হাইমচর উপজেলা	১১১
	হাজীগঞ্জ উপজেলা	১১৪
	শাহরাস্তি উপজেলা	১২০
	চাঁদপুর জেলার হাসপাতাল/ ক্লিনিক সমূহ	১২৪
	চাঁদপুর জেলার পোষ্ট অফিস সমূহ	১২৫
তৃতীয়	**শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে অবদান রাখল যারা**	১২৬
	অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ (রহঃ)	১২৬
	আইয়ুব আলী খান	১২৮
	আজিজুর রহমান পাটোয়ারী	১২৯
	আব্দুল করিম পাটোয়ারী	১৩৩
	আব্দুল কুদ্দুস	১৩৪
	আবু ওসমান চৌধুরী	১৩৭
	আবু জাফর মোঃ মঈনুদ্দিন	১৩৯
	আমির হোসেন খান	১৪০
	আশেক আলী খান	১৪১
	আহমদ আলী পাটোয়ারী	১৪৩
	এ.টি. আহম্মদ হোসেন রুশদী	১৪৪
	এ.টি. এম আব্দুল মতিন	১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী ১৪৯
কাজী কামরুজ্জামান ১৫৬
কাজী রিয়াজ উদ্দিন ১৫৭
খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরী ১৫৮
জাকির হোসেন মজুমদার ১৫৯
ডঃ এম. এ.সাত্তার ১৬১
ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর ১৬৪
ডাঃ নওয়াব আলী ১৬৭
ডাঃ রশীদ আহমেদ ১৬৮
ডাঃ শহীদুল ইসলাম ১৭০
ফজলুল করিম পাটোয়ারী ১৭২
মকবুল আহমেদ আখন্দ ১৭৪
মাওঃ আব্দুল হাই আল-কাশেমী ১৭৫
মাওঃ আব্দুস সালাম (রহঃ) ১৭৬
মাওঃ এম.এ মান্নান ১৭৯
মাওঃ ক্বারী ইব্রাহিম (রহঃ) ১৮৩
মাওঃ মোঃ তফাজ্জল হোছাইন ১৮৫
মাওঃ সূফী মুহাম্মদ ইয়াসীন (রহঃ) ১৮৭
মিজানুর রহমান চৌধুরী ১৮৮
মোঃ ওয়ালী উল্লাহ নওজোয়ান ১৯০
মোঃ আব্দুল হান্নান ১৯২
মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ১৯৪
মোহাম্মদ শফিউল্লাহ (কস্‌মিক) ১৯৮
শাহ সুফী মাওঃ ওয়াজ উদ্দিন (রহঃ) ২০৩
শেখ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দিন (রহঃ) ২০৪
শেখন্দার আলী ২১১
সৈয়দ আবু নসর মোহাম্মদ আবেদ শাহ্ ২১৩
সৈয়দ আব্দুর রশিদ চৌধুরী ২১৫

চতুর্থ এক নজরে চাঁদপুর জেলা ২১৬

তথ্যসূত্র ২২২

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়: প্রথম
চাঁদপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

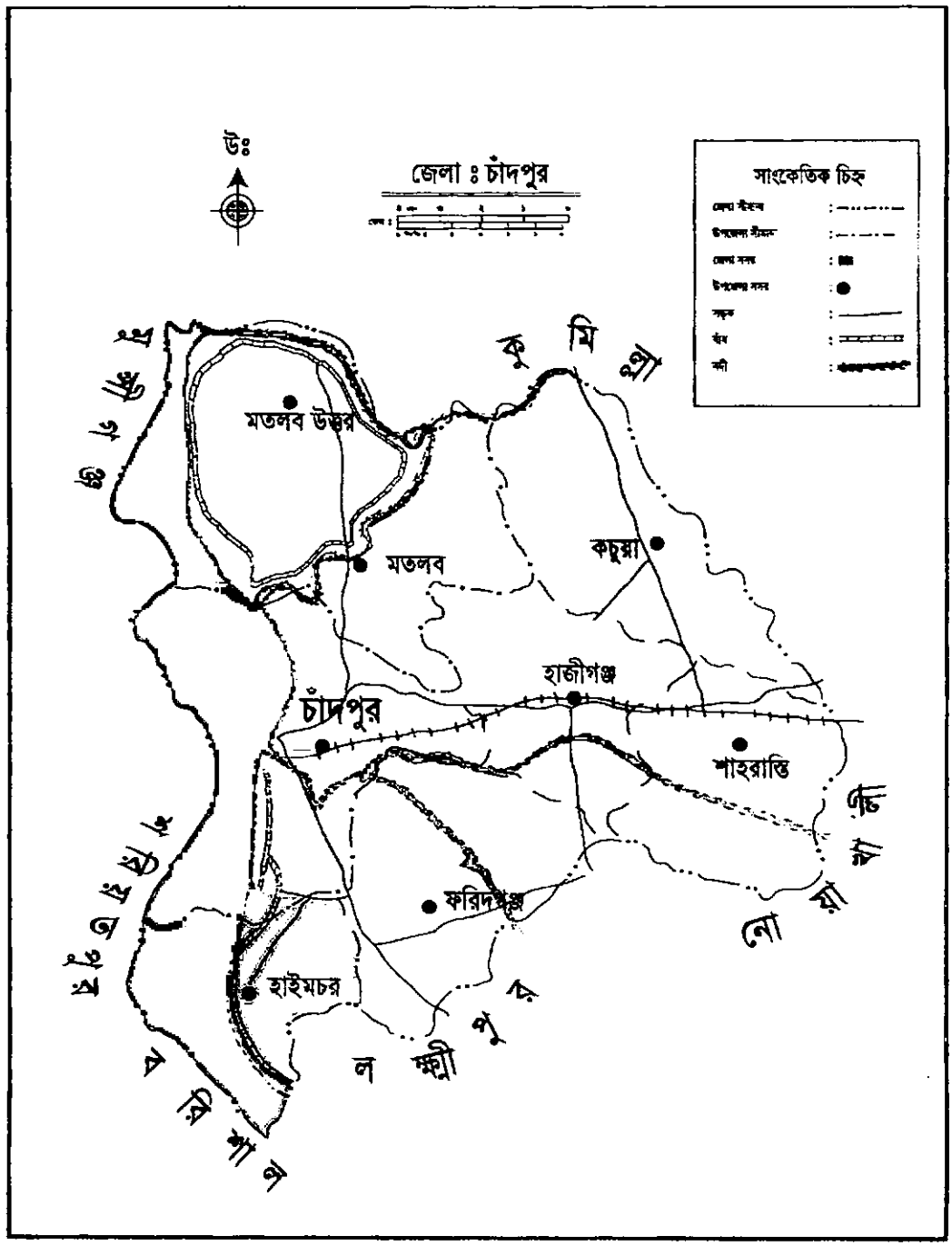

চাঁদপুর জেলার মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক বিবরণঃ চাঁদপুরের ভৌগোলিক অবস্থান কর্কট ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং বিষুব রেখার উত্তরে। ২৩.৯ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩.৪ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০.৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯০.৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। আয়তন ১৭০৪.০৬ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে মুন্সিগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও বরিশাল জেলা, পূর্বে কুমিল্লা জেলা, পশ্চিমে মেঘনা নদী, শরীয়তপুর ও মুন্সীগঞ্জ জেলা। মৌসুমী আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ এবং মাঝারী ধরনের উষ্ণ মন্ডলে অবস্থিতির কারণে এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও মনোরম । যার ফলে আজ থেকে ১০৭ বছর আগে চাঁদপুর পৌরসভা হিসেবে উন্নীত হয় । চাঁদপুর জেলার সম্পদ ও সমৃদ্ধির আরেক প্রমাণ শতাব্দী প্রাচীন চাঁদপুর পৌরসভা । জেলার পূর্ব সীমান্ত লাকসাম থেকে প্রবাহিত গতিতে এঁকে বেঁকে স্রোতস্বিনী ডাকাতিয়া চাঁদপুর শহরকে দ্বিধা বিভক্ত করে মেঘনার মোহনায় সঙ্গমে লিপ্ত হয় । নদীর দুই পাড়ে ঐতিহাসিক কারণেই গড়ে উঠে পুরান বাজার আর নতুন বাজার । লক্ষাধিক অধিবাসী অধ্যুষিত চাঁদপুর পৌরসভা পূর্ব দিকে বর্ধিত হয়ে বাবুরহাট পর্যন্ত 'বিসিক শিল্প নগরীকে' ছুঁই ছুঁই করছে । চাঁদপুর জেলার আবাদযোগ্য চাষী ভূমির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৯৮ হাজার হেক্টর । ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত চাঁদপুর ফরিদগঞ্জ সেচ প্রকল্প এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প স্থাপনের পর চাঁদপুর জেলা খাদ্যে উদ্বৃত্ত জেলায় পরিণত হয়েছে । উল্লেখিত বিশাল দু'টি সেচ প্রকল্পের বেড়ী বাঁধের উপর রোপণ করা হয়েছে অসংখ্য বৃক্ষরাজি এবং গড়ে উঠেছে সবুজ বেষ্টনী । সমুদ্রতীর থেকে মেঘনা পাড়ের উচ্চতা ৫ফুট । কচুয়া এবং শাহরাস্তির কিছু অংশ প্রায় সারা বছর শুস্ক থাকে । ফলে রপ্তানীযোগ্য সোনালী আঁশ পাট, প্রধান খাদ্য ধান, গম , আলু, ইক্ষু, মরিচ, তিল , ডাল, সরিষা , মটর, ছোলা ইত্যাদিসহ প্রায় সবরকম শষ্য এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় । তাই বলা হয় -

"চাঁদপুর ভরপুর জলে স্থলে
মাটির মানুষ আর সোনা ফলে।"

বেড়ীবাঁধ এলাকা ছাড়াও সমগ্র জেলায় নদী ও খালের জলে এবং কিছু এলাকায় গভীরনলকূপের সাহায্যে সেচের মাধ্যমে মৌসুমের বার মাসই এই জেলার সর্বত্র কোন না কোন ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে। হাইমচরের চর ভৈরবীতে উৎপাদিত হয় রপ্তানীযোগ্য পান ও সুপারী। চাঁদপুর জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। ক্রয় বিক্রয়ের বৃহৎ কেন্দ্র গড়ে উঠায় এখানে স্থাপিত হয়েছে ডব্লিউ রহমান জুট মিলস, ষ্টার আল কায়েদ জুট মিলস এবং হাজীগঞ্জে হামিদিয়া জুট মিলস । চাঁদপুর পুরান বাজার , নতুন বাজার , হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ এলাকায় স্থাপিত হয়েছিল পাটের আড়ৎ, উপমহাদেশের বিখ্যাত পাট ক্রয় কোম্পানী র‍্যালি ব্রাদার্স , আরচীন কোম্পানী ও ইস্পাহানীর অফিস আদালত । চাঁদপুরের ইলিশ মাছের খ্যাতি দেশ জোড়া । মেঘনা পদ্মার মিলনক্ষেত্রে প্রচুর রূপালী ইলিশ পাওয়া যায়। যাহা দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানী করা হচ্ছে । বর্তমানে চাঁদপুরের চিংড়ি ও ইলিশ সেরা রপ্তানী পণ্যে পরিণত হয়েছে । মাছ ব্যবসায় ও মাছের রপ্তানীকে ঘিরে এখানে গড়ে উঠেছে মৎস্য হিমায়িতকরণ কারখানা ,অসংখ্য বরফকল , জালতৈরীর কারখানা এবং মৎস্য আহরণে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ইঞ্জিন চালিত নৌকা। ডাকাতিয়া নদীর তীরে হাজীগঞ্জ ও ধনাগোদা নদীর তীরে মতলব । সেই বৃটিশ আমল থেকেই ব্যবসা বাণিজ্যে অগ্রসরমান বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলা ও লাকসাম অঞ্চলের পণ্যের চাহিদা পূরণ হত হাজীগঞ্জের পণ্য থেকে। নৌ ও স্থলপথে প্রতিটি গ্রামের সাথে সংযোগ রয়েছে জেলা ও উপজেলার। আন্ত:সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে রয়েছে বিলাসবহুল যোগাযোগ রাজধানীর সাথে । ইহা ছাড়াও ঐতিহ্যবাহী আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় না খোদাদের (ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়) বড় বড় ব্যবসা এবং আমদানী -রপ্তানী বাণিজ্য ছিল পুরাণ বাজারে। কৃষিজ পণ্য , শিল্পসামগ্রী ইত্যাদিতে চাঁদপুর পুরাণ বাজার ও নতুন বাজার মিলিয়ে পুরো জেলাটাই একটা সমৃদ্ধ অঞ্চল।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অজ্ঞতার কারণে এখানে মাথা পিছু আয় আশানুরূপ নয় । বিসিক চাঁদপুর শিল্প নগরী নীতি এবং সরকারের গণমূখী কল্যাণ নীতির সমন্বয়ে চাঁদপুর জেলার সর্বত্র এলাকা ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপিত হতে পারে , ফলে হতে পারে দরিদ্র ও আপামর জণগোষ্ঠী স্বাবলম্বী এবং সুখী ও সমৃদ্ধশালী।[১]

চাঁদপুরের নামকরণ: ১৭৭৯ খ্রি: বৃটিশ শাসন আমলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস্ র‍্যানেল তৎকালীন বাংলার যে মানচিত্র এঁকেছিলেন তাতে চাঁদপুর নামে এক অখ্যাত জনপদ ছিল। তখন চাঁদপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নরসিংহপুর নামক (যা বর্তমানে নদী গর্ভে বিলীন) স্থানে চাঁদপুরের অফিস আদালত ছিল। পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থল ছিল বর্তমান স্থান হতে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে। মেঘনা নদীর ভাঙ্গাগড়ার খেলায় এ এলাকা বর্তমানে বিলীন হয়েছে। বার ভুঁইয়াদের আমলে চাঁদপুর অঞ্চল বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়ের দখলে ছিল। এ অঞ্চলে তিনি একটি শাসন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ঐতিহাসিক জে এম সেন গুপ্তের মতে, চাঁদ রায়ের নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নাম হয়েছে চাঁদপুর। অন্যমতে প্রায় দুইশ বছর আগে চাদঁপুরের সন্নিকটে কোড়ালিয়া নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। বিখ্যাত সূফী চাঁদ ফকির সেখানে খানকা স্থাপন করেছিলেন। এই খানকা অসংখ্য ভক্তের জিকির-আজকারে মুখরিত ছিল। এই সাধকের সান্নিধ্য লাভের আশায় হাজার হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হতো। এসব ভক্তের ভাষা ছিল-

"ঢাকা জেলার মাঝে পুরন্দপুর গ্রাম,
সেথা ছিল মোর মুর্শেদ চাঁদ ফকির নাম।
কিবা বলব তাঁর গুণের কথা নাই ভাষা মোর
পাপী-তাপী জমতো সেথা দিন-রাত ভোর।
প্রেমের লীলা খেলতেন তিনি বসে গোপনে।
মহব্বতের আঁটা শক্ত রশ্মি মদিনার সনে।"

চাঁদপুর শহরের কোড়ালিয়া মহল্লার চাঁদ ফকিরের নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নাম চাঁদপুর। ১৮৯৭ খ্রীঃ ত্রিপুরা জেলার (বর্তমান কুমিল্লা) অংশ বিশেষ নিয়ে চাঁদপুর মহকুমা গঠিত হয়। চাঁদপুরকে এক সময় ব্রিটিশ ভারতের "গেট ওয়ে টু ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া" বলা হত বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সারা ভারতে চাঁদপুর ছিল সুপরিচিত এবং পাট ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র। ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ খ্রীঃ চাঁদপুর জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[২]

মোগল আমলে: জে এম ব্রাউনী সিএস এর মতে, রাজা টোডরমল ১৫৮৮ খ্রীঃ মোগল প্রশাসনের জন্য ১৯টি বিভাগ প্রবর্তন করেন। এ ১৯ টি বিভাগের মধ্যে ১টি বিভাগ হলো সোনারগাঁ। ত্রিপুরা ও নোয়াখালী এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৭২২ খ্রীঃ পর্যন্ত টোডরমলের মূল সরকার এবং শাহ সুজা কর্তৃক ১৬৫৮ খ্রীঃ সংযুক্ত ১৩ টি চাকলা বা সামরিক অধিক্ষেত্রের ১টি ছিল ঢাকা। যা জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত ছিল। ত্রিপুরা ছিল এ চাকলার অন্তর্ভুক্ত।[৩]

---

১ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত-বাংলা পিডিয়া, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২২; ত্রি-মোহনার তীরে-চাঁদপুর জেলা বি.সি.এস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক -২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত এবং এ্যালবাম-চাঁদপুর জেলা মহিলা ক্রিড়া সংস্থা কর্তৃক ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত।

২ প্রভাকর, জেলা প্রশাসন চাঁদপুর কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারী -২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত পৃষ্ঠা -৪২।

৩ এ্যালবাম-চাঁদপুর জেলা মহিলা ক্রিড়া সংস্থা কর্তৃক ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ আমলেঃ ১৭৬৫ খ্রীঃ ঢাকা নিয়াবাতের অংশ হিসেবে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত দেওয়ানী ইজারার ভিত্তিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম এ অঞ্চলকে অধিকার করে। তখন বাংলার পুর্বাঞ্চলে চলমান দু:খ-দুর্দশা ও দূর্গতির কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়া হয় মিঃ পিটারসন নামের একজন ইংরেজকে। তাঁর নির্দেশনায় দাউদকান্দি ও ভলুয়া (নোয়াখালীর পূর্ব নাম) পরগনাকে একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসেবে গঠন করার পক্রিয়া শুরু হয়। মিঃ বুলার নামক এক ব্যক্তির সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ড কতৃক অনুমোদিত হওয়ায় ১৭৮৯ খ্রী: ত্রিপুরাকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে ১৮১১ খ্রীঃ ব্রক্ষপুত্র ও মেঘনা নদীর মধ্যস্রোতকে ত্রিপুরা এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহের সীমানা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ১৮২১ খ্রীঃ পর্যন্ত নোয়াখালী ত্রিপুরা জেলার অংশ ছিল। ঐ বছরে নোয়াখালী পৃথক কালেক্টরের অধিনে চলে যায়। ১৮৬০ খ্রি: নাসিরনগর যা বর্তৃমানে ব্রাম্মণবাড়িয়া নামে পরিচিত সে অঞ্চল এবং ১৮৭৮ খ্রীঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় থানা নিয়ে চাঁদপুর মহকুমা গঠিত হয়। ১৯৬০ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর ত্রিপুরা জেলার নাম পরিবর্তন করে কুমিল্লা নামকরণ করা হয়।[৪]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলে চাঁদপুরসহ ত্রিপুরার প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিষয়কঃ ১৭৬৫খ্রি: এ বাংলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দখলে যাওয়ার পর দু'জন স্থানীয় কর্মকর্তা রাজা হিম্মত সিংহ ও জেশারত খান এর উপর ত্রিপুরাসহ জালালপুরের দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়। ১৭৬৯ হতে ১৭৭২খ্রীঃ পর্যন্ত দু'জন ইংরেজ সুপারভাইজার মের্সাস কেলসেল হ্যারিস ও ল্যাম্বর্ড এ অঞ্চলে কাজ করেন। মিঃ লীক ছিলেন ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর প্রথম পৃথক রেভিনিউ ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।[৫]

বৃটিশ আমলেঃ ১৮৫৮ খ্রীঃ ত্রিপুরা জেলা ১১টি থানা নিয়ে গঠিত হয়। কোতয়ালী বা কুমিল্লা, বারকামতা, দাউদকান্দি, সরলা, লাকসাম, জগনাথদীঘী, কসবা, নাসিরনগর,গৌরিপুর, জুবকিবাজার ও হাজীগঞ্জ। তখন ১৫টি আউট পোস্ট ছিল। ১৮৭৮ খ্রীঃ জুবকিবাজারকে চাঁদপুর হিসেবে নামকরণ করা হয়। ১৮৮৭ খ্রীঃ মতলব আউট পোস্টটি হাজীগঞ্জ থেকে কেটে নেয়া হয় এবং ১৮৯৫ খ্রীঃ পূর্ণাঙ্গ থানায় উন্নীত করা হয়। ১৮৯৭খ্রীঃ'চাঁদপুর পৌরসভা'গঠিত হয়।[৬]

পাকিস্তানী আমলে: ১৯৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত কুমিল্লা জেলার নাম ছিল ত্রিপুরা জেলা। তখন এ জেলা সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, ব্রম্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর এ ৪টি মহকুমা নিয়ে গঠিত হয়। এ জেলায় ছিল ২১টি থানা ও ৩৬২টি ইউনিয়ন কাউন্সিল। চাঁদপুর মহকুমায় ছিল ৫টি থানা। তাদের নাম চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, কচুয়া ও মতলব।

৪ এ্যালবাম -চাঁদপুর জেলা মহিলা ক্রিড়া সংস্থা কর্তৃক ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত।

৫ প্রাগুক্ত।

৬ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

থানার নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
চাঁদপুর	১৮৩	৩৮৭৭৮৪ জন
মতলব	১৫৮	৩৬৬৮৮০ জন
হাজীগঞ্জ	১৩৩	৩১৮০৩৯ জন
কচুয়া	৯২	২০৩৫৫৮ জন
ফরিদগঞ্জ	৯১	২৬৬৯২২ জন

সূত্রঃ ১৯৭৪ খ্রিঃ এর সেন্সার রির্পোট।

১৫ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ খ্রিঃ চাঁদপুর জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। জনাব জানিবুল হক চাঁদপুর জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে চাঁদপুর ৮টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। এ জেলায় রয়েছে ৬টি পৌরসভা, ৮৭টি ইউনিয়ন পরিষদ, ১০৪৮ টি মৌজা ও ১৩৪১টি গ্রাম। লোকসংখ্যা সর্বশেষ সেন্সার রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২৪ লক্ষ।[৭]

ঐতিহাসিক নির্দশন ও দর্শনীয় স্থানসমুহঃ চাঁদপুর জেলার কচুয়া,হাজিগঞ্জ উপজেলার কিছু অংশ ও শাহরাস্তি উপজেলার মেহের শ্রীপুর অঞ্চলটি সবচেয়ে প্রাচীন। বাংলার সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ-এর রাজত্বকালে (১৩৩৮-৪৯) দেওয়ান ফিরোজ খান লস্কর এর খনন করা দীঘির পশ্চিম পাড়ে ৭৭৫হিজরিতে একটি মসজিদ স্থাপন করা হয়। এ মসজিদই সম্ভবত বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার সর্বপ্রাচীন মসজিদ। এটি হাজীগঞ্জে এক গুরূত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। হাজী মনিরুদ্দিন শাহ (মনাই হাজী) এর হাজী দোকান' এর সুখ্যাতিতে গড়ে উঠা বাজার থেকে হাজীগঞ্জ। জেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হাজীগঞ্জে অবস্থিত ঐতিহাসিক বড় মসজিদ স্থাপিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দে (১৮৯৩খ্রীঃ) । হাজীগঞ্জ বাজারের ৬মাইল পশ্চিমে অলিপুর গ্রামে দুটি প্রাচীন মসজিদ আছে। একটি শাহ্ সুজার আমলে নির্মিত 'সুজা মসজিদ' অপরটি মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত 'আলমগীরী মসজিদ' নামে পরিচিত। আলমগীরী মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন ১৭০২ খ্রীঃ মোঃ আবদুল্লাহ নামে জনৈক ব্যক্তি। আলীগঞ্জের "মাদ্দাহ খাঁ" নামের এক দরবেশের নামে ১৭৩৮ খ্রীঃ স্থাপিত হয় বর্তমান "মাদ্দাহ্ খাঁ মসজিদ"।

চাঁদপুর শহরের ৬ মাইল পূর্বে শাহতলী গ্রামটি ইরাকের বাগদাদ থেকে আগত দরবেশ শাহ্ মোহাম্মদ সাহেবের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। তিনি সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি সুলতানের নিকট থেকে নিস্কর জমি লাভ করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে। চাঁদপুর মহকুমার প্রথম মঠ স্থাপিত হয় বাবুরহাটের কাছে বর্তমান মঠখোলায়। বাবুরহাট তখনও স্থাপিত হয়নি।[৮]

---

৭ প্রাগুক্ত ও জেলা প্রশাসকের অফিস, চাঁদপুর ।

৮ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নাসিরকোর্ট গ্রামটি হাজীগঞ্জ উপজেলার সদর হতে প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সময় কচুয়া থানার আলীয়ারায় ক্ষত্রিয় রাজা অযোধ্যারাম ছেদ্দা নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ- দৌলা তাকে দমনের জন্য সেনাপতি নাসির খানকে প্রেরণ করেন। নাসির খান এখানে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। যুদ্ধে ছেদ্দা পরাজিত ও নিহত হন। কোর্ট অর্থ দূর্গ। তাই নাসির খানের নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয় নাসিরকোর্ট।

১৮৮২ খ্রীঃ ঢাকার নবাবদের দানে প্রতিষ্ঠিত হয় চাঁদপুর শহরের প্রথম মসজিদ "বেগম মসজিদ"। হাজীগঞ্জের লক্ষীনারায়ণ জিউড় আখড়া স্থাপিত হয় ১৮৭৮ খ্রীঃ। চাঁদপুর কালীবাড়ী স্থাপিত হয় ১৮৮৫ খ্রীঃ। প্রথমতঃ আসাম বেঙ্গল রেলপথ চাঁদপুর শাখা নির্মিত হয়, পরে আই, জি, আর, এস, এন, কোম্পানীর স্টিমার ঘাট স্থাপিত হয়। বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সারা ভারতে চাঁদপুরের পরিচিতি ছিল। এটি ছিল পাট ব্যবসায়ের অন্যতম কেন্দ্র। চাঁদপুরকে এক সময় বৃটিশ ভারতের 'গেটওয়ে টু ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া' বলা হতো। চাঁদপুর জেলার "হরিণা চালিতাতলী এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউট" এ জেলার সর্ব প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা ১৮৮০ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জি, পি, ওয়াইজ মেঘনা তীরবর্তী শ্রীরামদী-ব্রাহ্মণচর, নাছিমপুর, ভড়ঙ্গারচর, এবং আকননগর নামক স্থানগুলোতে কুটি স্থাপন করে নীল চাষ শুরু করেছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ এই নীল চাষের পুর্ণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু নীল চাষীদের দুরন্ত প্রতিরোধের মুখে ১৮৭৩ খ্রীঃ এ অঞ্চল থেকে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। বেশির ভাগ নীল কুটি এখন মেঘনা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে ফরিদগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জে এখনও কিছু নীল কুটি আছে।

মতলব ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম মতলবগঞ্জ। এ মতলবগঞ্জের পূর্ব নাম ছিল "বৈরাগীরবাজার"। প্রায় ১৫০ বছর আগে কিছু বৈরাগী এ জায়গায় বসতি স্থাপন করে। তখন পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন এ জায়গায় আসতে শুরু করে। পরে এ জায়গা বাজার হিসেবে গড়ে উঠে এবং "বৈরাগী বাজার" নাম ধারণ করে। এভাবে জায়গাটিতে বাজার গড়ে ওঠে এবং ধনাগোদা নদীর তীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর গড়ে উঠে। প্রায় ৮০/৯০ বছর আগে পার্শ্ববর্তী দীঘলদী গ্রামের জনৈক মোতালেব জমাদারের নাম অনুসারে বৈরাগীবাজারকে মতলবগঞ্জ নামকরণ করা হয়। এভাবে গড়ে উঠা মতলবগঞ্জ বাজার বর্তামানে মতলব উপজেলা হেড কোয়াটার।[১]

হযরত রাস্তি শাহের মাজার: ১৩৫১ খ্রীঃ মেহের শ্রীপুর অঞ্চলে এসেছিলেন বিখ্যাত আউলিয়া হযরত রাস্তি শাহ। তিনি ধর্ম প্রচার ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য শাহরাস্তি উপজেলা এলাকাসহ পুরো চাঁদপুর জেলার একজন বরেণ্য এবং সম্মানীয় সাধক হিসেবে সমাদৃত হয়ে আছেন। ১৩৮৮ খ্রি: তিনি ইন্তেকাল করেন। মেহের শ্রীপুরে অবস্থিত তাঁর মাজারটি রাস্তি শাহের মাজার নামে পরিচিত। তাঁর নামেই শাহরাস্তি উপজেলার নামকরণ করা হয়।

---

১ প্রভাকর- জেলা প্রশাসন চাঁদপুর কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারী -২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত পৃষ্ঠা-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির ঃ শ্রী গঙ্গাগোবীন্দ সেন এই মন্দির ১২৭৭ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৭০ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় লোকদের নিকট হতে জানা যায় গঙ্গা গোবীন্দ সেন রথ যাত্রা উপলক্ষ্যে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করার জন্যে ভারতের শ্রীক্ষেত্রে যান। অনেক চেষ্ঠা করার পরেও তিনি জগন্নাথ দেবকে দেখতে না পেয়ে মনের দুঃখে কান্নাকাটি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে দেখেন "তুমি দুঃখ করিও না, আমি নিজেই তোমার আবাসস্থল সাচারে নিজ বাড়িতে আবির্ভূত হইব।" তখন গঙ্গা গোবীন্দ বাড়িতে আসেন এবং কয়েক দিন পর তার বাড়ির দীঘিতে অলৌকিক ভাবে ভেসে আসা নিম কাঠ দেখতে পান এবং তার দ্বারা বিখ্যাত সাচারের রথও দেব দেবী নির্মিত হয়।

সাহার পাড়ের দিঘি ঃ কচুয়া উপজেলার রহিমানগর বাজার হতে ৫০০ মিটার দূরে কচুয়া - কালিয়াপাড়া সড়কের পূর্ব পার্শ্বে এই দিঘি অবস্থিত। ৬১ একর আয়তন বিশিষ্ট এই দিঘির দু' পাড় এবং পাড়ের উপর সুবৃহৎ বৃক্ষরাজির চমৎকার দৃশ্য যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জানা যায় বহুকাল পূর্বে এই এলাকায় ছিল কড়িয়া রাজা নামে এক প্রতাপশালী রাজা। তার আমলে কড়ির মুদ্রা প্রচলন ছিল। একদা কড়িয়া রাজা ব্যাপক আয়োজন ভিত্তিক এক পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পানীয় জলের সঙ্কট নিরসন কল্পে এবং নিজের নামকে কালজয়ী রাখার মানসে কড়ির বিনিময়ে একটি দিঘি খনন করেন এবং দিঘির নাম কড়িয়া রাজার দিঘি নামকরণ করেন। দিঘির চমৎকার দৃশ্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর ইচ্ছা পূরণার্থে তাঁর মন্ত্রী সাহাকে এই দিঘি খনন করার নির্দেশ প্রদান করেন। মন্ত্রী সাহা নির্দেশ পেয়ে দিঘি খনন করান। দিঘি খনন কাজে অংশ নেয় বহু নর-নারী । যারা খনন কাজে অংশ নেন তাদেরকে প্রতি খাঞ্চি মাটি কাটার বিনিময়ে এক খাঞ্চি করে কড়ি মুদ্রা দেয়া হয়। দিঘি খনন শেষে মন্ত্রী সাহা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ঢাক ঢোল পিটিয়ে তাঁর নামে দিঘির নাম প্রচার করেন। দিঘির নামকরণে মন্ত্রীর চাতুরিপনার খবর পেয়ে কড়িয়া রাজা ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁকে প্রাণ দন্ডে দন্ডিত করেন। মন্ত্রীকে প্রাণদন্ড দেয়া হলেও এই দিঘির নাম মন্ত্রীর নামে অর্থাৎ সাহার পাড়ের দিঘিই লোক মুখে থেকে যায়। [১০]

মেহের কালীবাড়ী ঃ বিখ্যাত হিন্দু সাধক সর্বানন্দ ঠাকুর শাহরাস্তি উপজেলার মেহের শ্রীপুর অঞ্চলে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সিদ্ধিলাভের স্থানটিতেই গড়ে উঠেছে মেহের কালীবাড়ী । প্রতি বছর এই মন্দিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরাট মেলা বসে।

মনসা মুড়াঃ মনসা মুড়া কচুয়া উপজেলায় অবস্থিত । বর্তমানে উক্ত স্থানে ১৩টি বাঁশ ঝাড় রয়েছে। উক্ত ঝাড়ের চতুর্দিকে অনেক সাপের গর্ত আছে। জানা যায় , হিন্দুদের মনসা দেবীর সেখানে অবস্থান। হিন্দুরা প্রতিবছর চৈত্র মাসে এই মুড়ায় পূজা অর্চনা করে। এই উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। হিন্দুরা অনেক মানত করে এবং দুধ কলা দিয়ে পূজা করে। শুধু তাই নয় এই বাঁশ ঝাড়ের বাঁশ কেউ কাটে না।

অঙ্গীকার ঃ অঙ্গীকার চাঁদপুরের প্রাণ কেন্দ্রে লেকের উপর স্থাপিত একটি স্বাধীনতা ভাস্কর্য । চাঁদপুরের ৩য় জেলা প্রশাসক মোঃ শামসুল আলম এর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে 'অঙ্গীকার ' ভাস্কর্যটি নির্মিত হয়। প্রত্যহ বিকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। এ ভাস্কর্যের নয়নাভিরাম শিল্পকর্ম দর্শকদের মুগ্ধ করে ।

---

[১০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শপথঃ চাঁদপুর পৌরসভার আর্থিক সহায়তা ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমির শৈল্পিক ও আঙ্গিক ব্যঞ্জনায় মূর্ত স্বাধীনতা ভাস্কর্য 'শপথ' ২০০০ খ্রীঃ চাঁদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে ৫টি সড়কের মোড়ে নির্মিত হয়। এই ভাস্কর্যে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা ও চাঁদপুরের ঐতিহ্য রূপালী ইলিশের বিমূর্ত প্রতীক ফুটে উঠেছে।

মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটঃ চাঁদপুরে একটি মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট রয়েছে। এটি চাঁদপুর শহরের অদূরে মঠখোলা নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পাঙ্গাসসহ উন্নত জাতের মৎস্য রেণু পোনা উৎপাদনের নিমিত্তে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

আই সি ডি ডি আর বি ঃ চাঁদপুর জেলা সদর থেকে মাত্র বিশ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তরে মতলব উপজেলায় আই সি ডি ডি আর বি অবস্থিত। এটি বিদেশী অর্থ সাহায্যে নির্মিত একটি কলেরা নিরাময় ও গবেষণা কেন্দ্র। এটি আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি দ্বারা সুসজ্জিত একটি হাসপাতাল। মতলব উপজেলার মেঘনা- ধনাগোদা নদী বেষ্টিত ১৪টি ইউনিয়নকে কলেরা প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই অঞ্চলে অসংখ্য লোক পুর্বে কলেরায় অকালে মৃত্যুবরণ করত। বর্তমানে এই আই সি ডি ডি আর বি-এর ইনডোর এবং আউটডোর চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে কলেরাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

পদ্মা মেঘনার মিলনস্থল ঃ চাঁদপুরে পদ্মা মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর মিলন স্থল অবস্থিত। এই মিলনস্থলে সূর্যাস্তের দৃশ্য সাগর সৈকতের দৃশকেও হার মানায়। এছাড়া অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে- মেঘনায় ইলিশ শিকার, ফরাজীকান্দী কমপ্লেক্স, মেঘনার পাথরের বাঁধ, চাঁদপুর ও মেঘনা-ধনাগোধা সেঁচ প্রকল্প (দুটি), পদ্মা-মেঘনা-ডাকাতিয়ার মিলন স্থল, চাঁদপুর পুরান বাজার জামে মসজিদ, মেঘনা পাড়ের সূর্যাস্তের দৃশ্য, ফরিদগঞ্জের সাহেবগঞ্জের নীল কুটিরের ধ্বংসাবশেষ, মতলবের কালীমন্দির, লোহাগড়ের সাত গম্বুজ মঠ, মেহেরের কালীবাড়ী, শাহরাস্তির দরগাহ, নাওড়ার মঠ, সাচারের রথ, উজানীর বেহুলার শিলা, নাসিরকোর্টের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও মতলবের বেলতলীর সোলেমান শাহ লেংটা পাগলার মাজার। [১১]

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুরের ভূমিকাঃ ১৭৭৯ খ্রিঃ বৃটিশ আমলে ইংরেজরা একটি জরিপ চালিয়েছিল । জরিপকারী মেজর জেমস্ র‍্যানেল তৎকালীন বাংলাদেশের যে মানচিত্র এঁকেছিলেন তাতে 'চাঁদপুর ' নামে একটি অখ্যাত জনপদ ছিল । ১৭৭৯ খ্রীঃ র‍্যানেলের মানচিত্রে ত্রিপুরা জেলার সাথে চাঁদপুরের সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করা হয় । ইবনে বতুতার ভ্রমন কাহিনীতে ও টলেমীর ভৌগোলিক বিবরণী এবং ভাষা আন্দোলন চলাকালে ১৯৫১ খ্রীঃ Procceding of the Pakistan history conference এর ১ম খন্ড মতে চাঁদপুরের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় তৎকালীন পদ্মা - মেঘনার মিলনস্থল মুন্সিগঞ্জের কাছাকাছি উভয় নদীর মোহনায় 'সামুন্দর' নামক বন্দরটি মোঘল আমলে নরসিংহপুরে থাকাকালে এর নাম ছিল চাঁনপুর । অতঃপর ১৭৭৮ খ্রীঃ তৎকালীন চাঁদ ফকিরের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম হয় চাঁদপুর। ঐতিহাসিকদের মতে , চাঁদপুর সৃষ্টির পর থেকে এতদঞ্চলের মানুষগুলো সংগ্রামমুখী ছিল।

---

[১১] গ্রাণ্ডক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ খ্রীঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বৃহত্তর কুমিল্লার কংগ্রেস নেতা শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান কনষ্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে দাবি উত্থাপন করেন যে, উর্দুর সঙ্গে বংলা ভাষা ও সরকারী কাজে ব্যবহার করতে হবে। কারণ বাংলাই এতদঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা । এ দাবির জবাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেছিলেন , সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দূ , অন্য কোন ভাষা নয় । প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের এ ঘোষনার প্রতিবাদে চাঁদপুরবাসী কুমিল্লার (তখন চাঁদপুর কুমিল্লা জেলার অধীনে ছিল) কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের দাবির পক্ষে আন্দোলনে ফেটে পড়ে । বাংলা ভাষার দাবিতে ঢাকায় ফজলুল হক হলে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের এক সভায় "রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম " পরিষদ নামে সর্বদলীয় একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর কেন্দ্রীয় সংগঠনের ঘোষণার সাথে সাথে ১৯৪৮ খ্রীঃ ১১ মার্চ পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের খবর চাঁদপুরে না পৌছলেও চাঁদপুরের নেতৃবৃন্দের আহবানে সন্ধ্যা পর্যন্ত অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ থাকে। সন্ধ্যায় ছাত্র - জনতার এক যৌথ মিছিল চাঁদপুর শহর প্রদক্ষিণ শেষে পুরাণ বাজার ওসমানিয়া মাদ্রাসা মাঠে সমাবেশে মিলিত হয়। মুসলিম লীগের চাঁদপুর অঞ্চলের সভাপতি আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে সভায় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও তালাবায়ে আরাবিয়াসহ প্রভৃতি সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি করা হয় । এভাবেই এগিয়ে যায় চাঁদপুরে ভাষা আন্দোলন।[১২]

১৯৫২ খ্রীঃ তৎকালীন চাঁদপুর শহরে ভাষা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহনই ছিল ছাত্রকেন্দ্রিক । ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ খ্রীঃ ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে পুলিশের অতর্কিত গুলি বর্ষণের সংবাদ চাঁদপুরে পৌছে পরের দিন । চাঁদপুরের যে সকল ছাত্র- ছাত্রী ঢাকায় পড়াশোনা করতো তাদের আত্মীয় - স্বজনেরা উৎকণ্ঠায় ভেঙ্গে পড়ে । চাঁদপুর সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ তাদেরকে অভয়বাণী শোনাতে থাকেন । ১৮ ফেব্রুয়ারী বেলা ১২টায় ঢাকায় বিনা উস্কানীতে পুলিশের গুলি বর্ষণ ও নির্মম হত্যাকান্ডের খবর চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ উপজেলায় পৌছে দেন ঢাকা মহানগর সংগ্রাম কমিটির নেতা ও চাঁদপুরের কৃতি সন্তান মুহাম্মদ আব্দুর রব এবং বি.এম. কলিমুল্লাহ। তাঁরা উভয়েই জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন। সে সময় কলেজের রাজনীতিতে বিশেষ করে ভাষা লড়াইয়ে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন । সর্বদলীয় কমিটির নির্দেশে ভাষা আন্দোলনকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে তাঁরা উভয়ে পুলিশের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যওয়া একটি রক্তমাখা শার্ট নিয়ে হাজীগঞ্জের ডাক বাংলোর সামনে ঐদিন দুপুরে উপস্থিত হন ।

তাঁদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। তাঁরা উভয়ে জনতার সামনে ঢাকার বেদনাদায়ক ঘটনা বর্ণনা করেন। তাঁদের বক্তৃতায় জনগণ উত্তেজিত হয় এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরে সন্ধ্যার পূর্বে বিশাল জনতার এক বিক্ষোভ মিছিল হাজীগঞ্জের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। ঐ দু'নেতার আহবানে হাজীগঞ্জের প্রতিটি গ্রাম পর্যায় সংগ্রাম কমিটির শাখা গড়ে ওঠে। এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হতে থাকে। কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে ঐ রাতেই আব্দুর রব ও বি.এম. কলিমুল্লাহ্ সংগঠনের চাঁদপুর শহর নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারী থেকে চাঁদপুরে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘট আহবান করা হয়। এরপর ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকার রাজপথে কারফিউ ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করায় ছাত্র- জনতার 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানমুখর বিক্ষোভ

[১২] দৈনিক আজাদ, ১৬ ই মার্চ ১৯৪৮ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

মিছিলে পুলিশ অতর্কিত গুলি চালালে জনতার স্রোতকে সরকার সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা বলে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ২৫ফেব্রুয়ারী বেলা ১টায় চাঁদপুরের মুরাদনগরে এক বিশাল শুকরিয়া মিছিল স্থানীয় বাজার ও সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্কুল প্রঙ্গণে সমাবেশে মিলিত হয়। বেলা ৩টায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথমে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রাপ্তিতে শুকরিয়া ও গুলি বর্ষণের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার দাবি, স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে চাঁদপুরের দোকান পাট বন্ধ রেখে হরতাল পালিত হয়। দুপুরে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল পুরানবাজার ও নতুন বাজার প্রদক্ষিণ করে । বিকেল ৩ টায় আজিজ আহমেদ ময়দানে (বর্তমান চাঁদপুর কলেজ মাঠ) ছাত্র-জনতার বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয় । ১১ মার্চ ১৯৫২ খ্রীঃ চাঁদপুরে ধর্মঘট আহবান করা হয় ।

চাঁদপুরের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে যারা ভাষা আন্দোলনে সাহস ও উৎসাহ জুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন ঃ হাবিব উদ্দিন (শাহতলী), এহছান উল্লাহ্ (নতুন বাজার) , আব্বাস উদ্দিন (পুরান বাজার) , আবুল কাশেম চৌধুরী , চাঁদ বক্স পাটোয়ারী , ওয়ালী উল্লাহ নওজোয়ান , জাবেদ আলী মোক্তার , নাছির উদ্দিন মোক্তার , আঃ রশিদ মোল্লা , রফিউদ্দিন আখন্দ , আশেক আলী মাস্টার , মাওলানা আঃ হক , মাওলানা আ.ন.ম , আঃ হাকিম , ছায়েদ আলী পাটোয়ারী (মতলব) , ডাঃ এ.বি.খান (কুমারডুগী) , এ্যাডঃ মতিউর রহমান , আঃ করিম পাটোয়ারী প্রমূখ । ভাষা সৈনিক আঃ রব ও বি. এম . কলিমুল্লাহ বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন । চাঁদপুরের সেই কলিমুল্লাহ ভূইয়া ১৯৫২ খ্রীঃ জগন্নাথ কলেজের ভিপি ছিলেন এবং বরকত (শহীদ বরকত) তাঁর হাতের ওপরই মারা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্র ফরিদগঞ্জের মদনেরগাঁও গ্রামের নূরুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন অন্যতম ভাষা সৈনিক ।[১৩]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ ভারতে ১৯২০ খ্রীঃ চাঁদপুরের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় । সিলেট ও আসাম প্রদেশে বৃটিশ মালিকানাধীন চা বাগানের বিশ হাজার কুলি নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে এই সময় ধর্মঘট পালন করে। কলিকাতা গিয়ে প্রতিবাদ জানানোর জন্য চাঁদপুর জাহাজ ঘাটে সকল ধর্মঘটী সমবেত হয়। এই আন্দোলন দমনের জন্য চাঁদপুরে বৃটিশ পুলিশ নিরীহ কুলিদের উপর গুলি বর্ষণ করে । বিশজন কুলি হতাহত হয় । চা বাগানের কুলিদের এহেন ন্যায় সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য মহাত্মা গান্ধী, মাওলানা শওকত আলী , মাওলানা মুহাম্মদ আলী , নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু , দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ রাজনীতিবিদ চাঁদপুরে আগমন করেন । মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সামাজিক, রাজনৈতিক ,অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চাঁদপুর সদা-সর্বদা রেখে আসছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। উল্লেখিত ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসনামল থেকে বিবর্তনের প্রতিটি ক্রান্তিকালে চাঁদপুর জেলার অধিবাসীগণ সচেতনভাবে অংশ গ্রহন করেন। বৃটিশ ভারতে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, পাকিস্তান শাসনামলে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন সর্বোপরি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুরবাসীর ভূমিকা ছিল নান্দনিক ও সমুজ্জল।

মুক্তিযুদ্ধে ১১টি সেক্টরের মধ্যে ২টি সেক্টরেরই নেতৃত্বে ছিলেন চাঁদপুরের দু'মহান সন্তান মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম , লেঃ কর্নেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী । তাঁরা দু'জনেই মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রামান্য গ্রন্থ রচনা করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। চাঁদপুরে যারা মুক্তিযুদ্ধে

---

[১৩] প্রভাকর- জেলা প্রশাসন চাঁদপুর কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারী -২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত পৃষ্ঠা-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, যাদের ত্যাগের বিনিময়ে চাঁদপুর শত্রুমুক্ত হয় তাঁরা হলেন- আব্দুর রব মিয়া (সাবেক এম.পি), আব্দুল করিম পাটওয়ারী (সাবেক এম.সি. এ) এ্যাডভোকেট আবু জাফর মোঃ মইনুদ্দিন (সাবেক এম.পি), এ্যাভোকেট সিরাজুল ইসলাম (সাবেক এম.পি) প্লাইট লেঃ অবঃ এ.বি. সিদ্দিক (সাবেক এম.পি), রাজা মিয়া পাটওয়ারী (সাবেক এম. সি. এ) ওয়ালী উল্লাহ নওজোয়ান (সাবেক এম. এন.এ), বাবু জীবন কানাই চক্রবর্ত, আবদুল্লাহ সরকার (সাবেক এম.পি.) খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া, জহুরুল হক পাঠান, আব্দুল মোমিন খান মাখন, রবিউল আউয়াল খান কিরণ (সাবেক এম.পি), সৈয়দ আবেদ মনসুর, বি.এম কলিমুল্লাহ. ডঃ এম.এ সাত্তার (সাবেক এম. সি. এ), হানিফ পাটওয়ারী, আব্দুর রব মিয়া, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীর বিক্রম) , গোলাম মোর্শেদ ফারুকী, মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী (বীর প্রতীক) , সাবেক ছাত্র নেতা নুরুল আমিন রুহুল , শিল্পপতি ও সমাজ সেবক আলহাজ্ব ফারুক খান চিশতি , শিল্পপতি ও সমাজ সেবক সৈয়দ আহম্মেদ রানা , ঢালি মোঃ আতাউর রহমান , শিল্পপতি ও সমাজ সেবক মোঃ খায়রুল হুদা , মোঃ এমরান হোসেন মিয়া , এস এম মফিজুল ইসলাম, জয়নাল আবেদীন চৌধুরী , এডভোকেট ফজলুল হক সরকার হান্নান , এম এ ওয়াদুদ (যুদ্বাহত), আলহাজ্ব আইয়ুব আলী মোল্লা (বীর মুক্তিযোদ্বা) , তফাজ্জল হায়দার (নসু) চৌধুরী , আবু তাহের দুলাল, এম সফি উল্লাহ , খান মোঃ বেলায়েত , হারুন-অর- রশীদ পাটোয়ারী , সুবেদার আঃ রব , ক্যাপটেন শামসুল হকসহ আরো অনেক নিবেদিত প্রাণ ও দেশ প্রেমিক চাঁদপুরের কৃতি সন্তান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। মুক্তিযুদ্বের সংগঠক হিসেবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বিশেষ ভুমিকা পালন করেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ মিজানুর রহমান চৌধুরী , রফিক উদ্দিন আখন্দ (সোনা আখন্দ) , মিজানুর রহমান পাটোয়ারী প্রমূখ।

মহান মুক্তিযুদ্ধে আর্থিক , নৈতিক এবং সার্বিক সাহায্য সহযোগিতার জন্য চাঁদপুরের যে সকল মহৎ প্রাণ ব্যক্তি পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যার শিকার হয়েছেন তন্মধ্যে ফরিদগঞ্জ থানার বিশিষ্ট শিল্পপতি আঃ মজিদ পাটোয়ারী , হেড মাষ্টার ইব্রাহীম (বি এ বি টি), বলাখাল স্কুলের হেড মাষ্টার নোয়াব আলী মিয়া, রেহান, শহীদুল্লাহ জাবেদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগরণে এবং বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে একাত্তরে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ট্যাংকে এক নাগাড়ে ৯০ ঘন্টা সাঁতার কেটে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেন অজেয় মুক্তিযোদ্ধা জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রাপ্ত সপ্তরণশ্রী অরুণ কুমার নন্দী। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবদীপ্ত স্মৃতিফলক "অঙ্গিকার " চাঁদপুরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। মতলব সদরে "দীপ্তবাংলা" এবং ফরিদগঞ্জ উপজেলার মুক্তিযোদ্বা ও শহীদদের নাম সম্বলিত স্মৃতিসৌধ " আমরা তোমাদের ভুলবনা " জেলার সবচেয়ে দর্শনীয়, আকর্ষণীয় ও ঐতিহাসিক ভাস্কর্য।[১৪]

সাধক ব্যক্তিবর্গ ঃ এ জেলার কতিপয় মুসলমান সাধক মনীষীর মধ্যে রয়েছেন শাহ্‌রাস্তি থানার হযরত রাস্তিশাহ্ (রঃ), হযরত সৈয়দ শরীফ বোগদাদী (রঃ), হযরত শাহ মোঃ বোগদাদী (রঃ) (শাহাতলী) হযরত শাহ মাদ্দাহ্ খাঁ (রঃ) (আলীগঞ্জ), হযরত কাজী করমুল্লাহ (রঃ) ওড়পুর, হাজীগঞ্জ, হযরত মিয়া শাহ্ (রঃ) (ঘড়িমন্ডল,শাহরাস্তি) কচুয়ার উজানী গ্রামে ক্বারী ইব্রাহিম (রঃ), ফরিদগঞ্জ থানার মানুরী গ্রামে হযরত পীর জয়নাল আবেদীন (রঃ), হর্নি গ্রামের মোঃ ইছহাক (রঃ), মতলব ফরাজি কান্দির

---

১৪ সাক্ষাৎকার-জনাব নাজমুল আহসান মজুমদার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা তাং-০৫/০৬/০৩ , ০৮/০৭/০৩ ও ১৭/১০/০৩ খ্রীঃ ; ত্রি-মোহনার তীরে-চাঁদপুর জেলা বি.সি.এস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক -২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত; প্রভাকর- জেলা প্রশাসন চাঁদপুর কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত পৃষ্ঠা ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

পীরে কামেল হযরত শাহ মোঃ শেখ বোরহান উদ্দিন (রঃ), বিখ্যাত বাগ্মী ও সাধক ইমাম উদ্দিন নূরী (রঃ), বড় হলদিয়ার সুফি শাহ আইন উদ্দিন (রঃ) ও মতলব সদরে জামাল শাহ , নন্দীখোলার বিখ্যাত তাপস পরব ফকির , হাজীগঞ্জের ডেররার হযরত আবেদ শাহ মোজাদ্দেদী (রঃ) , মতলবের চর লক্ষ্মীপুর গ্রামের সলিম উদ্দিন দরবেশ, সাদ্রার মাওঃ ইছহাক (রঃ), রামপুরের মাওঃ ওয়াজ উদ্দিন, ইসলাম পুরের শাহ ইয়াসীন (রঃ), মাওঃ আইয়ুব আলী (রঃ), কেরোয়ার আব্দুল মজিদ (রঃ), অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ (রঃ), মাওঃ মোঃ তফাজ্জল হোসেন (রঃ) (কচুয়া), অধ্যক্ষ মাওঃ আব্দুল খালেক (রঃ) প্রমুখ এবং হিন্দু সাধক মনীষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শাহরাস্তি থানার মেহের গ্রামের সর্বানন্দ বিদ্যাঠাকুর ও চাঁদপুর শহরে জন্ম গ্রহণকারী স্বামী স্বরূপানন্দ (১৮৮৮ খ্রীঃ) প্রমুখ।[১৫]

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঃ জেলা শহরে সরকারি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতালসহ আরও রয়েছে ৭টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র , ১টি চক্ষু হাসপাতাল , ১টি কলেরা হাসপাতাল, ৩টি মাতৃ মঙ্গল কেন্দ্র , ৭৬টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র , ৫টি বেসরকারী হাসপাতাল , ১টি যক্ষা হাসপাতাল, ১টি ডায়াবেটিক হাসপাতাল ও ১টি রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল।[১৬]

যাতায়াতঃ সারাদেশের সাথে রেল, সড়ক ও নৌ-পথের যোগাযোগ রয়েছে। জেলায় পাকা সড়ক ২৮২ কিলোমিটার, আধা পাকা সড়ক ২০২ কিলোমিটার এবং কাঁচা সড়ক ২,৩৬৬ কিলোমিটার।[১৭]

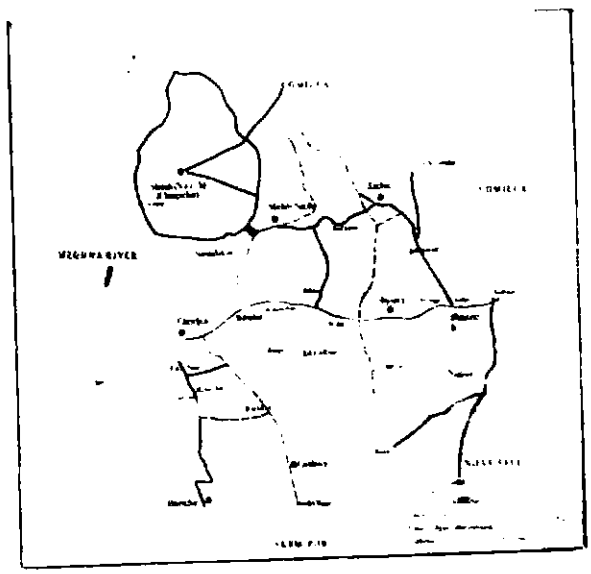

চাঁদপুর জেলার যাতায়াত মানচিত্র।

[১৫] প্রাগুক্ত।

[১৬] ত্রি-মোহনার তীরে-চাঁদপুর জেলা বি.সি.এস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক -২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত; প্রভাকর- জেলা প্রশাসন চাঁদপুর কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারী -২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত পৃষ্ঠা-৪৩ এবং জেলা তথ্য অফিস চাঁদপুর কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য।

[১৭] সড়ক ভবন অফিস চাঁদপুর ও ত্রি-মোহনার তীরে-চাঁদপুর জেলা বি.সি.এস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক -২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত; প্রভাকর- জেলা প্রশাসন চাঁদপুর কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারী -২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত পৃষ্ঠা-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমঃ চাঁদপুর রিপোটার্স এসোসিয়েশন, চাঁদপুর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ এবং স্থানীয় পত্রিকাগুলোর ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। বর্তমানে চাঁদপুরে ৫টি দৈনিক এবং হাজীগঞ্জ ও মতলব থানায় ১টি করে মোট ৩টি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। চাঁদপুর হতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর নাম যথাক্রমে (১) দৈনিক চাঁদপুর দর্পণ (২) দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ (৩) দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ (৪) দৈনিক চাঁদপুর প্রবাহ (৫) দৈনিক চাঁদপুর জমিন। সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে রয়েছে (১) সাপ্তাহিক দিবাচিত্র (২) সাপ্তাহিক হাজীগঞ্জ (৩) সাপ্তাহিক মতলব কণ্ঠ। এছাড়াও রয়েছে ফরিদগঞ্জ বার্তা ও শাহরাস্তি বার্তা। উল্লেখিত পত্রিকাগুলো চাঁদপুরের উন্নয়নে জনগণকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করে আসছে।[১৮]

নদ-নদীঃ পদ্মা, মেঘন ও ডাকাতিয়া এই তিনটি নদীর মধ্যে রাক্ষুসী মেঘনার করাল গ্রাসে পুরান বাজার ও হাইমচরসহ বিস্তীর্ণ এলাকা অব্যাহত ভাঙ্গনের শিকার। এই ভাঙ্গন বৎসরে দেড় কোটি টাকার অধিক আয়কর অর্জনকারী চাঁদপুরের বৈভব ও সমৃদ্ধির পথে প্রধান ও মৌলিক অন্তরায়। প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু লোক এই ভাঙ্গনের কবলে পড়ে হচ্ছে নিঃস্ব, সর্বশান্ত ও ভাসমান। এই ভাঙ্গন রোধ হলে চাঁদপুর সত্যিকার অর্থে হতে পারে জাতীয় রাজস্ব অর্জনের এক বিশাল ক্ষেত্র। কবির ভাষায় নিম্নোক্ত পংক্তি মালায় চাঁদপুরের সত্যিকার ইতিহাস ও বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে।

"পদ্মা-মেঘনা-ডাকাতিয়া মিলিত হয়ে চাঁদপুরে
কৃষ্টির মোহনা সৃষ্টি করে নদী মোহনার তীরে।
ধন-ধান্য-জন-বাণিজ্যে-সুখ্যাতি যার বহুদূর
জ্ঞানী, গুণী-মহাজনের শতরূপ এই চাঁদপুর।"

সাহিত্য ও সংস্কৃতিঃ শিক্ষা, সংস্কৃতি, কাব্য, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ক্রীড়া, সঙ্গীত, সিনেমা, চিত্রশিল্প প্রভৃতি সুকুমার শিল্পে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে চাঁদপুরের অসংখ্য গুণীজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি, সম্মান ও পদক অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাযাবর, ড:বি. কে জাহাঙ্গীর , ড. রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মুনতাসির উদ্দিন খান মামুন, শান্তনু কায়সার, চারণ কবি শামসুল হক মোল্লা, শিল্পকলায় হাশেম খান, চিত্রশিল্পে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুসলেহ উদ্দীন, চিত্র নায়ক ওয়াসিম, চিত্র নায়িকা অঞ্জনা, রাকা, সাথী, অভিনেতা হুমায়ুন ফরিদি, কৌতুক অভিনেতা দিলদার, নৃত্যে জিনাত বরকত উল্লাহ, শফিকুর রহমান, শিবলি মাহমুদ, রবীন্দ্র সঙ্গীতে সাদী মাহমুদ, সঙ্গীতে এসডি রুবেল, ঝুমুখান, শিমুল, দিনাত জাহান মুন্নি, গীতিকার মিলন খান, বিটিভি'র উপস্থাপক শফিউল আলম বাবু, তরুন সংগঠক ইউনুছ তালুকদার রাজু, ক্যামেরায় কিউ এম জামান, শিক্ষা বিস্তারে ওয়ালী উল্লাহ পাটওয়ারী, ইদ্রিস মজুমদার, আবদুল কুদ্দুস, আশেক আলী খান, রাজেন্দ্র নারায়ন রায় চৌধুরী, সারদাচরণ দত্ত, চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী,

---

[১৮] প্রাগুক্ত ও বাংলা পিডিয়া তৃতীয় খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

বি বি দত্ত, এ এস এম মেসবাউদ্দিন, বালুরূপ লাল সাহা, আব্দুল হামিদ মজুমদার, শিল্পপতি ও শিক্ষানুরাগী গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজ সেবক মোঃ ফিরোজ আহমেদ, প্রফেসর এফ কে পাটোয়ারী, মোঃ আতাউর রহমান (সিআইপি), অ্যাডভোকেট আব্দুল লতিফ মজুমদার, প্রকৌশলী মোঃ মমিনুল হক, তরুণ সংগঠক মোঃ মিজানুর রহমান মিজান, সাহিত্যে সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দিন, সংগঠক ও সমাজসেবায় কসমিক সফিউল্লাহ, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজ সেবক লায়ন বেনজির আহম্মদ, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজ সেবক এবিএম নাসির উদ্দিন সরকার, চার্টার্ড একাউনটেন্ট মোঃ সাইফুল ইসলাম, লায়ন মোঃ হারুন–অর-রশিদ পাটোয়ারি, লায়ন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আমির হোসেন খান, মোঃ আকবর আলী খান, সাংবাদিকতায় নূরুল ইসলাম পাটোযারী, জহিরুল হক, শফিকুর রহমান, জাকারিয়া মিলন, সেকান্দার হায়াত মজুমদার, বিশিষ্ট ব্যবাসায়ী ও সমাজ সেবক এস.এম. সিরাজুল ইসলাম, মোঃ রফিকুল আলম জর্জ, মোঃ বিল্লাল হোসেন প্রধান।কাব্যে আবদুর রশিদ খান, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, জাকির হোসেন মজুমদার। প্রশাসন ও সমাজ সেবায় ডঃ এম. এ. সাত্তার, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, এস.এম আলহোসাইনি, ডাঃ রশিদ আহম্মেদ, আই জি হোসেন আহম্মেদ, ডিবি'র এসিডি মোঃ রুহুল আমিন , এস.পি শফিকুর রহমান, মোঃ মহিউদ্দিন, মোঃ আবদুল লতিফ, ড. শোয়েব আহমদ, এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এম রফিকুল ইসলাম, মোর্শেদ আহমদ, মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ মোর্শেদ হোসেন প্রমূখ।[১৯]

[১৯] ত্রি-মোহনার তীরে-চাঁদপুর জেলা বি.সি.এস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক -২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত ; প্রভাকর- জেলা প্রশাসন চাঁদপুর কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারী -২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত পৃষ্ঠা-৪৩; স্মরণীকা বিসিক চাঁদপুর -বিসিক শিল্প সহায়ক কেন্দ্র চাঁদপুর কর্তৃক ১৯৯৭ খ্রীঃ প্রাকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদপুর জেলার উপজেলা সমূহের পরিচিতি

চাঁদপুর সদরঃ আয়তন ৩০৮.৭৮ কি.মি.। উত্তরে মতলব উপজেলা, দক্ষিণে ফরিদগঞ্জ ও হাইমচর উপজেলা, পূর্বে হাজীগঞ্জ ও ফদিরগঞ্জ, পশ্চিমে ভেদেরগঞ্জ উপজেলা। প্রধান নদী লোয়ার মেঘনা এবং ডাকাতিয়া। ১৮৭৮ খ্রীঃ চাঁদপুর থানাকে মহাকুমায় পরিণত করা হয় এবং তারও অনেক পূর্বে নরসিংহপুর নামক স্থানে স্থাপিত হয় চাঁদপুর থানা। ১৯৮৪ খ্রীঃ ইহা উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।[২০]

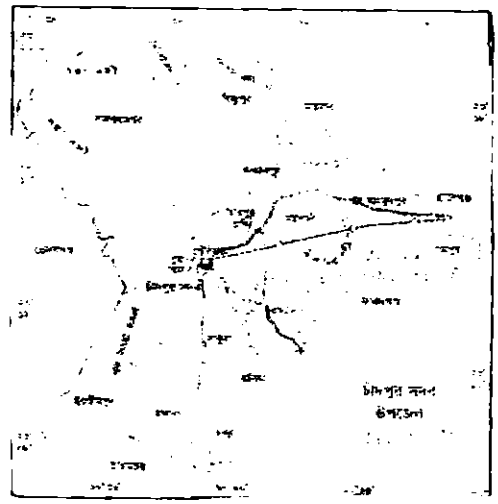

চাঁদপুর সদর উপজেলার মানচিত্র ।

মতলব উপজেলা ঃ আয়তন ৪০৯.২২ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে দাউদকান্দি ও গজারিয়া উপজেলা, দক্ষিণে চাঁদপুর সদর ও হাজীগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে কচুয়া উপজেলা, পশ্চিমে মুন্সিগঞ্জ সদর ও ভেদেরগঞ্জ উপজেলা। প্রধান নদী-লোয়ার মেঘনা, গোমতী ও ধনাগোধা। মতলব থানার সৃষ্টি হয় ১৯১৮ খ্রীঃ। বর্তমান মতলব উপজেলার জন্ম প্রায় একশত বিশ বছর পূর্বে। হিন্দু প্রধান এলাকা হিসেবে অনেক বাউল, বৈরাগী ও তান্ত্রীদের আখড়া ছিল মতলব। কথিত আছে যে, ১২৫ জন বৈরাগী এখানে বৈরাগীর হাট নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। একই সময় মতলবের দক্ষিণে দিঘলদী নামক গ্রামে ফরিদপুর জেলার কবিরাজপুরের জমিদারের অধীনে মোতালেব জমাদার মহব্বতপুর পরগনার জমাদারের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। মোতালেব জমাদারের কার্যালয় ছিল দিঘলদীর 'জমিদারের বের' নামক স্থানে। ব্যক্তিগত জীবনে মোতালেব জমাদার একজন সূফী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি অসংখ্য হাঁস পালতেন। এসব হাসঁ প্রায় সময় ধনাগোদা নদীর পাড়ে বৈরাগীর হাটের কাছে চড়ে বেড়াত। হাঁসগুলো নদীর তীরে যেখানে চড়তো ঠিক সেখানে মোতালেবের হাট নামে আরেকটি হাট তিনি বসালেন। মোতালেব এর হাট ও বৈরাগীর হাট পাশাপাশি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। কালক্রমে জনসাধারণ মোতালেবের হাটের দিকে অধিক আগ্রহী হন এবং বৈরাগীর হাটের পরিবর্তে মোতালেবের হাটই প্রসিদ্ধি লাভ করে। মোতালেবের হাটই বর্তমান মতলব হাট। শিক্ষা দীক্ষায় বৃটিশ ভারতের সময়

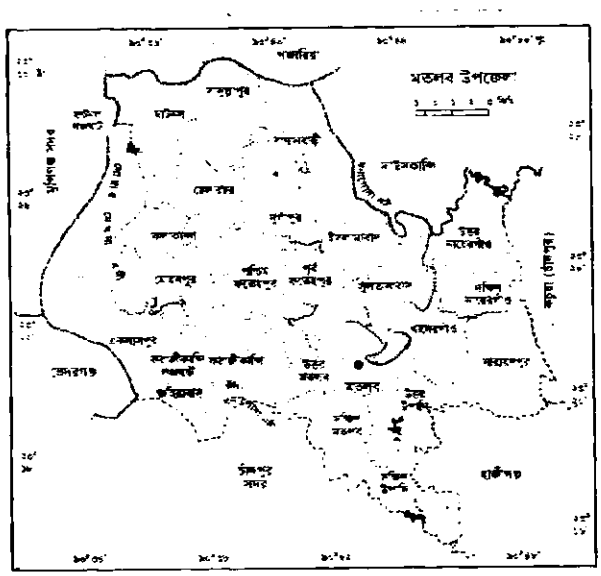

মতলব উপজেলার মানচিত্র

[২০] এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত-বাংলা পিডিয়া, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে মতলব সর্বজন সুবিদিত ছিল। কথিত আছে যে, কেবলমাত্র বোয়ালিয়া গ্রামেই এ শতকের শুরুতে ১২৫ জন প্রাজুয়েট ছিল। প্রাচীন কীর্তির উল্লেখযোগ্য নিদর্শনও মতলবে রয়েছে। অত্র উপজেলার নারায়ণপুর বাজারের সংলগ্ন পশ্চিমে পাটনার জমিদার মির্জা হাসেন আলী একই স্থানে পাশাপাশি একটি মসজিদ ও একটি কালী বাড়ী স্থাপন করেন। পাশাপাশি কালী বাড়ী ও মসজিদ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরে ঐক্য সৃষ্টি করা। কিংবদন্তীর নায়ক চাঁদ সওদাগরের বাসস্থান ছিল মতলব উপজেলার আশ্বিনপুর নায়ের গাঁও এলাকায়। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য হাজার হাজার নৌকা সেখানে আনাগোনা করতো। "নাও" শব্দ থেকেই নায়ের গাঁও এলাকার নাম করণ করা হয়েছে। নায়ের গাঁয়ের ঠিক পূর্ব উত্তর কোনে প্রায় দু'মাইল ব্যবধানে চাঁদ সওদাগর বিশ একর জমি ব্যাপী 'কাঞ্চন মালার' দিঘি খনন করেন। কাঞ্চন মালার দিঘির নিকট নন্দীখোলা নামক গ্রামে বিখ্যাত অলিয়ে কামেল শাহ সুফী পরব ফকিরের মাজার। পরব ফকিরের বংশধরগণ জমিদারী প্রথা বিলুপ্তি পর্যন্ত 'লাখেরাজ' সম্পত্তি ভোগ করে আসছিলেন। নন্দীখোলা মাজারের পূর্ব দিকে ' লাখ' নামক গ্রামে চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গা ডুবেছিল। এখনও সে ডিঙ্গার আকারের গাছ-পালার অবস্থান বিদ্যমান। ডিঙ্গীর আকৃতির গাছগুলোর থেকেই নৌকা ডুবির ঘটনার সত্যতা অনুমান করা যায়।

আশ্বিনপুর ও নায়ের গাঁও মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল। পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল রাজবাড়ী দিঘির পাড়, যেখানে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের মন্দির ছিল। আজও আশ্বিনপুর ও নায়ের গাঁও এলাকায় চাষাবাদের সময় চাঁদ সওদাগরের ব্যবহৃত মোঘল ও পাঠান আমলের সোনা, রূপার মোহর ও কড়ি পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মনাই সওদাগরের ডিঙ্গী গাছ, ধনাগোদা গ্রামে ধনাই সওদাগরের শৈন্যশালার গাছ, শিল মন্দি ও মোহনপুর নীল কুটির ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান। মতলব উপজেলা বহু আউলিয়া দরবেশ ও সাধকের পূন্য ভূমি হিসেবে পরিচিত। এই উপজেলার বদরপুর গ্রামে সুলেমান শাহ (নেংটা ফকির) এর মাজার অবস্থিত। প্রতি বছর চৈত্র মাসে ওরশের সময় লক্ষ লক্ষ লোকের আগমন সেখানে হয়ে থাকে। ফরাজী কান্দী মাদ্রাসা, এতিমখানা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম সারা বাংলাদেশে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা শেখ বোরহান উদ্দিন (রঃ)। আরো রয়েছে বড় হলদিয়া গ্রামে বিখ্যাত সূফী শাহ আইন উদ্দিনের মাজার। বিখ্যাত বাগ্মী ও সাধক ইমাম উদ্দিন নূরীর মাজার আদুরভিটি গ্রামে অবস্থিত। মতলব সদরে জামান শাহ্ নামক এক মহান সাধকের মাজার রয়েছে। তাছাড়া ওলিয়ে কামেল হযরত সলিমুদ্দিন দরবেশ এর মাজার রয়েছে চর লক্ষীপুর গ্রামে। তবে নন্দিখোলার বিখ্যাত তাপস পরব ফকিরের মাজার অযত্ন ও অবহেলায় বিলুপ্ত হবার পথে।[২১]

হাজীগঞ্জঃ আয়তন ১৮৯.৯০ বর্গ কি.মি.। উত্তরে কচুয়া ও মতলব উপজেলা, দক্ষিণে ফরিদগঞ্জ ও রামগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে শাহরাস্তি উপজেলা পশ্চিমে চাঁদপুর সদর ও মতলব উপজেলা। প্রধান নদী ডাকাতিয়া ও বোয়ালজুরি। হাজীগঞ্জ থানা সৃষ্টি হয় ১৮১৮ খ্রীঃ। বর্তমানে এটি উপজেলা। হাজীগঞ্জ উপজেলা চাঁদপুর জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। ডাকাতিয়া নদীর তীরে হাজীগঞ্জ উপজেলা

---

[২১] এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত-বাংলা পিডিয়া, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৯৩; ত্রি-মোহনার তীরে চাঁদপুর জেলা বিসিএস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

হাজীগঞ্জ উপজেলার মানচিত্র

অবস্থিত। এই উপজেলা অতি পুরাতন ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। হাজীগঞ্জ উপজেলার অলিপুর গ্রামে বিখ্যাত সাধক অলি উল্লা মোঘল আমলে ইসলাম প্রচারের জন্য বসতি স্থাপন করেন। এই গ্রামে দুটি প্রাচীন মসজিদ আছে। একটি ১৭০২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরংগজেব এর নামানুসারে জনৈক আবদুল্লা কর্তৃক নির্মিত। অন্যটি নির্মাণ করেন শাহ সুজা। বিখ্যাত অলিয়ে কামেল মাদ্দাহ্ খাঁ (রহঃ) মাজার ও মসজিদ হাজীগঞ্জের পূর্বদিকে আলীগঞ্জে অবস্থিত। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ। হাজীগঞ্জ পাট ও সুপারির ব্যবসার জন্য বিখ্যাত। হাজীগঞ্জ ধানের মুড়ি ও বাতাসার জন্য বিখ্যাত। পাট ক্রয় ও বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে হাজীগঞ্জ সুপরিচিত। হাজীগঞ্জ উপজেলায় আরেকটি ঐতিহাসিক স্থান নাসিরকোর্ট। কোর্ট শব্দটির অর্থ 'দূর্গ'। নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে অযোদ্ধরাম ছেন্দা নিজেকে ঐ এলাকার রাজা বলে ঘোষণা করেন এবং নির্যাতনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। অত্যাচারিত জনগণ নবারের কাছে নালিশ করলে নাসির খানের সেনাপতিত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়। নাসির খাঁন এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। যুদ্ধে অযোদ্ধারাম ছেন্দা পরাজিত ও নিহত হয়। এই যুদ্ধের স্মৃতি চিরঞ্জীব করার জন্য নাসির খানের নামানুসারে এ গ্রামের নামকরণ করা হয় নাসির কোর্ট।[২২]

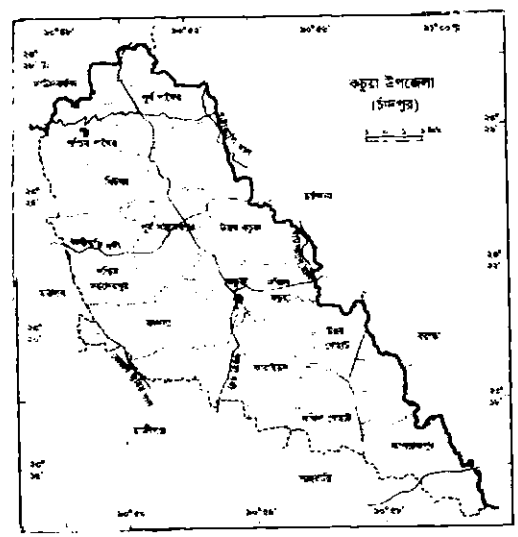

কচুয়া উপজেলার মানচিত্র

কচুয়াঃ কচুয়া উপজেলার আয়তন ২৩৫.৮২ বর্গ কি.মি.। উত্তরে চান্দিনা ও দাউদকান্দি উপজেলা, দক্ষিণে শাহরাস্তি ও হাজীগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে বরুড়া ও চান্দিনা উপজেলা, পশ্চিমে মতলব ও হাজীগঞ্জ উপজেলা। কচুয়া থানার সৃষ্টি ১৯১৮ খ্রীঃ। বর্তমানে এটি একটি উপজেলা। কচুয়ার ইতিহাস অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ। এই কচুয়াতেই জন্ম গ্রহণ করেন আল্লামা শাহ নেয়ামত উল্লাহ এবং সাত কেরাতের কারী ও বিখ্যাত অলিয়ে কালেম সুমধুরকণ্ঠি ক্বারী ইব্রাহীম (রঃ)। অবিভক্ত ভারত যখন বেদআত ও বেশরার পংকে নিমজ্জিত তখনই জৈনপুরের মাওলানা কেরামত আলী এতদঞ্চলে আগমন করেন এবং হিন্দুয়ানী রীতিতে মুসলমানদের আচার অনুষ্ঠান পূজা পার্বন ইত্যাদি বেদায়াতী কার্যকলাপ দূরীকরণে অগ্রণী

---

[২২] এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত-বাংলা পিডিয়া, দশম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৬;;ত্রিমোহনারতীরে চাঁদপুর জেলা বিসিএস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) এর ন্যায় ক্বারী ইব্রাহীম (রহঃ) ধর্মীয় জ্ঞান প্রচারে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। আজও ক্বারী ইব্রাহীম (রঃ) এর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান উজানী মাদ্রাসা দ্বীনি শিক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। হিন্দু তীর্থস্থান মনসামুড়া ও বেহুলা সুন্দরীর নগর এই কচুয়াতেই অবস্থিত। তদুপরি সাচারের রথ, কচুয়ার বড়ই বিশেষ আকর্ষণীয়।[২৩]

শাহরাস্তিঃ আয়তন ১৫৪.৩১ বর্গ কি.মি.। উত্তরে কচুয়া উপজেলা, দক্ষিণে চাটখিল ও রামগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে লাকসাম ও বরুড়া উপজেলা, পশ্চিমে হাজীগঞ্জ উপজেলা। প্রধান নদী-ডাকাতিয়া। শাহরাস্তি থানা সৃষ্টি হয় ১৯৭৮ খ্রীঃ এবং উপজেলায় রূপান্তর হয় ১৯৮৩ খ্রীঃ। শাহরাস্তি উপজেলার মেহের ও শ্রীপুর দুটি পাশাপাশি গ্রাম। এ দু'গ্রামে রাস্তিশাহ ও সর্বানন্দ ঠাকুর নামক দুই সমসাময়িক সাধক ছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহের আমলে রাস্তি শাহ্ কুমিল্লা নোয়াখালী এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য এসে শ্রীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। শ্রীপুরেই তাঁর মাজার অবস্থিত। সর্বানন্দ ঠাকুর বর্তমান কালী বাড়ীর সন্নিকটে একটি গাছের নীচে গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। রাস্তি শাহের নাম অনুসারে বর্তমান শাহরাস্তি উপজেলার নামকরণ করা হয়।[২৪]

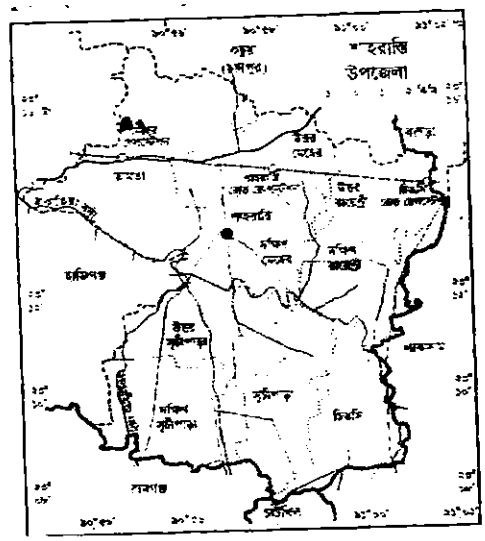

শাহরাস্তি উপজেলার মানচিত্র

ফরিদগঞ্জঃ আয়তন ২৩১.৫৪ বর্গ কি.মি.। উত্তরে চাঁদপুর সদর ও হাজীগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে রায়পুর উপজেলা, পূর্বে রামগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে হাইমচর ও চাঁদপুর সদর উপজেলা। প্রধান নদী ডাকাতিয়া। শাহ ফরিদের নাম অনুসারে ফরিদগঞ্জ উপজেলার নামকরণ করা হয়। শাহ ফরিদ একজন ধ্যানী তাপস ছিলেন। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করেন। এই উপজেলায় সাহেবগঞ্জ নামক একটি গ্রাম আছে। নীল চাষের জন্য এই গ্রামে ইংরেজরা একটি কুঠির নির্মাণ করেন। ইংরেজদের প্রায়শই যাতায়াতের জন্য এ গ্রামের নামকরণ সাহেবগঞ্জ রাখা হয়েছিল। সাহেবগঞ্জ নীল কুঠির ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়।[২৫]

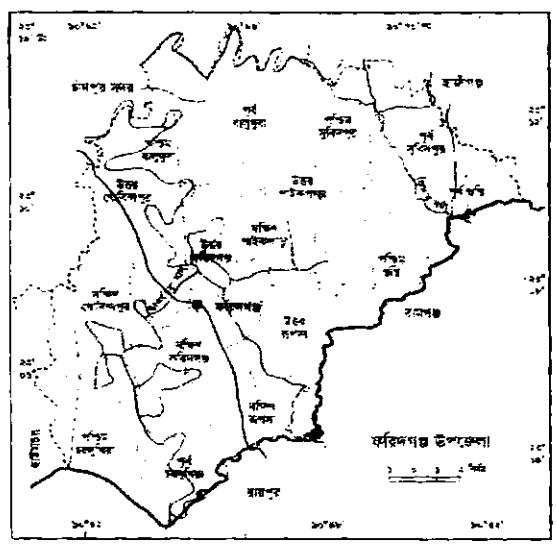

ফরিদগঞ্জ উপজেলার মানচিত্র

---

[২৩] এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত-বাংলা পিডিয়া, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৬; ত্রি-মোহনারতীরে, চাঁদপুর জেলা বিসিএস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত।

[২৪] এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত-বাংলা পিডিয়া, নবম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২৭; ত্রি-মোহনারতীরে, চাঁদপুর জেলা বিসিএস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত।

[২৫] এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত-বাংলা পিডিয়া, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৭; ত্রি-মোহনারতীরে, চাঁদপুর জেলা বিসিএস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

হাইমচর ঃ আয়তন ১৭৪.৪৯ বর্গ কি.মি.। উত্তরে চাঁদপুর সদর ও ভেদেরগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে হিজলা উপজেলা, পূর্বে ফরিদগঞ্জ ও রায়পুর উপজেলা, পশ্চিমে গৌসাইরহাট উপজেলা। হাইমচর উপজেলাটি নদীভাঙ্গন কবলিত একটি ক্ষুদ্র উপজেলা। প্রধান নদী-মেঘনা। হাইমচর থানার সৃষ্টি ১৯৭৭ খ্রীঃ এবং এটিকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ খ্রীঃ। হাইমচর উপজেলায়ও ইংরেজ আমলে নীল চাষ করা হত। এখানেও ইংরেজদের নীল কুঠি ছিল। নীল চাষের জন্য জনগণের উপরে যে অত্যাচার ও নির্যাতন করা হয়েছে বর্তমানে নীল কুঠির ধ্বংসাবশেষ তারই স্বাক্ষ্য বহন করছে।[২৬]

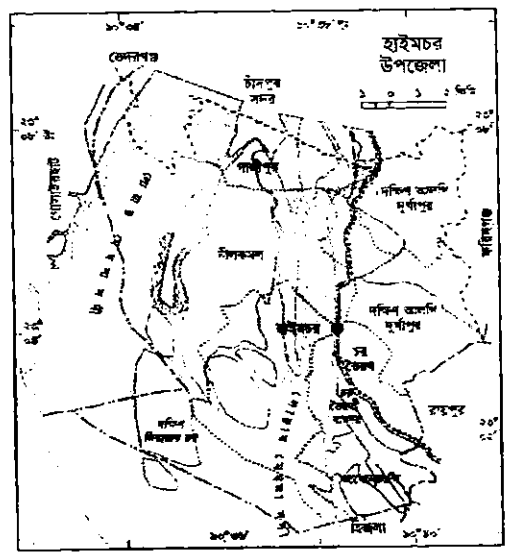

হাইমচর উপজেলার মানচিত্র

[২৬] এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত-বাংলা পিডিয়া, দশম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪২৭; ত্রি-মোহনারতীরে চাঁদপুর জেলা বিসিএস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : দ্বিতীয়

শিক্ষা বিস্তার, সমাজকল্যাণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে চাঁদপুর

'চাঁদপুর ভরপুর জলে স্থলে
মাটির মানুষ আর সোনা ফলে'

বৃটিশ শাসনামলে চাঁদপুরকে 'গেইটওয়ে টু ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া' বা পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার বলা হতো। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী বন্দর চাঁদপুর । বৃটিশ শাসনামলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস্ র‍্যানেল তৎকালীন বাংলাদেশের যে মানচিত্র এঁকেছিলেন তাতে চাঁদপুর নামে এক অখ্যাত জনপদ ছিল। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয়করণ নীতিমালার আওতায় ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ খ্রীঃ চাঁদপুর জেলায় রূপান্তরিত হয়।

চাঁদপুর জেলায় শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কাজগুলো ইংরেজী শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি। ১৮৫৩ খ্রিঃ লর্ড বেন্টিক ও লর্ড ম্যাকলের প্রচেষ্টায় ইংরেজ সরকার এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারনীতি গ্রহন করেন । ইতিপূর্বেও কিছু কিছু ইংরেজী বিদ্যালয় বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছিল এবং পর্যায়ক্রমে জেলায় জেলায় তার প্রসার ঘটতে থাকে । বর্তমানে এ জেলায় প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের আবাস্থল হলেও ৩৪% লোক নিরক্ষর ।

শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির মেরূদন্ড । অন্যভাবে আমরা বলতে পারি - "Education is a life long process of modification both body and mind" অর্থাৎ সমগ্র জীবনব্যাপী দেহ ও মনের সুসামঞ্জস্য বিকাশ ও পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়ার নামই শিক্ষা। আবার কালজয়ী গ্রীক মনীষী প্ল্যাটো প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে শিক্ষা সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হচ্ছে "Education consist of Gymnastic and Music" দেহ ও মনের পরিপূর্ণতা সাধনে শিক্ষা যে অপরিহার্য তা উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে সহজেই উপলব্দি করা যায়।

১৮৭২ খ্রীঃ চাঁদপুর শহরের বিষ্ণুদী গ্রামে ছিল একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল । চাঁদপুর মহকুমা গঠিত হয় ১৮৭৮ খ্রিঃ । এরপর যখন শহর গড়ে ওঠতে থাকে , তখন ১৮৮৭ খ্রীঃ ঐ মধ্য ইংরেজী স্কুলটিকে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে উন্নীত করা হয়, যা পরবর্তীতে জুবলি হাইস্কুল (বর্তমানে হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়) নামে পরিচিত। এটিই এ মহকুমার প্রথম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। উইলিয়াম হান্টার তার দি ইন্ডিয়ান মুসলমান গ্রন্থে (৪৩৮ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৭৫ খ্রীঃ মার্চ পর্যন্ত তৎকালীন কুমিল্লা জেলায় সর্বস্তরে পাঠশালার সংখ্যা ছিল ১৪৬ টি । সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ও শোচনীয়ই ছিল বলা চলে। এমতাবস্থায় তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমার পাঠশালার সংখ্যা হয়তো ছিল গুটি কয়েক । ১৮৮২ খ্রীঃ হান্টার কমিশনের রির্পোটের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক শিক্ষার উপর অধিকতর জোর দেয়া হলে চাঁদপুরে আরো অনেক পাঠশালা গড়ে উঠতে থাকে। শিলন্দিয়া গ্রামের পাঠশালাটিকে ১৮৮৪ খ্রীঃ মধ্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত করা হয় এবং ১৮৯৯ খ্রীঃ এটিকে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে উন্নীত করা হয় । খেরূদিয়া গ্রামের পাঠশালাটি ১৯২৩ খ্রীঃ মধ্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত করা হয় । ১৮৮৪ খ্রীঃ

Dhaka University Institutional Repository

বাবুরহাটে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরে ১৮৯৯ খ্রীঃ ১১ নভেম্বর এটি হাই স্কুলে পরিণত করা হয়।[২৭]

শিক্ষার ক্রমগতিঃ বর্তমান কালে চাঁদপুর জেলা নামে এবং এককালে সমতট রাজ্যের অংশ হিসাবে পরিচিত এ ভূখন্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তর যুগেও মানুষের বসতি ছিল। উঁচু মানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী ছিল এসব মানুষ। তাদের নিজস্ব ভাষাও ছিল। সেই ভাষার লিপি কি ছিল তা জানা যায়নি। তবে সেই ভাষার প্রভাব যে বাংলা ভাষায় পড়েছিল এবং সেই প্রভাব এখনও যে যথেষ্ঠ পরিমাণে আছে, তা জ্ঞানীগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন। উঁচু মানের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকারী হলেও প্রাচীন ভেড্ডিড জনসমাজে শিক্ষা ব্যবস্থার রকমটি কি ছিল, অথবা আদৌ ছিল কিনা, তা সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। তবে যাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা পরবর্তী কালে আগত আর্যদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছিল, তাদের সমাজে কোন না কোন প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

চাঁদপুর অঞ্চল মোর্যবংশীয় নৃপতিদের, বিশেষ করে সম্রাট অশোকের রাজ্যভূক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে সে যুগে এ জেলায় শিক্ষা ব্যবস্থা কি রকম ছিল সে সম্বন্ধে কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। এর পরে খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশের মত এ জেলার ইতিহাসও তিমিরাচ্ছন্ন।[২৮]

চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে চাঁদপুর অঞ্চল গুপ্ত সম্রাটদের করতলগত হয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতেই যে এ অঞ্চলে সুস্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে মহারাজ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্র-শাসন (৫০৭-৮ খ্রীঃ) থেকে। দেবীদ্বার থানার অন্তর্গত এই গুণাইঘর (প্রাচীন নাম গুণিকাগ্রহার) নামক স্থানে দুটি বৌদ্ধ বিহারের অবস্থান ছিল। বিহার দুটির নাম ছিল ' আশ্রম বিহার' ও 'রাজ বিহার'। এই তাম্রশাসনে আচার্য শান্তিদেব ও জিতসেন নামক দুইজন বৌদ্ধ আচার্যের উল্লেখ আছে।

শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলির ভূমিকা ছিল বর্তমান কালের আবাসিক মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণ বিহারে বসবাসরত থেকে বিদ্যাভ্যাস করতেন। প্রধানতঃ ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হলেও বিহারগুলিতে ন্যায়, নীতি, চিকিৎসা ইত্যাদি শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলেও জানা যায়। সেখান থেকেই চাঁদপুরেও শিক্ষার বিস্তার ঘটে।[২৯]

গুপ্তদের পরে বহু রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে বর্তমান চাঁদপুরসহ তৎকালীন কুমিল্লা অঞ্চলে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি রাজবংশ ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। দৃষ্টান্তস্বরূপ খড়্গ, প্রথম দেব, চন্দ্রবংশ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এসব বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্ব কালে চাঁদপুর বিশেষ করে পাশ্ববর্তী লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হয়েছিল বলে পত্ন-প্রমাণে জানা যায়। এগুলোর মধ্যে অষ্টম

---

[২৭] সাক্ষাতকার- জাকির হোসেন , চেয়ারম্যান নোটারী ক্লাব চাঁদপুর তাং ১৭/০৬/২০০৩ ও চাঁদপুর জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (এফ.এফ.ডি.এ) কর্তৃক আয়োজিত ১০/০৬/০৩ তারিখের সেমিনারের প্রবন্ধ, স্থান সভাকক্ষ নোটারী ক্লাব, চাঁদপুর ।

[২৮] কুমিল্লা জেলার ইতিহাস-জেলা পরিষদ কুমিল্লা কর্তৃক ০৭ জুন, ১৯৮৪ খ্রীঃ প্রকাশিত, পৃষ্ঠা -৪০১।

[২৯] প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা -৪০২।

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দীতে নির্মিত আনন্দ বিহার ও শালবন বিহার খনন কাজের পরে আবিস্কৃত হয়েছে। তাছাড়া ভোজ বিহার ও রূপবান কন্যার বিহারসহ আরও ৫টি বিহারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রাথমিক অনুসন্ধান কাজের পরে। এসব বিহারের মধ্যে কয়েকটি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল বলে ধারণা করা হয়। এতে দেখা যাচ্ছে যে, খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম থেকে আরম্ভ করে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্বকালে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও মঠের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ ও সুসৃঙ্খলভাবে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল।

গুপ্তদের রাজত্ব কাল থেকে শুরু করে চতুর্দশ শতকে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত চাঁদপুর অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হিন্দু রাজবংশও রাজত্ব করেছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভদ্র, রাত ও দ্বিতীয় দেববংশ। কিন্তু তাদের সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা কি রকম ছিল, তা সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। বৌদ্ধ বিহার ও মঠগুলির মত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালে ছিল কিনা, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে হিন্দু মন্দির ও সে জাতীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ধারণা করা যেতে পারে। খুব সম্ভব পরবর্তীকালে সংস্কৃত টোল নামে যে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়, তার অস্তিত্ব সেকালেও ছিল। আর ছিল খুব সম্ভব পাঠশালা। সেই সঙ্গে গুরুগৃহও ছিল পাঠাভ্যাসের কেন্দ্র। তাল, ভূর্জপত্র ও সে জাতীয় বস্তুর উপর লিপিবদ্ধ পুঁথির সাহায্যে তখনকার দিনে শিক্ষা প্রদান করা হত। আর শিক্ষার্থীরা কলাপাতা, তালপাতার উপর আঁচড় কেটে বিদ্যাভ্যাস করত।[৩০]

খুব সম্ভব এয়োদশ শতাব্দীর একদম শেষ প্রান্তে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে চাঁদপুর জেলায় তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের আগমনের ফলে এ জেলায় শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এ জেলায় তখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ এবং জেলার অধিবাসীদের অধিকাংশ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। এই হিন্দু অধিবাসীদের শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল বহিরাগত ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থ। মুসলমানদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সাধারণভাবে আরবী-ফার্সী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষা, গণিত ইত্যাদি ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল খুব সম্ভব পাঠশালা বা সে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই শিক্ষা গ্রহন করত। গুরু নিজ গৃহে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতেন বলেও জানা যায়।[৩১]

সুলতানী আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল বলে প্রত্ন-প্রমাণে জানা যায়। চাঁদপুর জেলায় সে ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল কিনা, সে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। পাঠান আমলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল বলে জানা যায় না। খুব সম্ভব সুলতানী আমলের ধারায়ই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মোঘল আমলেও সে ব্যবস্থাতে কোন পরিবর্তন হয়নি। মুসলমান আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের উপরের স্তরের মানুষের জন্য। অবশ্য মসজিদ কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। আর সে ব্যবস্থা ছিল সাধারণভাবে কোরান পাঠ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুশাসন পালনের জন্য। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিরা অবশ্য পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য মসজিদ ও মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াক্‌ফ ও নিষ্কর ভূমি দান করে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসে। মোঘল আমলের শেষ দিকে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্র অনেকটা প্রসারিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

---

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪০২।

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪০৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন সমতটের অন্তর্গত চাঁদপুর জেলা জনবসতির দিক থেকে ৭,০০০-১০,০০০ বছরের মত। ঐতিহাসিক দিক থেকে আদি যুগে ছিল অনার্যদের অধিবাস। তাই স্বভাবতই এখানকার শিক্ষা স্তরকে অনার্য-আর্য, বৌদ্ধ-হিন্দু, মুসলিম, ব্রিটিশ ও আধুনিক যুগে ভাগ করা যায়। কিন্তু যুগ-বিভাগে শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি কি ছিল, তা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। [৩২]

বৌদ্ধ যুগ শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রেখেছে। তাদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকায় শিক্ষানীতি ছিল অনেকটা উদার। বৌদ্ধ মঠ ও বিহারগুলি ছিল তাদের শিক্ষা কেন্দ্র। আর ভিক্ষুগণ ছিলেন শিক্ষক ও প্রচারক। তদুপরি, বিত্তশালী লোক, রাজা-মহারাজা বিহার স্থাপনে ছিলেন সবিশেষ আগ্রহী। শিক্ষা দীক্ষায়ও তারা ছিল সমুন্নত। বর্তমানে চাঁদপুর জেলার পার্শ্ববর্তী বড়কামতায় খড়্গ বংশীয় তিনজন রাজার রাজধানী ছিল। তাঁদের রাজত্ব কালের (৬২৫-৭২৫) ইতিহাস এ জেলার একটা গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজভট্টের শাসন কালে রাজধানীর চারপাশে ৪০০০ এর অধিক ভিক্ষু অবস্থান করতেন। তাদের কাজ ছিল প্রধানতঃ প্রাত্যহিক পূজা-আর্চনা, ধর্ম শিক্ষা দান ও ধর্ম প্রচার। পরবর্তী পর্যায়ে বৌদ্ধ শিক্ষা পীঠগুলির অন্যতম ময়নামতি শালবন বিহার। এই সমচর্তুভূজী বিরাট বিহারটির প্রত্যেক দিকের দেয়াল ৫৫০' দীর্ঘ, দেয়ালের সংগে রয়েছে ১২' ×১২' বর্গাকারের ১১৫টি কক্ষ, এ কক্ষগুলো ভিক্ষুদের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহার হত। কেন্দ্রস্থিত বিরাট মিলনায়তনটি ব্যতীত শিক্ষকদের শিক্ষাদান কক্ষও ছিল। ৩০০-৪০০ ছাত্রের তৎকালীন ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়। তার অদূরে ছিল কনকস্তুপ বিহার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

দ্বাদশ শতক পর্যন্ত শিক্ষা মুখ্যতঃ চলেছে পাঠশালায়, চন্ডিমন্ডপ বা গুরুগৃহে। স্থানীয় ব্যবস্থায়ই শিক্ষা চলেছে। রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন হদিস পাওয়া যায় না। ১২০৩ খ্রীঃ বখতিয়ার খিলজীর বংগ বিজয় থেকে ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীতে সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয় ও ১৭৬৫ খ্রীঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছরের অধিক কাল বাংলাদেশ ছিল মুসলিম শাসনাধীনে। মুসলমানদের মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা নীতি বাংলাদেশেও প্রবর্তিত হয়। চাঁদপুর জেলায়ও শিক্ষা ব্যবস্থা নতুনরূপ পরিগ্রহ করে। বিত্তশালীরা শিক্ষার জন্য নিষ্কর জমি ওয়াক্ফ ও লাখেরাজ সম্পত্তি দান করে নতুন নজীর স্থপন করেন। এতে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার একটা আভাস পাওয়া যায় মিশনারী ম্যাকস্মূলারের ১৭৫৭ খ্রীঃ জরিপ থেকে। তখন বাংলাদেশে ৮০,০০০ আশি হাজার স্থানীয় বিদ্যালয় ছিল এবং প্রতি ৪০০ লোক অধ্যুষিত অঞ্চলে ছিল একটা প্রাথমিক স্কুল। মুখ্যত এসব স্কুল ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক মকতব-মাদ্রাসা, মন্দির কেন্দ্রিক পাঠশালা আর ' পারিবারিক স্কুল'। [৩৩]

"১৮৭১ খ্রীঃ উইলিয়াম হান্টারও স্বীকার করেন পারিবারিক স্কুলগুলিতে খান্দানী মুসলমানগণ তাদের নিজেদের এবং প্রতিবেশী দুস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। এই বিদ্যালয় সমূহে শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই দেওয়া হত না বরং উহার কোন কোনটিতে উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল।" আর এক শ্রেণীর স্কুল ছিল নাম ফার্সিয়ান স্কুল। ফার্সী অফিস আদালতের ভাষা ছিল বিধায় হিন্দু-মুসলমান সবাই এ ভাষা শিখত। এতে এ কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ব্যাপক ও

---

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪০৩।

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪০৪।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকটা সার্বজনীন। তাতেই ১৯০৭-০৮ খ্রীঃ শিক্ষা বিবরণীতে দেখা যায়, তখন শতকরা ৪৪ জন ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ত।[৩৪]

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর দ্রুতগতিতে মুসলমানদের অবস্থা দীন থেকে দীনতর হতে থাকে। নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের অছিলায় পাঁচশালা দশশালা বন্দোবস্ত, সূর্যাস্ত আইন ইত্যাদির মাধ্যমে জায়গীরদারী, জমিদারী ত্বড়িৎ গতিতে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। আর তার চূড়ান্ত আঘাত আসে ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। যার ফলে বহু মুসলমান জমিদার রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে যায়। তবু মুসলমানদের শিক্ষা কিছু কাল চলেছিল ওয়াক্‌ফ লাখেরাজ সম্পত্তির বদৌলতে। এ সব সম্পত্তির পরিমাণও বেশী ছিল। তাতে আয়কর ক্ষুন্ন হয় এই অজুহাতে বৃটিশ সরকার তাও ছিনিয়ে নিয়ে যায় বাজেয়াপ্তীকরণের মাধ্যমে ১৮২৮-৩৯ খ্রীঃ এর মধ্যে। ফল এক কথায় শিক্ষার দ্বাররুদ্ধ, শিক্ষক সমাজ বেকার। শেষ আঘাত এল ১৮৫৪ খ্রীঃ উডের শিক্ষা ডেচ্‌পাচের নির্দেশ-মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তবের সরকারী সাহায্য বন্ধের মাধ্যমে'।[৩৫]

১৮৩৫ খ্রীঃ ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের অব্যবহিত পরে ১৮৪২ খ্রীঃ 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' স্থাপিত হয় এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও ইংরেজী স্কুল পরিদর্শনের জন্য স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। তখন বাংলাদেশে দুই শ্রেণীর স্কুলের উদ্ভব হয় যথা- (ক) মধ্য বাংলা ও (খ) মধ্য ইংরেজী স্কুল। এসময় চাঁদপুরে কোন প্রকার স্কুল স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের মূলে মুসলমান · এ অজুহাতে যখন নিপীড়ন অত্যাচার চরমে উঠে, তখনই আলেমগণ ভারত ' দারুলহরব' আর ইংরেজী শিক্ষা 'হারাম' বলে ফতোয়া দেয়ায় মুসলমান ইংরেজী শিক্ষায় পড়ে পিছিয়ে, আর হিন্দু সমাজ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহন করে নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ হয়।[৩৬]

১৮৫৫-৫৮ খ্রীঃ এর মধ্যে সার্কেল স্কুল প্রথা প্রবর্তিত হয় তখন চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানায় হাজীগঞ্জ, রামপুর ও বিজয়পুর এ তিনটি সার্কেল স্কুল স্থাপন হয়। ১৮৯০-৯১ খ্রীঃ সার্কেল স্কুল প্রথা বিলুপ্ত হয়। ১৮৮২ খ্রীঃ হান্টার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৮৫ খ্রীঃ স্বায়ত্ব শাসন আইনাধীনে প্রতিষ্ঠিত জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারী বোর্ড-স্কুল স্থপন করে। প্রতি স্কুলকে ঘর নির্মানের জন্য ৫০০ টাকা করে দেয় এবং শিক্ষকদের বেতন ও আনুসংগিক খরচও বহন করে। তখন জেলায় অনেকগুলি বোর্ড স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হবার পর ডি, পি, আই, মিঃ শার্পের নির্দেশে বোর্ড স্কুলগুলির আরো উন্নতি সাধিত হয়।

১৯২১ খ্রীঃ মিঃ ইভান. ই.বিস তাঁর রির্পোটে বলেছেন, ' ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত হইবার পূর্বে এদেশে শিক্ষার অবস্থা শোচনীয়, এমন কি বিদ্যা মৃতকল্প হইয়া পড়ে।' তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী বিশেষ সাহায্যে প্রতি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে কতকগুলি প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হয়। প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থায় বহুদিন দুই শ্রেণীর স্কুল বিদ্যমান ছিল। যথা- (ক) নিম্ন প্রাথমিক ও (খ) উচ্চ প্রাথমিক। ১৯০৮-০৯ খ্রীঃ তৎকালীন কুমিল্লা জেলায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যাছিল নিম্নরূপঃ (ক) উচ্চ প্রাথমিক ২৭৭টি ও (খ) নিম্ন প্রাথমিক ২,০৪১টি।[৩৭]

---

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪০৪।
[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪০৫।
[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪০৫।
[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথকভাবে চাঁদপুরে কতগুলো স্কুল ছিল তা জানা যায়নি। এই সকল স্কুলে সরকার ১ম বার্ষিক ফলাফলের নিরিখে সাহায্য প্রদান করত। পরে মাসিক সাহায্য দান প্রথা প্রবর্তিত হয়। শিক্ষকগণ ছাত্রদের থেকে বেতন আদায় করতেন। ১৯৩০ খ্রীঃ বঙ্গীয় প্রাইমারী শিক্ষা আইন পাশ হয়। তাতে সুপারিশ থাকে অবৈতনিক প্রাইমারী শিক্ষা প্রবর্তনের। প্রতি ৩.১৪ বর্গমাইল অথবা ২০০০ জনসংখ্যায় থাকবে একটা প্রাইমারী স্কুল। কুমিল্লায় ১৯৩৯ খ্রীঃ জেলা স্কুল বোর্ড গঠিত হয় এবং এখানে অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হয়। তখন চাঁদপুর জেলা ছিল কুমিল্লা জেলার অধীন। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতবর্ষ ভাগ হয়। ১৯৫১ খ্রীঃ মুসলিম লীগ মন্ত্রী সভার উদ্যোগে ১লা আগষ্ট থেকে প্রতি জেলায় প্রতি থানায় একটি করে ইউনিয়ন বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় আনা হয়। কয়েক বছরে বাংলাদেশে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০০০ হাজারের অধিক। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ১৯৫৭ খ্রীঃ তা প্রত্যাহার করা হয়। অন্যদিকে জেলা স্কুল বোর্ডগুলি সুচারুরূপে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় তারও বিলুপ্তি ঘটে ১৯৬২ খ্রীঃ।[৩৮]

বিগত একশ' বছরে চাঁদপুর জেলার শিক্ষার ক্রমগতি এতো ধীর মন্থর গতিতে চলেছে যে, ৮০ এর দশকে অনেকেই মন্তব্য করেছেন ভবিষ্যৎ শতবর্ষেও শিক্ষার হার ৪০% এ পৌছবে কিনা সন্দেহ। তা সত্বেও চাঁদপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তা আজ ৬৬% এ উন্নীত এবং স্বাক্ষরতার হার ৯৪%। ১৮৮২ খ্রীঃ থেকে ২০০১ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রতি দশকের শিক্ষার হারই তার প্রমাণ:

সন	শিক্ষার হার
১৮৮২	৪.২
১৮৯১	৫.১
১৯০১	৫.৫
১৯১১	৭.১
১৯২১	১০.২
১৯৩১	৭.৭
১৯৪১	১৫.৪
১৯৫১	২৩.৬
১৯৬১	২০.২
১৯৭৪	২২.২
২০০১	৬৬

[৩৯]

নারী শিক্ষা: নারী শিক্ষা যে মুসলমানদের জন্য ফরয, সে কথা যেন ভুলেই আছে সমাজ। নজরুল দুঃখ করেই বলেছেন, "কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ তাহা মনেও করিতে পারিনা।" স্পেনে মূর সভ্যতার গৌরব যুগের একটা প্রবচন, "শিশু শিক্ষার আগে মায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা কর।" উন্নত জাতি তৈরি করতে মায়ের শিক্ষার প্রয়োজনে নেপোলিয়ন বলেছেন,"শিক্ষিত জাতি চাওত

---

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪০৬।

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪০৬ ও চাঁদপুর জেলা শিক্ষা অফিস থেকে পাওয়া তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত মা দাও।" নিরক্ষর অশিক্ষিত মায়ের সন্তানরা হীন দুর্বল চিত্ত ও সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকে, তা আমরা অনুধাবনও করতে পারিনা। রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী লিখেছেন, 'পুত্রের মত কন্যারও বরং পুত্রের চেয়ে কন্যারই বেশী সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। সমাজ মংগলের রচয়িতারূপেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ১৯৭৪ খ্রীঃ আদম শুমারীর হিসেবে জেলায় নারী শিক্ষিতের হার মাত্র ১৪.৫%। বর্তমানে উক্ত হার ৩৪.৭%। বর্তমান সমাজ সজাগ ও নারী শিক্ষায় আগ্রহী। গ্রামাঞ্চলে স্বতন্ত্র বালিকা হাই স্কুলের অভাবে বহু অসুবিধা সত্বেও মেয়েরা ছেলেদের সাথে হাই স্কুলে পড়ছে।[৪০]

ইসলামী শিক্ষা : প্রাত্যহিক জীবনে অবশ্য পালনীয় ইসলামী শিক্ষা মুসলমানদের জন্য ফরয। তাই ইসলামী শিক্ষার প্রতি জাতি আবহমান কাল যত্নবান। মসজিদ-মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা মুসলিম জাহানে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে গরিগণিত। চাঁদপুর জেলায় রয়েছে আলীয়া নেসাবের ৩০০ টি এবং কাওমী , হাফেজী ও ফোরকানিয়াসহ ১১৫৭ টি মাদ্রাসা ও ইয়াতিম খানা।[৪১]

শিক্ষায়তনের ক্রমগতি: ১৮৩৭ খ্রীঃ থেকে ১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত চাঁদপুর জেলায় কোন হাই স্কুল ছিল না। ১৮৭০ খ্রীঃ সাবেক কুমিল্লা জেলায় আধুনিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৫। ১৮৭৪-৭৫ খ্রীঃ স্কুল সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭৭। [৪২] তখন চাঁদপুরে কতগুলো স্কুল ছিল তার সংখ্যা জানা যায়নি। তবে তখন চাঁদপুরে কোন কলেজ ছিল না।

শিক্ষা প্রশাসন : ১৮৫৪ খ্রীঃ উডের শিক্ষা ডেসপ্যাচের বিধান অনুযায়ী শিক্ষা প্রশাসনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তখন প্রাদেশিক পর্যায়ে ছিলেন একজন জনশিক্ষা পরিচালক। তাঁর অধীনে প্রতি জেলায় ছিল একজন জেলা স্কুল ইন্সপেক্টর, মহকুমা, ডেপুটি ইন্সপেক্টর ও থানা সাব-ইন্সপেক্টর। এদের কাজ ছিল স্কুল পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ। চাঁদপুর জেলায়ও তা অনুসৃত হয়। ১৮৮৬ খ্রীঃ থেকে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থায় জেলা বোর্ডগুলো তাদের পরিচালিত প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শনের জন্য ইন্সপেক্টিং পন্ডিত নিয়োগ করে। এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে ১৯৩৯ খ্রীঃ অবৈতনিক প্রাইমারী শিক্ষা প্রবর্তন পর্যন্ত। ঐ বছরই প্রাইমারী শিক্ষা সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য জেলা স্কুল বোর্ড স্থাপিত হয়। কিন্তু নানা কারণে তা ১৯৬২ খ্রীঃ পরিত্যক্ত হয়।

শিক্ষার ক্রমগতিতে মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ এর সংখ্যা কুমিল্লা জেলায় ছিল ২৬৩টি তম্মধ্যে চাঁদপুরে ছিল ৭১টি আর ১৯৭৭-৭৮ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় কুমিল্লা জেলায় ৬২৯টি। তম্মেধ্যে চাঁদপুরে ১৮৪টি। বিভাগীয় সদর থেকে তা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা হেতু ১৯৬১ খ্রীঃ জেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হয়। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়।[৪৩] অন্যদিকে প্রাইমারী শিক্ষার প্রসারের ফলে সাব-ইন্সপেক্টরদের পরিদর্শন কাজে সাহায্য করার জন্য সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হয়। ১৯৫১ খ্রীঃ তার সংখ্যা ছিল ৫ জন। ১৯৬১ খ্রীঃ এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮ জনে। ১৯৬১ খ্রীঃ থেকে মহকুমা স্কুল ইন্সপেক্টরের নাম হয় মহকুমা শিক্ষা অফিসার, সাব-ইন্সপেক্টরের নাম হয় থানা শিক্ষা অফিসার। ১৯৭৩ খ্রীঃ তাদের করা হয় গেজেটেড। [৪৪]

---

৪০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪০৮ ও জেলা তথ্য অফিস চাঁদপুর এর দেওয়া তথ্য।

৪১ প্রাগুক্ত ও জেলা শিক্ষা অফিস চাঁদপুর কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য।

৪২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪১০।

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪১১ ও তথ্য পত্র ২০০২-চাঁদপুর জেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রকাশিত।

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৪১১ ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, চাঁদপুরের দেয়া তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদপুর জেলার মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২,৮৮১ টি। * **সাধারণ শিক্ষা** ১৬৬৩ টি। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ০১ টি, সরকারী কলেজ ০২ টি,বেসরকারী কলেজ ৩৬ টি, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯ টি, কারিগরি কলেজ ৪ টি, উচ্চ বিদ্যালয় ২৩৩ টি, সরকারী ৭ টি, বেসরকারী ২২৬ টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২১ টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩৫৭ টি, সরকারী ৭৮৬ টি, বেসরকারী ৫৭১টি, ***বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে** রেজিস্টার্ড ২২২ টি, আন রেজিস্টার্ড ১৯ টি, গণশিক্ষা ৭৬ টি, ব্রাক ২৮ টি, কমিউনিটি ৯৭ টি, স্যাটেলাইট ৭৩ টি, কেজি স্কুল ৫৬ টি, * **মাদ্রাসা ১১৫৭ টি** কামিল (স্নাতকোত্তর) ৫ টি, ফাজিল (স্নাতক) ৫৪ টি, আলিম (এইস.এস.সি) ২৯ টি, দাখিল (এস.এস.সি) ৮৪ টি, ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) ৩০০ টি, দাওরায়ে হাদীস (কাওমী) ৫ টি, অন্যান্য মাদ্রাসা ৬৮০ টি, কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ১টি, বিভাগীয় সরকারী শিশু সদন ১টি, মুক বধির স্কুল ১টি, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ১টি, মৎস্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ১টি, এতিম খানা ৬১ টি।

জেলার ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : জেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নগন্য নয়। সবগুলোর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া সম্ভব নয়। সে জন্যই বিভিন্ন স্তরের কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী স্কুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল:

(ক) **হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়:** ১৮৮৫ খ্রীঃ (জুবলী হাই স্কুল) চাঁদপুর। নোয়াখালী (বর্তমান লক্ষীপুর) জেলার কাঞ্চনপুরের জমিদার হাসান আলী চৌধুরী স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮৭ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবলী উৎসবের স্মরণে স্কুলের নামকরণ করা হয় জুবলী হাই স্কুল। জমির পরিমাণ ২.৬ একর। ১৯৬৯ খ্রীঃ সরকারী স্কুলে পরিগণিত হয়। ১৯৪৯-৭২ খ্রীঃ পর্যন্ত জনাব আব্দুল হামিদ মজুমদার উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।[৪৫]

(খ) **ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা:** ফরিদগঞ্জ উপজেলার কেরোয়া গ্রামের মাওঃ আব্দুল মজিদ (রঃ) ১৮৯৬ খ্রীঃ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। জমির পরিমাণ ৩.১৪ একর। ১৯৫৮ খ্রীঃ মাওঃ এম এ মান্নানের চেষ্টায় মাদ্রাসাটি কামিল ক্লাশ খোলার অনুমতি পায়। [৪৬]

(গ) **বাবুরহাট হাই স্কুল:** ১৮৯৯ খ্রীঃ বাবুরহাট হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালের হিসেবে এটি চাঁদপুর জেলার দ্বিতীয় হাই স্কুল। প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ ঘোষ ও সারদামোহন রায়। জমির পরিমাণ ৫.৩০ একর। আন্ডার গ্রাজুয়েট হেড মাস্টার সারদাচরণ দত্ত (১৯০৭-২৭ খ্রীঃ) জেলার শিক্ষা ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম।[৪৭]

(ঘ) **শাহ্তলী আলীয়া মাদ্রাসা:** শাহ্তলী আলীয়া মাদ্রাসা ১৮৯৯ খ্রীঃ প্রথমে মক্তব আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় পরে আলিম ও ফাজিল শ্রেণী খোলা হয়। ১৯৩২ খ্রীঃ মাওঃ আব্দুল ওয়াহেদ (রঃ) এর পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ খ্রীঃ এটি কামিল মাদ্রাসায় পরিণত হয়।[৪৮]

---

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১২।

[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০১

[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৩

[৪৮] হাদীসের তত্ত্ব ইতিহাস-মাওঃ নূর মোহাম্মদ আজমী, পৃষ্ঠা-৩০৩ এবং বাংলাপিডিয়া, তয় খন্ড , পৃষ্ঠা ৩২৫।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) **হরিণাচালতাতলী এডওয়ার্ড ইন্সটিটিউট:** ১৮৮০ খ্রীঃ বঙ্গকুমার দত্ত হরিণাচালতাতলী এডওয়ার্ড ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। জমির পরিমাণ ৫.০০ একর। কৃতি প্রধান শিক্ষক ছিলেন সতী প্রসন্ন ভৌমিক (১৯৫৪-৭৪ খ্রীঃ)।[৪৯]

(চ) **ফতেহপুর কে.জি. উচ্চ বিদ্যালয়:** ১৯১২ খ্রীঃ ফতেহপুর কে.জি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা কমলাকান্ত রায় চৌধুরী ও গুরুচরণ রায় চৌধুরী। জমির পরিমাণ ৬.৫০ একর। কৃতি প্রধান শিক্ষক ছিলেন নইদা বাঁশী দাস (১৯১৪-১৯৩৫ খ্রীঃ)।[৫০]

(ছ) **রূপসা আহমদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়:** ১৮৯৩ খ্রীঃ রূপসা আহমদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন আহমদ গাজী চৌধুরী। জমি ৫.৪০ একর। কৃতি প্রধান শিক্ষক ছিলেন কালী প্রসন্ন চৌধুরী (১৯২৫-১৯৪২ খ্রীঃ)।[৫১]

(জ) **পাইকপাড়া গোবিন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়:** ১৯১৩ খ্রীঃ পাইক পাড়া গোবিন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোবিন্দ বসু। জমি ৭.৫০ একর। কৃতি প্রধান শিক্ষক ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত (১৯১৫-৫১ খ্রীঃ)।[৫২]

(ঝ) **হাজীগঞ্জ হাই স্কুল:** ১৯১৬ খ্রীঃ হাজীগঞ্জ সার্কেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এ স্কুলটি সার্কেল স্কুল থেকে হাই স্কুলে উন্নীত হয়। স্থানীয় গন্যমান্য লোকজনের সমবেত প্রচেষ্টায় স্কুলটি স্থাপিত হয়। জমির পরিমাণ ৫.০০ একর। কৃতি প্রধান শিক্ষক ছিলেন রূপচন্দ্র সাহা (১৯২১-৪৪ খ্রীঃ)।[৫৩]

(ঞ) **সাচার উচ্চ বিদ্যালয়:** ১৯১৬ খ্রীঃ সাচার উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা দূর্গা প্রসাদ সেন গুপ্ত। জমি ২.৫০ একর। কৃতি প্রধান শিক্ষক ছিলেন অনাথবন্ধু চক্রবর্তী (১৯২৪-৩৩ খ্রীঃ)।[৫৪]

(ট) **গণি হাই স্কুল:** গনি হাই স্কুল, চাঁদপুর। মোহাম্মদ বজলুল গণি চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। জমির পরিমাণ ৮৬ শতক। কৃতি প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুলতান মাহমুদ (১৯১৮-৪১ খ্রীঃ) এবং আব্দুল কাদির খান (১৯৪১-৭১ খ্রীঃ)।[৫৫]

(ঠ) **মতলব জে.বি হাই স্কুল:** ১৯১৭ খ্রীঃ মতলব জে.বি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা জগবন্ধু সাহা ও বিশ্বনাথ ঘোষ। ১৮৭৭ খ্রীঃ এম.ই. স্কুলটি ১৯১৭ খ্রীঃ হাই স্কুলে উন্নীত হয়। জমির পরিমাণ ১৩.০০ একর। কৃতি প্রধান শিক্ষক ছিলেন ওয়ালী উল্লাহ পাটওয়ারী (১৯৩১-৭১ খ্রীঃ)। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষকরূপে পুনঃপুনঃ পুরস্কৃত।[৫৬]

---

[৪৯] কুমিল্লা জেলার ইতিহাস-জেলা পরিষদ কুমিল্লা কর্তৃক ০৭ জুন ১৯৮৪ খ্রীঃ প্রকাশিত, পৃষ্ঠা -৪১৩।
[৫০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪।
[৫১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪।
[৫২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪।
[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪।
[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪।
[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪।
[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে চাঁদপুর জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্যাংশ ২০০২

উপজেলার নাম	জনসংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা											শিক্ষার্থী সংখ্যা					শিক্ষক সংখ্যা				মোট
		নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক		উচ্চ মাধ্যমিক		মহা বিদ্যালয়	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল	মোট	সাধারণ শিক্ষা		মাদ্রাসা		মোট	সাধারণ শিক্ষা		মাদ্রাসা		
			সরকারী	বেসরকারী	সাধারণ	কারিগরি							বালক	বালিকা	বালক	বালিকা		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
চাঁদপুর সদর	৪৫৯০০০	০৪	০৩	৩৯	০২	০১	০৫	০৯	০৬	০৮	০১	৮০	৮০৮৬	১৩৩৬১	৯৮১	১৪২২০	২৪১৫০	৩৯৭	১০৮	১৫৬	১০	৬৭১
হাজীগঞ্জ	২৯৩০০০	০১	-	২৯	-	০২	০৬	০৮	০৩	০৯	০১	৬৭	৭৮৭৪	১১৪৫২	২৭২০	২৬৭৫	২৪৭২১	৩১২	২২	২৪৮	০৪	৬১৯
ফরিদগঞ্জ	৪০৩০০০	০৪	-	৩৭	০৩	০১	০২	২৪	১২	১২	০১	১১৩	৯৯১৪	১৭৭০৬	৫০২৯	৬৪৮৫	৩৯১৩৪	৪৬৬	৯৭	৭৬৮	২৮	১৩৫৯
কচুয়া	৩৪১০০০	০৪	০২	৩১	০১	-	০৫	১৩	০২	০৯	০১	৭২	৮৫৬৬	১১৬৪১	২১৫৬	২৫২০	২৪৮৮৩	৩৮৬	৪২	৩৪৭	২১	৮০৬
মতলব (উঃ)	৩১৪৭৫২	০৪	-	৩১	০৩	-	০৪	০৫	০১	০৩	০১	৬০	১০০১৬	১৪৫৩২	৮৯৪	১২৭৯	২৬৭২১	৪৪১	৩৬	১২২	১৪	৬১৩
মতলব (দঃ)	২১৯৫২৭	০২	-	২৪	-	-	০৪	০৮	০১	০৫	-	৪৮	৪৯৩৬	৭০৫৬	৯৭৮	১৪৩৪	১৪৪০৪	২৮৮	১৮	১৭৪	০৬	৫০৬
শাহরাস্তি	২০৮০০০	০১	-	২৭	-	-	০৪	০৯	০২	০৭	-	৫৮	৫৩০৮	১০৪০২	১৪৭০	২০৯৫	১৯২৭৫	৩১৭	১০	২৫৬	০৩	৫৮৬
হাইমচর	১৩১০০০	০১	০২	০৮	-	-	০১	০৮	০২	০১	-	২৮	১৫৮৭	২৪৯৪	৭৪০	৬৮৯	৫৫১০	৯৭	১১	১০৫	০১	২১৪
মোট	২৩,৭০,২৯৯	২১	০৭	২২৬	০৯	০৪	৩১	৮৪	২৯	৫৪	০৫	৫২৭	৫৩২৮৭	৮৮৯৪৪	১৪৯৩৮	১৮৩২৯	১৭৮৭৯৮	২৯১৪	৪১০	২১৭৬	৯০	৫০৯০

চাঁদপুর জেলার প্রাথমিক স্কুলের পরিসংখ্যান-২০০১

ক্রমিক নং	উপজেলা	সরকারী প্রাঃ বিঃ সংখ্যা	রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিঃ সংখ্যা		আনঃ রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিঃ		কিন্ডার গার্টেন		পিটিআই সংলগ্ন পরিক্ষন বিঃ	উচ্চ বিঃ সংলগ্ন প্রাঃ বিঃ (উচ্চ বিঃ নিয়ন্ত্রিত)	স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসা	কমিউনিটি বিদ্যালয়		স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	এনজিও পরিচালিত কেন্দ্র
			স্থায়ী	অস্থায়ী	অনুমতি প্রাপ্ত	অনুমতি বিহীন	অনরেজিষ্টার্ড						অচল	সচল		
							ইংরেজি মাধ্যম	বাংলা মাধ্যম								
	১	২	৩		৪		৫		৬	৭	৮	৯	১০		১১	১২
০১।	মতলব	১৮৪	৬৮	-	০২	০২	-	০৫	-	-	৩৭	০৬	-	২৪	১৬	৬০
০২।	হাজীগঞ্জ	৯৭	৩২	০১	০৩	০১		০৩	০১	-	০৩	-	-	১১	০৬	৬৩
০৩।	কচুয়া	১০৬	৪২	০১	০৫	-		০৯	-	০১	-	-	-	১২	১১	১১৫
০৪।	হাইমচর	৫৬	০৪	-	-	০১	-	০৪	-	-	০২	-	-	-	-	-
০৫।	সদর	১৩৫	২৬	০১	০১	-	০১	১১	-	০৪	-	২০	-	১৩	০১	২৯
০৬।	ফরিদগঞ্জ	১৩৮	৩২	০১	-	০২	-	০৭	-	০২	৩২	০৫	-	১১	১৭	৯০
০৭।	শাহরাস্তি	৭০	১৮	-	-	০১	-	১৮	-	-	০৮	১৫	৩	২৮	০১	৫০
	মোট	৭৮৬	২২২	০৪	১১	০৭	০১	৫৭	০১	০৭	৮২	৪৬	০২৩	৮৭	৬৮	৪০৭

৫৭ তথ্য পত্র ২০০২ পৃষ্ঠা -৭, জেলা শিক্ষা অফিস, চাঁদপুর।

৫৮ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, চাঁদপুর কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

চাঁদপুর জেলার কলেজ সমূহ[৫৯]

ক্রমিক নং	কলেজের নাম	উপজেলার নাম	প্রতিষ্ঠার সন
১.	ফরাক্কাবাদ কলেজ	চাঁদপুর সদর	-
২.	চাঁদপুর সরকারী কলেজ	চাঁদপুর সদর	১৯৪৬
৩.	মতলব কলেজ	মতলব দক্ষিণ	১৯৬৪
৪.	পুরাণ বাজার ডিগ্রী কলেজ	চাঁদপুর সদর	-
৫.	চাঁদপুর সরকারী মহিলা কলেজ	চাঁদপুর সদর	১৯৬৪
৬.	হাজীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ	হাজীগঞ্জ	১৯৬৯
৭.	ফরিদগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ	ফরিদগঞ্জ	১৯৭০
৮.	হাইমচর ডিগ্রী কলেজ	হাইমচর	১৯৯২
৯.	সাচার ডিগ্রী কলেজ	কচুয়া	১৯৮৮
১০.	গল্লাক আদর্শ কলেজ	ফরিদগঞ্জ	১৯৯৪
১১.	গৃদকালিন্দিয়া হাজেরা হাসমত ডিগ্রী কলেজ	ফরিদগঞ্জ	১৯৯৫
১২.	কালির বাজার কলেজ	ফরিদগঞ্জ	১৯৯৫
১৩.	জিলানী চিশতি কলেজ	চাঁদপুর সদর	-
১৪.	মূলপাড়া সামছুদ্দিন খান কারিগরি কলেজ	ফরিদগঞ্জ	১৯৯৬
১৫.	নাসির কোট শহীদ স্মৃতি কলেজ	হাজীগঞ্জ	০১/০১/১৯৭৩
১৬.	মকবুল আহমেদ কলেজ	হাজীগঞ্জ	০১/০৭/১৯৮৭
১৭.	হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ	হাজীগঞ্জ	০১/০১/১৯৮৭
১৮.	দেশগাঁও কলেজ	হাজীগঞ্জ	১৫/০৩/১৯৯৪
১৯.	ডড্ডা মোয়াজ্জেম হোসেন কলেজ	হাজীগঞ্জ	০৩/০৬/১৯৯৫
২০.	শেখ মজিবুর রহমান ডিগ্রী কলেজ	কচুয়া	০১/০১/১৯৬৯
২১.	বঙ্গ বন্ধু ডিগ্রী কলেজ	কচুয়া	১৪/০৮/১৯৭০
২২.	নূরুল আজাদ কলেজ	কচুয়া	০২/০১/১৯৯৫
২৩.	পালাখাল রুস্তম আলী কলেজ	কচুয়া	১৫/০৬/১৯৯৫
২৪.	চেঙ্গারচর কলেজ	মতলব উত্তর	০৭/০৮/১৯৭৪
২৫.	রয়মনেন্নেছা মহিলা কলেজ	মতলব উত্তর	১৯৯৩
২৬.	নারায়ণপুর ডিগ্রী কলেজ	মতলব দক্ষিণ	১৬/০৯/১৯৯৪
২৭.	মুন্সীর হাট কলেজ	মতলব দক্ষিণ	১৯৯৫
২৮.	সূচীপাড়া কলেজ	শাহরাস্তি	০১/০১/১৯৮৭
২৯.	করফুলেন্নেছা মহিলা ডিগ্রী কলেজ	শাহরাস্তি	০১/০১/১৯৮৯
৩০.	মেহের কলেজ	শাহরাস্তি	০১/০১/১৯৭২
৩১.	চিতশী কলেজ	শাহরাস্তি	০১/০১/১৯৮৭
৩২.	ছেংগারচর পৌর ডিগ্রী কলেজ	মতলব উত্তর	১৫/০৩/১৯৯৯
৩৩.	সুজাতপুর কলেজ	মতলব উত্তর	০১/০৭/১৯৯৭
৩৪.	মুন্সি আজিমউদ্দিন কলেজ	মতলব উত্তর	২৯/০৮/২০০০
৩৫.	কাকৈরতলা জনতা কলেজ	হাজীগঞ্জ	০৯/০৪/২০০১
৩৬.	নাওড়ী আদর্শ কলেজ	মতলব উত্তর	০৫/০৭/২০০১

[৫৯] কুমিল্লা জেলার ইতিহাস-জেলা পরিষদ কুমিল্লা কর্তৃক ০৭ জুন ১৯৮৪ খ্রীঃ প্রকাশিত; তথ্যপত্র ২০০২, জেলা শিক্ষা অফিস চাঁদপুর; বাংলা পিডিয়া-এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত; সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

সাল ওয়ারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ১৮৮০-২০০০ খ্রীঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলার নাম	প্রতিষ্ঠার তারিখ	১ম স্বীকৃতির তারিখ	১ম এম পিও ভুক্তির তারিখ
১.	হরিনা চালতাতলী এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউট	চাঁদপুর সদর	১৮৮০	১/১/০২	১/১২/'৮৪
২.	হাসান আলী সরকারী হাই স্কুল	চাঁদপুর সদর	১/৭/১৮৮৫	–	–
৩.	চাঁদপুর নূরিয়া পাইলট হাইস্কুল	চাঁদপুর সদর	১/১/১৮৯০	২০/৬/২৮	১/১২/৮৪
৪.	রুপসা আহমদিয়া হাইস্কুল	ফরিদগঞ্জ	১/১/১৮৯৩	২৫/৯/১৫	১/১২/৮৪
৫.	বাবুর হাট হাইস্কুল এন্ড কলেজ	চাঁদপুর সদর	১৮৯৯	১/১/১৯০১	১/১২/৮৪
৬.	বড় গাঁও মাধ্যমিক বিদ্যালয়,	ফরিদগঞ্জ	১/১/১৮৯৯	৩/২/৬৫	১/১/৮২
৭.	ওয়ারুক রহমানিয়া হাইস্কুল	শাহরাস্তি	১৮৯৯	১/১/৫৯	১/৭/৮২
৮.	জাতীয় বিদ্যালয় ও কারিগরি স্কুল	চাঁদপুর সদর	১৯০৬	-	-
৯.	চরভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১/১/১৯১০	৫/৫/৫৮	১/১/৮৪
১০.	প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	হাজীগঞ্জ	১৯১০	–	–
১১.	পাইকপাড়া ইউ. জি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/১৯১৩	১/১/৫৬	১/১/৮০
১২.	ধামরা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/১৯১৩	১/১/৪২	১/১/৮৩
১৩.	বর্দিয়া কাজী সুলতান আহমদ উচ্চ বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/১৫	১/১/৬২	১/১/৮৪
১৪.	কাশীমপুর পূরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১৯১৬	১/১/৫৫	১/১২/৮৪
১৫.	হাজীগঞ্জ পাইলট হাইস্কুল এন্ড কারিগরি কলেজ	হাজীগঞ্জ	২/১/১৯১৬	৩০/৬/১৬	১/১২/৮৪
১৬.	সাচার বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/১৬	১/১/১৭	১/১২/৮৪
১৭.	মতলবগঞ্জ জে, বি, পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/১৭	১/১/১৭	১/৭/৮২
১৮.	বোয়ালীয়া বালক মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/১৭	২০/১২/১৮	১/৭/৮২
১৯.	গনি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/১৭	১/১/১৮	১/১/৮০
২০.	উনকিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/১৭	১/১/৭৩	১/১/৮৪
২১.	বাজাপ্তী রমনী মোহন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১/১/১৮	১৬/২/১৯২১	১/১২/৮৪
২২.	চান্দ্রা ইমাম আলী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ	ফরিদগঞ্জ	১/১/১৮	১/১/২০	১/৩/৮৪
২৩.	চেড়িয়ারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১৯১৯	১/১/৬৯	১/১/৮০
২৪.	কহলথুড়ি হামিদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/২০	১/১/৭০	১/১২/৮৪
২৫.	ডি, এম, মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১৯২০	৫/৮/৪৯	১/১/৮৪
২৬.	মাতৃপীঠ সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১৯২১	৩/১২/৫৭	–
২৭.	পুরান বাজার এম, এইচ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১৯২১	২৮/২/৫৮	১/১২/৮৪
২৮.	চরকালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/১৯২১	১/১/৫৪	১/৭/৮২
২৯.	দূর্গাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১/১/১৯২১	১/১/১৯২১	১/১২/৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৩০.	আশ্রাফপুর আহসানিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/১৯২২	১/১/৫০	১/১/৮০
৩১.	খেরুদিয়া দেঃ হোঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১৯২৫	১/১/৭৫	১/১২/৮৪
৩২.	বহরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিন	১/১/১৯২৬	১৩/১/৭০	১/১২/৮৪
৩৩.	প্যারাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/১৯২৬	১/১/৭৩	১/১/৮০
৩৪.	বাসারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/১৯২৬	১৯/১০/৬৬	১/১২/৮৪
৩৫.	কাওনিয়া সহিদ হাবীবি উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/১৯২৬	১/১/৭৪	১/৩/৮৪
৩৬.	সাহাতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/১৯২৭	৬/৫/৫৫	৩১/১২/৮৪
৩৭.	ছেঙ্গারচর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১৯২৭	১/১/২৯	১/১২/৮৪
৩৮.	শাহরাস্তি এম, এল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/১৯২৭	১/১/২৮	১/২/৮৪
৩৯.	নীল কমল ওছমানিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১/১/১৯২৮	১/১/৫০	১/১২/৮৪
৪০.	বলাখাল জে,এন উচ্চ বিদ্যালয় ও কারিগরি কলেজ	হাজীগঞ্জ	৮/১/১৯৩০	২৯/১/১৯৩০	১/১২/৮৪
৪১.	বাকিলা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/১৯৩০	১/১/৩২	১/১/৮০
৪২.	চিতোষী আর ,এম, মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/১৯৩০	১/১/৩৭	১/১/৮০
৪৩.	আষ্টা মহামায়া পাঠশালা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৩১	২৪/১১/৩৩	১/৩/৮৪
৪৪.	মেহার মাধ্যমিকি বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৩৩	১৩/৪/৩৪	২৪/৪/৮৪
৪৫.	মুন্সির হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১৯৩৪	১৬/১/৬৮	১/৭/৮৪
৪৬.	ফরক্কাবাদ মাদ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৩৪	১/১/৩৪	১/১/৮৪
৪৭.	সফরমালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৩৪	১/১/৩৭	১/১/৮০
৪৮.	নন্দনপুর ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৩৬	১/১/৫৭	১/৬/৮৪
৪৯.	কচুয়া পাইলট সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৩৭	১/১/৪০	–
৫০.	ইমামপুর পল্লী মঙ্গল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৩৭	১১/১০/৪৩	৩১/১২/৮৪
৫১.	লেডী প্রতীমা মিত্র বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/৭/৩৭	১/১/৩৮	১/১২/৮২
৫২.	বোয়ালিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৩৮	১/১/৬৫	১৯৮৫
৫৩.	পঞ্চগ্রাম এ, আর, মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৩৯	১/১/৮০	১/৯/৮০
৫৪.	ইন্দুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১৯৩৯	১/১/৭০	১/১/৮২
৫৫.	আশ্বিণপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৩৯	১/৯/৪১	১/১/৮২
৫৬.	হাজীগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৩৯	১০/১২/৭৫	১/১২/৮৪
৫৭.	বেরনাইয়া মাধ্যমিকবিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৪০	১/১/৭১	–
৫৮.	লেডী দেহলভী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/৬/৪১	১/৭/৬১	৬/১২/৮৪
৫৯.	চির্কা চাঁদপুর বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৪২	১/১/৬৪	–
৬০.	রহিমানগর বি. এ. বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	২/১/৪২	১/১/৪৭	১/৯/৮৪
৬১.	শরীফ উল্লাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১৯৪৩	১৯৪৩	১/১২/৮৪
৬২.	টঙ্গীপাড় হাটিলা ইউঃ উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৪৫	১/১/৬৬	১/১২/৮৪
৬৩.	চট্টগ্রাম বিভাগীয় সরকরী শিশু সদন	চাঁদপুর সদর	১৯৪৫	-	-
৬৪.	চরভৈরবী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১/১/৪৫	১/১/৭০	১/১/৮৩
৬৫.	দশানী মোহন পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৪৫	১০/৬/৪৭	১/৭/৮২
৬৬.	কামরাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৪৫	১/১/৭৩	১/১/৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৬৭.	শিকারীকান্দি আকবরীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৪৬	১/১/৪৮	১৯৮২
৬৮.	ইছাপুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৪৬	১/১/৫১	১/৭৮/৪
৬৯.	ফরিদগঞ্জ জি, আর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৪৬	১/১/৫০	১/১২/৮৪
৭০.	পালিশারা উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৪৭	১/১/৫৮	১/১২/৮৪
৭১.	মৈশাদি জি, এম, এ, জি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৪৭	১/১/৬৯	১/১২/৮৪
৭২.	ষোলঘর আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১৯৪৭	৩০/১০/০০	–
৭৩.	এখলাসপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১৯৪৭	১/১/৫০	৩১/১২/৮০
৭৪.	ওটারচর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১৯৪৭	২৯/১০/৬৪	১/১২/৮৪
৭৫.	বুরগী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৪৭	১/৭/৬২	১/১২/৮৪
৭৬.	দরবেশগঞ্জ বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৪৮	১/১/৫১	১/১/৮৪
৭৭.	বিজয়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৪৮	৩০/১১/৫১	১/৯/৮৫
৭৮.	নাটরী আহম্মদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৪৮	২০/১২/৪৯	১/৭/৮২
৭৯.	উত্তর শাহতলী জোবায়দা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১৯৪৮	১৩/৯/৬৯	১/১২/৮৪
৮০.	গৃদকালিন্দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৪৮	৩/৫/৫২	১/১/৮৪
৮১.	পাঠান বাজার আবেদীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	২/১/৫১	৩০/১১/৫৩	১/৬/৮৪
৮২.	ধড্ডা পপুলার উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৫১	১/১/৭২	১/১২/৮৪
৮৩.	রামপুর বাজার মজিদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৫২	১/১/৫২	১/৩/৮৪
৮৪.	নারায়ণপুর পপুলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৫২	১১/৬/৫৩	১/১২/৮৪
৮৫.	জগতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৫২	১০/১/৭৩	১/১/৮৪
৮৬.	পাইকপাড়া জে. জি. বাঃ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৫৩	১/১/৬৮	১/৯/৮৪
৮৭.	বড়কুল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	২/১/৫৪	১/১/৯৯	১৫/৪/০০
৮৮.	সিং আড্ডা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৫৪	১/১/৬৪	১/১২/৮৪
৮৯.	রঘুনাথপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/২/৫৪	১/১/৫৫	১/১/৮০
৯০.	রাগদৈল আই, এম, মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৫৫	১/৯/৫৫	১/১২/৮৪
৯১.	নাসির কোর্ট উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৫৬	১/১/৫৬	১/১/৮৪
৯২.	মেনাপুর বাদশা মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৫৬	১/১/৫৬	১/৯/৮৫
৯৩.	পুরানবাজার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১৯৫৬	১/১/৬১	১/১২/৮৪
৯৪.	নিজ মেহের পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১৯৫৬	১৯৬৩	১/২/৮৩
৯৫.	সূচীপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৫৬	১/৪/৫৬	১/১২/৮৪
৯৬.	মাঝিগাছা এম. এম. মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৫৬	১৭/৬/৬৬	১/৭/৮৪
৯৭.	লুধুয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৫৭	২৯/১২/৬৪	১/১/৮০
৯৮.	শ্রীরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৫৮	১/১/৬১	১/১২/৮৪
৯৯.	মৈশাদী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/৪/৫৯	১/১/৭২	১/১২/৮৪
১০০.	ভূঁইয়ারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৬০	১/১/৭১	১/১২/৮৪
১০১.	মতলবগঞ্জ পাইলট বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৬০	২৫/৪/৭০	১/৭/৮২
১০২.	মৎস্য প্রয়োগবিদ্যা গবেষণাগার	চাঁদপুর সদর	১৯৬০	–	–

Dhaka University Institutional Repository

১০৩.	ফরিদগঞ্জ পাইলট বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১৪/৮/৬১	২৪/৬/৬৮	১/১/৮০
১০৪.	বদরপুর আকবার আলী খান মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৬১	১/১/৬৫	১/১/৮৪
১০৫.	সুজাতপুর নেছারিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৬১	৩০/৫/৭৩	১/১/৮৪
১০৬.	লামছড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৬১	১/৭/৬১	১/৭/৮২
১০৭.	মৎস্য শিক্ষালয়	চাঁদপুর সদর	১৯৬২	–	–
১০৮.	মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	১৯৬২	–	–
১০৯.	মৎস্য শিল্পায়নাগার	চাঁদপুর সদর	১৯৬২	–	–
১১০.	উঘারিয়া ইউ . সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৬২	১/১/৬৫	১/১/৮০
১১১.	লালপুর বালুধুম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৬২	১/১/৬৫	১/১১/৮৪
১১২.	নদী মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	চাঁদপুর সদর	১৯৬৩	–	–
১১৩.	মুন্সির হাট জি. এন্ড. এ. আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/৪/৬৩	১/১/৬৯	১/১/৮০
১১৪.	সাহেবগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৩	১/১/৬৪	১/৭/৮৪
১১৫.	পালাখাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/২/৬৩	১/১/৭০	১/৭/৮৪
১১৬.	নন্দলালপুর সামাদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১৩/৭/৬৩	১/১/৬৪	৩১/১২/৮৪
১১৭.	কালিকাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৬৩	১/১/৭৮	১/১/৮২
১১৮.	নারায়নপুর পপুলার নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৬৪	১/১/৬৯	১/১২/৮৪
১১৯.	সুহিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৬৪	১/১/৬৮	১/১২/৮৪
১২০.	মুক-বধির বিকলাঙ্গ প্রশিক্ষণ স্কুল	চাঁদপুর সদর	১৯৬৪	–	–
১২১.	আক্কাস আলী রেলওয়ে একাডেমী	চাঁদপুর সদর	১/১/৬৪	১/১/৬৫	১/১২/৮৪
১২২.	জিলানী চিশতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	৩১/১২/৬৪	১/১/৬৫	১/১/৮০
১২৩.	মনতলা হামিদিয়া মাধ্যমিকি বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৪	১/১/৬৯	১/৩/৮৪
১২৪.	সরকারী কারিগরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৬৫	১১/১১/৬৫	–
১২৫.	হাজীগঞ্জ আমীন মেমোরিয়েল উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৬৫	১/১/৬৫	১/১২/৮৪
১২৬.	বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৬৫	১/৬/৬৭	১/৬/৮৪
১২৭.	খাজুরিয়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৫	১/১/৬৬	১/১/৮৪
১২৮.	শোল্লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৫	১/২/৬৬	১/১/৮৪
১২৯.	গাজীপুর মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৫	১৫/১/৭০	১/৯/৮৪
১৩০.	কালীপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৬৫	১/১/৬৭	১/১২/৮৪
১৩১.	মাথাভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/৩/৬৬	১/১/৮১	১১/২/৮৪
১৩২.	দগরপুর আব্দুল গণি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৬৬	১/১/৬৯	১/১/৮০
১৩৩.	কাচিয়ারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৬৬	১০/৪/৭৩	১/৫/৮৩
১৩৪.	আশেক আলী খাঁন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৬৬	১/১/৭০	১/১২/৮৪
১৩৫.	সুয়াপাড়া জি. কে. মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৬৬	১/৭/৭৬	১/১/৮০
১৩৬.	কড়েতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৬	১/১/৬৭	১/৬/৮২

Dhaka University Institutional Repository

১৩৭.	রাজার গাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৬৬	১৪/১/৬৯	১/১২/৮৪
১৩৮.	রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৬৬	১/১/৬৭	১/১২/৮৪
১৩৯.	পালগিরি বেগম রাবেয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৬৭	৮/১০/৮৭	১/১/৮৮
১৪০.	বালিথুবা আঃ হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৭	২১/১০/৭২	১/৯/৮৪
১৪১.	আমিরাবাদ জি.কে. মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৬৭	১৯/৪/৬৯	১/১/৮০
১৪২.	বিরামপুর এস. জে. এম. মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৮	১/১/৭২	১/৩/৮৪
১৪৩.	কাউনিয়া ওয়াই. এম. মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৮	১/১/৭২	১/৩/৮৪
১৪৪.	সন্তোষপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৮	১৪/২/৭০	১/১২/৮৪
১৪৫.	কালির বাজার এম. আর. মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৮	১৬/১০/৬৯	১/১/৮৪
১৪৬.	প্রত্যাশী আর, এ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৮	১/১/৭১	১/৩/৮৪
১৪৭.	মুলপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৮	১/১/৭৪	১/৭/৯৩
১৪৮.	বেলচৌ উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৬৮	১/১/৭৮	১/৬/৮৪
১৪৯.	নিশ্চিন্তপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৬৮	২৯/১/৭০	১/৭/৮২
১৫০.	নাওভাঙ্গা জয়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৬৮	১/১/৭৪	১/৭/৮২
১৫১.	হাইমচর সরকারী বালক মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	২১/১/৬৮	৩/৩/৭০	–
১৫২.	খাজুরিয়া লক্ষ্মীপুর ছোবহানিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৬৮	২০/১/৭৫	১/৯/৮৪
১৫৩.	তুলপাই দারাশাহী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৬৮	১/১/৭৪	১/১২/৮৪
১৫৪.	রহিমানগর হাজী চাঁদমিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	কচুয়া	২২/১/৬৮	১/১/৭০	১/৯/৮৪
১৫৫.	বারৈয়ারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৬৯	১/১/৮৩	১/১২/৮৪
১৫৬.	বলশিদ হাজী আকুব আলী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৬৯	২৮/৯/৮৩	১/৬/৮৪
১৫৭.	খিলাবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	৩/১/৬৯	১/১/৮৫	১/৯/৮৫
১৫৮.	নোয়াগাঁও মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৬৯	১/১/৭৪	১/১/৮৩
১৫৯.	আছলছিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৬৯	১/১/৭১	১/১২/৮৪
১৬০.	গোবিন্দপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১০/১/৬৯	২২/৬/৭০	১/৩/৮৪
১৬১.	ছোট সুন্দর এ, আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপর সদর	১/১/৭০	১৯৭০	১/১২/৮৪
১৬২.	আলোনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	২/১/৭০	২৫/১১/৭৫	১/১/৮৪
১৬৩.	ধানুয়া জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১২/১/৭০	১০/১০/৭২	১/১/৮৪
১৬৪.	গাজীপুর কে, এ, এল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৭০	৫/৫/৮৫	১৪/৯/৮৫
১৬৫.	লাকশিবপুর ফিরোজা বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৭০	১/১/৭৪	১/১/৮২
১৬৬.	হযরত শাহ্ জালাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৭০	১/১/৭৩	১/১২/৮৪
১৬৭.	টামটা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৭০	৪/১২/৮৪	১/৯/৮৫
১৬৮.	হাইমচর সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১/১/৭০	২৩/৩/৭৩	–
১৬৯.	চাঁদপুর এম. এ. খালেক মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	৮/১/৭০	৯/৮/৭৪	১/১২/৮৪
১৭০.	নূরপুর ল্যাবরেটরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৭০	১৩/১০/৭৫	১/১/৮০

Dhaka University Institutional Repository

১৭১.	জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৭১	১/১/৭৪	১/৩/৮৪
১৭২.	দক্ষিণ সূচীপাড়া ইউঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	২/১/৭১	২৬/১২/৭৩	১/৩/৮৪
১৭৩.	বাদিয়া এম. হক. মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৭১	৫/৬/৭৩	৩১/১২/৮৪
১৭৪.	মোজাদ্দেদীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৭১	১/১/৭২	১/৭/৮২
১৭৫.	ধনাগোদা তালতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৭১	১/১/৭৩	১/৬/৮৪
১৭৬.	দূর্গাপুর জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৭১	১/১/৭২	১/১/৮০
১৭৭.	পীর বাদশা মিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৭১	১/১/৭৪	১/১২/৮৪
১৭৮.	মালিগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৭১	১/১/৭৩	১/১২/৮৪
১৭৯.	পিরোজপুর উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৭১	১/১/৮০	৩১/১২/৮৪
১৮০.	ফিরোজপুর জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৭১	১৫/৩/৭৫	১/৯/৮৪
১৮১.	গল্লাক নোয়াব আলী উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৭১	১/১/৭৩	১/১২/৮৪
১৮২.	বাগাদী গনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১৯৭১	২৪/১১/৮০	১/৬/৮৪
১৮৩.	ডাসাদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৭১	১/১/৭৪	১/১২/৮৪
১৮৪.	চাঁদপুর পৌর শহীদ জাবেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৭২	১/১/৮২	১/১/৯৭
১৮৫.	হামানকর্দি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৭২	১/১/৭৭	১/৯/৮৪
১৮৬.	কৃষ্ণপুর জোহরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৭২	৩১/৫/৭৫	১/১২/৮৪
১৮৭.	সেনগাঁও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	৮/২/৭২	১/১/৭৩	১/৯/৮৪
১৮৮.	অলিপুর উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৭২	১৬/৯/৭৪	১/১২/৮৪
১৮৯.	রূপসা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/২/৭২	১/২/৭৩	১/৯/৮২
১৯০.	গৃদকালিন্দি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৭২	১/১/৮৪	১/১/৮৪
১৯১.	লাউতলী ডাঃ রশিদ আহম্মেদ হাইস্কুল এন্ড কলেজ	ফরিদগঞ্জ	১/১/৭২	৩/৬/৭৫	৩/৩/৮৫
১৯২.	পাঁচআনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১০/৭/৭২	১/১/৭৫	১/৬/৮৪
১৯৩.	রাগৈ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৭২	১/১/৭৪	১/১/৮০
১৯৪.	আইনগিরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৭২	১/১/৭৭	১/৯/৮৪
১৯৫.	কচুয়া শহীদ স্মৃতি সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৭২	১/১/৭৬	–
১৯৬.	বানিয়াচৌ জে, বি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৭৩	১/১/৭৩	১/১/৮০
১৯৭.	খেড়িহর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/১/৭৩	১/৭/৭৫	১/১২/৮৪
১৯৮.	আরাধ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৭৩	১/১/৮/৮১	১/১২/৮৪
১৯৯.	ফতেপুর আবুল হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৭৩	১/১/৯৩	১/৫/৯৫
২০০.	বড়কুল রাম কানাই উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৭৩	১/১/৭৪	১/১২/৮৪
২০১.	দেশগাঁও জয়নাল আবেদীন উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৭৩	১/১/৭৫	১/১২/৮৪
২০২.	সপ্তগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৭৩	১/১/৭৩	১/১২/৮৪
২০৩.	বলাখাল চন্দ্রবান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৭৩	১/১/৭৩	১/৫/৮৪
২০৪.	মহামায়া হানাফিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৭৩	১/১/৭৩	১/১৮৪
২০৫.	দেবকরা মারগুবা ডঃ শহিদুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুল	শাহরাস্তি	১/১/৭৫	১/১/৭৭	১/১২/৮৪
২০৬.	চান্দ্রা আঃ হামিদ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৭৫	১/১/৭৯	১/১১/৮৪
২০৭.	রঘুনাথপুর হাজী এ করিম খান উচ্চ	চাঁদপুর সদর	১/১/৭৬	১/১/৮০	১/১২/৮৪

Dhaka University Institutional Repository

	বিদ্যালয়				
২০৮.	ঝিনাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৭৭	১/১/৭৯	১/৭/৮২
২০৯.	আল-আমীন একাডেমী	চাঁদপুর সদর	১/১/৭৮	১/১/৮৬	১/৩/৮৬
২১০.	সোনালী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৭৯	১/১/৮৩	১/৬/৮২
২১১.	শ্রীপুর উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৮০	১/১/৯৪	১/১/৯৫
২১২.	মাসনিগাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৮০	১/১/৮৩	১/১২/৮৪
২১৩.	নওগাঁ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৮১	১/১/৮৪	১/১/৮৫
২১৪.	রামচন্দ্রপুর ভূইয়া একাডেমী	হাজীগঞ্জ	১/১/৮২	১৪/১১/৮৩	১/৬/৮৪
২১৫.	কাচিয়ারা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৮২	২১/১১/৮৩	১/৬/৮৪
২১৬.	কে, ভি, এন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	২৪/১/৮৩	২১/৯/৮৫	১/৬/৮৫
২১৭.	বাগানবাড়ী আইডিয়েল একাডেমী	মতলব উত্তর	১/১/৮৩	১৩/৮/৮৬	২৫/৮/৮৫
২১৮.	গফুর চৌধুরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৪	১/১/৮৬	১/১২/৮৭
২১৯.	আকানিয়া নাছিরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৮৫	১/১/৮৯	১/১/৯৩
২২০.	মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	চাঁদপুর সদর	১৯৮৫	–	–
২২১.	ধলাইতলী জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৮৫	২৫/১/৮৬	২৫/১/৮৬
২২২.	বহরিয়া নূরুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৮৫	১/১/৯৪	১/১/৯৭
২২৩.	জগন্নাথপুর হাজী এরশাদ মিয়া উচ্চ বিঃ	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৫	১/১/৮৫	১/২/৮৬
২২৪.	হাঁসা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৬	২০/২/৯০	১/৭/৯৩
২২৫.	পশ্চিম সকদী দারোগাবাড়ী মাধ্যমিক বিঃ	চাঁদপুর সদর	১২/১২/৮৬	১/১/৮৭	১/৭/৯৩
২২৬.	পীর মহসিন উদ্দিন পৌর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৮৬	১/১/৮৯	১৫/৫/০০
২২৭.	হযরত শাহনেয়ামত শাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৮৬	১/১/৮৬	১/১/৮৭
২২৮.	উজানী হাজী আমির উদ্দিন আলেক জান মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৮৬	১/১/৮৮	১/৭/৯৩
২২৯.	মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৮৬	১/১/৮৬	২/৬/৮৬
২৩০.	প্রসন্ন কাপ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৮৬	১/১/৯৭	১/১/০০
২৩১.	ফরিদ উদ্দিন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১/৬/৮৬	১/৬/৮৬	২৫/১২/৮৬
২৩২.	নায়ের গাঁও মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৮৭	১/১/৯১	১/৬/৮৮
২৩৩.	জীবগাঁও জেঃ হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৮৭	১৮/১/৮৮	১/৬/৮৮
২৩৪.	তরপুরচন্ডী জি এম ফজলুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৮৭	২৫/১১/৯৩	১/৭/৯৪
২৩৫.	জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	৪/১/৮৮	১/১/৯১	১/৭/৯৪
২৩৬.	হাফেজ মাহমুদা পৌর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৮৮	১/১/৯৫	২৪/৪/০০
২৩৭.	রাজরাজেশ্বর ওমর আলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৮৮	১/১/৮৯	১/৭/৯৩
২৩৮.	আদর্শ স্কুল মতলব	মতলব দক্ষিণ	১/১/৮৮	১/১/৯৪	১/১/৯৫
২৩৯.	এম, জে, এস, বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১/১/৮৯	১/১/৮৯	১/৪/৯৩
২৪০.	রাঙ্গুনীমুড়া উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১/১/৮৯	১/১/৮৯	১/৭/৯৩
২৪১.	নানুপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	৪/১২/৯০	১৪/২/৯৪	১/৪/৯৪
২৪২.	জমিলা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৯১	১/১/৯৩	১/৭/৯৪

Dhaka University Institutional Repository

২৪৩.	মনপুরা বাতাবাড়িয়া জাফর আলী মেমোরিয়ার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৯২	১/১/৯৩	১/১/৯৫
২৪৪.	হাজী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৯২	১/১/৯৩	১/১/৯৫
২৪৫.	মমরুজকান্দি সংগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৯২	১/১/৯৪	১/৪/৯৪
২৪৬.	হাজী মইনুদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৯২	১/১/৯৪	১/১/৯৭
২৪৭.	বালিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৯৩	১/১/৯৮	২৫/৫/০০
২৪৮.	লাউতলী শাহ আলম আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৯৩	২০/৫/০১	–
২৪৯.	চরপাখালিয়া নূরুল হুদা উচ্চ বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৯৩	১২/১১/৯৪	১৫/৩/৯৫
২৫০.	পয়ালী কে, বি, এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/৯৩	১/১/৯৬	১/১/৯৮
২৫১.	তেতৈয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৯৩	১/১/৯৪	১/১/৯৭
২৫২.	ফটিকখিরা এস, এ, নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	২/৩/৯৩	১/১/৯৮	১৫/৫/০২
২৫৩.	বাইছারা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৯৪	৭/৫/০১	–
২৫৪.	শাসিয়ালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৯৪	১/১/৯৮	১/৪/০০
২৫৫.	বি, আর, হাজী আঃ আহাদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৯৪	১/৪/৯৯	১/১/০০
২৫৬.	খাড়-খাদিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৯৫	১/১/৯৭	–
২৫৭.	উভারামপুর এন, ইসলাম আদর্শ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১/১/৯৫	১/১/৯৯	১/৪/০১
২৫৮.	অলিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৯৫	১৫/৪/৯৯	১/১/০২
২৫৯.	বড় হলদিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	৪/১০/৯৬	২/৫/৯৯	–
২৬০.	এম, এম, নূরুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়,	চাঁদপুর সদর	১/১/৯৭	১/১/৯৯	১/৪/৯৯
২৬১.	রুহিতার পাড় ডি, এম, এন হোসেন মিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৯৭	–	–
২৬২.	পনশাহী পাইওনিয়ার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৯৭	–	–
২৬৩.	নীলনগর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	১/১/৯৮	১/০১/০১	–
২৬৪.	নিন্দপুর এম, কে, আলমগীর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১/১/৯৮	১/১/০১	১/৪/০১
২৬৫.	মনিহার জি, এম, ফজলুল হক বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর সদর	১/১/৯৮	১/১/০১	–
২৬৬.	চরকাশিম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব উত্তর	৩১/১/৯৯	–	–
২৬৭.	দিঘলদী এম, এ ছাত্তার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মতলব দক্ষিণ	১/১/২০০০	১/১/২০০০	–

[৬০]

[৬০] কুমিল্লা জেলার ইতিহাস-জেলা পরিষদ কুমিল্লা কর্তৃক প্রকাশিত; তথ্যপত্র ২০০২, জিলা শিক্ষা অফিস চাঁদপুর; বাংলা পিডিয়া-এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত; সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

সাল ওয়ারী আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলার নাম	প্রতিষ্ঠার তারিখ	১ম স্বীকৃতির তারিখ	১ম এম পিও ভুক্তির তারিখ
১.	বাগাদী আহমদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১৮৯৫	১৯৩৩	১৩/৩/৮৪
২.	ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/১৮৯৬	১৪৯৬	১/৬/৮৪
৩.	শাহতলী আলীয়া মাদ্রাসা,	চাঁদপুর সদর	১৮৯৯	–	–
৪.	হাঁসা ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/১৯০২	১/৪/৫৯	১/১/১৯৮০
৫.	রামচন্দ্রপুর কাঃ ছিঃ সিঃ ফাজিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	০৩/২/১৯০২	৭/৬/৪৮	১/১২/৮৪
৬.	কালিকাপুর আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/১৯০২	–	–
৭.	গাজীপুর (হরিপুর) নেছারিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/১/১৯০৪	২২/৩/৫৫	১/১/৮০
৮.	লতিফগঞ্জ ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিগঞ্জ	৪/১/১৯০৪	১/৬/৬২	১/৩/৮৪
৯.	বাকিলা ফজিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/৬/১৯০৫	১/১/৫৬	১/১২/৮৪
১০.	রুপসা আহম্মদিয়া আলিম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/১৯০৬	১/১/৫৬	৩১/১২/৮৪
১১.	ধানুয়া ছালেহিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১৯০৬	১/৩/৫৫	১/১/৮০
১২.	আলগী বাজার সিনিয়র মাদ্রাসা	হাইমচর	১৯০৬	৩/৮/৬৩	১/১২/৮৪
১৩.	গন্ডামারা এ, বি এম , ফাজিল মাদ্রাসা	হাইমচর	১৯০৬	১৯৪৫	–
১৪.	কামরাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১৯০৯	১/১/৪৫	১/১২/৮৪
১৫.	কাদলা ফাজিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/০৯	১/১/৬৭	১/১২/৮৪
১৬.	চান্দ্রা ছামাদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/১৯১৩	১/৭/৬২	১/১২/৮৪
১৭.	গাজীপুর আহঃ ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/১৯১৩	১/৫/৫০	১/১/৮৪
১৮.	কাটাখালী হাসিঃ সিনিয়র মাদ্রাসা	হাইমচর	১৯১৫	–	৩১/১২/৮৪
১৯.	বিষ্ণুদী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/১/১৮	১/১/১৮	১/৯/৮৪
২০.	কমলাপুর দাখিল মাদ্রাসা	হাইমচর	১৯২০	১৭/১১/৫৮	১/৯/৮৪
২১.	খর্গপুর সিনিয়র মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১৯২০	১/৩/৪৯	১/১/৮৪
২২.	নওহাটা ফাজিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/১/২০	১/৬/৪২	১/১২/৮৪
২৩.	বদরপুর আলিম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/২০	১/১/৪৫	১/৬/৮৪
২৪.	নওগাঁও রাশেদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/১৯২২	১/১/৩৬	১/১২/৮৪
২৫.	ওছমানিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রসা	চাঁদপুর সদর	১/১/২২	১/১/৩২	১/১২/৮৪
২৬.	আলোনিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/২২	১/১/৭০	১/১/৮৪
২৭.	হর্ণি দূর্গাপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/২৩	১৫/৩/৬৩	১/১/৮৩
২৮.	রাজারগাঁও ফাজিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/১/২৪	১/৭/৪৭	১/১২/৮৪
২৯.	বেলচৌ করিমাবাদ ফাজিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	৫/১/১৯২৭	১/৩/৪৬	১/৬/৮৪
৩০.	মান্দারি আলিম মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/১/১৯২৮	১/১/৫১	১/১২/৮৪
৩১.	চাঁদপুর আহমাদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/১/১৯৩০	১/৬/৪৬	১/১/৮০
৩২.	কালিয়াইশ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/১৯৩০	১৪/১২/৫৪	১/১/৮২
৩৩.	লামচরী রশিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	হাইমচর	১৯৩০	৭/১/৫৬	১/৬/৮৪
৩৪.	নুনীয়া ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১/১/৩১	১/৭/৫৩	১/৭/৮৫
৩৫.	হাজীগঞ্জ দারুল উলুম আহঃ কামিল মাদ্রাস	হাজীগঞ্জ	১/৩/১৯৩১	১৪/৩/৪১	১/১/৮৪
৩৬.	সাদ্রা হামিদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১৭/০৮/৩১	১/৬/৪০	১/১২/৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৩৭.	চান্দ্রা বাজার নুরীয়া ফাজিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/১/৩৪	১/৭/৭০	১/৬/৮৪
৩৮.	চাপাতলী লতিফিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৩৫	১/৭/৬৬	১/১২/৮৪
৩৯.	মেঘদাইর তাহেরিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৩৫	১/৩/৫২	১/১/৮০
৪০.	পুরান রামপুর আঃ রব আলিম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৩৭	১৭/৩/৫৬	১/৭/৮২
৪১.	ফতেহপুর লন্ড স্কীম দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৩৮	১/১/৬০	১/১২/৮৪
৪২.	রাজাপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/১/৪০	১/৭/৬৫	১/১২/৮১
৪৩.	খাজুরিয়া লন্ড স্কীম দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৪০	১/১/৫৭	১/৩/৮৫
৪৪.	বদরপুর ও, এস, দাখিল মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/৪০	১/১/৪৯	১/১/৮৫
৪৫.	চিতশী সুলতানিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১/১/৪১	২/২/৪৬	১/১/৮০
৪৬.	গল্লাক বাজার ওল্ড স্কীম দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৪২	১/১/৬২	১/৭/৮২
৪৭.	যাদবপুর এম,আর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১/১/৪২	১/১/৯১	১/১/৯৪
৪৮.	সুহীলপুর এ. কি. এম. ফাজিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/৩/৪৪	১/১/৫৫	১৭/৩/৮১
৪৯.	লক্ষীপুর কাশেমিয়া আলিম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৪৫	১/৭/৬২	১/৬/৮২
৫০.	ঘিলাতলী সামাদিয়া কাঃ উঃ ফাজিল মাঃ	মতলব দক্ষিণ	১/১/৪৬	১/৪/৫৫	১১/১২/৮৪
৫১.	আশ্রাফপুর গনিয়া ইসঃ ফাজিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৪৬	১/১/৪৯	১/১২/৮৪
৫২.	আইনগিরি আলিম মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৪৬	১/৩/৪৯	১/৩/৮৩
৫৩.	পরানপুর ফাজিল মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১/১/৪৭	১/১/৫৪	১/১২/৮৪
৫৪.	রামপুর আদর্শ আলিম মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/১/৪৮	১/১/৫৭	১/১২/৮৪
৫৫.	সুবিদপুর ওল্ড স্কীম দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৪৮	২২/৩/৫৫	১/১২/৮৪
৫৬.	রামদাসের বাগ ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৪৮	১৪/১২/৫৩	১/১০/৮৫
৫৭.	মাছিমপুর ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	৫/১/৪৮	২০/১/৫৩	১/১/৮০
৫৮.	ফরাজীকান্দী ওয়াইসিয়া আলিয়া মাদ্রাসা	মতলব উত্তর	১৯৪৯	-	-
৫৯.	বোলদিঘী ফাজিল মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১/১/৫০	১/৬/৫৭	১/১২/৮৪
৬০.	রাগৈ ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১৯৫১	১৯৫৬	১৯৮৪
৬১.	টামটা দাখিল মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	৪/৩/৫২	১/৪/৫৫	১/১২/৮৪
৬২.	চরভাঙ্গা ভি, এস, এস, দাখিল মাদ্রাসা	হাইমচর	১/১/৫২	১/১/৭১	১/৬/৮৪
৬৩.	উচ্চঙ্গাঁ ইসলামিয়া মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/১/৫৩	১/১/৯৫	১/১/৯৭
৬৪.	ফরক্কাবাদ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	২/১০/৫৪	১/১/৫১	১/১২/৮৪
৬৫.	হোসাইনপুর সিনিয়র মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/১/৫৪	১৯৫৪	১/৭/৮৪
৬৬.	দাসাদী ডি.এম. আই. এস. ফাজিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/৫/৫৫	১৩/১/৬৬	১২/৪/৮৪
৬৭.	মনোহরপুর ফাজিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৫৬	২৬/২/৫৯	১/১২/৮৪
৬৮.	বদরপুর আহমদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	মতলব উত্তর	১৯৫৭	১/৭/৭১	২৩/১/৮৪
৬৯.	চরভৈরবী আজিজিয়া আজহারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা,	হাইমচর	১/১/৫৭	২০/৬/৬০	১/১/৮৪
৭০.	রামপুর বাজার ডি.এস. ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৫৮	১/৭/৬১	১/৩/৮৪
৭১.	নিশ্চিন্তপুর ডি.এস. ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১২/৫/৫৮	১/১/৬০	১/১/৮০
৭২.	নোয়াপাড়া নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১২/৫৯	১/৭/৬৪	১/৩/৮৪
৭৩.	কড়ইতলী আলিম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৫৯	১/৩/৬৩	১/১/৮০
৭৪.	রাজাপুরা আলামিন ফাজিল মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১৯৬০	১/১/৭৯	১/১২/৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৭৫.	দক্ষিণ হানি সৈয়দ তাহেরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬০	১/৭/৭৮	১/১/৮২
৭৬.	কাকৈরতলা ইসলামী আলিম মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/১/৬০	১/৭/৬৮	১/১২/৮৪
৭৭.	কাওনিয়া হানাফিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬০	১/৭/৬৪	১/৩/৮৩
৭৮.	দিঘলদী জাকারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/৬২	১/৬/৬৬	১/১/৮৪
৭৯.	জামিলায়ে মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	হাইমচর	১/১/৬২	১/১/৮৪	১/১/৮৪
৮০.	ফেরুয়া কাদেরীয়া ইসলামিয়া দাখিল মাঃ	শাহরাস্তি	১/১/৬৪	১/১/৬৭	১/১/৮০
৮১.	মনুপুরা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/৭/৬৪	১/১/৮৪	–
৮২.	নেছারাবাদ ছালেহিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/১/৬৪	১/১/৬৮	১/১২/৮৪
৮৩.	কামতা ডি, এস, ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৪	১/১/৭০	১/১/৮০
৮৪.	ছালেহাবাদ এম, এন, ফাজিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/৬/৬৫	১/৬/৭০	১/১২/৮৪
৮৫.	কাঁশারা ছিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৫	১/১/৬৯	১০/১২/৮৪
৮৬.	ইসলামপুর শাহ ইয়াছিন ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৫	৮/১০/৬৬	২/৮/৮৪
৮৭.	চৌমুহনী দারুস সুন্নাত আলীম মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৬৫	১/১/৬৯	১/১/৮৪
৮৮.	সকদি রামপুর দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৬৬	১/১/৬৬	১/১/৮৭
৮৯.	রাগদৈল ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৬৮	১/১/৮৪	১/১১/৮৪
৯০.	সাড়ে পাচানী হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	মতলব উত্তর	৩/২/৬৯	১৫/৫/৭৫	১/৬/৮৪
৯১.	ইউসুফ সফর আলী দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৭৪	১/১/৮৪	১/৬/৮৪
৯২.	মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/১/৭০	১/১/৮৭	১৫/৩/৮৭
৯৩.	পাথৈর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১/১/৭২	১/৭/৭৮	১/১/৮৭
৯৪.	বলাখালএন, এম, এন, সিনিয়র মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	৫/৬/৭৩	১/১/৮৪	১/৫/৮৫
৯৫.	শাহরাস্তি চিশতিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাঃ	শাহরাস্তি	১/১/৭৫	১১/১১/৮১	১/৯/৮৫
৯৬.	বাসারা নেছারিয়া ছিঃ ডি, এস, দাখিল মাঃ	ফরিদগঞ্জ	১/১/৭৫	১/১/৮৯	১/৩/৮৬
৯৭.	কাপাইকাপ ইসলামী সিনিয়র মাদ্রাসা	হাজিগঞ্জ	৬/১২/৭৬	২২/১২/৭৭	১/১২/৮৪
৯৮.	কেতুয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/১/৭৬	১/১/৭৭	১/১২/৮৪
৯৯.	মতলব দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/৭৬	২৯/১২/৮১	১/৭/৮২
১০০.	পালাখাল ছালেহিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৭৭	১/১/৮৩	১/১২/৮৪
১০১.	পূর্ব কালোচোঁ জি, এ, দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৭৭	১/৭/৭৯	১/১২/৮৬
১০২.	দৈয়ারা ডি, এস, এম, এন, আই, দাখিল মাঃ	শাহরাস্তি	১/১/৭৭	১/৯/৮৪	১/৩/৮৫
১০৩.	কাচিয়ারা জামেলীয়া আলিম মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/৭৭	১/১/৮৬	১/৬/৮৮
১০৪.	লবাইরকান্দি দাখিল মাদ্রাসা	মতলব উত্তর	১/১/৭৭	১৩/৫/৮১	১/৭/৮৩
১০৫.	পশ্চিম পোয়া আজিজিয়া ইসলামিয়া আলীম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৭৭	১/১/৮৫	১/২/৮৫
১০৬.	আলীপুর হোসাইনিয়া আলিম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৭৭	১/৭/৭৯	৮/৭/৮৪
১০৭.	লড়াইরচর মদিনাতুল উলুম হালিমিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৭৮	১/১/৮৫	১/৩/৮৫
১০৮.	গাউছিয়া হাশেমিয়া সেকান্দর আলী সুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১/১/৭৯	১/১/৮৪	১/১/৮৫
১০৯.	মধ্য তরপুরচন্ডী আলী দাখিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/৬/৭৯	১/১/৯২	১/৭/৯৩
১১০.	মাদ্রাসায়ে আবেদীয়া মুজাদ্দেদীয়া	হাজীগঞ্জ	১/১/৮০	১/১/৮৮	১/১/৯৪

Dhaka University Institutional Repository

১১১.	রাজরাজেশ্বর মোজাফফরিয়া ইসঃ সিঃ মাঃ	চাঁদপুর সদর	১/১/৮০	১/১/৯৩	১/১/৯৫
১১২.	শ্রীরামপুর মোহাম্মদিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৮০	১/১/৮৪	১৬/৮/৮৪
১১৩.	মনিহার মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১৯৮৩	১/১/৯০	১/১/৯৪
১১৪.	ইসলামপুর ছাদেকীয়া বালিকা দাখিল মাঃ	ফরিদগঞ্জ	২/১০/৮৩	১/১/৮৫	১/৯/৮৬
১১৫.	ডাটরা শিবপুর আলিম মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/১/৮৩	১/১/৯০	১/৭/৯৩
১১৬.	রাজাপুর ছিঃ ইসঃ দাঃ মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/১২/৮৪	১৮/১/৮৭	৫/১/৮৭
১১৭.	দেশগাঁও দারুস সুন্নাহ ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	৩১/১২/৮৪	১/১/৯৬	২১/৮/০০
১১৮.	লোহাগড় জি, এ, বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৪	১/১/৮৬	৩১/১২/৮৬
১১৯.	সন্তোষপুর ডি, এস, ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৪	১/১/৮৬	১/৩/৯২
১২০.	ঘনিয়া ছাইদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৪	১/১/৮৬	১/১২/৮৬
১২১.	দক্ষিণ মদনা দাখিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/১/৮৪	১/১/৮৭	১/৬/৮৭
১২২.	বালিয়া কাজীর বাজার দারুস সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/১/৮৪	১/১/৯৬	১/৪/০১
১২৩.	পূর্ব ধলাইতলী এ, জে, আই দাখিল মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/৮৪	১/১/৯২	১/৭/৯৬
১২৪.	হাসিমপুর আলিম মাদ্রাসা	মতলব উত্তর	১/১/৮৪	১/১/৯৪	১৯৯৫
১২৫.	কাকৈর তলা গোলাম কিবরিয়া দাখিল মাঃ	শাহরাস্তি	১/১/৮৪	১/১/৯৩	১/১/৯৪
১২৬.	গাউছিয়া আজম ছবরিয়া আদর্শ দাখিল মাঃ	হাইমচর	১/১/৮৪	১/১/৯৩	১/১/৯৫
১২৭.	চাঙ্গিনী আল-আমীন ইসলামিয়া দাখিল মাঃ	কচুয়া	১/১/৮৪	১/১/৯১	১/১/৯৪
১২৮.	ফারুক-ই আজম (রাঃ) আদর্শ দাখিল মাঃ	কচুয়া	১/১/৮৫	১/১/৯৫	১/৩/৯৬
১২৯.	ধনারপাড় দাখিল মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/৮৫	১/১/৯০	১/৭/৮৭
১৩০.	নাগদা সুফি আহম্মদ দাখিল মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/৮৫	১৯/১১/৯৮	–
১৩১.	ছোট সুন্দর আল-আমীন সিনিয়র মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১/১/৮৫	১/১/৯২	১/১/৯২
১৩২.	গজারিয়া দাঃ ইউঃ বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৫	১৬/৬/৯৩	১/১/৯৪
১৩৩.	পশ্চিম লাডুয়া কেরামতিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৫	১/১/৯৪	১/৫/৯৫
১৩৪.	পশ্চিম গোবিন্দপুর আনোয়ারা ছালেহীয়া দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৫	১/১/৯৬	২৪/৪/০০
১৩৫.	চরপাড়া মোহাম্মদিয়া তৈয়্যবিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৫	১/১/৯০	৩১/১০/৯৩
১৩৬.	মুন্সির হাট আই, এইচ, ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৫	১/১/৮৯	১/৩/৮৭
১৩৭.	মুকবুল আহম্মদ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	হাজীগঞ্জ	১/১/৮৬	১/১/৯৪	১/১/৯৫
১৩৮.	দঃ লড়াইচর বাইতুন নবী দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৬	১/১/৮৮	১/১/৯৪
১৩৯.	সাহাপুর মোহাম্মদিয়া চৌঃ গাজী ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	২৮/১২/৮৬	১/১/৯০	১/১/৯৪
১৪০.	গোবিন্দপুর ছালেহিয়া আলিম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৮৬	১/১/৮৭	১/৩/৮৭
১৪১.	তেতৈয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৮৬	১/১/৮৭	১/১/৮৭
১৪২.	কাছিয়াড়া মহিলা আলিম মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১০/৮৭	১/১/৯৬	৮/৩/৯৮
১৪৩.	আহম্মদনগর আব্দুল আজিজ আলিম মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১৯/২/৮৮	১/১/৯০	১/৭/৯০
১৪৪.	ঘোরাধারী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/৮৮	১/১/৮৯	৩১/৩/৯৩

Dhaka University Institutional Repository

১৪৫.	রসুলপুর হাজী চাঁদবক্স সরকার দাখিল মাদ্রাসা	মতলব উত্তর	১/১/৮৯	–	–
১৪৬.	সাপদী আবেদীয়া জলিলীয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	১২/১১/৮৯	১/১/৯৪	১/১/৯৫
১৪৭.	বরদৈল মুয়াল্লিম তেফালিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া	২৯/১/৯০	১/৪/৯৯	–
১৪৮.	শেখ ফাজিলাতুন্নেসা দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৯০	–	০১/৪/০১
১৪৯.	নেদায়ে ইসলাম মহিলা সিনিয়র মাদ্রাসা	মতলব উত্তর	৪/৯/৯২	১/১/৯৪	১/৭/৯৫
১৫০.	সেকদি মানছুরা কমিউদ্দিন বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৯৩	১/১/৯৭	১/০৪/০১
১৫১.	দশানী আল আমীন দাখিল মাদ্রাসা	মতলব উত্তর	১/১/৯৩	–	–
১৫২.	পালগিরি নূরানী দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৯৪	১/১/০১	–
১৫৩.	দক্ষিন করবন্দ আল-আমিন দাখিল মাদ্রাসা	মতলব দক্ষিণ	১/১/৯৪	১/১/৯৭	১/১০/০১
১৫৪.	বালিথুবা সামছুলিয়া অদুদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৯৪	১/১/৯৬	১/৫/০১
১৫৫.	খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাঃ) মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৯৪	১/১/৯৮	–
১৫৬.	শোল্লা দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৯৪	১/১/০২	–
১৫৭.	উত্তর আলোনিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১/৯৫	১/১/৯৯	–
১৫৮.	আল-ফাতেহা দাঃ ইঃ মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৯৫	–	–
১৫৯.	বিতারা দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া	৩১/১/৯৫	১/১/৯৬	১/৮/৯৯
১৬০.	মাঝিগাছা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া	২৯/৫/৯৫	১/১/০১	১৫/৫/০২
১৬১.	আমিয়াপুর বিবি ফাতেমা (রা) মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	মতলব উত্তর	১/১/৯৫	–	–
১৬২.	রহমানিয়া নূরিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১/১/৯৫	১/১/০২	–
১৬৩.	দারুল এখলাস আমেনা (রা) মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদগঞ্জ	১/১২/৯৬	১/১/০১	১/৫/০১
১৬৪.	আলহাজ্জ সিরাজ উদ্দিন চৌঃ মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	শাহরাস্তি	১/১১/৯৬	১/১/০১	–
১৬৫.	রাড়ীকান্দি দারুস সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা	মতলব উত্তর	১/১/৯৭	১/১/০১	–
১৬৬.	আল-আমিন আদর্শ মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	হাইমচর	১৯৯৭	৩/৯/০২	–
১৬৭.	লতিফিয়া এনামিয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৯৭	১/১/৯৯	১/৪/০০
১৬৮.	খিল মেহের আহমাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কচুয়া	১/১/৯৮	১/১/০১	০১/৫/২
১৬৯.	পশ্চিম সকদী আলীম মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	–	–	–
১৭০.	মাদ্রাসাত ইশায়াতিল উলুম দারুচ্ছালাম আলিম মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	-	-	-
১৭১.	দক্ষিণ ডাসাদি বোরহানুল উলুম কে, টি, দাখিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	-	-	-
১৭২.	লক্ষীপুর মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	চাঁদপুর সদর	-	-	–

[৬১]

[৬১] কুমিল্লা জেলার ইতিহাস-জেলা পরিষদ কুমিল্লা কর্তৃক ০৭ জুন ১৯৮৪ খ্রীঃ প্রকাশিত; তথ্যপত্র ২০০২, জেলা শিক্ষা অফিস চাঁদপুর; বাংলা পিডিয়া-এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত; সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

কাওমী নেসাবের মাদ্রাসা সমূহ

* চাঁদপুর জেলায় শিক্ষা বিস্তারে কাওমী মাদ্রাসা সমুহেরও রয়েছে যথেষ্ট ভূমিকা। এ জেলায় রয়েছে ৫টি দাওরায়ে হাদিস(স্নাতকোত্তর), ১০টি মেশকাত (স্নাতক) পর্যায়ের মাদ্রাসাসহ হেফজ/নূরানী/ হেদায়া পর্যন্ত শতাধিক মাদ্রাসা।[৬২] দাওরায়ে হাদীস (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ের মাদ্রাসা ৫টি হল :-

১	জাফরাবাদ জামিয়া আরাবিয়া কাসিমুল উলুম	চাঁদপুর সদর	১৯৪২[৬৩]
২	জামিয়া এমদাদিয়া জাফরাবাদ	চাঁদপুর সদর	-
৩	মহামায়া আল জামিয়া তুল ইসলামিয়া শামসুল উলুম	চাঁদপুর সদর	১৪/১০/১৯৮৩[৬৪]
৪	জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহিমিয়া উজানী	কচুয়া	১৯০১[৬৫]
৫	জামিয়া আহমাদিয়া কচুয়া	কচুয়া	

চাঁদপুর জেলার কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান/ কেন্দ্র সমূহ

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা
১.	মূলপাড়া সামসুদ্দিন খান কারিগরি কলেজ	ফরিদগঞ্জ
২.	ফরিদগঞ্জ এ.আর.পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ
৩.	ফরিদগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ
৪.	হাজীগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ
৫.	বলাখাল যোগেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ
৬.	মতলবগঞ্জ জে.বি. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	মতলব
৭.	মতলবগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মতলব
৮.	জমিলা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়	মতলব
৯.	চর ভৈরবী উচ্চ বিদ্যালয়	হাইমচর
১০.	এম.জে.এস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাইমচর

[৬৬]

[৬২] সাক্ষাৎকার-মাওঃ আনোয়ার শাহ্ , মোহতামিম জাফরাবাদ জামিয়া আরাবিয়া কাছিমূল উলুম, চাঁদপুর ও বিভিন্ন কাওমী মাদ্রাসা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

[৬৩] জাগো মানবতা (স্মরণিকা ২০০২) জাফরাবাদ জামিয়া আরাবিয়া কাসিমুল উলুম কর্তৃক প্রকাশিত।

[৬৪] সাক্ষাৎকার-মাওঃ আনোয়ার শাহ্ , মোহতামিম জাফরাবাদ জামিয়া আরাবিয়া কাছিমূল উলুম, চাঁদপুর ও বিভিন্ন কাওমী মাদ্রাসা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

[৬৫] ক্যালেন্ডার ২০০৪ খ্রীঃ জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহিমিয়া উজানী কর্তৃক প্রকাশিত।

[৬৬] জেলা শিক্ষা অফিস, চাঁদপুর কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদপুর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

চাঁদপুর সদর উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	কানুদী মনোহরখাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনহরখাদী	১৯৫৩
০২	রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনহরখাদী	১৯৫১
০৩	দামোদরদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনহরখাদী	১৯৩১
০৪	উত্তর বিষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনহরখাদী	১৯২৮
০৫	দঃ বিষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মুন্সীর হাট	১৯২০
০৬	হাসাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মুন্সীর হাট	১৯৪১
০৭	ধনপর্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মুন্সীর হাট	১৯৬৩
০৮	খেরুদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লালপুর বাজার	১৯২৫
০৯	লালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লালপুর বাজার	১৯৩২
১০	মধ্য বিষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	১৯৬২
১১	দঃ পঃ বিষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লালপুর বাজার	১৯৭৭
১২	পশ্চিম দাসাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সফরমালী	১৯৩৭
১৩	সফরমালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সফরমালী	১৯৩১
১৪	পূর্ব দাসাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সফরমালী	১৯৩৯
১৫	কল্যানদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুর হাট	১৯৩৭
১৬	আমানউল্যাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুর হাট	১৯৩৯
১৭	দাসদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুর হাট	১৯৭০
১৮	বাবুর হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুর হাট	১৯৪৫
১৯	হাপাণীয়া রুশদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহাতলী	১৯৫৬
২০	সেনগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিকাটি	১৯৬৬
২১	হোসেনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিকাটি	১৯৪২
২২	কে,আর, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিকাটি	১৯৬৮
২৩	পাইকান্তা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিকাটি	১৯৪৫
২৪	উত্তর পাইকান্তা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিকাটি	১৯৩৭
২৫	রালদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিকাটি	১৯৬২
২৬	জুবলী মঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিকাটি	১৯৭৭
২৭	কুমারডুগী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহাতলী	১৯০২
২৮	পাইকদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহাতলী	১৯৪০
২৯	উঃ শাহাতলী যোবাইদা বালক সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	শাহাতলী	১৯৪৮
৩০	মধ্য শাহাতলী কাদেরীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহাতলী	১৯৬০
৩১	মান্দারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মহামায়া	১৯৪০

Dhaka University Institutional Repository

৩২	লোধের গাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মহামায়া	১৯৩৯
৩৩	মহামায়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মহামায়া	১৯৩৯
৩৪	কেতুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টারা বাজার	১৯৭৩
৩৫	দক্ষিণ পাইকদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহাতলী	১৯৭৩
৩৬	ভাটের গাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী পাঁচগাও	১৯৭৬
৩৭	পশ্চিম ভাটের গাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহাতলী	১৯৭১
৩৮	উত্তর শাহাতলী যৌঃ বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহাতলী	১৯৬৯
৩৯	আলগী পাঁচ গাও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী পাঁচগাও	১৯২০
৪০	ছোট সুন্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী পাঁচগাও	১৯৩৯
৪১	কামরাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কামরাঙ্গা	১৯৩৭
৪২	বদরখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কামরাঙ্গা	১৯৪২
৪৩	মনিহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কামরাঙ্গা	১৯৩২
৪৪	দক্ষিণ রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কামরাঙ্গা	১৯৭৩
৪৫	মধ্য রাড়িচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কামরাঙ্গা	১৯৬৮
৪৬	রাড়িচর বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কামরাঙ্গা	১৯৪৩
৪৭	উত্তর কামরাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কামরাঙ্গা	১৯৬০
৪৮	দেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দেবপুর	১৯৬৯
৪৯	পাঁচ গাও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী পাঁচগাও	১৯৭৩
৫০	মৈশাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মৈশাদী	১৯২৪
৫১	মৈশাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মৈশাদী	১৯৫৯
৫২	মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মৈশাদী	১৯৩০
৫৩	উত্তর পশ্চিম মৈশাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মৈশাদী	১৯৬০
৫৪	হামানকর্দ্দী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহাতলী	১৯৪২
৫৫	শাহাতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহাতলী	১৯৪২
৫৬	খলিশাড়ুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুর হাট	১৯৪৭
৫৭	সিলনদীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুর হাট	১৯৩৮
৫৮	দক্ষিণ মৈশাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মৈশাদী	১৯৬৯
৫৯	পূর্ব তরপুর চন্ডী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুর হাট	১৯৩৯
৬০	উঃ পশ্চিম তরপুরচন্ডী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুর হাট	১৯৪০
৬১	মধ্য তরপুরচন্ডী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুর হাট	১৯৬৩
৬২	গুনরাজদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৩৮
৬৩	বিষ্ণুদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৪০
৬৪	দঃ গুনরাজদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৭৩
৬৫	দঃ তরপুরচন্ডী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুর হাট	১৯৭৩
৬৬	ষোলঘর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৬৯
৬৭	বাক্ষন সাকুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগড়া	১৯১৭
৬৮	নানুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগড়া	১৯৪১
৬৯	বাঘাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগড়া	১৯৬২

Dhaka University Institutional Repository

৭০	সকদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেব বাজার	১৯০৫
৭১	চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেব বাজার	১৯৩২
৭২	পশ্চিম সকদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেব বাজার	১৯০৫
৭৩	চর মেয়ালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দারুস ছালাম	১৯২৫
৭৪	ইসলামপুর গাছতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দারুস ছালাম	১৯৬৮
৭৫	উত্তর ইচুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগড়া বাজার	১৯৩৬
৭৬	উত্তর বালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগড়া বাজার	১৯২০
৭৭	পশ্চিম সাপদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেব বাজার	১৯৩৯
৭৮	ঘাশিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরাক্কাবাদ	১৯৪১
৭৯	গুলিশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরাক্কাবাদ	১৯৪০
৮০	উঃ বালিয়া দক্ষিণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরাক্কাবাদ	১৯৩৩
৮১	ফরক্কাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগড়া বাজার	১৯৬৮
৮২	দক্ষিণ ইচুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগড়া বাজার	১৯৭২
৮৩	উঃ পঃ সাপদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বহরিয়া	১৯৭০
৮৪	রামদাসদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বহরিয়া	১৯৩২
৮৫	লক্ষিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বহরিয়া	১৯৪২
৮৬	উত্তর রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বহরিয়া	১৯৫৩
৮৭	কমাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বহরিয়া	১৯৩০
৮৮	খারুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বহরিয়া	১৯৪৩
৮৯	বহরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বহরিয়া	১৯২৭
৯০	দক্ষিণ রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বহরিয়া	১৯২৮
৯১	মধ্য রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বহরিয়া	১৯৬৯
৯২	মধ্য সাকুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বহরিয়া	১৯৭৮
৯৩	পূর্ব সাখুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বহরিয়া	১৯৩৫
৯৪	পূর্ব জাফরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরান বাজার	১৯১৮
৯৫	মধ্য মদনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হরিপুর	১৯৬৩
৯৬	মদনা উমেদীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	১৯৩৫
৯৭	দঃ বালিয়া নরসিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	১৯৬৪
৯৮	পশ্চিমবাখরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	১৯২৯
৯৯	চান্দ্রা বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	১৯৩৯
১০০	পূর্ব বাখরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	১৯৩৯
১০১	দঃ বাখরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	১৯৬৮
১০২	আখনের হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	১৯০২
১০৩	উঃ গোবিন্দিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোবিন্দিয়া	১৯৩৯
১০৪	দঃ গোবিন্দিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোবিন্দিয়া	১৯৪২
১০৫	দঃ ইচলী (জনতা বাজার) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	১৯০২
১০৬	সাদুল্যাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	১৯৩৯

Dhaka University Institutional Repository

১০৭	পঃ হানারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৩৮
১০৮	ইব্রাহিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মৈশাদী	১৯৬৪
১০৯	হানারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	১৯২০
১১০	সাপলেজা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হরিণা	১৯৪০
১১১	গোয়ালনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজরাজেশ্বর	১৯৫০
১১২	তলাশিয়া এম,ডি কাদির সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজরাজেশ্বর	১৯৫১
১১৩	রাজরাজেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজরাজেশ্বর	১৯৫৭
১১৪	তলাশিয়া ডি,কে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজরাজেশ্বর	১৯৫৫
১১৫	দঃ বলিয়ার চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজরাজেশ্বর	১৯৭০
১১৬	বিষ্ণুদী আজিজিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯১৯
১১৭	২নং বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯২৮
১১৮	২নং বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯২৮
১১৯	৩নং বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৩৭
১২০	৩নং বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯২৮
১২১	উঃ শ্রীরামদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯২৮
১২২	শব্দার খান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৭০
১২৩	গুয়াখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৪৫
১২৪	৫নং বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯২৮
১২৫	কে, জি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৬৩
১২৬	৬নং আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৬৮
১২৭	২নং বালিকা (সি,হল) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরান বাজার	১৯২৮
১২৮	আক্কাছ আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৫২
১২৯	লেডী দেহলভী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নতুন বাজার	১৯৪৭
১৩০	হাসান আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৮৮৫
১৩১	রেলওয়ে সেকভে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	১৯৭৩
১৩২	হিন্দুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইব্রাহিমপুর	১৯৮৫
১৩৩	পঃ জাফরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইব্রাহিমপুর	১৯৮৩
১৩৪	চরফতেজংপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইব্রাহিমপুর	১৯৮৬
১৩৫	আলু মুড়া নুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	১৯৭৩

ফরিদগঞ্জ উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	সেকদি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাঘরা বাজার	১৯০৫
০২	পাল তালুক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাঘরা বাজার	১৯৬৪
০৩	সকদিরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চান্দ্রা	১৯৩৯

Dhaka University Institutional Repository

০৪	খাড়খাদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চান্দ্রা	১৯১০
০৫	মদনের গাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চান্দ্রা	১৯২৫
০৬	লোহাগড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লোহাগড়	১৯৬৩
০৭	উচ্চ সকদী রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চান্দ্রা	১৯৬২
০৮	চান্দ্রা বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চান্দ্রা	১৯৬৯
০৯	দেবীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইসলামপুর	১৯৩০
১০	মানিকরাজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব গাজীপুর	১৯২২
১১	দেইচড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চান্দ্রা	১৯৩৯
১২	শোশাইর চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিণ বালুথুবা	১৯৩৯
১৩	বালুথুবা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বালুথুবা	১৯৩৮
১৪	সরখাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মুলপাড়া	১৯৪০
১৫	উত্তর কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইসলামপুর	১৯৬৮
১৬	দক্ষিণ কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৃষ্ণপুর	১৯৬৬
১৭	মুলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মুলপাড়া	১৯৩৯
১৮	উভারামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	টোরা মুন্সির হাট	১৯৩৫
১৯	মনতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনতলা	১৯৩৯
২০	দিগধাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনতলা	১৯৬৯
২১	লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চৌধুরী বাজার	১৯৪০
২২	বাশারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাশারা হাইস্কুল	১৯২৬
২৩	পশ্চিম বাশারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাশারা হাইস্কুল	১৯৭৩
২৪	ফনিসাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাশারা হাইস্কুল	১৯৭০
২৫	দক্ষিণ লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চৌধুরী বাজার	১৯৫৫
২৬	সুবিধপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুবিধপুর	১৯২১
২৭	বড়গাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুবিধপুর	১৮৯৯
২৮	সাচনমেঘ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কামতা বাজার	১৯৪০
২৯	মুন্সির হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	টোরা মুন্সির হাট	১৯৪০
৩০	বদরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	টোরা মুন্সির হাট	১৯৫৫
৩১	ঘড়িহানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	টোরা মুন্সির হাট	১৯৩৮
৩২	চৌরাহত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শোল্লা	১৯৪৮
৩৩	শোল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শোল্লা	১৯৪০
৩৪	তাম্রশাসন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শোল্লা	১৯৪০
৩৫	আইট পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শোল্লা	১৯৭২
৩৬	গুয়া টোবা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনতলা	১৯৩৫
৩৭	মানুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঘনিয়া	১৯৩৯
৩৮	ঘুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঘনিয়া	১৯৭০
৩৯	শ্রী কালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গল্লাক বাজার	১৯১০
৪০	গল্লাক বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গল্লাক বাজার	১৯৩৯
৪১	গুপ্তি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুপ্তি বাজার	১৯৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৪২	আষ্ট্রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাইকপাড়া	১৯৩৯
৪৩	ভোটাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাইকপাড়া	১৯৬৯
৪৪	ষোলদানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোল ভান্ডার	১৯৩৯
৪৫	খাজুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সিংহের গাঁও	১৯৩৯
৪৬	হোগলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সিংহের গাঁও	১৯৩৯
৪৭	আদশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লাউতলী	১৯১৮
৪৮	লাউতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লাউতলী	১৯৪০
৪৯	পঃ লাউতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লাউতলী	১৯৭০
৫০	মান্দারতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লাউতলী	১৯৭১
৫১	নোয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাইকপাড়া	১৯৭৩
৫২	পাইকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাইকপাড়া	১৮৮৫
৫৩	পাইকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাইকপাড়া	১৯৭০
৫৪	সিংহেরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাইকপাড়া	১৯৩৯
৫৫	কাশারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাইকপাড়া	১৯৩৮
৫৬	কামালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দঃ বালিথুবা	১৯৩৯
৫৭	পূর্ব ভাওয়াল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শোল্লা	১৯৪৮
৫৮	পঃ ভাওয়াল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শোল্লা	১৯৫৮
৫৯	শাশিয়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দঃ বালিথুবা	১৯৩৯
৬০	উপাধিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব গাজীপুর	১৯৪০
৬১	বিষুরবন্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রূপসা	১৯২৯
৬২	কবি রুপসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রূপসা	১৯২৩
৬৩	দায়চারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দায়চারা	১৯৩৭
৬৪	পূর্ব দায়চারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দায়চারা	১৯৭২
৬৫	দঃ কাড়েতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কড়েতলী	১৯৩৮
৬৬	কড়তলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কড়েতলী	১৯৩৭
৬৭	গাজীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব গাজীপুর	১৯৪১
৬৮	সাহাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহাপুর	১৯৬৩
৬৯	খুরুম খালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব গাজীপুর	১৯৫৪
৭০	শোভান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাঘরা বাজার	১৯৩৯
৭১	ধানুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধানুয়া	১৯২০
৭২	উঃ চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধানুয়া	১৯৪৮
৭৩	প্রত্যাশী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধানুয়া	১৯৬৮
৭৪	ভাঁটিয়াল পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নয়াহাট	১৯৪২
৭৫	চির্কা চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নয়াহাট	১৯৪৫
৭৬	পঃ চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নয়াহাট	১৯৭০
৭৭	চরকুমিরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নয়াহাট	১৯৪২
৭৮	উঃ চররাঘব রায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোয়াল ভাওর বাজার	১৯৩০

Dhaka University Institutional Repository

৭৯	দঃ চর রাঘব রায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোয়াল ভাওর বাজার	১৯৬২
৮০	পঃ লাড়ুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর বাজার	১৯৬০
৮১	রামপুর বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর	১৯৩৯
৮২	পূর্ব হাঁসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নয়াহাট	১৯৬৮
৮৩	হাঁসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নয়াহাট	১৯০১
৮৪	পঃ হাঁসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হরিপুর	১৯৩৭
৮৫	গোবিন্দিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোয়াল ভাওর	১৮৯৮
৮৬	পঃ আলোনীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নুর নগর	১৯৩৯
৮৭	আলোনীয়া কুলচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নুর নগর	১৯৩৬
৮৮	ইসলামগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নুর নগর	১৯৭১
৮৯	পূর্ব আলোনীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নুর নগর	১৯৩৫
৯০	একলাশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	একলাশপুর	১৯৪০
৯১	উঃ সন্তোষপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সন্তোষপুর	১৯০৯
৯২	দঃ সন্তোষপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সন্তোষপুর	১৯২০
৯৩	পূর্ব সন্তোষপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালির বাজার	১৯২২
৯৪	পঃ সন্তোষপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সন্তোষপুর	১৯৭০
৯৫	উঃ বিশকাটালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর বাজার	১৯৩৭
৯৬	পূর্ব লাড়ুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর বাজার	১৯১২
৯৭	পঃ বিশকাটালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর বাজার	১৯৬২
৯৮	লড়াইয়ারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিরামপুর	১৯২২
৯৯	চর দুঃখিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিরামপুর	১৯২৮
১০০	পূর্ব চর দুঃখিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিরামপুর	১৯৬৯
১০১	দঃ বিশকাটালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ডামারা	১৯৩৯
১০২	চরবসন্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব গাজীপুর	১৯৬৩
১০৩	কেরোয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১৯৩৯
১০৪	মীরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সোনালী বাঃ উঃ বিঃ	১৯৪০
১০৫	ভাটির গাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১৯৭০
১০৬	বড়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১৯৩১
১০৭	ফরিদগঞ্জ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১৯৪০
১০৮	ফরিদগঞ্জ বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১৯৬১
১০৯	ফরিদগঞ্জ বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১৯৭০
১১০	সাফুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১৯৬৮
১১১	উঃ চর বড়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১৯৬৮
১১২	দঃ চর বড়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরিদগঞ্জ	১৯২৮
১১৩	পোয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালির বাজার	১৯৪০
১১৪	কালির বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালির বাজার	১৯৩৯
১১৫	হর্নি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালির বাজার	১৯৩৯

Dhaka University Institutional Repository

১১৬	পঃ হর্ণি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব একলাশপুর	১৯৪৭
১১৭	পঃ পোয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালির বাজার	১৯৭০
১১৮	চর রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর বাজার	১৯৪০
১১৯	দঃ চর রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর বাজার	১৯৬৮
১২০	রুপসা বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রুপসা	১৯১৩
১২১	বদিউজ্জামানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রুপসা	১৯৩৪
১২২	রুপসা বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রুপসা	১৯৭২
১২৩	পঃ রুপসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রুপসা	১৯২৭
১২৪	গান্ধের গাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রুপসা	১৯৩৫
১২৫	রুস্তুমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রুস্তুমপুর	১৯৫৩
১২৬	পূর্ব বদরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রুপসা	১৯৫২
১২৭	পঃ বদরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গৃদ কালিন্দিয়া	১৯৬৫
১২৮	বার পাইকা বদরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গৃদ কালিন্দিয়া	১৯৬৪
১২৯	চর মঘুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালির বাজার	১৯৪১
১৩০	গৃদ কালিন্দিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গৃদকালিন্দিয়া	১৯৩৮
১৩১	চার মান্দারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গৃদকালিন্দিয়া	১৯৩৯
১৩২	নলগোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাউনিয়া	১৯৬৯
১৩৩	পঃ কাউনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাউনিয়া	১৯৩৬
১৩৪	পূর্ব কাউনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাউনিয়া	১৯৫২
১৩৫	সাহেবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেবগঞ্জ	১৯২৭
১৩৬	দঃ সাহেবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেবগঞ্জ	১৯৭৩
১৩৭	পঃ গান্ধের গাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালির বাজার	১৯৭২
১৩৮	উঃ রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বালিথুবা	১৯৭৭

হাইমচর উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	বাজাপ্তি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাজাপ্তি	১৯৩০
০২	গাজীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৪২
০৩	দঃ পূর্ব গাজীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চরকৃষ্ণপুর	১৯৩৩
০৪	মনিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৩০
০৫	খুদিয়া বাজপ্তি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী বাজার	১৯২০
০৬	কমলাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী বাজার	১৯২১
০৭	পূর্ব চরকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী বাজার	১৯০৬
০৮	দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলীদূর্গাপুর	১৯৬১
০৯	নয়ানী লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাজাপ্তি	১৯৩৫

Dhaka University Institutional Repository

১০	ছোট লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী বাজার	১৯৬৮
১১	ভিংগুলীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হরিপুর বাজার	১৯৩৯
১২	দঃ ভিংগুলীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগীদূর্গাপুর	১৯৭৩
১৩	মধ্য ভিংগুলীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাজাপ্তি	১৯৭৩
১৪	পঃ চরকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পঃ চরকৃষ্ণপুর	১৯৩৮
১৫	পঃ চারকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়(কাটা)	পঃ চরকৃষ্ণপুর	১৯৩৬
১৬	দঃ আলগী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী বাজার	১৯৩৬
১৭	গন্ডামারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ডামারা	১৯২২
১৮	চর ভাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ডামারা	১৮৮৮
১৯	উঃ গন্ডামারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ডামারা	১৯৪৭
২০	উঃ চরভাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ডামারা	১৯৬৮
২১	চরপাড়া মুখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ডামারা	১৯৭০
২২	মধ্য আলগী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী বাজার	১৯৭৩
২৩	২৩ নং মধ্যচরকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী বাজার	১৯৭৩
২৪	পূর্ব আলগী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী বাজার	১৯৭৭
২৫	মধ্য চরকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৭৮
২৬	মনিপুর মুলামবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৫৫
২৭	চর শেল কে বি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৮৩৭
২৮	পঃ চর শেফালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৩৮
২৯	চর শেফালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৪৬
৩০	গাজীপুর মনিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৪৯
৩১	উঃ নীল কমল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৩৩
৩২	উঃ চর বাড়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৩৯
৩৩	মধ্য চর বাড়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৩৯
৩৪	সিপাই কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ডামারা	১৯৪৭
৩৫	হাইমচর মেলা কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চর ভেরবী	১৯৩৯
৩৬	হাইমচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৩৯
৩৭	শুলরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চরভৈরবী	১৯৩৯
৩৮	চর কোড়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চরভৈরবী	১৯৩৯
৩৯	দঃ নীলকমল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৩৯
৪০	ঈশান বালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৩৩
৪১	নীলকমল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯১০
৪২	বাবুর চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চরভৈরবী	১৯৩৩
৪৩	জালিয়ার চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চরভৈরবী	১৮৫৬
৪৪	পাড়া বগুলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চরভৈরবী	১৯৪২
৪৫	উঃ চর কোড়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চরভৈরবী	১৯৯৩
৪৬	চর ভৈরবী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চর ভৈরবী	১৯৩৯
৪৭	দঃ বগুলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চর ভৈরবী	১৯৪০

Dhaka University Institutional Repository

৪৮	দঃ চর কোড়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চর ভৈরবী	১৯৩৯
৪৯	উত্তর জালিয়ার চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চর ভৈরবী	১৯৭৩
৫০	তাজখার কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চর ভৈরবী	১৯৭০
৫১	মহনপুর কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চর ভৈরবী	১৯৭০
৫২	খলিফা কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চর ভৈরবী	১৯৭০
৫৩	উঃ বগুলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চর ভৈরবী	১৯৭০
৫৪	উঃ পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চর ভৈরবী	১৯৭০
৫৫	মহজমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগীবাজার	১৯৮৮
৫৬	৫নং ষীট ভাওর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাইমচর	১৯৭৩

হাজীগঞ্জ উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	দঃ পূর্ব রাজারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজারগাঁও	১৯৬৯
০২	দঃ পঃ রাজারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজারগাঁও	১৯৬৯
০৩	পঃ রাজারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজারগাঁও	১৯২৬
০৪	উঃ পঃ রাজারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজারগাঁও	১৯৭১
০৫	পূর্ব রাজারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজারগাঁও	১৯৪১
০৬	রাজারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাজারগাঁও	১৯৫১
০৭	মেনাপুর আগরজান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেনাপুর	১৯৬৬
০৮	মেনাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেনাপুর	১৯১৮
০৯	মুকন্দসার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেনাপুর	১৯৭০
১০	মালাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাসিরকোট	১৯৪৫
১১	নাসিরকোর্ট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাসিরকোট	১৯১৮
১২	ইছাপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাসিরকোট	১৯৬৫
১৩	আহমেবাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাসিরকোট	১৯৮০
১৪	লোধপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লোধপাড়া	১৯৫২
১৫	ছয়ছিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লোধপাড়া	১৯১০
১৬	শ্রীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শ্রীপুর	১৯৫৪
১৭	দঃ শ্রীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শ্রীপুর	১৯৬৫
১৮	গোগরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দেবপুর	১৯৩৩
১৯	বাকিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাকিলা	১৯০০
২০	সন্না সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাকিলা	১৯১৫
২১	ফুলছোয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাকিলা	১৯৬৬
২২	রাধাসার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শ্রীপুর	১৯৭২
২৩	ব্রাহ্মণগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিলপাড়া	১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

২৪	রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিলপাড়া	১৯৩৯
২৫	তারাপাল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রঘুনাথপুর	১৯৩৫
২৬	মাড়কী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রঘুনাথপুর	১৯৫২
২৭	মহব্বতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালচোঁ	১৯১২
২৮	পিরোজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রঘুনাথপুর	১৯৩৯
২৯	কাপাইকাপ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাসিরকোট	১৯১৮
৩০	ভাটরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৈয়দপুর	১৯১০
৩১	ওড়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৈয়দপুর	১৯৭২
৩২	সৈয়দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৈয়দপুর	১৯১০
৩৩	রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর	১৯৪০
৩৪	সিদলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলাখাল	১৯৩৯
৩৫	নওহাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর	১৯১৩
৩৬	মাড়ামুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর	১৯৭৬
৩৭	কালচোঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালচোঁ	১৯৬৮
৩৮	সুহিলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খান সুহিলপুর	১৯১৪
৩৯	বাউড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খান সুহিলপুর	১৯৭২
৪০	মাতৈন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাজিগঞ্জ	১৯৪১
৪১	কাজিরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাজিগঞ্জ	১৯৭২
৪২	দোয়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাজিগঞ্জ	১৯৭০
৪৩	প্যারাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৈয়দপুর	১৯১৪
৪৪	মৈশাইদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর	১৯৪৭
৪৫	সুবিদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলাখাল	১৯৬৫
৪৬	বেতিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলাখাল	১৯৬৮
৪৭	উচ্চংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাকিলা	১৯৩০
৪৮	বাড্ডা নুরুল হক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খান সুহিলপুর	১৯৭২
৪৯	অলিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অলিপুর	১৯৪১
৫০	দঃ অলিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অলিপুর	১৯৩৩
৫১	দঃ বলাখাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলাখাল	১৯৪০
৫২	বলাখাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলাখাল	১৯৩০
৫৩	বলাখাল আর/জি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলাখাল	১৯৫৭
৫৪	ধেররা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলাখাল	১৯২১
৫৫	আমিন মোমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১৯৩১
৫৬	হাজীগঞ্জ বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১৯৭৩
৫৭	হাজীগঞ্জ মজেল প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১৯১৬
৫৮	বড়কুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়কুল	১৯১৯
৫৯	বড়কুল বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়কুল	১৯১৬
৬০	দঃ বড়কুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়কুল	১৯৪১
৬১	রায়চোঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়কুল	১৯৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৬২	দিগচাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেন্দ্রা	১৯৫৭
৬৩	সেন্দ্রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেন্দ্রা	১৯৬২
৬৪	বেলচোঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেন্দ্রা	১৯২০
৬৫	সোনাইমুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেন্দ্রা	১৯৭৫
৬৬	দেবীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশেমাবাদ	১৯৩৬
৬৭	গোপালড়ো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশেমাবাদ	১৯৭০
৬৮	জাখনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশেমাবাদ	১৯৬৮
৬৯	সাদ্রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাদ্রা	১৯৫২
৭০	রামচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশেমাবাদ	১৯৩৪
৭১	প্রতাপপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশেমাবাদ	১৯৩৯
৭২	নাটেহরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশেমাবাদ	১৯৪৩
৭৩	রাঙ্কুনীমুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১৯৩০
৭৪	ধড্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধড্ডা	১৯১০
৭৫	মধ্য ধড্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধড্ডা	১৯৬৮
৭৬	দঃ ধড্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধড্ডা	১৯৭০
৭৭	দঃ পূঃ ধড্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধড্ডা	১৯৬৫
৭৮	পাতানিশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাতানিশ	১৯৩০
৭৯	কাঠালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাতানিশ	১৯৬২
৮০	বলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলিয়া	১৮৮১
৮১	বেলঘর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলিয়া	১৯২০
৮২	লাউকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লাউকরা টংগীব পাড়	১৯৪০
৮৩	টংগীরপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লাউকরা টংগীব পাড়	১৯৪১
৮৪	হাটিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লাউকরা টংগীব পাড়	১৯২১
৮৫	এনায়েতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওয়ারুক	১৯২১
৮৬	মোহাম্মদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আহাম্মদপুর বাজার	১৯৩৫
৮৭	জগন্নাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আহাম্মদপুর বাজার	১৯৭০
৮৮	হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ধব্যপুর	১৮৬০
৮৯	কাকৈরতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আহাম্মদপুর বাজার	১৯৭০
৯০	মালিগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশিমপুর	১৮৮০
৯১	মৈশামুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আহাম্মদপুর বাজার	১৯৩৯
৯২	পালিশারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালিশারা	১৯১৮
৯৩	ভাটরা শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশিমপুর	১৯৬৮
৯৪	দেশগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশিমপুর	১৯৩৯
৯৫	পাটে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেন্দ্রা	১৯০১
৯৬	হোটনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালিশারা	১৯৭৮
৯৭	কাশিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশিমপুর	১৯৩৫

Dhaka University Institutional Repository

শাহরাস্তি উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	মুড়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আদর্শ ইছাপুরা	১৯৩২
০২	বলশীদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলশীদ	১৯৪৮
০৩	হোসেনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশরাপ পুর	১৯২৭
০৪	চেঙ্গাচাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলশীদ	১৯২৭
০৫	ইছাপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আদর্শ ইছাপুরা	১৯০১
০৬	ইছাপুরা (পঃ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আদর্শ ইছাপুরা	১৯৪৬
০৭	ওয়ারুক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওয়ারুক	১৯১৭
০৮	আলীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওয়ারুক	১৯৭০
০৯	ধোপল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওয়ারুক	১৯০৫
১০	আজাগরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওয়ারুক	১৯৫১
১১	কুলশী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	টামটা	১৯০৯
১২	টামটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	টামটা	১৯৩২
১৩	সুচীপাড়া (পঃ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুচীপাড়া	১৯৩৮
১৪	সূচীপাড়া যুক্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সূচীপাড়া	১৯৫৬
১৫	ভড়ুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সূচীপাড়া	০১/০৭/৭৩
১৬	ধামরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সূচীপাড়া	১৯১৯
১৭	চেড়িয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শোরশাক	১৯১৯
১৮	শোরশাক যুক্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শোরশাক	১৯৭৩
১৯	শোরশাক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শোরশাক	১৯৩০
২০	রাগৈ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাগৈ	১৯৩৫
২১	রাগৈ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাগৈ	১৯৭২
২২	দক্ষিণ রাগৈ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাগৈ	১৯৭৩
২৩	শেলাটরা বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১৯১৫
২৪	কেশরাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাগৈ	১৯১৮
২৫	নরিংপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নরিংপুর	১৯৩৭
২৬	ফেরুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আয়নাতলী বাজার	১৯৩০
২৭	বাদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলশীদ	১৯৪৮
২৮	সুয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিয়াপাড়া	১৮৯৪
২৯	বানিয়াচো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিয়া পাড়া	১৯৩৯
৩০	কাকৈরতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিয়া পাড়া	১৯৭৩
৩১	নাওড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেহের	১৯২৫
৩২	উপলতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেহের	১৯৩৩
৩৩	কাজির কামতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১৯৬৯
৩৪	ভাটনি খোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	টামটা	১৯৪২

Dhaka University Institutional Repository

৩৫	নিজ মেহের মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১৯৫৬
৩৬	শাহরাস্তি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১৯২৭
৩৭	ফতেপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক ফতেহপুর	১৯৭০
৩৮	মালরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মেহের	১৯৩২
৩৯	দেবকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দেবকরা	১৯১৯
৪০	সোয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১৯০৯
৪১	বের নাইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেরনাইয়া	১৯২৬
৪২	খিলা বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেরনাইয়া	১৯৩৯
৪৩	কাইথরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিলা বাজার	১৯৫৮
৪৪	নাহারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিলা বাজার	১৯০১
৪৫	বিজয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক বিজয়পুর	১৯০৫
৪৬	বিজয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক বিজয়পুর	১৮৮৫
৪৭	উল্লাশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উল্লাশ্বর	১৯৩৯
৪৮	রঘুরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	যাদবপুর	১৯৭৩
৪৯	চন্ডীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	যাদবপুর	১৯৬২
৫০	রায়শ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উনকিলা	১৯৩৭
৫১	উনকিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উনকিলা	১৯১৫
৫২	খাম পাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উনকিলা	১৯৬৯
৫৩	মনিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিতোষী	১৯৬৮
৫৪	চিতোষী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিতোষী	১৯৩২
৫৫	পান চাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাদরা	১৯৫২
৫৬	কাদরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাদরা	১৯৪১
৫৭	বড়তুলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিতোষী	১৯৪১
৫৮	শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খেড়িহর	১৯৭২
৫৯	পঃ খেড়িহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পঃ খেড়িহর	১৯৭৩
৬০	খেড়িহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পঃ খেড়িহর	১৯৩৮
৬১	উঘারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হুরিয়া	১৯৩৫
৬২	আয়নাতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আয়নাতলী বাজার	১৯৫২
৬৩	নুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আয়নাতলী বাজার	১৯৩২
৬৪	পাথৈর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিলাবাজার	১৯৪৭
৬৫	দৈয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিলাবাজার	১৯৩৯
৬৬	নোয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হুড়িয়া	১৯১৪
৬৭	ছিমাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১৯৭৪
৬৮	তেতৈয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাদরা	১৯৭০
৬৯	পঃ উপলতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১৯৬৮
৭০	ঘুঘুরচপ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিলা বাজার	১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository

কচুয়া উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	রাগদৈল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়ইয়া কৃষ্ণপুর	১৯৩০
০২	নয়াকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচার	১৯৬৮
০৩	বজরীখলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়ইয়া কৃষ্ণপুর	১৯৬২
০৪	সাচার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচার	১৯১০
০৫	বায়েক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বায়েক	১৯৩৯
০৬	শুয়ারুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আটমোর	১৯৪০
০৭	বারৈয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বায়েক	১৯১৬
০৮	ভাটিছিনাইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আটমোর	১৯৩২
০৯	আটমোর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আটমোর	১৯৬৮
১০	মধুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচার	১৯৭০
১১	বড়দৈল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়দৈল	১৯৩৭
১২	উঃ বড়দৈল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়দৈল	১৯৬৮
১৩	পথৈর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচার	১৯৩৯
১৪	বিতারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সিংআড্ডা	১৯৩৯
১৫	বাইছাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাইছাড়া	১৯৩৯
১৬	তেগুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯৪০
১৭	মাঝিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাঝিগাছা	১৯২৬
১৮	শিলাস্থান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাঝিগাছা	১৯৪৬
১৯	হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাঝিগাছা	১৯২৯
২০	উঃ শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলীয়ারা রাজবাড়ী	১৯৬৫
২১	আলীয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলীয়ারা রাজবাড়ী	১৯৩৪
২২	শাষণ পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলীয়ারা রাজবাড়ী	১৯৭৩
২৩	সৈয়দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাঝিগাছা	১৯৭৩
২৪	আইনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সিংআড্ডা	১৯৭৩
২৫	সফিবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯৬৬
২৬	পালাখাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯৩৫
২৭	আশারকোটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯৭১
২৮	ভুইয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯৪০
২৯	দোয়টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯৩৯
৩০	দোজানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুলবাহার	১৯৩৮
৩১	মেঘদাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯৬৯
৩২	বক্সগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯৭৫
৩৩	খিলমেহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯৭২
৩৪	নন্ধনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলীয়ারা রাজবাড়ী	১৯৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৩৫	সেংগুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯১৯
৩৬	তুলপাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তুলপাই ফতেপুর	১৯৪০
৩৭	প্রসন্নকাপ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তুলপাই ফতেপুর	১৯৩৮
৩৮	কাদিরখিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলীয়ারা বাজার	১৯৬৯
৩৯	সিংআড্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সিংআড্ডা	১৯৩৯
৪০	নোদ্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সিংআড্ডা	১৯৬৪
৪১	তেতৈয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তেতৈয়া	১৯৩৭
৪২	বরুচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দোল্লাই নবাবপুর	১৯৩৭
৪৩	উজানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কচুয়া উজানী	১৯৩৯
৪৪	উঃ উজানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উজানী	১৯৭৩
৪৫	ঘাগড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১৯৩৫
৪৬	আকানিয়া উঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিশ্চিন্তপুর	১৯৭৩
৪৭	কোমরকাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১৯৩৯
৪৮	কচুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১৯১৮
৪৯	করইশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১৯৪৪
৫০	হোসেনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১৯৪১
৫১	মধুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুলবাহার	১৯৭৩
৫২	দোঘর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুলবাহার	১৯৩৯
৫৩	আয়মা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রঘুনাথপুর	১৯৭৩
৫৪	রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রঘুনাথপুর	১৯৬৯
৫৫	দেবীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুলবাহার	১৯১৮
৫৬	গুলবাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গুলবাহার	১৯৬৮
৫৭	মনপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনপুরা	১৯২২
৫৮	নিশ্চিন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিশ্চিন্তপুর	১৯৭৩
৫৯	কোয়া চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিশ্চিন্তপুর	১৯৩৯
৬০	কোয়াকোটা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১৯৬৯
৬১	দরবেশ গঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাদলা	১৯৩৭
৬২	কাদলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাদলা	১৯৪১
৬৩	দঃ ডুমুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডুমুরিয়া	১৯৩৯
৬৪	উঃ ডুমুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডুমুরিয়া	১৯২০
৬৫	পূর্ব কালচোঁ বলক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধড্ডা	১৯৪৭
৬৬	চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেদাপুর	১৯২২
৬৭	পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেদাপুর	১৯৭০
৬৮	আকনিয়া দঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেদাপুর	১৯৪৪
৬৯	সাহেদাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেদাপুর	১৯৩৯
৭০	কহলথুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেদাপুর	১৯২০
৭১	বাসা বাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনোহরপুর	১৯৭১
৭২	কড়ইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১৯২৫

Dhaka University Institutional Repository

৭৩	মনোহরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনোহর পুর	১৯৩৮
৭৪	নোয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক শ্রীরামপুর	১৯৬৯
৭৫	শ্রীরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক শ্রীরামপুর	১৯২৫
৭৬	কুটিয়া লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক শ্রীরামপুর	১৯৭৩
৭৭	পূর্ব কালচোঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধড্ডা	১৯৬৬
৭৮	পূর্ব সাহেদাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেদাপুর	১৯৭২
৭৯	হাঃ হাসিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৈলাইন	১৯৩৫
৮০	বুরগী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক শ্রীরামপুর	১৯৪১
৮১	তালতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আইনগিরি	১৯৬৯
৮২	নাউলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আইনগিরি	১৯৬৯
৮৩	পালগিরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালগিরি	১৯৩৯
৮৪	আইনগিরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আইনগিরি	১৯৭৩
৮৫	নুরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নুরপুর	১৯৭৩
৮৬	কান্দিপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রহিমানগর	১৯৬২
৮৭	হাঃ হাসিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রহিমানগর	১৯৬৯
৮৮	পাড়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রহিমানগর	১৯৭২
৮৯	নাউপুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খাঃ লক্ষীপুর	১৯৪৩
৯০	খাঃ লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খাঃ লক্ষীপুর	১৯৩৩
৯১	রহিমানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রহিমানগর	১৯২২
৯২	চান্দিয়া পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্রাফপুর	১৯২১
৯৩	রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্রাফপুর	১৯৬৯
৯৪	মাসনি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আদ্রা	১৯৭৩
৯৫	আশ্রাফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্রাফপুর	১৯৭৩
৯৬	এন,ই আশ্রাফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্রাফপুর	১৯৩৫
৯৭	উঃ আশ্রাফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্রাফপুর	১৯৬৮
৯৮	এন,ই (২) আশ্রাফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্রাফপুর	১৯৭৩
৯৯	ঢাংগিনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আদ্রা	১৯৩৮
১০০	পনসই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রহিমানগর	১৯৪৮
১০১	জগতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জগতপুর	১৯৩৩
১০২	পিপলকড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জগতপুর	১৯৩৮
১০৩	পূর্ব মনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনপুরা	১৯৭৩
১০৪	বুধন্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাঝিগাছা	১৯৭৪
১০৫	বড়তুলা গাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নুরপুর	১৯৭০
১০৬	গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রহিমানগর	১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

মতলব উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	ছেংগারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর	
০২	ঠাকুরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর	
০৩	নবাব নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর	
০৪	শিকিরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর	
০৫	ঝিনাইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লবাইরকান্দি	
০৬	বড়মরাদোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর	
০৭	পাঁচ গাছিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিপুর বাজার	
০৮	উঃ ব্যাশদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর বাজার	
০৯	দ ব্যাশদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর বাজার	
১০	ওটারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গজরা বাজার	
১১	ষাটনল বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ষাটনল বাজার	
১২	পঃ লালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিপুর বাজার	
১৩	মধ্য কালিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিপুর বাজার	
১৪	শরীফ উল্যা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিপুর বাজার	
১৫	কালিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিপুর বাজার	
১৬	শরীফ উল্যা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ষাটনল বাজার	
১৭	পূর্ব লালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিপুর বাজার	
১৮	বাড়ীভাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিপুর বাজার	
১৯	উঃ ষাটনল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ষাটনল	
২০	ইমামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ষাটনল	
২১	মোচুপী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগানবাড়ী	
২২	ধনারচক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগানবাড়ী	
২৩	তালতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধনাগোদা	
২৪	গালিম খাঁন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শ্রী রায়ের চর	
২৫	ইছাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগান বাড়ী	
২৬	ধনাগোদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধনাগোদা	
২৭	খাগুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেলতলী বাজার	
২৮	ছোট কিনাচক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগানবাড়ী	
২৯	নবীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোল্লাকান্দি	
৩০	গাজির গাছতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাঠান বাজার	
৩১	পুটিয়ার পাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাঠান বাজার	
৩২	আমিয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাঠান বাজার	
৩৩	পাঠান বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাঠান বাজার	
৩৪	মুক্তির কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যাল	বেলতলী বাজার	
৩৫	বদরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেলতলী বাজার	
৩৬	সাদুল্যাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেলতলী বাজার	
৩৭	চান্দ্রকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালি বাজার	

Dhaka University Institutional Repository

৩৮	শিকারী কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লবাইরকান্দি	
৩৯	মুন্সীর কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লবাইরকান্দি	
৪০	ব্রাহ্মনচক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিশ্চিন্তপুর	
৪১	রাজুরকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিশ্চিন্তপুর	
৪২	কলস ভাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুজাতপুর	
৪৩	অলিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অলিপুর	
৪৪	দঃ পূর্ব দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আনন্দ বাজার	
৪৫	উঃ দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আনন্দ বাজার	
৪৬	মিঠুর কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগানবাড়ী	
৪৭	নিশ্চিন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিশ্চিন্তপুর	
৪৮	হানির পাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দশানী বাজার	
৪৯	কলাকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগার চর	
৫০	দশানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দশানী	
৫১	জোরখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগার চর	
৫২	মিলারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দশানী বাজার	
৫৩	গজরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গজরা বাজার	
৫৪	সাতানী লতরদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাঁচানী	
৫৫	মাথাভাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহনপুর	
৫৬	মুদাফর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহনপুর	
৫৭	মোহাম্মদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহনপুর	
৫৮	বাহাদুর পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহনপুর	
৫৯	পাঁচানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাঁচানী	
৬০	উলুকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহনপুর	
৬১	মোহনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহনপুর	
৬২	চরওয়েষ্টার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহনপুর	
৬৩	নাছিরার কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহনপুর	
৬৪	বাহেরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহনপুর	
৬৫	এখলাশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এখলাশপুর	
৬৬	দঃ এখলাশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এখলাশপুর	
৬৭	এখলাশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এখলাশপুর	
৬৮	দঃ এখলাশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এখলাশপুর	
৬৯	হাশিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এখলাশপুর	
৭০	বোরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এখলাশপুর	
৭১	জহিরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এখলাশপুর	
৭২	সাড়ে পাঁচানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাঁচানী	
৭৩	জয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেদুরিয়া বাজার	
৭৪	শানকি ভাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এখলাশপুর	
৭৫	নেদামদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এখলাশপুর	

Dhaka University Institutional Repository

৭৬	ফতেপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এনায়েত নগর	
৭৭	ভাটিরসুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এনায়েত নগর	
৭৮	নান্দুরকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুজাতপুর বাজার	
৭৯	এনায়েতনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এনায়েত নগর	
৮০	লুধুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লুধুয়া	
৮১	সিপাই কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এনায়েত নগর	
৮২	শাহবাজকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এনায়েত নগর	
৮৩	বেগমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুজাতপুর	
৮৪	আমুয়া কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গজরা বাজার	
৮৫	কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অলিপুর	
৮৬	গোয়াল ভাওর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লুধুয়া	
৮৭	নবুর কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাদার তলী	
৮৮	রাড়ী কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাদার তলী	
৮৯	নাউরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাউরী বাজার	
৯০	মান্দারতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মান্দারতলী	
৯১	গাজীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দঃ গাজীপুর	
৯২	গজরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গজরা বাজার	
৯৩	ফৈলাকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাউরী বাজার	
৯৪	উঃ নাউরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাউরী বাজার	
৯৫	মহিষমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেদুরিয়া বাজার	
৯৬	দঃ সর্দার কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সর্দারকান্দি	
৯৭	ফরাজী কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরাজী কান্দি	
৯৮	আমিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরাজী কান্দি	
৯৯	রামদাসপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরাজী কান্দি	
১০০	চরকালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরাজী কান্দি	
১০১	সর্দারকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেদুরিয়া বাজার	
১০২	চর মাছুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেদুরিয়া বাজার	
১০৩	বড়চর কালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরাজী কান্দি	
১০৪	ছোট চরকালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেদুরিয়া বাজার	
১০৫	উদ্দমদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাউরী বাজার	
১০৬	বড় হলদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাউরী বাজার	
১০৭	ছোট হলদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাউরী বাজার	
১০৮	পূর্ব বাইশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
১০৯	শ্রীবর্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	
১১০	দগরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
১১১	মতলব মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
১১২	বাবুর পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
১১৩	পঃ বাইশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	

Dhaka University Institutional Repository

১১৪	নবকলস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
১১৫	চর মুকুন্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
১১৬	শোভনকরদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	
১১৭	ঢাকিরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	
১১৮	মধ্য দিঘলদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মুন্সিরহাট	
১১৯	দঃ দিঘলদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মুন্সিরহাট	
১২০	মুন্সিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মুন্সিরহাট	
১২১	বোয়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বোয়ালিয়া বাড়ী	
১২২	বরদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	
১২৩	দিঘলদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	
১২৪	নন্দলালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নন্দলালপুর	
১২৫	সুজাতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নন্দলালপুর	
১২৬	তিতারকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নন্দলালপুর	
১২৭	পঃ ইসলামাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুজাতপুর	
১২৮	পূর্ব ইসলামাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নন্দলালপুর	
১২৯	চর পাথালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিদিরপুর	
১৩০	টরকী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইন্দুরিয়া	
১৩১	ইন্দুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইন্দুরিয়া	
১৩২	বড়লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
১৩৩	চর পাথালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিদিরপুর	
১৩৪	লাকশিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তুষপুর	
১৩৫	বকচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পিতামবরদী বাজার	
১৩৬	পেয়ারী খোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নায়েরগাঁও	
১৩৭	নন্দিখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নায়েরগাঁও	
১৩৮	কাচিয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পিতামবরদী বাজার	
১৩৯	তুষপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তুষপুর	
১৪০	আধারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নায়েরগাঁও	
১৪১	বারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তুষপুর	
১৪২	মেহারন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নারায়নপুর	
১৪৩	আশ্বিনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্বিনপুর	
১৪৪	নারাযনপুর (উঃ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নারাযনপুর	
১৪৫	নায়েরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নায়েরগাঁও	
১৪৬	ঘোড়াধারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলিযারা রাজবাড়ী	
১৪৭	খিদিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিদিরপুর	
১৪৮	উঃ দৌলতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূরণ কাশিমপুর	
১৪৯	দঃ পয়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পয়ালী	
১৫০	পয়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পয়ালী	
১৫১	চরটভাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিকাপুর	

Dhaka University Institutional Repository

১৫২	বারৈগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নারায়নপুর	
১৫৩	নাটশাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পয়ালী	
১৫৪	রসুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরনকাশিমপুর	
১৫৫	নারায়নপুর বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নারায়নপুর	
১৫৬	কাশিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূরন কাশিমপুর	
১৫৭	কালিকাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিকাপুর	
১৫৮	গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিকাপুর	
১৫৯	দঃ দৌলতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরন কাশিমপুর	
১৬০	পুটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নারাযনপুর	
১৬১	খাদেরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খাদেরগাঁও	
১৬২	নাগদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খাদেরগাঁও	
১৬৩	ঘিলাতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নারায়নপুর	
১৬৪	লামচরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খাদেরগাঁও	
১৬৫	নওগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মধ্য নওগাঁও	
১৬৬	লেজাকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আড়ং বাজার	
১৬৭	বহরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আড়ং বাজার	
১৬৮	আচলছিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আচলছিলা	
১৬৯	নওগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মধ্যনওগাঁও	
১৭০	ডিংগাভাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আড়ং বাজার	
১৭১	উপাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বোয়ালী বাড়ী	
১৭২	মধ্য নওগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মধ্য নওগাঁও	
১৭৩	দঃ ঘোড়াধারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	
১৭৪	পূর্ব ধলাইতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	
১৭৫	পূর্ব বাকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	
১৭৬	ধলাইতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	
১৭৭	ঘোড়াধারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আড়ং বাজার	
১৭৮	পিংড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	
১৭৯	বাকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	
১৮০	করবক্ষ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মহামায়া	
১৮১	নয়ানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	একলাশপুর	
১৮২	ছেংগারচর আহম্মদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ষাটনল	
১৮৩	উপাদী শিশু মংগল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বোয়ালিয়া বাড়ী	
১৮৪	ঠেলালিয়া নোয়াবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এনায়েত নগর	

৬৭

[৬৭] শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ

চাঁদপুর সদর উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার তারিখ
০১	ভড়ংচর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহতলী	১৪/০৫/৯০
০২	ব্রাহ্মন সাকুয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাগড়া বাজার	১৫/০৭/৮৭
০৩	পূর্ব গুলিশা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফরক্কাবাদ	৩০/০৮/৮৩
০৪	ষোলঘর আদর্শ রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুরহাট	০১/০৮/৭৮
০৫	উদয়ন শিশু রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চাঁদপুর	২০/০১/৮৮
০৬	মধ্য বাখরপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাখরপুর	২৬/০৫/৭৯
০৭	মধ্য আশিকাটি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিকাটি	০৩/০৮/৭৮
০৮	উঃ রালদিয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিকাটি	২৭/০৪/৭৯
০৯	উঃ মৈশাদী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মৈশাদী	১২/০৮/৮৯
১০	দঃ হামানকর্দি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মৈশাদী	০৩/০৮/৭৮
১১	উঃ তরপুরচন্ডী কাজী পাড়া রেজিঃ বেসঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাবুর হাট	২৯/১২/৮০
১২	উঃ পঃ বিষ্ণপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	০৯/০১/৯১
১৩	দঃ বিষ্ণপুর জিয়া স্মৃতি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	৩০/১০/৯৪
১৪	পুরান বাজার মার্চেন্ট একাডেমী	চাঁদপুর	২৩/১০/৯৪
১৫	দঃ লালপুর শহিদ জিয়াউর রহমান রেজিঃ বেসঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	বাবুর হাট	০৮/১০/৯৪
১৬	মধ্যম চড়ি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	১৬/০১/৯৪
১৭	দামোদরদী শহিদ জিয়াউর রহমান রেজিঃ বেসঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মনহরখাদী	২১/০৫/৯৫
১৮	দঃ ভাটের গাঁও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহতলী	৩১/০৮/৯৫
১৯	উঃ সেনগাঁও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিকাটি	১৫/০৮/৯৫

হাইমচর উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	দঃ কমলাপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলগী দূর্গাপুর	১৯৭২
০২	পূর্ব চর ভংগা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ডামারা	১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

০৩	উঃ পূর্ব গন্ডামারা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ডামারা	১৯৭৩
০৪	মধ্য গন্ডামারা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ডামারা	১৯৭৫

হাজীগঞ্জ উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	কংগাইশ রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাজিগঞ্জ	১৯৯১
০২	পঃ জগন্নাথপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশেমাবাদ	১৯৯৪
০৩	পঃ হাটিলা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটিলা	১৯৭৯
০৪	পঃ মাতৈন রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাজিগঞ্জ	১৯৯৫
০৫	হাড়িরাইন রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাটিলা টংগীরপাড়	১৯৮০
০৬	পঃ পাতানিশ রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খানসুহিলপুর	১৯৮১
০৭	খাকবাড়িয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খানসুহিলপুর	১৯৯১
০৮	সমেশপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাদ্রা মাদ্রাসা	১৯৭৮
০৯	খাটরা ফোয়ী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলাখাল	১৯৯৬
১০	গৌড়েশ্বর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধাড্ডা	১৯৯০
১১	পঃ উচ্চংগা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাকিলা	১৯৯১
১২	সিদলা নওহাটা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর	১৯৯১
১৩	বোরখাল রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাকিলা	১৯৯৪
১৪	রাজারগাঁও খাজা গরীবে নেওয়াজ	রাজারগাঁও	১৯৮০
১৫	চাঁদপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৈয়দপুর	১৯৯৩
১৬	নিশ্চিন্তপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিলপাড়া	১৯৯১
১৭	উঃ মহব্বতপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালচোঁ	১৯৯৪
১৮	সিহিরচোঁ রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালচোঁ	১৯৯০
১৯	দঃ সন্না রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাকিলা	১৯৯৫
২০	সিহিরচোঁ মধ্যপাড়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালচোঁ	১৯৯৫
২১	উঃ শ্রীপুর সহীদ স্মৃতি রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	শ্রীপুর বাজার	১৯৯০
২২	পঃ দেশগাঁও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশিমপুর	১৯৯০
২৩	তারলিয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আহাম্মদপুর	১৯৭৮
২৪	জয়শরা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেন্দ্রা	১৯৯৫
২৫	গন্ধব্যপুর শ্যামলী গুচ্ছ গ্রাম রেজিঃ বেঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়	গন্ধব্যপুর	১৯৯৪
২৬	ভাউরপাড় রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেন্দ্রা	১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

২৭	সর্বতারা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়কুল	১৯৭৮
২৮	পূর্ব হরিপুর গন্ধব্যপুর রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	গন্ধব্যপুর	১৯৭৮
২৯	মধ্য বড়কুল রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়কুল	১৯৮০
৩০	দেশখাণ্ডরিয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাশিমপুর	১৯৯৪
৩১	নোয়াপাড়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাতানিশ	১৯৯০
৩২	মাড়কী উঃ পাড়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রঘুনাথপুর	১৯৯১

শাহরাস্তি উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	নুহপাসমুতি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নরিংপুর	১৯৭৮
০২	দিঘাদাইর গফুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাগৈ	১৯৭২
০৩	হাউইর পাড়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শোরশাক	১৯৭৩
০৪	লাকামতা নবাবপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সূচীপাড়া	১৯৭৩
০৫	পূর্ব খেড়িহর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খেড়িহর	১৯৭৪
০৬	সুরসই রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওয়ারুক	১৯৭২
০৭	দঃ সেনগাঁও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১৯৬৯
০৮	দহশ্রী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক ফতেহপুর	১৯৮৬
০৯	আতাকরা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক ফতেহপুর	১৯৮৩
১০	রাজাখাঁ রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দেবকরা	১৯৮৫
১১	সেনগাঁও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিয়া পাড়া	১৯৮৭
১২	দঃ সেনগাঁও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিয়া পাড়া	১৯৮৭
১৩	পঃ পাথৈর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিলাবাজার	১৯৭৯
১৪	কুষ্ণপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেরনাইয়া	১৯৮৩
১৫	হাট পাড় রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক বিজয়পুর	১৯৮৮
১৬	উঃ ধোপল্লা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওযারুক	১৯৮৭
১৭	ফটিকখিরা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দেবকরা	১৯৮৮
১৮	ছিখাটিয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	১৯৯৪

কচুয়া উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	বেরকোটা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচার	১৯৬৯
০২	দূর্গাপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিতারা	১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

০৩	টাংগর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯৭৩
০৪	পূর্ব মাঝিগাছা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাঝিগাছা	১৯৭৮
০৫	নিন্দপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলীয়ারা রাজবাড়ী	১৯৭৩
০৬	বাচাইয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পালাখাল	১৯৮০
০৭	পূর্ব প্রসন্নকাপ রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তুলপাই ফতেপুর	১৯৮৮
০৮	পশ্চিম তুলপাই রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তুলপাই ফতেপুর	১৯৭০
০৯	নাহার রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তেতৈয়া	১৯৭৩
১০	দারচর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তেতৈয়া	১৯৭২
১১	কড়ইয়া উঃ পাড়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কচুয়া	১৯৭৮
১২	নাছিরপুর দেওয়ান বাড়ী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেদাপুর	১৯৮৩
১৩	পশ্চিম আকানিয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেদাপুর	১৯৭৩
১৪	নলুয়ারেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেদাপুর	১৯৭০
১৫	দক্ষিণ আশ্রাফপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্রাফপুর	১৯৭৩
১৬	জনাসার রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাকনুরপুর	১৯৭৫
১৭	খিড্ডা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তেতৈয়া	১৯৭২
১৮	জলা তেতৈয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তেতৈয়া	১৯৭২
১৯	খিলা মধ্যপাড়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাকনুরপুর	১৯৮১
২০	সানন্ধকরা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাজার জগতপুর	১৯৮১
২১	মধ্য সাদিপুরা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডুমুরিয়া	১৯৬৯
২২	পশ্চিম আলিয়ারা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলীয়ারা রাজবাড়ী	১৯৬৮
২৩	নলুয়া দৌলতপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেদাপুর	১৯৭৩
২৪	দরিয়া হয়াতপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ডুমুরিয়া	১৯৮৮
২৫	নলুয়া শিশু সদন	সাহেদাপুর	১৯৮০
২৬	রসুলপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাজার জগতপুর	১৯৮৯
২৭	উঃ পশ্চিম আশ্রাফপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্রাফপুর	১৯৮৯
২৮	অভয় পাড়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিতারা	১৯৭৬
২৯	কাপীলা বাড়ী শহীদ স্মৃতি রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনপুরা	১৯৮৬
৩০	যোগী চাপড় রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাঝিগাছা	১৯৯০
৩১	চাঁদপুর উত্তর রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাহেদাপুর	১৯৯১
৩২	ঢকরা রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাজার জগতপুর	১৯৯০
৩৩	কোমরকাশা রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	তেতৈয়া	১৯৯০
৩৪	মধ্যমনপুরারেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনপুরা	১৯৯১
৩৫	সহদেবপুররেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	তুলপাই ফতেপুর	১৯৯১
৩৬	বাতাবাড়িয়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনপুরা	১৯৯১
৩৭	পশ্চিম মাঝিগাছা রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাঝিগাছা	১৯৯২
৩৮	বদরপুররেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	হোসেনপুর	১৯৯১
৩৯	চানপাড়ারেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাচার	১৯৯৯
৪০	কান্দিরড়ার রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলীয়ারা রাজবাড়ী	১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

৪১	সুবিদপুর রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনোহরপুর	১৯৯৯
৪২	তেতৈয়া মধ্যপাড়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	তেতৈয়া	১৯৯২

মতলব উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	আদুরভিটি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর	
০২	জীবগাঁও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর	
০৩	বারআনী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর	
০৪	মানদারতলী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শ্রী রায়েরচর	
০৫	গালিম খাঁন রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শ্রী রায়েরচর	
০৬	গোপালকান্দি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বদরপুর বাজার	
০৭	উঃ আমিয়াপুর ডঃ মহর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাঠান বাজার	
০৮	পাঠান বাজার রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিশ্চিন্তপুর	
০৯	ঘাসিরচর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আনন্দ বাজার	
১০	আবুর কান্দি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিশ্চিন্তপুর	
১১	লবাইরকান্দি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লবাইরকান্দি	
১২	ফতুয়া কান্দি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহনপুর	
১৩	নাওভাংগা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেদুরিয়া বাজার	
১৪	উঃ লুধুয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লুধুয়া	
১৫	মাইজকান্দি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এনায়েত নগর	
১৬	দঃ গাজীপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দঃ গাজীপুর	
১৭	দিঘলী পাড় রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাউরী বাজার	
১৮	দঃ রামপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেদুরিয়া বাজার	
১৯	চর নিলক্ষী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
২০	কচিকাঁচা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
২১	লৈপাড়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
২২	চর বাইশপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
২৩	দুরগাঁও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বোয়ালিয়া বাড়ী	
২৪	নুলুয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বোয়ালিয়া বাড়ী	
২৫	পঃ দিঘলদী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	
২৬	দঃ উদ্দমদী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	
২৭	পঃ মোবারকদী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	
২৮	মোবারকদী শহীদ জিয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বরদিয়া	
২৯	উঃ ইসলামাবাদ রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইন্দুরিয়া	
৩০	দঃ টরকী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইন্দুরিয়া	

Dhaka University Institutional Repository

৩১	চরলক্ষীপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
৩২	তাতুয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিবপুর	
৩৩	বিনন্দপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	এনায়েত নগর	
৩৪	বিশ্বাসপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পিতামবর্দী বাজার	
৩৫	গোবিন্দিপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নায়ের গাঁও	
৩৬	কাচিয়ারা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিদিরপুর	
৩৭	নাউরী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নায়েরগাঁও	
৩৮	শাহাপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্বিনপুর	
৩৯	কালিয়াইশ রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিদিরপুর	
৪০	পাটন শহীদ জিয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নায়েরগাঁও	
৪১	পঃ আশ্বিনপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্বিনপুর	
৪২	দঃ খিদিরপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খিদিরপুর	
৪৩	উঃ কালিকাপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিকাপুর	
৪৪	পদুয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরণ কাশিমপুর	
৪৫	চর পয়ালী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আচলছিলা	
৪৬	পূর্ব বাড়ৈগাঁও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নারায়নপুর	
৪৭	ডাটিকারা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিকাপুর	
৪৮	গাবুয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পয়ালী	
৪৯	বদরপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরণ কাশিমপুর	
৫০	কাশিমপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুরন কাশমপুর	
৫১	লক্ষীপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিকাপুর	
৫২	দঃ নারায়নপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নারায়নপুর	
৫৩	পঃ নাগদা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খাদের গাঁও	
৫৪	মাছুয়াখাল রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নায়েরগাঁও	
৫৫	ভানুর পাড় রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নারায়নপুর	
৫৬	উঃ বহরী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	
৫৭	উঃ ডিংগা ভাংগা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	
৫৮	ডিংগাভাংগা শহীদ জিয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	
৫৯	নয়াকান্দি রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মধ্যনওগাঁও	
৬০	উঃ নওগাঁও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মধ্যনওগাঁও	
৬১	উঃ আচলছিলা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আচলছিলা	
৬২	উঃ আচলছিলা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আচলছিলা	
৬৩	কোটরাবন্ধ রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মহামায়া	
৬৪	উঃ বাকরা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	
৬৫	মধ্য বাকরা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	
৬৬	আনোয়াপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিশ্চিন্তপুর	
৬৭	দঃ মাথাভাংগা রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহনপুর	

Dhaka University Institutional Repository

৬৮	মতলব আদর্শ রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	
৬৯	প্রভাতী শিশু কানন রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মান্দারতলী	

অনুমতিপ্রাপ্ত রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ

হাজীগঞ্জ উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	দঃ পাঁচৈ আন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেন্দ্রা	১৯৭৮
০২	রাজারগাঁও সহিদ জাহাংগীর আন রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	রাজারগাঁও	১৯৯৬

অস্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ
কচুয়া উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	কেশরকোট ছোবহানিয়া অস্থায়ী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	রহিমানগর	১৯৯১
০২	আকানিয়া অস্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনোহরপুর	১৯৯৪
০৩	তফিয়া অস্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক শ্রীরামপুর	১৯৯৪

[৬৮] শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

আন রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ

কচুয়া উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	কড়ইয়া পশ্চিমপাড়া আন রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিঃ	কচুয়া	১৯৯৩
০২	ধামালুয়া আন রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিঃ	কচুয়া	১৯৯৫
০৩	হাতিরবন্ধ আন রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিঃ	সাচার	১৯৯৫
০৪	বিতারা মাহমুদা হক আন রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিঃ	বিতারা	২০০২

[৬৯]

কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ

হাজীগঞ্জ উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	মহেশপুর কমিউনিটি বিদ্যালয়	সেন্দ্রা	১৯৯৫
০২	সাকছিপাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয়	লোধপাড়া	১৯৯৫
০৩	সুদিয়া কমিউনিটি বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১৯৯৫
০৪	টোরাগড় আনোয়ার হোসেন কমিউনিটি বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১৯৯৬
০৫	স্বর্ণকলি কমিউনিটি বিদ্যালয়	আলীগঞ্জ	১৯৯৬
০৬	পঃ কংগাইশ কমিউনিটি বিদ্যালয়	আলীগঞ্জ	১৯৯৬
০৭	খাটরা বিলওয়াই কমিউনিটি বিদ্যালয়	বলাখাল	১৯৯৬
০৮	দঃপঃ বেলঘর কমিউনিটি বিদ্যালয়	বলিয়া	১৯৯৫
০৯	নোয়াদ্দা ওয়াজকুরুনী কমিউনিটি বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১৯৯৬
১০	সাড়াশিয়া কমিউনিটি বিদ্যালয়	খানসুহিলপুর	১৯৯৬
১১	উঃ অলিপুর আনছার আলী কমিউনিটি বিদ্যালয়	অলিপুর	১৯৯৬
১২	পঃ মুকুন্দসার কমিউনিটি বিদ্যালয়	মেনাপুর	১৯৯৬
১৩	হাজী ইসমাইল কমিউনিটি বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১৯৯৬
১৪	গন্ধব্যপুর কমিউনিটি বিদ্যালয়	গন্ধব্যপুর	১৯৯৬
১৫	ভাটরা পূর্ব পাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয়	কাশিমপুর	১৯৯৬
১৬	উঃ পূর্ব মকিমাবাদ কমিউনিটি বিদ্যালয়	হাজীগঞ্জ	১৯৯৭
১৭	নোয়াপাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয়	হাটিলা টংগীর পাড়	২০০০
১৮	কাইজাংগা কমিউনিটি বিদ্যালয়	সেন্দ্রা	২০০১
১৯	দঃ কাশিমপুর কমিউনিটি বিদ্যালয়	কাশিমপুর	২০০১

[৬৯] শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

শাহরাস্তি উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার তারিখ
০১	খোদ্দ কমিউনিটি বিদ্যালয়	ওয়ারুক	০১/০১/৯৫
০২	রায়শ্রী কমিউনিটি বিদ্যালয়	উনকিলা	০১/০১/৯৫
০৩	দক্ষিণ নিজ মেহের কমিউনিটি বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	০১/০১/৯৭
০৪	বসুপাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয়	সূচীপাড়া	০১/০১/৯৭
০৫	পীরশাহ শরিফ কমিউনিটি বিদ্যালয়	চিতোষী	০১/০১/৯৭
০৬	ঘড়ি মন্ডল কমিউনিটি বিদ্যালয়	চিতোষী	০১/০১/৯৭
০৭	পূর্ব পাথৈর আলোকদিয়া কমিউনিটি বিদ্যালয়	আয়নাতলী বাজার	০১/০১/৯৭
০৮	যাদবপুর কমিউনিটি বিদ্যালয়	যাদবপুর	০১/০১/০২

কচুয়া উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	শাহাড় পাড় কমিউনিটি বিদ্যালয়	রহিমা নগর	১৯৯৫
০২	বালীয়াতলী কমিউনিটি বিদ্যালয়	নিশ্চিন্তপুর	১৯৯৫
০৩	আয়মা কমিউনিটি বিদ্যালয়	রঘুনাথপুর	১৯৯৫
০৪	ধনাইয়া কমিউনিটি বিদ্যালয়	আশ্রাফপুর	১৯৯৫
০৫	এনায়েতপুর কমিউনিটি বিদ্যালয়	গোলবাহার	১৯৯৫
০৬	শ্রীরামপুর কমিউনিটি বিদ্যালয়	পাক শ্রীরামপুর	১৯৯৫
০৭	লইয়া মেহের কমিউনিটি বিদ্যালয়	বাইছাড়া	১৯৯৫
০৮	খলাগাঁও কমিউনিটি বিদ্যালয়	বিতারা	১৯৯৫
০৯	কাদলা কমিউনিটি বিদ্যালয়	কাদলা	১৯৯৫
১০	বড়বানীপুর কমিউনিটি বিদ্যালয়	আশ্রাফপুর	২০০০
১১	লুন্তি কমিউনিটি বিদ্যালয়	মনোহরপুর	২০০০
১২	মালচোয়া কমিউনিটি বিদ্যালয়	আলীয়ারা রাজবাড়ী	২০০১

মতলব উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	দঃ শিকিরচর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর	১৯৯৫
০২	তালতলী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর	১৯৯৫
০৩	কেশাইর কান্দি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছেংগারচর	১৯৯৬
০৪	পূর্ব ষাটনল কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ষাটনল	১৯৯৫
০৫	উত্তর মান্দারতলী র	ধনাগোধা	১৯৯৫
০৬	বারুর কান্দি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাঠান বাজার	১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

০৭	নয়াকান্দি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেলতলী বাজার	১৯৯৬
০৮	হিজলাকান্দি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নন্দলালপুর	১৯৯৫
০৯	লবাইরকান্দি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	লবাইরকান্দি	১৯৯৫
১০	চরকাশিম কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বোরচর	২০০০
১১	রসুলপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	লুধুয়া	১৯৯৪
১২	দঃ লুধুয়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	লুধুয়া	১৯৯৪
১৩	উঃ মান্দারতলী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মান্দারতলী	১৯৯৫
১৪	পূর্ব নাউরী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাউরী বাজার	১৯৯৫
১৫	দঃ চর মাছুয়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেদুরিয়া বাজার	১৯৯৫
১৬	হাজীপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেদুরিয়া বাজার	১৯৯৫
১৭	মুক্তিপল্লী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেদুরিয়া বাজার	১৯৯৫
১৮	উত্তর ছেটে হলুদিয়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাউরী বাজার	২০০০
১৯	দঃ বাইশপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মতলব	১৯৯৬
২০	সাতবাড়িয়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নন্দলালপুর	১৯৯৬
২১	শিবপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিবপুর	১৯৯৫
২২	মজলিশপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইন্দুরিয়া	১৯৯৫
২৩	দঃ বারগাঁও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশ্বিনপুর	১৯৯৪
২৪	মধ্য পিংড়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাষ্টার বাজার	১৯৯৪

[৭০]

স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ

হাজীগঞ্জ উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	দঃ বলিয়া স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	বলিয়া	২০০০
০২	পদুয়া স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	বলিয়া	২০০০
০৩	গংগা নগর স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	হাটিলা টংগীরপাড়	২০০০
০৪	পয়ালজোস স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	কাশিমপুর	২০০০
০৫	সিংহাইর স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	কাশিমপুর	২০০০
০৬	দঃ রাঙ্কুনীমুড়া স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	হাজিগঞ্জ	২০০০
০৭	মধ্য কালচোঁ স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	কালচোঁ	১৯৯৫

শাহরাস্তি উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার তারিখ
০১	থানা পরিষদ স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	শাহরাস্তি	০১/০১/১৯৯৭
০২	মালরা স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	মেহের	০১/০১/১৯৯৭

[৭০] শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

০৩	দেবীপুর স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	কালিয়া পাড়া	০১/০১/১৯৯৭
০৪	ওয়ারুক স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	ওয়ারুক	০১/০১/১৯৯৭
০৫	খিলা স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	খিলা বাজার	০১/০১/১৯৯৭
০৬	রায়শ্রী স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	উনকিলা	০১/০১/১৯৯৭
০৭	শোরশাক স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	শোরশাক বাজার	০১/০১/১৯৯৭
০৮	নরিংপুর স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	নরিংপুর বাজার	০১/০১/১৯৯৭
০৯	নুনিয়া স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	আয়নাতলী বাজার	০১/০১/১৯৯৭

কচুয়া উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	জোয়ারীখোলা স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	বায়েক	১৯৯৭
০২	নোয়াদ্দা স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	গোলবাহার	১৯৯৭
০৩	মহদ্দির বাগ স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	গোলবাহার	১৯৯৭
০৪	পুতপুর স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	বড়দৈল	১৯৯৭
০৫	আকানিয়া স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	নিশ্চিন্তপুর	১৯৯৭
০৬	খাতাপোড়া স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	কচুয়া	১৯৯৭
০৭	শ্রীরামপুর স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	পাকশ্রীরামপুর	১৯৯৭
০৮	বাতা বাড়িয়া স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	আইনগিরি	১৯৯৭
০৯	কেটোবা স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	খাজুরিয়া লক্ষীপুর	১৯৯৭
১০	দক্ষিণ পূর্ব ডুমুরিয়া স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	ডুমুরিযা	১৯৯৭
১১	বড় হয়াতপুর স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	কচুয়া	২০০০
১২	ফতেপুর স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	তুলপাই ফতেপুর	২০০১
১৩	পশ্চিম তুলপাই স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	তুলপাই ফতেপুর	২০০২
১৪	দক্ষিণ পশ্চিম ডুমুরিয়া স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	ডুমুরিয়া	২০০২
১৫	বাপড়া স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	কচুয়া	২০০২
১৬	রামপুর স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	আশ্রাফপুর	২০০২

মতলব উপজেলা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাকঘর	প্রতিষ্ঠার সন
০১	পূর্ব কলাদী স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	মতলব	১৯৯৬
০২	ডুবগী স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	গজরা	১৯৯৬
০৩	বিনন্নপুর বদরুন্নেছা স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	ইন্দুরিয়া	১৯৯৬
০৪	উঃ নবুরকান্দি স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	মান্দারতলী	১৯৯৬
০৫	রংগুখারকান্দি স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	ষাটনল	১৯৯৬
০৬	উঃ টরকী স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	ইন্দুরিয়া	১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

০৭	লুধুয়া স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	লুধুয়া	১৯৯৬
০৮	উঃ চর গাজীপুর স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	গাজীপুর	১৯৯৬
০৯	মধ্য ইমামপুর স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	কালীপুর	১৯৯৬
১০	পঃ লালপুর স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	কালীপুর	১৯৯৬
১১	পূর্ব মোহাম্মদপুর স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	মোহনপুর	১৯৯৬
১২	কদমতলী স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	মতলব	১৯৯৬
১৩	ঠেলালিয়া স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	এনায়েত নগর	১৯৯৬
১৪	বড় কিনাচক স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	ধনাগোদা	১৯৯৬
১৫	মধ্য মুক্তরকান্দি স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	পাঠান বাজার	১৯৯৬
১৬	উঃ কালিয়াইশ ওমরজান স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	কালিয়াইশ	২০০০

[৭১]

চাঁদপুর জেলার এতিমখানা সমূহ

* চাঁদপুর জেলায় বিশিষ্ট ব্যক্তির্বগের প্রচেষ্টায় শতাধিক এতিমখানা/ শিশু সদন/শিশু পরিবার গড়ে উঠে। যেখানে কয়েক হাজার পিতৃ- মাতৃহারা শিশু অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণ করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য এতিমখানাগুলো নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	এতিমখানার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা
১।	মহামায়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া শামছুল উলুম,মহামায়া	চাঁদপুর সদর
২।	আল মদিনা (হরিপুর চৌধুরী বাড়ী) দারুচ্ছুন্নাত ছালেহিয়া এতিমখানা ও লিল্লাহ বোডিং, হরিপুর	চাঁদপুর সদর
৩।	খাজা আহাম্মদিয়া এতিমখানা, ইসলামপুর তালতলা	চাঁদপুর সদর
৪।	রামপুর ছিদ্দিকিয়া এতিমখানা, কামরাঙ্গা বাজার	চাঁদপুর সদর
৫।	আল-আমীন এতিমখানা, চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর
৬।	রহমানিয়া এতিমখানা, গোয়ালনগর, রাজরাজেশ্বর	চাঁদপুর সদর
৭।	হাজী ইদ্রিস মুন্সী শিশু সদন,নলুয়া,সাহেদাপুর	কচুয়া
৮।	লতিফিয়া এনামিয়া কমপ্লেক্স, রহিমানগর	কচুয়া
৯।	পনশাহী আবুল বাশার এতিমখানা, পানশাহী, রহিমানগর	কচুয়া
১০।	আছিয়া খাতুন ফাউন্ডেশন, বাঁশগিরী, রহিমানগর	কচুয়া
১১।	সুলতানা শিশু নিলয়, গুলবাহার	কচুয়া
১২।	নিশ্চিন্তপুর ইসলামিয়া এতিমখানা, নিশ্চিন্তপুর	কচুয়া
১৩।	গাজী বাড়ী ওয়েল ফেয়ার ট্রাষ্ট সায়াদাতিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, আশ্রাফপুর	কচুয়া
১৪।	দৌলতপুর কাদেরিয়া সুন্নিয়া আঃ গফুর ভূইয়া ফাউন্ডেশন, দৌলতপুর	কচুয়া
১৫।	শাহরাস্তি চিশতিয়া এতিমখানা, নিজমেহের	শাহরাস্তি
১৬।	নোয়াগাঁও ইসলামিয়া সুফিয়া এতিমখানা, নোয়াগাঁও	শাহরাস্তি

[৭১] শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসকের কার্য্যালয়, চাঁদপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

১৭।	আল-আমীন শিশু সদন (এতিমখানা) ফরাজীকান্দি	মতলব
১৮।	হাসিমপুর ছায়্যেদুল মুরছালীন এতিমখানা, এখলাসপুর	মতলব
১৯।	সাড়েপাঁচানী হোসাইনীয়া এতিমখানা, সাড়েপাঁচানী	মতলব
২০।	দশানী আল-আমীন আকরামিয়া এতিমখানা, দশানী	মতলব
২১।	কাচিয়ারা এতিমখানা, কাচিয়ারা	মতলব
২২।	নন্দিখোলা কেয়ামিয়া এতিমখানা, নন্দিখোলা, নায়েরগাঁও	মতলব
২৩।	মধ্যপূর্ব দিঘলদী এতিমখানা, মধ্যপুর্ব দিঘলদী	মতলব
২৪।	মতলব দারুল উলুম ইসলামিয়া কাওমিয়া এতিমখানা ও শিশু সদন	মতলব
২৫।	দারুল ইসলাম এতিমখানা,ধনারপাড়, খাদেরগাঁও	মতলব
২৬।	যহরযান নূরানী তালিমুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, বরদিয়া	মতলব
২৭।	পদুয়া ইসলামিয়া আল-আমীন শিশু সদন, পদুয়া,পীরকাশিমপুর	মতলব
২৮।	আল মোজাদ্দেদিয়া এতিমখানা, মোজাদ্দেদ নগর, বলাখাল	হাজীগঞ্জ
২৯।	হাটিলা মহিউচ্ছুন্নাহ ফয়জিয়া এতিমখানা, হাটিলা,টংগীপাড়া	হাজীগঞ্জ
৩০।	সেকান্দার আল-আমীন এতিমখানা কমপ্লেক্স, বাড্ডা, খান সুহিলপুর	হাজীগঞ্জ
৩১।	জামিলা খাতুন এতিমখানা কমপ্লেক্স, সুহিলপুর	হাজীগঞ্জ
৩২।	দেশ খাগড়িয়া মেহাম্মদিয়া এতিমখানা, কাশিমপুর	হাজীগঞ্জ
৩৩।	আহমেদপুর নূরানী গাউছিয়া এতিমখানা, আহমেদপুর	হাজীগঞ্জ
৩৪।	চরভৈরবী ওহাবিয়া এতিমখানা, চরভৈরবী	হাইমচর
৩৫।	নেছারাবাদ ছালেহিয়া এতিমখানা, গন্ডামারা	হাইমচর
৩৬।	ছিদ্দিকে আকবর (দঃ) এতিমখানা, হাইমচর	হাইমচর
৩৭।	ঘনিয়া ছাইদিয়া এতিমখানা, ঘনিয়া	ফরিদগঞ্জ
৩৮।	আবু বকর ছিদ্দিক আল কোরাইশী ও পীর মোসলেহ্ উদ্দিন এতিমখানা	ফরিদগঞ্জ
৩৯।	কাটাখালি মতিনিয়া এতিমখানা, কাটাখালি, কালির-বাজার	ফরিদগঞ্জ
৪০।	মানুরী মোহাম্মদিয়া এতিমখানা, মানুরি, ঘনিয়া	ফরিদগঞ্জ
৪১।	আল-গাজ্জালী এতিমখানা, টোরা মুন্সীর হাট	ফরিদগঞ্জ

[৭২]

[৭২] সাক্ষাতকার-মোঃ মফিজুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি রামপুর সিদ্দিকিয়া ইতিমখানা, হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও সিদ্দিকিয়া জামে মসজিদ (দপ্তর সম্পাদক, ঢাকা, সাংবাদিক ইউনিয়ন) তাং -০৩/০৮/২০০৩, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, আগার গাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সমাজ সেবা অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদপুর জেলার উপজেলা, ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক মসজিদ সমূহ

চাঁদপুর সদর উপজেলা

চাঁদপুর পৌরসভা

১ নং ওয়ার্ড,

মোহাম্মদী জামে মসজিদ, ফায়ার সার্ভিস জামে মসজিদ, বায়তুল হামদ জামে মসজিদ, মদীনা জামে মসজিদ, পুরান বাজার জামে মসজিদ, হাইস্কুল মবজিদ।[৭৩]

২ নং ওয়ার্ড

বেপারী বাড়ী মসজিদ, গফুর মিয়াজি বাড়ী মসজিদ, ডব্লিউ রহমান জুট মিলস মসজিদ, ষ্টার আলকায়েদ জুট মিল মসজিদ, বায়তুর মামুর জামে মসজিদ, পূর্ব শ্রীরামদী জামে মসজিদ, বায়তুল নুর জামে মসজিদ, ১০ নং ফেরিঘাট মসজিদ, বায়তুল হাফিজ মসজিদ, চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, শাহী জামে মসজিদ, পঃ শ্রীরামদী জামে মসজিদ, মক্কা অটো জামে মসজিদ, আল মোস্তফা জামে মসজিদ, বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ, ওসমানিয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদ, বায়তুল এহতেরাম মসজিদ, পঃ শ্রীরামদী জামে মসজিদ।[৭৪]

৩ নং ওয়ার্ড

শাহী জামে মসজিদ, মসজিদে এলাহী, চিশতিয়া জামে মসজিদ, বায়তুল এহছান সরকারী কলেজ মসজিদ, জিয়া ছাত্রবাস মসজিদ, বায়তুন নূর জামে মসজিদ, বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, উম্মে নূর জামে মসজিদ, পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, প্রফেসর পাড়া জামে মসজিদ, বায়তুন নূর মসজিদ, আলিম পাড়া জামে মসজিদ, বিদ্যুৎ সরবরাহ মসজিদ, বেগম জামে মসজিদ, নতুন বাজার জামে মসজিদ, রেলওয়ে নূরানী জামে মসজিদ, ডি.এন হাইস্কুল মসজিদ, দারুস ছালাম জামে মসজিদ, গুন রাজদি জামে মসজিদ, রহমতপুর জামে মসজিদ।[৭৫]

৪ নং ওয়ার্ড

বায়তুল আমীন জামে মসজিদ, চৌধুরী জামে মসজিদ, মদীনা জামে মসজিদ, রেলওয়ে জিলানিয়া জামে মসজিদ, কালেকটরেট জামে মসজিদ, বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ, কিতাবুদ্দিন জামে মসজিদ, আল-আকসা জামে মসজিদ, বাইতুল হামদ জামে মসজিদ, রেলওয়ে জামে মসজিদ, রেলওয়ে শ্রমীক কলোনী জামে মসজিদ, বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, রেলওয়ে মাদ্রাসা জামে মসজিদ, বায়তুল মোবারক মসজিদ, উত্তর শ্রীরামদী জামে মসজিদ, জামতলা রেলওয়ে জামে মসজিদ, বোগদাদিয়া জামে মসজিদ, রেলওয়ে শাহী জামে মসজিদ, ৫নং রেলওয়ে জামে মসজিদ, বি.আই.ডব্লিউ.টি এ টার্মিনাল জামে মসজিদ, ১ নং ফেরীঘাট জামে মসজিদ, হযরত খাজা খিজির জামে মসজিদ, কাঁচ্চা কলোনি জামে মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মোবারক মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ।[৭৬]

---

[৭৩] সাক্ষাতকার-এ.বি.এম. খালিদ, উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চাঁদপুর জেলা কার্যালয়; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চাঁদপুর জেলা কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক মসজিদ জরিপ রিপোর্ট ১৯৯৮ খ্রীঃ ও বিভিন্ন অঞ্চল সফরের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য।

[৭৪] প্রাগুক্ত।

[৭৫] প্রাগুক্ত।

[৭৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫ নং ওয়ার্ড

রহমান ফ্লাওয়ার মিল জামে মসজিদ, মোহাম্মদীয়া জামে মসজিদ, আব্দুল্লাহ জামে মসজিদ, আব্বাসিয়া মসজিদ, নূরানী জামে মসজিদ, উঃপঃ বিষ্ণুদী আলআমীন জামে মসজিদ, মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল আমান মসজিদ, মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, বিষ্ণুদী ইমানিয়া জামে মসজিদ, হাছান আলী জামে মসজিদ, চেয়ারম্যান ঘাট জামে মসজিদ, আব্বাস খান জামে মসজিদ, মোহাম্মদিয়া জামে মসজিদ, মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, গোর এ গরিবা জামে মসজিদ, ষ্টাফ কোয়াটার জামে মসজিদ, থানা কমপ্লেকস মসজিদ।[৭৭]

১ নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন

গাজীবাড়ী জামে মসজিদ, মিয়াবাড়ী জামে মসজিদ, বাকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম মনোহর খাদি জামে মসজিদ, বেলায়েত হাজীবাড়ী জামে মসজিদ, আঃ শকুর মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদ, সীদ্দের বাড়ী জামে মসজিদ, মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, খান বাড়ী জামে মসজিদ, কানুদী বোরহানিয়া জামে মসজিদ, আবুল বাশার মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, বাংলা বাজার জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, হারুনখাঁ জামে মসজিদ, সুগন্ধি জি কে মসজিদ, মেহরুল্লাহ খান বাড়ী জামে মসজিদ, আঃ গফুর মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল আমান জামে মসজিদ, কল্যান্দী নুরুল্লাহর চৌরাস্তা মসজিদ, ছোরুলিয়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, নুরুল্লাপুর প্রধানিয়ার বাড়ী মসজিদ, ধনপদী হাজরাবাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব খেরুদিয়া বায়তুল আমিন মসজিদ, খেরুদিয়া আলফারুকিয়া মসজিদ, দিদার খান বাড়ী মসজিদ, জমাদার বাড়ী জামে মসজিদ, খেরুদিয়া কলেজ মসজিদ, তালুকদার বাড়ী মসজিদ, দঃ হাসাদিখাঁন বাড়ী মসজিদ, রামড়া বাড়ী জামে মসজিদ,বাইতুল্লাহ জামে মসজিদ, আলকাদরিয়া জামে মসজিদ, প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ বিষ্ণুপুর প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ বিষ্ণুপুর সরদার বাড়ী জামে মসজিদ, ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, আঃগনি জামে মসজিদ, আঃ গফুর পঃ বাড়ী জামে মসজিদ, ছমির উদ্দিন প্রঃ বাড়ী জামে মসজিদ, করিম উদ্দিন প্রঃ বাড়ী জামে মসজিদ, উম্মেদ আলী জামে মসজিদ, হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, খান বাড়ী জামে মসজিদ, বিষ্ণুপুর নতুন বাড়ী জামে মসজিদ, হযরত শাহজালাল জামে মসজিদ, আঃ জলিল কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, ফকির বাড়ী জামে মসজিদ, লালপুর বাজার জামে মসজিদ, তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, বড় হাজরা জামে মসজিদ, মুন্সীর দীঘির বাড়ী জামে মসজিদ, ছিদ্দিকিয়া জামে মসজিদ, বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ।[৭৮]

. ২ নং আশিকাটি ইউনিয়ন

বায়তুন নূর জামে মসজিদ, হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ রালদিয়া জামে মসজিদ, বাইতুশ শরফ জামে মসজিদ, উঃ রালদিয়া খান বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী কাদির মোহাম্মদ জামে মসজিদ, বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, মধ্যরালদিয়া মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুন নুর জামে মসজিদ, উঃ হোসেনপুর জামে মসজিদ, গাজীবাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম হোসেনপুর বায়তুল আমীন জামে মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ রালদিয়া জামে মসজিদ, আব্বাস মালের বাড়ী

---

[৭৭] প্রাগুক্ত।

[৭৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জামে মসজিদ, কলমতর খান বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য আশিকাটি জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, শহরতলী বাস্তার মাথা জামে মসজিদ, ইয়াছিন প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, আমির আলী গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, কাশিমখান বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ সেনগাঁও জামে মসজিদ, দঃ সেনগাঁও গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, সেনগাঁও পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, নারিকেল গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ হাপানিয়া জামে মসজিদ, উঃ হাপানিয়া পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ হাপানিয়া জামে মসজিদ, চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ আশিকাটি জামে মসজিদ, আল আরাফা জামে মসজিদ, আশিকাটি বাজার জামে মসজিদ, মির্জা বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ পাইকস্তা জামে মসজিদ, মালের বাড়ী জামে মসজিদ, নাতুব বাড়ী জামে মসজিদ, আশিকাটি ইউনিয়ন মসজিদ।[৭৯]

৩ নং কল্যাণপুর ইউনিয়ন

আমান উল্লাহপুর মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, আমান উল্লাহপুর মৃধাবাড়ী জামে মসজিদ, মিলন খান জামে মসজিদ, বায়তুল মামুর কল্যান্দি জামে মসজিদ, আলহাজ্জ্ব কলমতর বাড়ী জামে মসজিদ, কল্যান্দি সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, সফরমালী জামে মসজিদ, পূর্ব কল্যান্দি জামে মসজিদ, ডাসাদী ফজলুল হক জামে মসজিদ, ডাসাদী বড় খান বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম ডাসাদী সিদ্দিকিয়া জামে মসজিদ, ডাসাদী তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, ডাসাদী বড় খাল বাড়ী জামে মসজিদ, কল্যাণদী জৈমত খান বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ ডাসাদী পাঃ বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ ডাসাদী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ডাসাদী কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, গাউছিয়া জামে মসজিদ, বায়তুল হাসান জামে মসজিদ, বড় দিঘীর পূর্ব পাড় জামে মসজিদ, বাবুর হাট পাঞ্জেগানা মসজিদ, রঙ্গেরগাঁও জামে মসজিদ, চকেরমোর জালামি মসজিদ, রঙ্গেরগাঁও নূরানী জামে মসজিদ, ডাসাদী নূর মসজিদ, ইসলামিয়া জামে মসজিদ, বাবুর হাট জামে মসজিদ।[৮০]

৪ নং শাহমাহমুদপুর ইউনিয়ন

শাহতলী খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল আমান জামে মসজিদ, কুমারডগী খান বাড়ী জামে মসজিদ, হাজীবাড়ী জামে মসজিদ, শাহমাহমুদ জামে মসজিদ, কেতুয়া জামে মসজিদ, মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্বকেতুয়া জামে মসজিদ, লোহাঘর পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, আজগর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, মহামায়া বাজার জামে মসজিদ, বৃত্তি বাড়ী জামে মসজিদ, পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, দীঘির পাড় জামে মসজিদ, মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মোক্তার বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল হামদ জামে মসজিদ, বাইতুল আমিন জামে মসজিদ, রুশদী বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, ভরঙ্গারচর হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ, ছোট শাহতলী জামে মসজিদ, কর্দি পাঁচগাও জামে মসজিদ, পূর্ব ভাটেরগাঁও জামে মসজিদ (১), দঃ ভাটেরগাঁও বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, পূর্ব ভাটের গাঁও জামে মসজিদ(২), মালবাড়ী জামে মসজিদ, খানবাড়ী জামে মসজিদ, শাহতলী উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদ, মোল্লা বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, তপাদার বাড়ী জামে মসজিদ, খানবাড়ী জামে মসজিদ, পাটওয়ারী বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, পাইকদী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ব্যাপারী বাড়ী জামে মসজিদ, ভরঙ্গারচর জামে মসজিদ, পশ্চিম

---

[৭৯] প্রাগুক্ত।

[৮০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারডাগী জামে মসজিদ, খানবাড়ী জামে মসজিদ, শাহতলী ষ্টেশন জামে মসজিদ, পূর্ব শাহতলী জামে মসজিদ, জান্নাতুল ফেরদাউস জামে মসজিদ, মিয়ার বাজার জামে মসজিদ, দসকের গাঁও জামে মসজিদ, পল্লীবিদ্যুৎ জামে মসজিদ, দঃ পশ্চিম লোধেরগাঁও জামে মসজিদ, আম্বিয়াতুল হাফিজিয়া মাদ্রাসা মসজিদ, উত্তর শাহতলী পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, জিলানী চিশতী জামে মসজিদ।[৮১]

৫ নং রামপুর ইউনিয়ন

মধ্য মনিহার মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, উঃ মনিহার জামে মসজিদ, দঃ মনিহার জামে মসজিদ, মনিহার জাফর আলী জামে মসজিদ, কামরাঙ্গা বাজার জামে মসজিদ, পূর্ব কামরাঙ্গা মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য কামরাঙ্গা জামে মসজিদ,পশ্চিম কামরাঙ্গা বেগম জামে মসজিদ, উত্তর কামরাঙ্গা মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, রাড়িরচর পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ রাড়িরচর জামে মসজিদ, পূর্ব রামপুর জামে মসজিদ, দঃ রামপুর পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম রামপুর ঈদগাঁ জামে মসজিদ, রামপুর মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, বদরখোলা বাজার জামে মসজিদ, রামপুর সরদার বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ ছোটসুন্দর মসজিদ, ছোট সুন্দর ওয়াক্তিয়া মসজিদ, দঃ আলগী বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ আলগী ফেরীঘাট জামে মসজিদ, মধ্য আলগী প্রাথমিক বিদ্যালয় জামে মসজিদ, আলগী বায়তুশ শরফ ওয়াক্তিয়া মসজিদ, সেখদি পাঁচগাও জামে মসজিদ, বড় সুন্দর বাইতুল জান্নাত জামে মসজিদ, ছোট সুন্দর বাজার জামে মসজিদ, চর বাকিলা মধুরোড জামে মসজিদ, চর বাকিলা জামে মসজিদ, দেবপুর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, দেবপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, পাঁচ বাড়িয়া তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, শেখবাড়ী জামে মসজিদ, দেবপুর চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, বড় সুন্দর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ছোট সুন্দর পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর আলগী তফাদার বাড়ী জামে মসজিদ।[৮২]

৬ নং মৈশাদী ইউনিয়ন

দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, ইসহাকিয়া জামে মসজিদ, আল-আমীন জামে মসজিদ, আবুবকর মুন্সি বাড়ী জামে মসজিদ, পাঞ্জেগানা মসজিদ, দঃ সলন্দিয়া জামে মসজিদ, শাহী জামে মসজিদ, দারুচ্ছালাম জামে মসজিদ, মফিজ উদ্দিন জামে মসজিদ, উমর খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুর আমীন জামে মসজিদ, পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, জামে মসজিদ, সেকের হাট জামে মসজিদ, মির্জাপুর জামে মসজিদ, নূরানী জামে মসজিদ, আদি জামে মসজিদ, আল-আমীন জামে মসজিদ, জামে মসজিদ, বায়তুল আমান জামে মসজিদ, বাইতুন নূর জামে মসজিদ, পুলিশ লাইন জামে মসজিদ, হযরত আবু বকর (রাঃ) জামে মসজিদ, খাশের বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ হামান কর্দি জামে মসজিদ, খান বাড়ী জামে মসজিদ, শাহতলী বাজার জামে মসজিদ, রেলগেট পাঞ্জেগানা মসজিদ, পূর্ব হাসান কান্দি জামে মসজিদ, ডালিবাড়ী জামে মসজিদ, আমুর খান বাড়ী জামে মসজিদ, মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, আল ফালাহ জামে মসজিদ, গোলা বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী কমপ্লেক্স জামে মসজিদ, জামে

---

[৮১] প্রাগুক্ত।

[৮২] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ, হাটখোলা বাজার জামে মসজিদ, দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, মসজিদে পেসেনিয়া, আহাম্মদ খান সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল আমান জামে মসজিদ।[৮৩]

৭ নং তরপুরচন্ডী ইউনিয়ন

চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, বরকান্দা বাড়ী জামে মসজিদ, ইসলামিয়া মসজিদ, মহসিনিয়া জামে মসজিদ, আখন্দ বাড়ী জামে মসজিদ, আলী দাখিল মাদ্রসা জামে মসজিদ, বেসনের দীঘিরপাড় জামে মসজিদ, আনোয়ার উল্লাহ জামে মসজিদ, কাজীবাড়ী জামে মসজিদ, আবুবকর সিদ্দিকিয়া মসজিদ, শাহী মসজিদ, বায়তুল আমিন মসজিদ, আনন্দ বাজার জনতা জামে মসজিদ, বাইতুল মোকারম জামে মসজিদ, হামিদিয়া জামে মসজিদ, গাজী স্কুল জামে মসজিদ, রহমানিয়া জামে মসজিদ, বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, হাফেজ মমতাজিয়া জামে মসজিদ, উত্তর গুণরাজদি জামে মসজিদ, নূরানী জামে মসজিদ, মীর বাদশাহ মিয়া জামে মসজিদ, উম্মে জামে মসজিদ, টেম্পু ঘাট জামে মসজিদ, বায়তুন নূর জামে মসজিদ, দঃ গুণরাজদী পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, মিদ্দার খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, শেখবাড়ী জামে মসজিদ, ষোলঘর কলোনী মসজিদ, বিটাক মসজিদ, তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, কিশরী জামে মসজিদ।[৮৪]

৮ নং বাগদী ইউনিয়ন

ইসলামপুর গাছতলা খাজা আই জাঃ পীর সাহেব বাড়ী মসজিদ, গাছতলা গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য নিজ গাছতলা জামে মসজিদ, মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, চকিদার বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম বাগদী জামে মসজিদ, ভালির ঘাট জামে মসজিদ, মমতাজ উদ্দিন জামে মসজিদ, ওজুর গাজী জামে মসজিদ, বাইতুল আমিম জামে মসজিদ, আমিন গাজী জামে মসজিদ, মকিমপুর জামে মসজিদ, উত্তর রামপুর জামে মসজিদ, মোহাম্মদীয়া জামে মসজিদ, তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, বাগাদী পীর সাহেবের বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্যবাগদী ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, ঢালী বাড়ী জামে মসজিদ, মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, শেখ বাড়ী জামে মসজিদ, আহমদ উল্লাহ পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, চৌরাস্তা জামে মসজিদ, ছিড়ু বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, নানুপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম সকদী জামে মসজিদ, বায়তুল হাফিজ জামে মসজিদ, পশ্চিম সকদী জামে মসজিদ, নানুপুর শাহী জামে মসজিদ, সাহেব বাজার জামে মসজিদ, রহমানিয়া জামে মসজিদ, পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, ইয়াছিন পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, বানী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, সৌদিবাড়ী জামে মসজিদ, সকদী মাঃ বাড়ী জামে মসজিদ, মুমিনপুর জামে মসজিদ, মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মোকবুল পাটেয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, সরদার বাড়ী জামে মসজিদ, মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, ডাঃ মুজিবুর রহমান জামে মসজিদ, গাছতলা পাঠান বাড়ী জামে মসজিদ, গাছতলা খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ।[৮৫]

---

[৮৩] প্রাগুক্ত।

[৮৪] প্রাগুক্ত।

[৮৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৯ নং বালিয়া ইউনিয়ন

সাপদী জামে মসজিদ, পশ্চিম সাপদী আঃ মজিদ খান বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ সাপদী আলী আকবর জামে মসজিদ, মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, সাপদী বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, মধ্য সাপদী পাঞ্জেগানা মসজিদ, উত্তর-পূর্ব সাপদী জামে মসজিদ, পূর্ব সাপদী জামে মসজিদ, উত্তর সাপদী জামে মসজিদ, ফারক্কাবাদ জামে মসজিদ, কুমড়া মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, কুমড়া মমিন বাড়ী জামে মসজিদ, চাপিলা ইসলামিয়া জামে মসজিদ, চাপিলা বাইতুর রহমান জামে মসজিদ, দঃ চাপিলা বাইতুল মহাতরাম জামে মসজিদ, চাপিলা শেখ বাড়ী জামে মসজিদ, চাপিলা হামিদিয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদ, খান বাড়ী মোহাম্মদীয়া জামে মসজিদ, তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর গুলিশা আইউব আলী জামে মসজিদ,পশ্চিম গুলিশা জামে মসজিদ, পূর্ব গুলিশা জামে মসজিদ, দক্ষিণ গুলিশা জামে মসজিদ, রানীবাজার পাঞ্জেগানা জামে মসজিদ, গুলিশা বাইতুল আমান জামে মসজিদ, হাজী গুলজার খাঁন জামে মসজিদ, পূর্ব বালিয়া আমির খান জামে মসজিদ, মধ্যবালিয়া কয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, বালিয়া বাজার জামে মসজিদ, উত্তর বালিয়াদ্যে কেরামতিয়া জামে মসজিদ, ফজলুর রহমান খান পাঞ্জেগানা মসজিদ, বালিয়া কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, বালিয়া খান বাড়ী জামে মসজিদ, বালিয়া নূরানিয়া জামে মসজিদ, বালিয়া আহাম্মদিয়া জামে মসজিদ, পশ্চিম বালিয়া আল-আমীন জামে মসজিদ, নাজির আলী তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর বালিয়া তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর বালিয়া খান বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর বালিয়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ, উত্তর বালিয়া নুর জামে মসজিদ, উত্তর বালিয়া মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ ইচলী তালুকদার ঘাট জামে মসজিদ, উঃ ইচলী বাইতুন নূর জামে মসজিদ, মসজিদুল মাকছুদ জামে মসজিদ, মধ্য ইচলী জামে মসজিদ, দক্ষিণ খাসিপুর জামে মসজিদ, খাসিপুর বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, চর ইচলী জামে মসজিদ, মধ্য ইচলী জামে মসজিদ, মধ্য ইচলী মুহাম্মদিয়া জামে মসজিদ।[৮৬]

১০ নং সাখুয়া ইউনিয়ন

নূরানী বায়তুল ফালাহ্ মসজিদ, উত্তর রঘুনাথপুর মরহুম কালু বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর রঘুনাথপুর ইসলামিয়া জামে মসজিদ, নেয়ামত খাঁর বাড়ীর জামে মসজিদ, মোহাম্মদিয়া জামে মসজিদ, রঘুনাথপুর খানবাড়ী জামে মসজিদ, জয়নাল খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, মুজিবুর রহমান বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, দিদারুল্লাহ জামে মসজিদ, শেখবাড়ী জামে মসজিদ, রঘুনাথ জামে মসজিদ, রহমতপুর জামে মসজিদ, হাজী মমতাজ উদ্দিন খান বাড়ী জামে মসজিদ, আকসী জামে মসজিদ, রহমতপুর শাহী জামে মসজিদ, দারুল উলুম মাদ্রাসা জামে মসজিদ, হামিদ রাজা শেখ বাড়ী জামে মসজিদ, কবিরাজ বাড়ী শেখ বাড়ী জামে মসজিদ, কমলাপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ, কমলাপুর পাটোয়ারী হাট জামে মসজিদ, লক্ষীপুর হাবিবুল্লাহ খান বাড়ী জামে মসজিদ, কমলাপুর মাঝী বাড়ী জামে মসজিদ, কমলাপুর মল্লিক বাড়ী জামে মসজিদ, লক্ষ্মীপুর শাহী জামে মসজিদ, লক্ষ্মীপুর ইসমাইল খান বাড়ী জামে মসজিদ, লক্ষ্মীপুর মাঝী বাড়ী জামে মসজিদ, লক্ষ্মীপুর মতুগাজী বাড়ী জামে মসজিদ, লক্ষ্মীপুর শাহী মসজিদ, লক্ষ্মীপুর বাইতুল আমিন মসজিদ, বহরিয়া বড় বাড়ী জামে মসজিদ, বহরিয়া বাজার জামে মসজিদ, পঃ রামদাসদী হাছান বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, আলইসলাম মসজিদ, পূর্ব রামদাসদী জামে মসজিদ, হাজী ইমান উদ্দিন শেখবাড়ী জামে মসজিদ, দাইম খাঁর বাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুন নূর জামে মসজিদ,

---

[৮৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাইতুস সালাত মসজিদ, কোটরাবাদ জামে মসজিদ, সংমর খার বাড়ী জামে মসজিদ, নূরাণী জামে মসজিদ, শ্রীরামপুর জামে মসজিদ, বহরিয়া রশিদিয়া জামে মসজিদ, বহরিয়া মৌলভী বাড়ী জামে মসজিদ, বহরিয়া সুইচ গেইট মসজিদ।[৮৭]

১১ নং ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন

ঈদগাহ বাজার জামে মসজিদ, উঃ ইবরাহিমপুর মদিনা জামে মসজিদ, শাহী জামে মসজিদ, নরসিংহপুর জামে মসজিদ, চর ফাতেহ জর্দপুর জামে মসজিদ, ফতেহ জর্দপুর বাজার জামে মসজিদ, চেয়ারম্যান বাড়ী জামে মসজিদ, গাজী কান্দী জামে মসজিদ, ছৈয়াল কান্দি জামে মসজিদ, পঃ হাকরা বাদ জামে মসজিদ, দারুছালাম জামে মসজিদ, খান বাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, বায়তুন নূর জামে মসজিদ, জাফরাবাদ জামে মসজিদ, এমদাদিয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদ, পূর্ব জাফরা বাদ জামে মসজিদ, পূর্ব জাফরা বাদ বায়তুল আখন্দ জামে মসজিদ, আসরাফিয়া জামে মসজিদ, হিন্দলী জামে মসজিদ, চকিদার বাড়ী জামে মসজিদ, দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব জাফরাবাদ জামে মসজিদ।[৮৮]

১২ নং চান্দ্রা ইউনিয়ন

মনির উদ্দিন পাটওয়ারী বাড়ী মসজিদ, চান্দ্রা বাজার মাদ্রাসা মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী মসজিদ, উত্তর বাখরপুর দীঘির পাড় মসজিদ, হাবিলাস খাঁ মসজিদ, আখনের হাট মসজিদ, মোল্লা পাড়া মসজিদ, মসজিদে সালেহ, আঃ করিম শেখ মসজিদ, কবিরাজ পাড়া মসজিদ, বাঙ্গালী বাড়ী মসজিদ, আঃ রহিম পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, পাঁচকড়ি মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, মফিজ উদ্দিন শেখ মসজিদ, পূর্ব মদনা বাইতুন্নাজাত মসজিদ, পূর্ব মদনা মুসলিম পাটওয়ারী মসজিদ, আনোয়ার গাজী মসজিদ, মধ্য মদনা গাজী বাড়ী মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী মসজিদ, মদনা গাজী বাড়ী মসজিদ, হরিপুর বেপারী বাড়ী মসজিদ, জমাদার বাড়ী তাজ মসজিদ, বাইতুল আরাফাত মসজিদ, দক্ষিণ বখিরপুর জামে মসজিদ, হরিপুর চৌধুরী বাড়ী মসজিদ, হামিদ ভূইয়া মসজিদ, ধনগাজী হাজী মসজিদ, মধ্য মদনা বায়তুল আমান মসজিদ, খন্দকার বাড়ী মসজিদ, শেখ বাড়ী মসজিদ, জনতা বাজার মসজিদ, চান্দ্রা বাজার মসজিদ, মিয়া বাড়ী মসজিদ, জামাল খান মসজিদ, নগর জামে মসজিদ, আঃ আজিজ শেখ মসজিদ, আবুল খায়ের মিয়া মসজিদ, শেখ বাড়ী মসজিদ, বাইতুল জান্নাত মসজিদ, কালা গাজী বাড়ী মসজিদ, আফছার উদ্দিন পাঃ মসজিদ, ওয়াবদা মসজিদ, জবর আলী শেখ মসজিদ, পাটওয়ারী বাড়ী মসজিদ, গাজী বাড়ী মসজিদ, মৃধা বাড়ী জামে মসজিদ, হরিপুর বাজার মসজিদ।[৮৯]

১৩ নং হানাচার ইউনিয়ন

বাইতের দোকান মসজিদ, উত্তর গোবিন্দীয়া ছৈয়াল বাড়ী মসজিদ, ইসলামিয়া জামে মসজিদ, মধ্য গোবিন্দীয়া জামে মসজিদ, গোবিন্দীয়া ঈদগাহ ময়দান জামে মসজিদ, দঃ গোবিন্দীয়া জামে মসজিদ,

---

[৮৭] প্রাগুক্ত।

[৮৮] প্রাগুক্ত।

[৮৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রাজার হাট জামে মসজিদ, দঃ গোবিন্দয়া বটতলা জামে মসজিদ, পূর্ব গোবিন্দীয়া গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, হরিনা বাজার জামে মসজিদ।[৯০]

১৪ নং রাজরাজেশ্ব ইউনিয়ন

আবু বকর বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী ইদ্রিস আলী গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, শিলারচর জামে মসজিদ, হাজী ছালামত প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী শামছুল হক জামে মসজিদ, আঃ আজিজ ঢালি জামে মসজিদ, আঃ রব বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, মালের বাড়ী মসজিদ, রহমানিয়া মসজিদ, সরদার কান্দি জামে মসজিদ, বকাউল কান্দি জামে মসজিদ, গোয়াল নগর জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, গোয়াল নগর বাজার জামে মসজিদ, ঢালিকান্দি জামে মসজিদ, বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, ছোকদার কান্দি জামে মসজিদ, পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, বেপারী কান্দি জামে মসজিদ, চেয়ারম্যান বাড়ী জামে মসজিদ, দেওয়ান কান্দি জামে মসজিদ, মাঝির জামে মসজিদ, রাজ্জাক মাঝিবাড়ী জামে মসজিদ, বকাউল কান্দি বাড়ী জামে মসজিদ, কলাগাজী কান্দি মসজিদ, মুগাদী মসজিদ, মুগাদী দেওয়ান মসজিদ, মৌলবীর মসজিদ, রহমান দেওয়ানের মসজিদ, ইউসুফ দেওয়ানের মসজিদ, খজিল মাল মসজিদ, লতিফ বেপারী মসজিদ, হানিফ বেপারী মসজিদ।[৯১]

কচুয়া উপজেলা

১ নং সাচার ইউনিয়ন

কলাকোপা জামে মসজিদ, আতির বন্দ জামে মসজিদ, চৌধুরী দিঘীর পাড় জামে মসজিদ, শুয়ারুল বাজার জামে মসজিদ, শুয়ারুল মোগড়ার পাড় জামে মসজিদ, শুয়ারুল মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, শুয়ারুল মঙ্গল মুড়া জামে মসজিদ, শুয়ারুল পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, শুয়ারুল দীঘির পাড় জামে মসজিদ, নয়াকান্দি হাজিবাড়ী জামে মসজিদ, রাগদৈল দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, রাগদৈল মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, রাগদৈল আমির আলী বাড়ী জামে মসজিদ, রাগদৈল বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, রাগদৈল ওমর গাছা জামে মসজিদ, রাগদৈল পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, রাগদৈল মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, রাগদৈল আখন্দ বাড়ী জামে মসজিদ, রাগদৈল উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদ, জয়নগর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, জয় নগর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, চন্দ্রা মাঝি বাড়ী জামে মসজিদ, জয় নগর দীঘির পাড় জামে মসজিদ, বায়েক বাজার জামে মসজিদ, সাচার বাজার (পঃ) জামে মসজিদ, সাচার বাজার উত্তর জামে মসজিদ, সাচার বাজার জামে মসজিদ, জয়নগর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, পেয়ারী খোলা উত্তর জামে মসজিদ, পেয়ারী খোলা দক্ষিণ জামে মসজিদ, সাচার কান্দির পাড় জামে মসজিদ, নয়াকান্দি হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, বাজারামপুর জামে মসজিদ, নয়াকান্দি মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ, সাচার রামের দীঘির পাড় জামে মসজিদ, সাচার মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, সাচার দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, বজুরী থলা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, বজুরী কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, রাগদৈল স্বর্ণকার বাড়ী জামে মসজিদ।[৯২]

---

[৯০] প্রাগুক্ত।

[৯১] প্রাগুক্ত।

[৯২] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২ নং পাথৈর ইউনিয়ন

পাথৈর জামে মসজিদ, পাথৈর পাঞ্জেগানা মসজিদ, পাথৈর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, পাথৈর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, পাদুয়া জামে মসজিদ, আটোয়ার জামে মসজিদ, আটোয়ার পাঞ্জেগানা মসজিদ, তারাসী জামে মসজিদ, পরবখলা মসজিদ, পরবখলা জামে মসজিদ, বারৈয়ারা জামে মসজিদ, বারৈয়ারা পাঞ্জেগানা মসজিদ, হাট মোড়া জামে মসজিদ, বারৈয়ারা জামে মসজিদ, আতিশ্বর জামে মসজিদ, বড়দৈল জামে মসজিদ, বড়দৈল পাঞ্জেগানা মসজিদ, গোতপুর জামে মসজিদ, গোতপুর পাঞ্জেগানা মসজিদ, বড়দৈল মসজিদ, বড়দৈল পাঞ্জেগানা মসজিদ, গোতপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, মধুপুর জামে মসজিদ, মালেগাও জামে মসজিদ, মালেগাও পাঞ্জেগানা মসজিদ, মালেগাও মসজিদ, কাতেবাপুর জামে মসজিদ, কাতেবাপুর পাঞ্জেগানা মসজিদ, কাতেবাপুর জামে মসজিদ, বুরবুডিয়া জামে মসজিদ, বেরকোটা জামে মসজিদ, বেরকোটা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, বেরকোটা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, বেরকোটা পাঞ্জেগানা মসজিদ, অতিশ্বর জামে মসজিদ, ভাটি ছিনাইয়া জামে মসজিদ, ভাটি ছিনাইয়া পাঞ্জেগানা মসজিদ। [৯৩]

৩ নং বিতারা ইউনিয়ন

খলাগাঁও জামে মসজিদ, বিতারা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, বিতারা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, অভয় পাড়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ অভয় পাড়া জামে মসজিদ, বাইছারা স্কুল জামে মসজিদ, বাইছারা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ(১), বাইছারা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ (২), বাইছারা মেম্বারবাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর পাঁচধারা জামে মসজিদ(১), পশ্চিম পাঁচধারা জামে মসজিদ, পাঁচধারা জামে মসজিদ(২), পূর্ব বাইছারা জামে মসজিদ, পূর্ব বাইছারা মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ, জলং বিতারা জামে মসজিদ, বাইছারা দারুচ্ছালাম জামে মসজিদ, দূর্গাপুর জামে মসজিদ, মধ্যচানপাড়া জামে মসজিদ, পূর্ব চানপাড়া জামে মসজিদ, হবিপুর জামে মসজিদ, পূর্ব শিলাস্থান জামে মসজিদ(১), পূর্ব শিলাস্থান জামে মসজিদ (২), পশ্চিম সিলাস্থান জামে মসজিদ, নিন্দাপুর জামে মসজিদ, উত্তর কুন্তপুর জামে মসজিদ, সরল কান্দি জামে মসজিদ, দক্ষিণ কুন্তপুর জামে মসজিদ, পূর্ব-উত্তর শিবপুর জামে মসজিদ(১), পূর্ব-উত্তর শিবপুর জামে মসজিদ (২), আলিয়ারা বাজার জামে মসজিদ, রাজবাড়ী জামে মসজিদ, শাসন পাড়া জামে মসজিদ-১, শাসন পাড়া জামে মসজিদ-২, মধ্য শাসন পাড়া জামে মসজিদ, শাসন পাড়া মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর শাসন পাড়া জামে মসজিদ, বিতারা শাহ জামে মসজিদ, পশ্চিম বিতারা জামে মসজিদ, দক্ষিণ অভয় পাড়া পাঞ্জেগানা জামে মসজিদ, উত্তর দূর্গাপুর জামে মসজিদ, চাংপুর জামে মসজিদ, টেনুরিয়া জামে মসজিদ, জুগিচাপর জামে মসজিদ, পশ্চিম জুগিচাপর জামে মসজিদ, দক্ষিণ মাঝিগাছা বরকত উল্লাহ প্রধান বাড়ী জামে মসজিদ, সৈয়দপুর খান বাড়ী জামে মসজিদ, সৈয়দপুর বড়বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব মাঝিগাছা জামে মসজিদ, মাঝিগাছা পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মাঝিগাছা বড় পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মাঝিগাছা হাইস্কুল জামে মসজিদ, মাঝিগাছা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, মাঝিগাছা বাজার জামে মসজিদ, মাঝিগাছা পশ্চিম বাজার জামে মসজিদ, উত্তর মাঝিগাছা জামে মসজিদ, বুধুন্ডা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, বুধুন্ডা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ বাইছারা জামে মসজিদ (১), দক্ষিণ বাইছারা জামে মসজিদ (২)।[৯৪]

---

[৯৩] প্রাগুক্ত।

[৯৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৪ নং পূর্ব সহেদেবপুর ইউনিয়ন

দোজানা জামে মসজিদ, এনায়েতপুর বড় বাড়ী জামে মসজিদ, এনায়েতপুর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, বকস্ গাঁও জামে মসজিদ, ভূইয়ারা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, ভূইয়ারা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, দহলিয়া জামে মসজিদ, ভূইয়ারা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, মেঘদাইর মোল্লাপাড়া জামে মসজিদ, মেঘদাইর মাদ্রাসা জামে মসজিদ, মেঘদাইর বড়বাড়ী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, মেঘদাইর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, পালাখাল বাজার জামে মসজিদ, পালাখাল মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, পালাখাল পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, পালাখাল মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, পালাখাল হাফেজ সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ, পালাখাল উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, পালাখাল পশ্চিম পাড়া পাঞ্জেগানা মসজিদ, উত্তর পাড়া মোড় পাঞ্জেগানা মসজিদ, উত্তর নয়াকান্দি জামে মসজিদ, আশর কোটা জামে মসজিদ, সফিবাদ পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, সফিবাদ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, সফিবাদ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, সফিবাদ পূর্বপাড়া খালপাড় জামে মসজিদ, দোয়াটি দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, দোয়াটি উত্তর পাড়া সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, শংকরপুর মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, আইনপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, আইনপুর পাঠান বাড়ী জামে মসজিদ, আইনপুর পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, আইনপুর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, আইনপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ।[৯৫]

৫ নং পশ্চিম সহেদেবপুর ইউনিয়ন

তুলপাই পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, তুলপাই দারাশাহী জামে মসজিদ, সহেদেবপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, তুলপাই বাজার জামে মসজিদ, সহেদেবপুর পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, সহেদেবপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, ফতেপুর বাইতুন নূর জামে মসজিদ, ফতেপুর আরং জামে মসজিদ, ফতেপুর খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ, প্রসন্ন কাপ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, প্রসন্ন কাপ মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, প্রসন্ন কাপ সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, প্রসন্ন কাপ পাটোয়ারী জামে মসজিদ, প্রসন্ন কাপ মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, বাগমারা জামে মসজিদ, মালছোয়া জামে মসজিদ, সেংগুয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, সেংগুয়া মিজিবাড়ী জামে মসজিদ, সেংগুয়া প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, সেংগুয়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, খিলমেহের পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, খিল মেহের জামে মসজিদ, নন্দন পুর উচ্চ বিদ্যালয় পাঞ্জেগানা মসজিদ, নন্দনপুর জামে মসজিদ, গরাবাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব আলিয়ারা জামে মসজিদ, আলিয়ারা উজানিয়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ আলিয়ারা জামে মসজিদ, আলিয়ারা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, নয়া কান্দি জামে মসজিদ, কান্দির পাড় জামে মসজিদ, কান্দির পাড় দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ।[৯৬]

[৯৫] প্রাগুক্ত।
[৯৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৬ নং কচুয়া উত্তর ইউনিয়ন

তেতৈয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, দারচর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, উজানী মদীনা জামে মসজিদ, উজানী খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, উজানী কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, উজানী বখতিয়ার খাঁ জামে মসজিদ, উজানী ক্বারী সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ, উজানী হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, উজানী বাজার জামে মসজিদ, উজানী ফকির বাড়ী জামে মসজিদ, উজানী মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, উজানী জোড় পুকুরিয়া জামে মসজিদ, বরুচর জামে মসজিদ, বরুচর কমপ্লেক্স জামে মসজিদ, নাহারা জামে মসজিদ, নোয়াগাঁও পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, নোয়াগাঁও মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, সিং আড্ডা জামে মসজিদ, সিং আড্ডা বাজার জামে মসজিদ, সিং আড্ডা হাইস্কুল জামে মসজিদ, ভিটপাড় জামে মসজিদ, নোয়াদ্দা জামে মসজিদ, নোয়াদ্দা ভূইঞা বাড়ী জামে মসজিদ, তেতৈয়া শানে মদীনা জামে মসজিদ, তেতৈয়া নূর জামে মসজিদ, তেতৈয়া মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, খিড্ডা বাজার জামে মসজিদ, খিড্ডা জামে মসজিদ, খিড্ডা নয়া বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর উজানী জামে মসজিদ, উজানী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, লতিফপুর জামে মসজিদ, লতিফপুর ওয়াজউদ্দিন হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ উজানী জামে মসজিদ, তেতৈয়া হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, তেতৈয়া হাদির বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুন নূর জামে মসজিদ, দারচর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ।[৯৭]

৭ নং কচুয়া দক্ষিণ ইউনিয়ন

ঘাগড়া মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, ঘাগড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, ঘাগড়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, খাতাপোড়া জামে মসজিদ, ঘাগড়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, কোমর কাঁশা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ধলি কচুয়া জামে মসজিদ, ধলি কচুয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ, কোমর কাঁশা বায়তুন নূর জামে মসজিদ, ধামালুয়া জামে মসজিদ, ধামালুয়া মসজিদে খাদিজা জামে মসজিদ, কোমরকাশা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, কোমরকাশা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, হোসেনপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, তুলপাই পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, তুলপাই পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, মজা দিঘির পাড় জামে মসজিদ, কাজ কান্তা জামে মসজিদ, হোসেনপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, হোসেনপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, হোসেনপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, বদরপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, বদরপুর জামে মসজিদ, আন্দির পাড় হোসাইনিয়া জামে মসজিদ, আন্দিরা পাড় জামে মসজিদ, কুরাইশ উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, কুরাইশ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, কুরাইশ মধ্য উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, কুরাইশ বায়তুল আমান জামে মসজিদ, কুরাইশ পূর্ব পাড়া পাঞ্জেগানা মসজিদ, কুরাইশ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, কুরাইশ দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, আকালেয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, কচুয়া বাজার বড় মসজিদ, তুলপাই মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, কচুয়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, ধামালিয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, আকনিয়া মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, আকনিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ, হযরত শাহ নেয়ামত শাহ জামে মসজিদ, এস আর জামে মসজিদ, তুলপাই পশ্চিম পাড়া মসজিদ, বাখিয়া জামে মসজিদ ।[৯৮]

---

[৯৭] প্রাগুক্ত।

[৯৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৮ নং কাদলা ইউনিয়ন

বরইগাঁও উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বরইগাঁও মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, বরইগাঁও আলী মুদ্দিন বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, বরইগাঁও মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, মুরাদপুর জামে মসজিদ, মুরাদ পুর আসমা জামে মসজিদ, চৌমুহনী বাজার জামে মসজিদ, কাদলা হাজী আক্রাম উদ্দিন মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, কাদলা বড় বাড়ী জামে মসজিদ, কাদলা মনগাজী হাজী বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, দক্ষিণ কাদলা বাইতুল আমান জামে মসজিদ, পশ্চিম কাদলা বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, কাদলা বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, মধ্য কাদলা সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম কাদলা বাইতুল আমান জামে মসজিদ, পশ্চিম কাদলা মাদ্রাসা জামে মসজিদ, কাদলা দরবেশ বাড়ী জামে মসজিদ, কাদলা তপাদার বাড়ী জামে মসজিদ, দরবেশগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ, চৌমুহনী মাদ্রাসা পাঞ্জেগানা মসজিদ, দেবীপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, শাসন খোলা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, চৌমুহনী খালের পাড় জামে মসজিদ, শাহপুর বেপারী বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, রগুনাথপুর বাজার জামে মসজিদ, দেবীপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, দেবীপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, মহদ্দীর ভাগ জামে মসজিদ, গুলবাহার ঐতিহাসিক জামে মসজিদ, চক মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ, দোঘর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, শাসনখোলা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, দোঘর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, দোঘর ঈদগাহ বাইতুন নূর পাঞ্জেগানা মসজিদ, দোঘর উত্তর পাড়া প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, দোঘর পশ্চিম পাড়া হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, দোঘর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, কাপিলা বাড়ী মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, মধুপুর বাইতুল আমান জামে মসজিদ, নিশ্চিন্তপুর আলিয়া মাদ্রাসা পাঞ্জেগানা মসজিদ, বালিয়াতলী জামে মসজিদ, কচুয়া হাসপাতাল জামে মসজিদ, কচুয়া থানা পরিষদ জামে মসজিদ, কোয়া চাঁদপুর বড়বাড়ী জামে মসজিদ, কোয়া চাঁদপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, কাপিলা বাড়ী বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, কাপিলা বাড়ী মাদ্রাসা জামে মসজিদ, মনপুরা মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য মনপুরা বাইতুল আমান জামে মসজিদ, পূর্ব মনপুরা আরং পাঞ্জেগানা মসজিদ, মনপুরা মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, বাতাবাড়ীয়া কলেজ পাঞ্জেগানা মসজিদ, বাতাবাড়িয়া জামে মসজিদ, মনপুরা বাইতুন নূর জামে মসজিদ, গুলবাহার আশেক আলী খান জামে মসজিদ, মনপুরা হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, গুলবাহার পূর্ব পাড়া তালূকদার বাড়ী জামে মসজিদ, শফিপুরা চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, নিশ্চিন্তপুর জামে মসজিদ, মইনুদ্দিন চেয়ারম্যান বাড়ী জামে মসজিদ, গুলবাহার আশেক এলাহী বাড়ী জামে মসজিদ, দোঘর চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, মনপুরা হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব মনপুরা জামে মসজিদ।[৯৯]

৯ নং সাড়াইয়া ইউনিয়ন

নোয়াগাঁও দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, নোয়াগাঁও জামে মসজিদ, লুন্তি মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, লুন্তি বায়তুল আমান জামে মসজিদ, লুন্তি বায়তুন নূর জামে মসজিদ, মনোহরপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, তুলাতলী জামে মসজিদ, তুলাতলী পূর্ব দিঘির পাড় জামে মসজিদ, পূর্ব সাহেদাপুর জামে মসজিদ, সাহেদাপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, নলুয়া মদিনা জামে মসজিদ, দৌলতপুর জামে মসজিদ, নলুয়া পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, কুইল মুড়ি উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, কুইল বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, নাছিরপুর জামে মসজিদ, আকানিয়া মাঝপাড়া জামে মসজিদ, আকানিয়া লাউকরা জামে মসজিদ, আকানিয়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ, আকানিয়া নাছিরপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, নলুয়া

---

[৯৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ইজারা বাড়ী বায়তুল আমান জামে মসজিদ, কড়ইয়া মাঝপাড়া জামে মসজিদ, আশ্রাফ আলী মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, কড়ইয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, কড়ইয়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, মনোহরপুর হাজী আশ্রাফআলী জামে মসজিদ, মনোহরপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, মনোহপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, নলুয়া কালা আমজাদ জামে মসজিদ, পরানপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, পরানপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, চাঁদপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, চাঁদপুর পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, চাঁদপুর মৃধা বাড়ী জামে মসজিদ, সাদিপুরা চাঁদপুর জামে মসজিদ, সাদিপুরা চাঁদপুর মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, সাদিপুরা চাঁদপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বাসা বাড়িয়া জামে মসজিদ, শ্রীরামপুর মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, শ্রীরামপুর প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, শ্রীরামপুর মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, শ্রীরামপুর মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, শ্রীরামপুর ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, শ্রীরামপুর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, শ্রীরামপুর পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, আফিয়ারা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, আফিয়ারা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, কুঠিয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, কুঠিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, কুঠিয়া লক্ষীপুর জামে মসজিদ, সুবিদপুর জুমার বাড়ি জামে মসজিদ, উত্তর ডুমুরিয়া বায়তুন নূর জামে মসজিদ, তেতীগাছা আফসাপুর জামে মসজিদ, পূর্ব কালোচো মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, পূর্ব তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, ডুমুরিয়া ডিলার বাড়ি জামে মসজিদ, ডুমুরিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ, দরিয়া হায়াতপুর জামে মসজিদ, ডুমুরিয়া খানকাহ জামে মসজিদ, ডুমুরিয়া খামার বাড়ী জামে মসজিদ, ডুমুরিয়া বাজার জামে মসজিদ, সাদিপুরা চাঁদপুর মৃধাবাড়ী বায়তুস সালাত জামে মসজিদ, বায়তুল ছালে বেপরী বাড়ী জামে মসজিদ, বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদ, আমানপুর ডুমুর বৈরাগী বাড়ী জামে মসজিদ।[১০০]

১০ নং গোহাট (উঃ) ইউনিয়ন

বুরগী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বুরগী মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, বুরগী উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদ, বুরগী হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, বুরগী মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, বুরগী হাজী জামে মসজিদ, তফিয়া মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, তফিয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, হাসিমপুর মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, হাসিমপুর মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, মিয়ার বাজার জামে মসজিদ, পদুয়া জামে মসজিদ, হারিচাইল পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, হারিচাইল মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, হারিচাইল খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ,তালতলী মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, তালতলী পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, পালগিরী স্কুল জামে মসজিদ, পালগিরী শানে মদিনা জামে মসজিদ, নাউলাপুর বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, নাউলাপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, নাউলাপুর দক্ষিণ পাড়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, নাউলাপুর কালামিয়া জামে মসজিদ, রহিমানগর বাজার বায়তুল আমান জামে মসজিদ, সাতবাড়িয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, সাতবাড়িয়া শানে মদিনা জামে মসজিদ, খিলা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, খিলা পূর্ব পাড়া বায়তুন নূর জামে মসজিদ, খিলা উত্তর পাড়া গাউছুল আযম জামে মসজিদ, খিলা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, আইনগিরী গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, বাতাবাড়িয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, বাতাবাড়িয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, আইনগিরী গাউছুল আযম জামে মসজিদ, আইনগিরী মাদ্রাসা জামে মসজিদ, নূরপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, নূরপুর বড়তুলা গাছ জামে মসজিদ, নূরপুর বড় তুলা গাছ বড় জামে মসজিদ, হরিচাইল মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, পালগিরি ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ।[১০১]

---

[১০০] প্রাগুক্ত।

[১০১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১১ নং গোহাট (দঃ) ইউনিয়ন

কান্দি পাড় মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, কান্দি পাড় মসজিদ-উল-মুসাফিরিন জামে মসজিদ, পাহাড়গাঁও ডায়রী বাড়ী জামে মসজিদ, পাহাড়গাঁও পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, পাহাড়গাঁও হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, পাহাড়গাঁও দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ইসলামপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ইসলাম পুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, চাপাতলী মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, চাপাতলী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, গোহাট চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, রহমান নগর হাইস্কুল জামে মসজিদ, গোহাট পুরাতন মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, শাহার পাড় উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, শাহার পাড় পূর্বপাড়া মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, শাহার পাড় দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, রহমান নগর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ, রহমান নগর শাহী জামে মসজিদ, রহমান নগর দক্ষিণ বাজার জামে মসজিদ, উচিৎ গারা জামে মসজিদ, আমুজান উত্তর পাড়া বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, আমুজান দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, বান্দিরা পাড়া জামে মসজিদ, শাকডা জামে মসজিদ, গোবিন্দপুর মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, গোবিন্দপুর পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, গোবিন্দপুর বায়তুন নূর জামে মসজিদ, কেশোর কোট জামে মসজিদ, কেটরা তালতলা বাড়ী জামে মসজিদ, খাজুরিয়া লক্ষীপুর জুম্মা বাড়ী জামে মসজিদ, লক্ষীপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, খাজুরিয়া খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ, লক্ষীপুর হাফেজ মঞ্জিল জামে মসজিদ, নাউপুরা খানকা জামে মসজিদ, নাউপুরা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ, নাউপুরা মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ, নাউপুরা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, রহমান নগর বাইতুল আমান জামে মসজিদ, কেটরা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, কেটরা তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, চাপাতলী মাদ্রাসা জামে মসজিদ, রাজাপুরা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, রাজাপুরা দক্ষিণ পাড়া বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ।

১২ নং আশ্‌রাফপুর ইউনিয়ন

আশ্‌রাফপুর শাহী চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর নতুন বাজার জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর নোয়া বাড়ী জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর বড় বাড়ী জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর উত্তর পূর্ব মতিয়া জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর উত্তর নীলম বাড়ী জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর পশ্চিম মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর শাছলী বাড়ী জামে মসজিদ, পণশাহী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ধামাই জামে মসজিদ, পণশাহী বড় বাড়ী জামে মসজিদ, পণশাহী দক্ষিণ চাঙ্গীনী জামে মসজিদ, পূর্ব চাঙ্গিনী জামে মসজিদ, উত্তর পাপ চাঙ্গীনী জামে মসজিদ, চাঙ্গিনী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, কালোচো দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর উত্তর পূর্ব জামে মসজিদ, পণশাহী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, পণশাহী সরাই বাড়ী জামে মসজিদ, পণশাহী উত্তর পূর্ব জামে মসজিদ, ধলাইয়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর দক্ষিণ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, মথুরাপুর জামে মসজিদ, রসূলপুর জামে মসজিদ, চক্রা উত্তর জামে মসজিদ, জগতপুর বাজার জামে মসজিদ, জগতপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, চক্রা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, বড় ভবানীপুর পূর্ব জামে মসজিদ, বড় ভবানীপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, পিপলগরা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, পিপলগরা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, পিপলগরা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, সনন্দ করা জামে মসজিদ, পণশাহী উত্তর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, খাজুরিয়া বাজার জামে মসজিদ, জগতপুর দক্ষিণ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, গর গুড়ী নূরপুর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, চাঙ্গিনী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, জগত পুর আখনজী বাড়ী জামে মসজিদ, কালোচৌ উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর দক্ষিণ পাড়া হাজী আব্দুল আজিজ জামে মসজিদ, আশ্‌রাফপুর বড় পাড়া পশ্চিম জামে মসজিদ, দক্ষিণ পূর্ব আশ্‌রাফপুর জামে মসজিদ, রামপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, রামপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, রামপুর পূর্ব বড় পাড়া জামে মসজিদ, মাসনী

Dhaka University Institutional Repository

গাছা বাজার জামে মসজিদ, মাসনী গাছা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, মাসনী গাছা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, মাসনী গাছা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, মাসনী গাছা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, পণশাহী শাহী জামে মসজিদ, পণশাহী মজিব বাড়ী জামে মসজিদ, চক্রা পশ্চিম উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, চক্রা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, চক্রা কালা মিয়া জামে মসজিদ, চক্রা তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, গরগুড়ি নূরপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ।[১০২]

ফরিদগঞ্জ উপজেলা

১ নং বালিথুবা (পশ্চিম) ইউনিয়ন

সকদী রামপুর কবিরাজ বাড়ী জামে মসজিদ, সকদী বাইতুল ইজ্জত জামে মসজিদ, সকদী দক্ষিণ চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, সকদী জমাদার বাড়ী জামে মসজিদ, সকদী তহশিলদার বাড়ী জামে মসজিদ, সকদী তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, বালিয়ারপুর লিলাম বাড়ী জামে মসজিদ, সকদী রামপুর হইলা বাড়ী জামে মসজিদ, খাড়খাদি মাইজের বাড়ী জামে মসজিদ, চান্দ্রা বাজার জামে মসজিদ, বিহারীপুর হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ, সকদী রামপুর রোসার বাড়ী জামে মসজিদ, মদনেরগাঁও আমতলী জামে মসজিদ, মদনের গাও বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, লোহাগড় হাজীবাড়ী জামে মসজিদ, লোহাগড় মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, লোহাগড় মিজিবাড়ী জামে মসজিদ, রাজাপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ,রাজাপুর কারী বাড়ী জামে মসজিদ, লোহাগড় হাশিম পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মদনের গাও খাসের বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ মদনের গাও মিন্নতীয় বাড়ী জামে মসজিদ, মদনেরগাঁও বরকাজ বাড়ী জামে মসজিদ, চান্দ্রা ইমাম আলী উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদ, চান্দ্রাপূর্ব বাজার জামে মসজিদ, মদনেরগাঁও হুজুরের বাড়ী জামে মসজিদ, সেকদী তপাদার বাড়ী জামে মসজিদ, সেকদী দালাল বাড়ী জামে মসজিদ, সেকদী মসজিদে ইয়াসিন জামে মসজিদ, সেকদী চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, সেকদী তর্জিরাস্তী মৃধা বাড়ী জামে মসজিদ, সেকদী পালতালুক জামে মসজিদ, সেকদী পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, সেকদী উত্তর পুরান বাড়ী জামে মসজিদ, সেকদী খাসের বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ মদনেরগাঁও জামে মসজিদ।[১০৩]

২ নং বালিথুবা (পূর্ব) ইউনিয়ন

মানিক রাজ চন্দন বাড়ী জামে মসজিদ, মানিকরাজ রাজামিঞা বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম দেহবর জামে মসজিদ, পশ্চিম দেহবর দর্জি বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম দেহবর নোয়াবাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম দেহবর সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম দেহবর বাগুনী বাড়ী জামে মসজিদ, দেহবর উত্তর মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম দেহবর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম দেহবর খান বাড়ী জামে মসজিদ, লেদর সইরচর পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, লেদর সইরচর পাহাড় বাড়ী জামে মসজিদ, লেদর সইরচর চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, লেদর সইরচর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, লেদরসইর চর আল জব্বার পাঞ্জেগানা মসজিদ, সাইনকির সাইর জামে মসজিদ, সাইনকিরসাইর করিম পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ বালিথুবা পীর সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ বালিথুবা সর্দার বাড়ী বায়তুল আমিন

---

[১০২] প্রাগুক্ত।

[১০৩] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জামে মসজিদ, পশ্চিম বালিথুবা আইল কোন্দার বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম ফরিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম বালুথুবা আহসান উল্লাহ পাঞ্জেগানা মসজিদ, পূর্ব বালিথুবা সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ, বালিথুবা বড় বোয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, বালুথুবা বড় বাড়ী জামে মসজিদ, বালিথুবা বাজার জামে মসজিদ, বালিথুবা বরকন্দাজ বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর রাজাপুর উকিল বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর রাজাপুর জামে মসজিদ, পূর্ব ইসলামপুর জামে মসজিদ, ইসলামপুর শাহ ইয়াসিন মাদ্রাসা জামে মসজিদ, ইসলামপুর কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, ইসলামপুর দর্জি বাড়ী জামে মসজিদ, ইসলামপুর মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, ইসলামপুর আব্দুল হাই তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, ইসলামপুর আঃ অদুদ তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, সরখাল বালেখা জামে মসজিদ, সরখাল কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, কৃষ্ণপুর লেংড়া মার্কেট পাঞ্জেগানা মসজিদ, কৃষ্ণপুর ওয়াপদা পাঞ্জেগানা মসজিদ, কৃষ্ণপুর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, কৃষ্ণপুর খান বাড়ী জামে মসজিদ, কৃষ্ণপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, উথার মন্ডল জামে মসজিদ, মাছিমপুর দক্ষিণ তপদার বাড়ী জামে মসজিদ, মাছিমপুর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, একতা বাজার জামে মসজিদ, উত্তর মূলপাড়া জামে মসজিদ, মধ্য মূলপাড়া খান বাড়ী জামে মসজিদ, দলমগর নোয়াবাড়ী জামে মসজিদ, সরখাল খান বাড়ী জামে মসজিদ।[১০৪]

৩ নং সুবিদপুর ইউনিয়ন

সুবিদপুর নোয়া বাড়ী জামে মসজিদ, সুবিদপুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ সুবিদপুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ লক্ষীপুর বাইতুল আমান জামে মসজিদ, লক্ষীপুর বেপারী বাড়ি জামে মসজিদ, লক্ষীপুর হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব লক্ষীপুর জামে মসজিদ, লক্ষীপুর বাজার জামে মসজিদ, লক্ষীপুর চৌধুরী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, বাসারা হাই স্কুল ছিদ্দিকিয়া জামে মসজিদ, উত্তর বাসারা জামে মসজিদ, মধ্য বাসারা জামে মসজিদ, সুরঙ্গ চাইল বাইতুল আমান জামে মসজিদ-১, সুরঙ্গ চাইল বাইতুল আমান জামে মসজিদ-২, উভারামপুর পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, উঠতলী জামে মসজিদ, বাগপুর জামে মসজিদ, পানি সাইর সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ, পনিসাইর জামে মসজিদ, দিগদাইর জামে মসজিদ-১, দিগদাইর বাজার জামে মসজিদ, দিগদাইর জামে মসজিদ-২, মনতলা জামে মসজিদ, চালিয়া পাড়া জামে মসজিদ, উত্তর সুবিদপুর জামে মসজিদ, উত্তর সুবিদপুর মুহাম্মদিয়া জামে মসজিদ, সুবিদপুর চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ বাসারা জামে মসজিদ, পশ্চিম বাসারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদ।[১০৫]

৪ নং সুবিদপুর (পশ্চিম) ইউনিয়ন

বুলাচৌ মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, সাচন মেঘ নোয়া বাড়ী জামে মসজিদ, উটতলা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, বাছপাড় ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, নূরপুর পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মসজিদে বাইতুল লতিফ জামে মসজিদ, বাছপাড় খেয়াঘাট জামে মসজিদ, বাছপাড় বাইতুর নূর জামে মসজিদ, দক্ষিণ বদরপুর নেয়ামদ্দিন সরদার জামে মসজিদ, পূর্ব বদরপুর জামে মসজিদ, উত্তর বদরপুর পূর্ব বাইতুন নূর জামে মসজিদ, পশ্চিম বদরপুর ছকিদার বাড়ী জামে মসজিদ, সাচন মেঘ মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য সাচন মেঘ সরদার বাড়ী জামে মসজিদ, সাচন মেঘ ভুঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম কামতা জামে

---

[১০৪] প্রাগুক্ত।

[১০৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ, কামতা বাজার জামে মসজিদ, পূর্ব বড়গাঁ মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম বড়গাঁ বাইতুল আমান জামে মসজিদ, পূর্ব সালদহ জামে মসজিদ, পশ্চিম সালদহ ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ তাম্রাশাস তারা জামে মসজিদ, দক্ষিণ শোল্লা জামে মসজিদ, শোল্লা চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, শোল্লা বাজার জামে মসজিদ, সৈয়দপুর মৌলভী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ চৌরাঙ্গা চৌরাস্তা জামে মসজিদ, চৌরাঙ্গা পূর্ব চৌরাস্তা বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, চৌরাঙ্গা উত্তর চৌরাস্তা জামে মসজিদ, চৌরাঙ্গা মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, ঘড়িহানা জামে মসজিদ, দক্ষিণ গোবার চিত্রা জামে মসজিদ, উত্তর গোবারচিত্রা বাইতুন নূর জামে মসজিদ, সাচন মেঘ মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, বদরপুর নিলাম বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম বড়গাঁ মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, শাহার বাজার জামে মসজিদ।[১০৬]

৫ নং গুপটি (পূর্ব) ইউনিয়ন

মানরী মোহাম্মদী জামে মসজিদ, ফকির বাজার জামে মসজিদ, ত্রিদোলা জামে মসজিদ, গল্লাক বাজার জামে মসজিদ, উত্তর আড়া বাইতুন নূর জামে মসজিদ, মধ্যশ্রী কালিয়া পাল বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্যশ্রী কালির পালের বাড়ী জামে মসজিদ, ডোমরিয়া জামে মসজিদ, দত্রাত্রি দোনা জামে মসজিদ, দত্রাত্রি দোনা মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, নারিকেল তলা জামে মসজিদ, বেলতলা জামে মসজিদ, ঘনিয়া পীর সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ, ঘনিয়া জামে মসজিদ, গুপটি জামে মসজিদ, বইচাতলী জামে মসজিদ, গুয়াটোবা জামে মসজিদ, আস্টা বাজার জামে মসজিদ, পূর্ব মানুরী বাজার জামে মসজিদ, মধ্য ঘনিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ।[১০৭]

৬ নং গুপটি (পঃ) ইউনিয়ন

হামছাপুর জামে মসজিদ, খাজুরিয়া হাইস্কুল জামে মসজিদ, ষোলদানা মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, গোল যান্ডার শরিফ জামে মসজিদ, দক্ষিন ষোলদানা জামে মসজিদ, মল্লগবাড়ীর জামে মসজিদ, খাজুরিয়া বাজার জামে মসজিদ, দক্ষিণ মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ষোলদানা আমিন ভঁইয়া জামে মসজিদ, হামছাপুর উপর দুল্লা বেপারী জামে মসজিদ, পশ্চিম ষোলাদানা মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম ষোলদানা নোয়া বাড়ীর জামে মসজিদ, হামছাপুর ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, হোগলী গপার বাড়ী জমে মসজিদ, শাহী জামে মসজিদ, উত্তর হোগলী বাড়ী জামে মসজিদ, হোগলী দর্জি বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম আলামিন জামে মসজিদ, আদর্শ জামে মসজিদ-১, আদর্শ জামে মসজিদ-২, আদর্শ জামে মসজিদ-৩, আদর্শ জামে মসজিদ-৪, মাদাতলী জামে মসজিদ-১, মাদাতলী জামে মসজিদ-২, মাদাতলী জামে মসজিদ-৩, মাদাতলী জামে মসজিদ-৪, লাউ তলী জামে মসজিদ-১, পশ্চিম লাউতলী জামে মসজিদ, লাউতলী জামে মসজিদ-২, লাউতলী জামে মসজিদ-৩, লাউ তলী জামে মসজিদ-৪, খাজুরিয়া ভুঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম ষোলদানা ম্যাপের বাড়ী জামে মসজিদ, হুগলী ছারাবাড়ী জামে মসজিদ।[১০৮]

---

[১০৬] প্রাগুক্ত।

[১০৭] প্রাগুক্ত।

[১০৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৭ নং পাইকপাড়া ইউনিয়ন

পাল তালুক জামে মসজিদ, উপাধিক জমাদার বাড়ী জামে মসজিদ, উপাধিক বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, শাশীয়ালী বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, পীর সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ, শাশীয়ালী তালতলী বাড়ী জামে মসজিদ, শাশীয়ালী বায়তুন নূর জামে মসজিদ, বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, শাশীয়ালী জামে মসজিদ, দঃ শাশীয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম ভাওয়াল জামে মসজিদ, কামালপুর জামে মসজিদ, কামালপুর নতুন জামে মসজিদ, দিঘীর পাড় জামে মসজিদ, পশ্চিম ভাওয়াল বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, ভাওয়াল পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, সাদিয়া খালী জামে মসজিদ, কাশারা পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, হাটখোলা বাড়ী জামে মসজিদ, মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, কাশারা পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, রহমানিয়া হাফেজিয়া জামে মসজিদ, পাইকপাড়া বাজার জামে মসজিদ, পাইকপাড়া বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, দক্ষিণ পাইকপাড়া জামে মসজিদ, দাওয়া পাড়া জামে মসজিদ, বিশবন্দ জামে মসজিদ, উত্তর বিশবন্দ জামে মসজিদ, বিশবন্দ কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ বিশবন্দ জামে মসজিদ, দক্ষিণ বিশবন্দ জামে মসজিদ।[১০৯]

৮ নং ইউনিয়ন

ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, গাজীপুর বাজার জামে মসজিদ, খুরুম খালী জামে মসজিদ, গাজীপুর খাসের বাড়ী জামে মসজিদ, তিনার বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, হক মার্কেট পাঞ্জেগানা মসজিদ, উঃ কড়ৈতলী বায়তুল আমান জামে মসজিদ, কড়ৈতলী বাজার জামে মসজিদ, ইচাপুর জামে মসজিদ, পূর্ব ইচাপুর জামে মসজিদ, চৌমুখা জামে মসজিদ, পূর্ব চৌমুখা মুখা বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব দায়চারা জামে মসজিদ, দক্ষিণ দায়চারা জামে মসজিদ, বালিচাটিয়া জামে মসজিদ, পশ্চিম দায়চারা জামে মসজিদ, রিয়াজ উদ্দিন জামে মসজিদ, সাহাপুর বাড়ী জামে মসজিদ, কাড়ৈতলী মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিন কড়ৈতলী ঈগাহ জামে মসজিদ, উত্তর মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ কড়ৈতলী বড় মুন্সী জামে মসজিদ, সাহাপুর কম্পানী বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, আখনবাড়ী জামে মসজিদ, রামদাসের বাগ জামে মসজিদ, জামালপুর বায়তুন নাজাত জামে মসজিদ, কবি রূপসা জামে মসজিদ, খরুম খালী পাঞ্জেগানা মসজিদ, ভোদুর বাড়ী জামে মসজিদ, ভংগেরগাঁও ভার বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ লাউতলী ঈদগাহ জামে মসজিদ, জামালপুর ভাওয়াল বাড়ী জামে মসজিদ।[১১০]

৯ নং গোবিন্দপুর ইউনিয়ন

ফাতেহ আলী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, চিশতিয়া জামে মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, চর মথুরা মৃধা বাড়ী জামে মসজিদ, চর মথুরা চমিদ মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, চর কুমিরা মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ভাটিয়ালপুর জামে মসজিদ, ভাটিয়ালপুর ঈদগাহ জামে মসজিদ, ভাটিয়ালপুর বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, ভাটিয়ালপুর কড়াসাল বাড়ী জামে মসজিদ, ভাটিয়ালপুর মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, রেগো বাড়ী জামে মসজিদ, ধনুয়া চাঁদবাড়ী জামে মসজিদ, আরকাম আলী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, কান্দির মুন্সী

---

[১০৯] প্রাগুক্ত।

[১১০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ী জামে মসজিদ, ধানুয়া সেকান্দার খাঁ জামে মসজিদ, ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, নয়াহাট জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, নয়াহাট বাইতুল আমান জামে মসজিদ, পন্ডিত বাড়ী জামে মসজিদ, চাঁদপুর নূরানী বাড়ী জামে মসজিদ, ধানুয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ, বেগবাড়ী জামে মসজিদ, নদুমিজি বাড়ী জামে মসজিদ, চকিদার বাড়ী জামে মসজিদ, ধানুয়া বাজার জামে মসজিদ, দিঘলদি জামে মসজিদ, বড় বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মিয়াজান বাড়ী জামে মসজিদ, সেকান্দার খাঁ জামে মসজিদ, সোবহান পাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ, তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম সোবহান বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ সোবহান জামে মসজিদ, প্রত্যাশি তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, হরিনা পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ।[১১১]

১০ নং গোবিন্দপুর (দঃ) ইউনিয়ন

উত্তর হাসা বায়তুস সালাম জামে মসজিদ, উত্তর হাসা বড় হুজুর বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর হাসা বায়তুল আমান জামে মসজিদ, উত্তর চর ভাগল বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী আশ্রাফ আলী মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য হাসা পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, আমান উদ্দিন পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, সৈয়দ রেজা জামে মসজিদ, চৌন্না বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব হাসা তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব হাসা বায়তুল ফালাহ্ জামে মসজিদ, দক্ষিণ হাসা বায়তুল ইহতেরাম জামে মসজিদ, উত্তর হাসা খান বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম হাসা ওমর আলী বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী জলীল খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, ছবর আলী বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, আঃ রব শেখ বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম গোবিন্দপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, গোলাম রাজা পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, ভাউরী খাঁন বাড়ী জামে মসজিদ, আমজাদ পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব গোবিন্দপুর মসজিদে ক্বোবা, আহমদ আলী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর চররা গোবরা হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য গোবিন্দপুর বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, কালু বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, রায়ের বাজার জামে মসজিদ, ফকির বাড়ী জামে মসজিদ, রামপুর বাজার দক্ষিণ জামে মসজিদ, রামপুর বাজার উত্তর জামে মসজিদ, পশ্চিম লারুয়া গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম লাড়ুয়া আঃ হামিদ পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, গোবিন্দপুর গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ গোবিন্দপুর গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, লাড়ুয়া বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, হাফিজ আলী মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, গোয়াল ভাউর বাজার জামে মসজিদ, লামচর বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, হাওয়া কান্দি বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, চররা গোবরা জামে মসজিদ, জয়গঞ্জ জামে মসজিদ, গুবার রামপুর আব্দুর রব জামে মসজিদ।[১১২]

১১ নং চরদুঃখিয়াপূর ইউনিয়ন

পূর্ব সন্তোষপুর জামে মসজিদ, পূর্ব সন্তোষপুর মৌলভী আবুবকর সাহেবের বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর সন্তোষপুর জামে মসজিদ, মধ্য সন্তোষপুর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, সন্তোষপুর জমিদার বাড়ী জামে মসজিদ, সন্তোষপুর কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, সন্তোষপুর বেডীর বাজার জামে মসজিদ, সন্তোষপুর ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, আব্বাস আলী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, সন্তোষপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ, পশ্চিম সন্তোষপুর বায়তুল আযম জামে মসজিদ, পশ্চিম সন্তোষপুর সিদ্দিক আলী ভূঞা বাড়ী

[১১১] প্রাগুক্ত।

[১১২] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জামে মসজিদ, সন্তোসপুর মনু গাজী চৌকিদার বাড়ী জামে মসজিদ, সন্তোষপুর আলী পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, সন্তোষপুর পুকুর পাড় আলী পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, সন্তোষপুর করিম মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, সন্তোষপুর বায়তুস সালাম জামে মসজিদ, পশ্চিম এখলাসপুর জামে মসজিদ, পশ্চিম এখলাসপুর একতা বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর আলোনিয়া জামে মসজিদ, পশ্চিম আলোনিয়া মজিবুল হক মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম আলোনিয়া জামে মসজিদ, বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ, আলোনিয়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ আলোনিয়া চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর-পশ্চিম আলোনিয়া জামে মসজিদ, পশ্চিম আলোনিয়া শাহজী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ আলোনিয়া চৌরাস্তা মসজিদ, পশ্চিম আলোনিয়া করিমবক্স জামে মসজিদ, পূর্ব এখলাসপুর লক্ষ্মী জামে মসজিদ, পূর্ব এখলাসপুর রহমত আলী পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজি, পূর্ব আলোনিয়া বায়তুস সালাম জামে মসজিদ, পূর্ব আলোনিয়া জামে মসজিদ, পূর্ব আলোনিয়া বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ, পূর্ব আলোনিয়া পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব এখলাসপুর তুলাতুলসি জামে মসজিদ, মধ্য-পূর্ব আলোনিয়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, সন্তোষ বেপারীর হাট জামে মসজিদ, পশ্চিম সন্তোষপুর পাঞ্জেগানা মসজিদ।[১১৩]

১২ নং চরদুঃখিয়া (পঃ) ইউনিয়ন

পূর্ব লারুয়া ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব লারুয়া ভূঞা পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, হানিফ কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ বিশ কাটাটালী ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ বিশ কাটালী বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ বিশকাটালী চৌমুহনী জামে মসজিদ, পঃ চর দুখিয়া কায়দাবাদ জামে মসজিদ, চর দুঃখিয়া দীঘির পাড়া জামে মসজিদ, বিরামপুর বাজার জামে মসজিদ, লড়াইরচর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, আলীগঞ্জ জামে মসজিদ, দঃ লরাইচর আলমদিনা জামে মসজিদ, চরচন্না হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, লরাইর চর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, আলীগঞ্জ জামে মসজিদ, দঃ লারাইচর মসজিদ বায়তুল্লাহ , পতেহ আলী পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, চরদুখিয়া গম্বুচওয়ালা জামে মসজিদ, চর দুখিয়া জেহেদী জামে মসজিদ, মোঃ আক্তারুজ্জামান জামে মসজিদ, ফরমাল আলী পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিন পশ্চিম বিমকাঠালী জামে মসজিদ, মধ্য বিশ কাঠালি জামে মসজিদ, পূর্ব লারুয়া হামিদ ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, পুর্ব লারুয়া মতিন জামে মসজিদ, পুটিয়া জামে মসজিদ, পিরোজপুর বাজার জামে মসজিদ, ইসলামাবাদ জামে মসজিদ, বৈদ্য বাড়ী জামে মসজিদ, ছফিউল্লা পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম বিশ কাঠালী জামে মসজিদ, পশ্চিম বিশকাঠালী বায়তুল আমান জামে মসজিদ।

১৩ নং চরদুঃখিয়া (উঃ) ইউনিয়ন

পূর্ব সাপুয়া জামে মসজিদ, সাফুয়া মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম সফুয়া জামে মসজিদ, সাফুয়া ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, ভাটিরগাঁও জামে মসজিদ, পূর্ব মীরপুর জামে মসজিদ, পূর্ববড়ালী মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, চর হোগলা জামে মসজিদ, পশ্চিম বড়ালী গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, চতুরা জামে মসজিদ, পূর্ব বড়ালী রহমানিয়া জামে মসজিদ, হাসপাতাল জামে মসজিদ, পূর্ব বড়ালি বড় বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব বড়াল বাড়ী বড়কন্দাজ বাড়ী জামে মসজিদ, রুদ্রগাঁও পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, বড়ালী মদ্দার বাড়ী জামে মসজিদ, নাওগাঁও বাইতুল আমান জামে মসজিদ, চর বসন্ত হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, চর বসন্ত বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ কেরোয়া হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মীরপুর বেপারী

---

[১১৩] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ী জামে মসজিদ, মিরপুর মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, নোয়াগাঁও জামে মসজিদ, ফরিদগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ জামে মসজিদ, কাছিয়ারা পাঠান বাড়ী মসজিদ, উত্তর কাছিয়ারা ঘাট জামে মসজিদ, ফরিদগঞ্জ গুদাড়া ঘাট জামে মসজিদ, ফরিদগঞ্জ মধ্য বাজার জামে মসজিদ, ফরিদগঞ্জ পূর্ব বাজার জামে মসজিদ, দঃ কেরোয়া জামে মসজিদ, কেরোয়া মজিদিয়া জামে মসজিদ, কেরোয়া আলী বক্স জামে মসজিদ, ইব্রহিম বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, আঃ করিম পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য কেরোয়া দারুস সালাম জামে মসজিদ, কেরোয়া বহুমূখী কল্যাণ ট্রাস্ট জামে মসজিদ, ফরিদগঞ্জ রেজিষ্ট্রি অফিস জামে মসজিদ, ফরিদগঞ্জ থানা পরিষদ জামে মসজিদ, ফরিদগঞ্জ অয়াবদা জামে মসজিদ, ফরিদগঞ্জ হাইস্কুল জামে মসজিদ, ফরিদগঞ্জ বটতলী জামে মসজিদ, কাছিয়াড়া মহিলা মাদ্রাসা জামে মসজিদ, ফরিদগঞ্জ থানা জামে মসজিদ।[১১৪]

১৪ নং ফরিদগঞ্জ (দঃ) ইউনিয়ন

গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুল আমান জামে মসজিদ, উঃ রামপুর জামে মসজিদ, বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, কাটাখালী জামে মসজিদ, বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্যপোয়া জামে মসজিদ, মহরম খাঁ জামে মসজিদ, পূর্ব পোয়া জামে মসজিদ, বালী খাঁ জামে মসজিদ, বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, তৈয়্যবিয়া জামে মসজিদ, সুলতানিয়া জামে মসজিদ, ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম গবেদরগাঁ জামে মসজিদ, দঃ চর বড়ালী জামে মসজিদ, পূর্ব পোড়া দীঘির পাড় জামে মসজিদ, পরি জামে মসজিদ, পূর্ব পোড়া ঝিলের পাড় জামে মসজিদ, পোয়া হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, গজারিয়া জামে মসজিদ, দুর্গাপুর পরি বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ হার্ণী জামে মসজিদ, উঃ ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, তুলসী বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, পঃ হার্ণী জামে মসজিদ, আলম বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, মৃধাবাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুল আমান জামে মসজিদ, কেরামতিয়া জামে মসজিদ, কালীর বাড়ী জামে মসজিদ।

১৫ নং রূপসা ইউনিয়ন

রূপসা জামে মসজিদ, রূপসা ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম রূপসা বায়তুন নূর জামে মসজিদ, রূপসা দেওয়ানজী বাড়ী জামে মসজিদ, পঃ রূপসা দিঘীর পাড় জামে মসজিদ, পঃ গাবেদের গাঁ খলিল ভূইয়া জামে মসজিদ, পাড়া গাবেদেরগাঁ আব্দুল মজিদ বাড়ী জামে মসজিদ, পাড়া গোবেদেরগাঁ জামে মসজিদ, বার পাইকা জামে মসজিদ, বার পাইকা বরন্দাজ বাড়ী জামে মসজিদ, বার পাইকা চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, বদরপুর করিম উদ্দিন খলিপা বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম বদরপুর বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, বারপাইকা ফকির বাড়ী জামে মসজিদ, বদরপুর ওমর খান বাড়ী জামে মসজিদ, রুস্তমপুর টোনা হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিন রুস্তমপুর জামে মসজিদ, রুস্তমপুর হাকছি বাড়ী জামে মসজিদ, বাটের হদ হাজী রিয়াজ উদ্দিন বাড়ী মসজিদ, বাটের হদ আলী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, কমল কান্দি জামে মসজিদ, বাটের হদ পালের বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব বদরপুর উজির আলী বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, বদরপুর ইমাম আলী বাড়ী মসজিদ, উঃ বদরপুর পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ বদরপুর নুরানী জামে মসজিদ, মালের ভাংত্তি ওয়াক্তিয়া মসজিদ, পশ্চিম রূপসা পাটোয়ারী বাড়ী মসজিদ, উত্তর গাবেদেরগাঁও মৃধাবাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম ঘোড়াশাল জামে মসজিদ, দক্ষিণ রূপসা করিম উদ্দিন বাড়ী মসজিদ, দক্ষিণ রূপসা জুগির জামে মসজিদ, ঘোড়াশাল হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ রূপসা জীবন পাটোয়ারী জামে মসজিদ, ঘোড়াশাল গাউসুল আজম জামে মসজিদ, ঘোড়াশাল পাঁচ কড়া জামে মসজিদ,

---

[১১৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোড়াশাল বড় বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম রূপসা মৌঃ সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম রূপসা ওজী বাড়ী জামে মসজিদ, গাবেদেরগাঁও ওয়াক্‌তিয়া মসজিদ, পূর্ব গাবেদেরগাঁও ভোট স্কুল জামে মসজিদ, পশ্চিম রূপসা সরদার বাড়ী জামে মসজিদ, রুস্তমপুর আদ্দেন বাড়ী জামে মসজিদ, বাটের হদ বক্‌শী বাড়ী জামে মসজিদ।[১১৫]

মতলব উপজেলা

১ নং ছেংগারচর ইউনিয়ন

পশ্চিম শিকিরচর জামে মসজিদ, পূর্ব শিকিরচর বড় বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব শিকিরচর জামে মসজিদ, পূর্ব শিকিরচর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, উত্তর্র শিকির পুর জামে মসজিদ, বার আনী সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, বার আনী উত্তর পাড়া পাঞ্জেগানা জামে মসজিদ, বালুচর জামে মসজিদ, বালুচর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, ছেংগারচর বাজার উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদ, ছেংগারচর তরকারী বাজার জামে মসজিদ, দরজী বাজার ইউপি পাঞ্জেগানা মসজিদ, ইমাম ময়দান নুরীয়া জামে মসজিদ,আধরভিটি দরজী বাড়ী জামে মসজিদ, আধরভিটি কাজীবাড়ী জামে মসজিদ, আধরভিটি লস্কর বাড়ী জামে মসজিদ, হোসাইনীয়াবাদ পাঞ্জেগানা মসজিদ, (দঃ) ছেংগারচর প্রঃ বাড়ী জামে মসজিদ, ছেংগারচর মেহের আলী সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, আধরভিডি সরঃ বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ আধরভিডি বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, আধরভিডি সুন্নত বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, বালাইকার কান্দি জামে মসজিদ, ঠাকুরচর খান বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ ঠাকুর চর মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, সেয়ালকান্দি জামে মসজিদ, মালাইকান্দি জামে মসজিদ, ওটার চর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ওটারচর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ ওটারচর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব দুলাল কান্দি জামে মসজিদ, দুলাল কান্দি জামে মসজিদ, তালতলী বায়তুল আমান জামে মসজিদ, তালতলী সরদার বাড়ী জামে মসজিদ, তালতলী বড় বাড়ী জামে মসজিদ, ঘনিয়ার পার জামে মসজিদ, উত্তর দেওয়ান কান্দি শাহী জামে মসজিদ, দেওয়ানজী কান্দি শাহী জামে মসজিদ, দঃ জীবনগাও জামে মসজিদ, পশ্চিম জীবনগাঁও জামে মসজিদ, জীবনগাঁও বায়তুল আমান জামে মসজিদ, পাঁচগাছিয়া ফকির বাড়ী জামে মসজিদ, পাঁচগাছিয়া মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ পাঁচগাছিয়া জামে মসজিদ, পাঁচগাছিয়া বাইতুল জান্নাত জামে মসজিদ, পইয়া খালা জামে মসজিদ, টেঙ্গুর ভিটি জামে মসজিদ, বাগবাড়ী জামে মসজিদ, রুহিতার পাড় প্রঃ বাড়ী জামে মসজিদ, রুহিতার পাড় পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, রুহিতার পাড় দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, রুহিতার পাড় দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, রুহিতার পাড় ছোট মারাঠা জামে মসজিদ, রুহিতার পাড় দুলালপুর জামে মসজিদ, বড় মরাদোন মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ মরাদোন পাঞ্জেগানা মসজিদ, বড় মরাদোন সরঃ বাড়ী জামে মসজিদ, বড় মরাদোন সরকার বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, বড় মরদোন ঝিনাইয়া জামে মসজিদ, ছোট ঝিনাইয়া জামে মসজিদ।[১১৬]

২ নং ষাটনল ইউনিয়ন

ইমামপুর আজিবদ্দিন প্রঃ মসজিদ, বাড়ী ভাঙ্গা বায়তুন নুর জামে মসজিদ, মধ্যবাড়ী ভাঙ্গা জামে মসজিদ, হাইদর আলী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ছেঙ্গার চর ফরাজী বাড়ী জামে মসজিদ, ইমামপুর মানিকের কান্দি জামে মসজিদ, ইমামপুর স্কুল মসজিদ, ইমামপুর উত্তর পাড়া মসজিদ, মধ্যকালীপুর মসজিদ,

---

[১১৫] প্রাগুক্ত।

[১১৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ কালীপুর দেওয়ান বাড়ী মসজিদ, কালীপুর উত্তর ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, কালীপুর ওয়াবদা মসজিদ, কালীপুর চৌধুরী বাড়ী মসজিদ কালীপুর বাজার মসজিদ, পূর্ব লালপুর বেপারী বাড়ী মসজিদ, পূর্ব লালপুর সরকার বাড়ী মসজিদ, পূর্ব লালপুর দক্ষিণ পাড়া মসজিদ, পশ্চিম লালপুর মসজিদ পশ্চিম লালপুর উত্তর পাড়া মসজিদ, দক্ষিন বাড়ী ভাঙ্গা মসজিদ কেশর কান্দি জামে মসজিদ, কেশর কান্দি দক্ষিণ পাড়া মসজিদ, কেশার কান্দি উত্তর পাড়া মসজিদ, ঢালী কান্দি জামে মসজিদ, সুগন্ধিপ জামে মসজিদ, সুগন্ধি পূর্ব জামে মসজিদ-১, সুগন্ধি পাঞ্জেগানা মসজিদ, সুগন্ধি উত্তর জামে মসজিদ, সুগন্ধি দক্ষিণ জামে মসজিদ, সুগন্ধি পূর্ব মসজিদ-২, সুগন্ধি পশ্চিম জামে মসজিদ, বাহাদুরপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, বাহাদুরপুর উঃ পাড়া জামে মসজিদ, সাটাকী জামে মসজিদ, সটাকী বাজার জামে মসজিদ, সটাকী সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুল মোহাম্মদীয়া জামে মসজিদ, উত্তর ছেঙ্গারচর সরকারবাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর ছেঙ্গার চর জামে মসজিদ, বায়তুস সালাম জামে মসজিদ।[১১৭]

৩ নং বাগানবাড়ী ইউনিয়ন

ইছাখালী জামে মসজিদ, গালেম খান বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, গালেম খান বাংলা বাজার জামে মসজিদ, তালতলা খলিফা বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ মান্দার তলী জামে মসজিদ, বালুয়া কান্দি জামে মসজিদ, উত্তর মান্দার তলী জামে মসজিদ, দক্ষিণ মান্দারতলী মাঝ কান্দি জামে মসজিদ, ধনাগোদা খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, ইছাখালী ফেরদৌস জামে মসজিদ, রায়ের কান্দি জামে মসজিদ, মিয়ার বাজার জামে মসজিদ, তালতলী সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য মান্দারতলী জামে মসজিদ, উত্তর নবীপুর জামে মসজিদ, খাগরিয়া উত্তর সিন্দি জামে মসজিদ, মধ্যপাড়া খাগরিয়া জামে মসজিদ, খাগরিয়া বায়তুস সালাম জামে মসজিদ, মরুর কান্দী বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, উত্তর সীমালার মান্দারতলী জামে মসজিদ, নয়াকান্দী সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, নয়াকান্দি জামে মসজিদ, দঃ খাগরিয়া জামে মসজিদ, বড় কিনা চক দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, বড়কিনা চক জামে মসজিদ, দঃ ছোট কিনা চক জামে মসজিদ, মৌটুপি উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, মৌটুপি ওসমান ইবনে আফফান জামে মসজিদ, ধনাগোদা আল ফালাহ্ জামে মসজিদ, হালীম খাঁ সরকারবাড়ী জামে মসজিদ, বাগলবাড়ী হাই স্কুল জামে মসজিদ, বরুরকান্দি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ রায়ের কান্দি জামে মসজিদ, দক্ষিণ নবীপুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ নবীপুর ফকির বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর হালিম খাঁ জামে মসজিদ, দঃ তালতলা বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, খন্দকার কান্দি সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, সরকার কান্দি মাদ্রাসা জামে মসজিদ, মৌসুমী সিকদার বাড়ী জামে মসজিদ, ছোট কিনা চক উত্তর পাঞ্জেগানা মসজিদ, পশ্চিম জাপানিয়া জামে মসজিদ, জাপানিয়া দক্ষিণ পাড়া হাইস্কুল জামে মসজিদ, জাপানিয়া মিজিবাড়ী জামে মসজিদ।[১১৮]

৪ নং সাদুল্লাপুর ইউনিয়ন

দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, সাদুল্লাপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, সাদুল্লাপুর পাঞ্জেগানা মসজিদ, বদরপুর মাদ্রামা জামে মসজিদ, বদরপুর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, হযরত সোলাইমান জামে মসজিদ, বেলতলী বাজার জামে মসজিদ, উত্তর আমিরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ,

---

[১১৭] প্রাগুক্ত।

[১১৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আমিরাপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, আমিরাপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, বাদল কান্দি জামে মসজিদ, বাদল কান্দি পোড়া জামে মসজিদ, মুস্তফাপুর জামে মসজিদ, কুমার দোল জামে মসজিদ, গাজীর গাছ খলা জামে মসজিদ-১, গাজীর গাছ খলা জামে মসজিদ-২, পুদুয়ার পাড়া জামে মসজিদ, যাঠান পাড়া জামে মসজিদ, সুরাইর কান্দি জামে মসজিদ, পশ্চিম পুটিয়ার পাড় জামে মসজিদ, পুটিয়ার পাড় জামে মসজিদ, চান্দ্রার কান্দি জামে মসজিদ, চান্দ্রার কান্দি শাহী জামে মসজিদ, চান্দ্রার কান্দি জামে মসজিদ, ওয়াবদা কলনী জামে মসজিদ, জামালপুর পাড়া জামে মসজিদ, জামালপুর জামে মসজিদ, উত্তর মুজিবকান্দি জামে মসজিদ, গোপাল কান্দি জামে মসজিদ-১, গোপাল কান্দি জামে মসজি-২, উত্তর মুজির কান্দি জামে মসজিদ, মুজির কান্দির জামে মসজিদ-১, পূর্ব পরিয়ার পাড় জামে মসজিদ, দক্ষিণ মুজির কান্দি জামে মসজিদ, মুজির কান্দি জামে মসজিদ-২, সামনগর জামে মসজিদ, পুটিয়ার পাড় জামে মসজিদ।[১১৯]

৫ নং দুর্গাপুর ইউনিয়ন

দূর্গাপুর বাজার জামে মসজিদ, নুরসিংহপুর জামে মসজিদ, পশ্চিম দূর্গাপুর হায়দার বাড়ী জামে মসজিদ, আকন্দ বাজার জামে মসজিদ, ছোট দূর্গাপুর আলী বাড়ীর জামে মসজিদ, পশ্চিম দূর্গাপুর কাজীবাড়ী জামে মসজিদ, আনারপুর জামে মসজিদ, নিশ্চিন্তপুর বড় বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য নিশ্চিন্তপুর জামে মসজিদ, পাড়ারের চক জামে মসজিদ, উত্তর নিশিন্তপুর জামে মসজিদ, মিঠুর কান্দি সরকারবাড়ী জামে মসজিদ, নওদোনা জামে মসজিদ, ব্রাহ্মনচক উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, ব্রাহ্মনচক মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, ব্রাহ্মনচক দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ভাইগার চক জামে মসজিদ, আবুর কান্দি পূর্ব-পশ্চিম পাড়া মসজিদ, মধ্য লবাইর কান্দি বাজার মসজিদ, লবাইর কান্দি দক্ষিণ ভূঁইয়া বাড়ী মসজিদ, লবইর কান্দি বাজার জামে মসজিদ, লবাইর কান্দি উত্তর ভূঁইয়া বাড়ী মসজিদ, শিকারী কান্দি স্কুল মসজিদ, শিকারী কান্দি পূর্ব পাড়া মসজিদ, ব্রাহ্মনচক উত্তর সীমা মসজিদ, রাজুর কান্দি মধ্য পাড়া মসজিদ, খাগকান্দা উত্তর পাড়া মসজিদ,,বৈদ্যনাথাপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, খাগকান্দি শিল পাড়া জামে মসজিদ, আলিপুর পূর্বকান্দি জামে মসজিদ, বৈদ্যনাথপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, অলিপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, সোনাইর কান্দি জামে মসজিদ, মনুয়ার কান্দি জামে মসজিদ, পশ্চিম কলস ভাঙ্গা জামে মসজিদ, পূর্ব কলস ভাঙ্গা জামে মসজিদ, গাশিরচর জামে মসজিদ, মমরুজকান্দি দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, মমরুজকান্দি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, সুজাতপুর বাজার মসজিদ, দক্ষিণ মুন্সী কান্দি জামে মসজিদ, পাঠানচক মসজিদ, রাজুর কান্দি পশ্চিম পাড়া মসজিদ, বদর কান্দি জামে মসজিদ, উত্তর কান্দি জামে মসজিদ, রাজুর কান্দি পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, মালত সাং পাড় দূর্গাপুর জামে মসজিদ।[১২০]

৬ নং কলাকান্দা ইউনিয়ন

নয়াকান্দি শিকিরচর জামে মসজিদ, বারআনী দক্ষিণ জামে মসজিদ, জোরখালী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, পশ্চিম জোরখালী আচলী জামে মসজিদ জোরখালী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, দশআনী কাওয়ার চর জামে মসজিদ, দশআনী বাজার জামে মসজিদ, দশআনী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, দশআনী দক্ষিণ পাড়া খান বাড়ী জামে মসজিদ, দশআনী পাঞ্জেগানা মসজিদ, পক্ষিম হানির পাড় জামে

---

১১৯ প্রাগুক্ত।

১২০ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ, হানির পাড় হাপাতাল জামে মসজিদ, মিলার চর দঃ পাড়া জামে মসজিদ, মিলার চর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, মিলার চর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, হানির পাড় ফকির বাড়ী জামে মসজিদ, হানির পাড় নতুন জামে মসজিদ, কলাকান্দা নতুন জামে মসজিদ, কলাকান্দা আফজাল উদ্দিন সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, কলাকান্দা পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, কলাকান্দা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, কলাকান্দা মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, কলাকান্দা মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, কলাকান্দা মাদ্রাসা জামে মসজিদ, কালাকান্দা ঈদগাহ জামে মসজিদ, কলাকান্দা বাচ্ছু সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, পাললগিদ জামে মসজিদ, ঠাকুরচর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, সাতানী জামে মসজিদ, লতুদী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, লতুদী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, বাহেরচর পাঁচানী সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, ডুবগী পাঁচানী সরকার জামে মসজিদ, গজরা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, গজরা পূরা পাড়া জামে মসজিদ, হানির পাড় পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ।[১২১]

৭ নং মোহনপুর ইউনিয়ন

মুচাফর বায়তুল আসা জামে মসজিদ, মুচাফর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, মুচাফর দারুস সালাম সালাম জামে মসজিদ, মুচাফর উত্তর কান্দি জামে মসজিদ, মুচাফর দুপরিয়া কান্দি জামে মসজিদ, মুচাফর পাইক বাড়ী জামে মসজিদ, মুচাফর দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ,মুচাফর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, মুচাফর বাজার জামে মসজিদ, মোহনপুর গ্রাম জামে মসজিদ, কুমার খোলা জামে মসজিদ, কুমার খোলা মৃধা বাড়ী জামে মসজিদ, মোহনপুর মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, কুমার খোলা আলাউদ্দিন প্রধান জামে মসজিদ, মোহনপুর কমল শাহ মসজিদ, মোহনপুর গাজীবাড়ী জামে মসজিদ, মোহনপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, মোহনপুর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, মোহনপুর বায়তুল ইজ্জত জামে মসজিদ, মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয় মসজিদ, মোহনপুর তপদার বাড়ী জামে মসজিদ, মোহনপুর কেবাতুল জামে মসজিদ, ফতুয়া কান্দি জামে মসজিদ, ফতুয়া কান্দি দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ কামালদি সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, মাথাভাংগা বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব কামালদি মাথাভাংগা মসজিদ, কামালদি মাথাভাংগা মিজি বাড়ী মসজিদ, আইবাদী মাথাভাংগা চেয়ারম্যান বাড়ী জামে মসজিদ, আইবাদী খান বাড়ী জামে মসজিদ, বালুরচর মাথাভাংগা জামে মসজিদ, উত্তর পাঁচানী সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, পাঁচানী মিয়াবাড়ী মসজিদ, পাঁচানী মাজার জামে মসজিদ, পাঁচানী দেওয়ানকান্দি জামে মসজিদ, মোহনপুর জিলানী নগর জামে মসজিদ, পশ্চিম কামালদী সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম কামালদী লতিফ সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, কালীগঞ্জ মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, চর মুগন্দী সুরুজ মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, চর ওমর গোলাম রসুল মেম্বার বাড়ী জামে মসজিদ, চর ওমর মোখলেসুর রহমান জামে মসজিদ, বাহার চর মিয়াজুল হক মেম্বার বাড়ী জামে মসজিদ।[১২২]

৮ নং এখলাছপুর ইউনিয়ন

নয়ানগর জামে মসজিদ, হাশিমপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, হাশিমপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, পূর্ব হাশিমপুর জামে মসজিদ, এখলাছপুর ওয়াবদা জামে মসজিদ, নেতাকান্দি জামে মসজিদ, এখলাছপুর জামে মসজিদ, এখলাছপুর মিয়াজিবাড়ী জামে মসজিদ, এখলাছপুর ডালি বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম

---

[১২১] প্রাগুক্ত।

[১২২] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এখলাছপুর জামে মসজিদ, পশ্চিম এখলাছপুর মাদ্রাসা জামে মসজিদ, এখলাছপুর সিকদারবাড়ী জামে মসজিদ, কালিগাছতলা জামে মসজিদ।[১২৩]

৯ নং জহিরাবাদ ইউনিয়ন

পূর্ব সাঙ্কিভাঙ্গা জামে মসজিদ, জয়পুর জামে মসজিদ, রামের বাজার জামে মসজিদ, জহিরাবাদ জামে মসজিদ, বড়িকান্দি জামে মসজিদ, দক্ষিণ মাথা ভাঙ্গা জামে মসজিদ, পূর্ব মাথাভাঙ্গা জামে মসজিদ, নেদামদী মাথাভাঙ্গা জামে মসজিদ, নেদামদী জামে মসজিদ, মধ্য নেদামদী পাঞ্জেগানা মসজিদ, দক্ষিণ নেদামদী জামে মসজিদ, সারে পাঁচআনী জামে মসজিদ, সাড়ে পাঁচআনী মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, সাড়ে পাঁচআনী উত্তর জামে মসজিদ।[১২৪]

১০ নং পূর্ব ফতেহপুর ইউনিয়ন

ওয়াবদা জামে মসজিদ, ব্যাপারী বাড়ী জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ-১, খানবাড়ী জামে মসজিদ, দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ-২, সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ-৩, দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, সাহেব বাজার জামে মসজিদ, মীরা বাজার জামে মসজিদ, কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল হাসান জামে মসজিদ, বার হাতিয়া জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ-৪, ইমাম মেহেদী জামে মসজিদ, হোসেন সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ, প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, হাইস্কুল মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, পাটেয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, মিজিবাড়ী জামে মসজিদ, এবতেদায়ী জামে মসজিদ, লুধুয়া বাজার জামে মসজিদ, বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, খাঁন বাড়ী জামে মসজিদ, মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, মৃধা বাড়ী জামে মসজিদ, ছধুকা বাড়ী জামে মসজিদ, লুধুয়া চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ।[১২৫]

১১ নং ফতেহপুর (পঃ) ইউনিয়ন

দক্ষিণ গাজীপুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ গাজীপুর সরকারী প্রাথমিক জামে মসজিদ, দক্ষিণ গাজীপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, উত্তর গাজীপুর জামে মসজিদ, উদ্দমদী পাম্প হাউস জামে মসজিদ, উত্তর গাজী পুর জামে মসজিদ, মান্দারতলী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, মান্দারতলী মোজাদ্দেদিয়া হাই স্কুল জামে মসজিদ, উঃ মান্দারতলী কাজিকান্দি জামে মসজিদ, উত্তর মান্দারতলী আবেদালী প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, দিঘলী পাড় জামে মসজিদ, দিঘলী পাড় পশ্চিম কান্দি জামে মসজিদ, নাউরী হাইস্কুল মসজিদ, নাউরী বাজার জামে মসজিদ, উত্তর নাউরী জামে মসজিদ, উত্তর নাউরী সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম নাউরী জামে মসজিদ, পশ্চিম নাউরী খানবাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম নাউরী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, কোলা কান্দি জামে মসজিদ, কোলাকান্দি ডালিবাড়ী জামে মসজিদ, কোলাকান্দি খান বাড়ী জামে মসজিদ, কোলাকান্দি মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ আম্মুয়া কান্দি জামে মসজিদ, আম্মুয়াকান্দি

---

[১২৩] প্রাগুক্ত।

[১২৪] প্রাগুক্ত।

[১২৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জামে মসজিদ, টরকী ভিডি লতবদী জামে মসজিদ, টরকী কান্দা জামে মসজিদ, গজরা বাজার জামে মসজিদ, কাশিমনগর জামে মসজিদ, বারীকান্দি জামে মসজিদ, বারীকান্দি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, গোয়াল ভাওর সরঃ বাড়ী জামে মসজিদ, গোয়াল ভাওর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, গোয়াল ভাওর পশ্চিম পাড়া প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, বাংলাবাজার জামে মসজিদ, উঃ চর গাজীপুর জামে মসজিদ, নবুরকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জামে মসজিদ, নবুরকান্দি উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ নাউরী জামে মসজিদ, কৃষ্ণপুর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মসজিদ, কৃষ্ণপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, রাড়ী কান্দি পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, রাড়ী কান্দি মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, টরকী ওয়াজ দারুস সালাম জামে মসজিদ, পশ্চিম রায়েরদিয়া জামে মসজিদ, মান্দারতলী মহিলা মাদ্রাসা জামে মসজিদ।[১২৬]

১২ নং ফরাজীকান্দি ইউনিয়ন

আমিনপুর জামে মসজিদ, ইসলামিয়া মার্কেট রামদাসপুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ সরদার কান্দি জামে মসজিদ, পশ্চিম আমিনপুর জামে মসজিদ, আমিনপুর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, বড় হলদিয়া প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, হযরত আবুবকর জামে মসজিদ, দক্ষিণ পশ্চিম কান্দি জামে মসজিদ বড়হলদিয়া, বড় হলদিয়া পূর্ব-দক্ষিণ জামে মসজিদ, কাজীকান্দি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, পূর্ব রামদাসপুর জামে মসজিদ, ফরাজিকান্দি মাদ্রাসা জামে মসজিদ, ফরাজিকান্দি প্রফেসর মসজিদ, দররামদাসপুর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য হাজিপুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ-পশ্চিম রামপুর জামে মসজিদ, পশ্চিম রামপুর জামে মসজিদ, চর পুটিয়া জামে মসজিদ, আমিরাবাদ জামে মসজিদ, কাচারী কান্দি জামে মসজিদ, রামপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, বালুরচর মসজিদ, বালুরচর জামে মসজিদ, চর মাছুরা জামে মসজিদ, দক্ষিণ চর মাছুরা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ মাছুরা জামে মসজিদ, পূর্ব নয়া কান্দি জামে মসজিদ, উত্তর উদ্দর্মি জামে মসজিদ, উদ্দর্মি জামে মসজিদ, ছোট হলদি পূর্ব বাবুল জামে মসজিদ, উত্তর উদ্দর্মি জামে মসজিদ, ভাসান চর জামে মসজিদ, ছোট হলদিয়া পুরান মসজিদ, বাইতুন নূর সরকার কান্দি জামে মসজিদ, উত্তর হাজীপুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ হাজীপুর জামে মসজিদ, দঃ মাইজকান্দি মসজিদ, ফরাজিকান্দি জামে মসজিদ, মোনার পাড়া জামে মসজিদ, পূর্ব মোনার পাড়া মসজিদ, ছোট হলদিয়া মসজিদ, ফরাজিকান্দি মসজিদ, মীনাকান্দি মসজিদ, শাখারী পাড়া মসজিদ, নয়াকান্দি জামে মসজিদ, রামপুর মসজিদ, আমিনপুর জামে মসজিদ, রামদাসপুর জামে মসজিদ, নিশান খোলা জামে মসজিদ, মহর্ষি মায়া জামে মসজিদ।[১২৭]

১৩ নং মতলব (উঃ) ইউনিয়ন

পশ্চিম বাইশপুর জামে মসজিদ, বাইতুল আমান জামে মসজিদ, ফেরীঘাট মসজিদ ওয়াপদা, থানা পরিষদ মসজিদ, মতলব শাহী জামে মসজিদ, মতলব হাইস্কুল জামে মসজিদ-২, মতলব হাইস্কুল জামে মসজিদ-২, চরমুকুন্দি আল-আমিন জামে মসজিদ, নিলবাড়ী মদিনা জামে মসজিদ, কদমতলী জামে মসজিদ, পশ্চিম কদম তলী জামে মসজিদ, পশ্চিম চর মুকুন্দি জামে মসজিদ, নীল মনী জামে মসজিদ, চরণী হেকমী জামে মসজিদ, চর পাতিলিয়া জামে মসজিদ, উদ্দমদী বাইতুল জামে মসজিদ, উদ্দমদী বাইতুন নূর জামে মসজিদ-১, পারেণবাড়ী জামে মসজিদ, উদ্দমদী বাইতুল নুর জামে মসজিদ-২,

---

[১২৬] প্রাগুক্ত।

[১২৭] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দমদী বাজার জামে মসজিদ, আলগী মুকুন্দী জামে মসজিদ, ওয়াপদা জামে মসজিদ, নবকলস জামে মসজিদ, নবকলস আক্কাছ প্রধানিয়া বাড়ী মসজিদ, দারুল ইসলাম আদর্শ জামে মসজিদ, কলাদি নূরাণী জামে মসজিদ, উদ্দমদী বাইতুল আজম জামে মসজিদ, মতলব ডিগ্রী কলেজ জামে মসজিদ, মতলব নিউ হোষ্টেল জামে মসজিদ, মতলব থানা পরিষদ জামে মসজিদ, দক্ষিণ কালাদী বাইতুল আকছা মসজিদ, মতলব এলেম গুড় মসজিদ, মতলব সরকারী হাসপাতাল জামে মসজিদ, মতলব পূর্ব কলাদী জামে মসজিদ, দশ পাড়া মাষ্টার বাড়ী মসজিদ, ভাঙ্গার পাড় সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর বাবুর পাড়া জামে মসজিদ, উত্তর পেইদ পাড়া আমিন বাড়ী মসজিদ, মধ্য পেইদ পাড়া জামে মসজিদ, দগরপুর নুরানী জামে মসজিদ, উত্তর বাইশপুর জামে মসজিদ, উত্তর বাইশপুর বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, উত্তর বাইশপুর দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ বাইশপুর জামে মসজিদ, দগরপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, দগরপুর জামে মসজিদ, ধনারপাড় মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ধনার পাড় দারুল ইসলাম জামে মসজিদ, ধনারপাড় পুরান বাইতুল জামে মসজিদ, দগরপুর পুরান জামে মসজিদ, পেইদপাড়া পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, বাবুর পাড়া মিজি বাড়ী জামে মসজিদ।[১২৮]

১৪ নং মতলব (দঃ) ইউনিয়ন

দক্ষিণ-পূর্ব দিঘলদী জামে মসজিদ, দক্ষিণ দিঘলদী তমজিউদ্দিন বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ বালুয়া বাইতুল নুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ দিঘলদী মধ্যবাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ দিঘলদি পাঁচকুড়ী হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মুন্সীর হাট জামে মসজিদ, হাজী আমজাদ আলী জামে মসজিদ, দিঘলদী শরীফ উল্লাহাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মোবারকদি বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, আড়ং বাজার জামে মসজিদ, কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর দিঘলদী মল্লিক বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর দিঘলদী ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল আমান জামে মসজিদ, বরদিয়া পাঞ্জেগানা মসজিদ, শীলমন্দি সরকার বাড়ী মসজিদ, শোভন বাদী জামে মসজিদ, সুন্দরদী ঈদগাহ জামে মসজিদ, ঢাকিরগাঁও রবিউল হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, রিয়াজুল জান্নাত করাহারা মসজিদ, ঢাকিরগাঁও মধ্য বাড়ী জামে মসজিদ, আলী আকবর ফকির বাড়ী জামে মসজিদ, গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য দিঘলদী ফকির বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ নলুয়া হাজী আকবর আলী জামে মসজিদ, নাল বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ নলুয়া গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর নলুয়া জুনাব আলী প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ নলুয়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ, মসজিদে বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, দুরগাঁও জামে মসজিদ, উত্তর নলুয়া বাইতুল জামে মসজিদ, উত্তর দিঘলদি জোড়পুর শরাফত জামে মসজিদ, আউলিয়া বাজার পাঞ্জেগানা মসজিদ, দক্ষিণ বলুয়া বাইতুন নূর জামে মসজিদ।[১২৯]

১৫ নং মতলব (উঃ) ইসলামাবাদ ইউনিয়ন

পশ্চিম ইসলামাবাদ জামে মসজিদ, সজাবত আলী মাষ্টার বাড়ী শাহী মসজিদ, মুন্সিবাড়ী মাদ্রাসা মসজিদ, উত্তরা জামে মসজিদ, বাইতুল আমিন জামে মসজিদ, আফছারিয়া জামে মসজিদ, হাজী ইউনুছ প্রধানিয়া জামে মসজিদ, কাদের প্রধানিয়া জামে মসজিদ, সুজাতপুর স্কুল মসজিদ, মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, খায়গো বাড়ী জামে মসজিদ, নন্দলাল পুর বাজার জামে মসজিদ, সরকার

---

[১২৮] প্রাগুক্ত।

[১২৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ী জামে মসজিদ, নতুন বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল আমান জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, বৈদ্য বাড়ী জমে মসজিদ, মোঃ ছুফি প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, কাজীমালী মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, কালাই হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, সবুধ উল্লা হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মাদ্রাসা জামে মসজিদ, মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, সানাউল্লা পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, দর্জি বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম সুজাত পুর জামে মসজিদ।[১৩০]

১৬ নং সুলতানাবাদ ইউনিয়ন

গোড়াইর কান্দি জামে মসজিদ, ফরিদকান্দি জামে মসজিদ, নয়াকান্দি জামে মসজিদ, দাসের বাজার জামে মসজিদ, বায়তুন নূর জামে মসজিদ, দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম হাতিঘাটা জামে মসজিদ, রাজামন প্রধানীয়া বাড়ী জামে মসজিদ, জিন নুরাইন জামে মসজিদ, হাতিঘাটা সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, মিরাজ মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, আতাউল্লাহ বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, আলিমুদ্দিন বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর তাতুয়া জামে মসজিদ, চর পাথালিয়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ তাতুয়া জামে মসজিদ, উত্তর আম্মা কান্দা জামে মসজিদ, দক্ষিণ আম্মা কান্দা জামে মসজিদ, কাদির ব্যাপারী বাড়ী জামে মসজিদ, মুজাফ্ফর মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ,, ফকির বাড়ী জামে মসজিদ, কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক্তার বাড়ী জামে মসজিদ, বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, ছোট লক্ষ্মীপুর জামে মসজিদ, বড় লক্ষ্মীপুর জামে মসজিদ, আমজাদ প্রধান বাড়ী জামে মসজিদ, মেম্বার বাড়ী জামে মসজিদ, মৃধাবাড়ী জামে মসজিদ, নতুন কান্দি জামে মসজিদ।[১৩১]

১৭ নং নায়েরগাঁও (উঃ) ইউনিয়ন

দক্ষিণ বারগাঁও জামে মসজিদ, উত্তর বারগাঁও পাঞ্জেগানা মসজিদ, উত্তর বারগাঁও স্কুল জামে মসজিদ, উত্তর বায়তুল আমান জামে মসজিদ, প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ লাক জামে মসজিদ, লাকশিবপুর জামে মসজিদ, নুরীয়া জামে মসজিদ, তুষপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, তুষপুর স্কুল জামে মসজিদ, ঘোনা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ঘোনা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, ঘোনা পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, ঘোনা খান বাড়ী জামে মসজিদ, ঘোনা দিঘীর পাড় জামে মসজিদ, বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, বাজার জামে মসজিদ, ষোলদাম জামে মসজিদ, প্রধানীয়া বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, মাদ্রাসা জামে মসজিদ, পেয়ারী খোলা জামে মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, হাসপাতাল জামে মসজিদ, হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, চর সিসিন্দা জামে মসজিদ, বকচর নতুন জামে মসজিদ।[১৩২]

---

[১৩০] প্রাগুক্ত।

[১৩১] প্রাগুক্ত।

[১৩২] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৮ নং নায়েরগাঁও (দঃ) ইউনিয়ন

পাঁচঘরিয়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ খিদিরপুর জামে মসজিদ, পশ্চিম খিদিরপুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ আধারা জামে মসজিদ, উত্তর খিদিরপুর মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ, কাজীয়ারা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, উত্তর কাজীয়ারা জামে মসজিদ, কাজীয়ারা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, কালিয়াইশ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, কালিয়াইশ মাদ্রাসা মসজিদ, ঘোড়াধারী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঘোড়াধারী শাহ জামে মসজিদ, আশ্বিনপুর পাটোয়ারীবাড়ী জামে মসজিদ, আশ্বিনপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, কালিআইশ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, নায়েরগাঁও বাজার জামে মসজিদ, নায়েরগাঁও হাসপাতাল সংলগ্ন জামে মসজিদ, নায়েরগাঁও উত্তর বাজার জামে মসজিদ, পাঠান ২নং জামে মসজিদ, খর্গপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, খর্গপুর মাদ্রাসা জামে মসজিদ, খর্গপুর জামে মসজিদ, আশ্বিনপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, খর্গপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, কাজীয়ারা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ, কাজীয়ারা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, দিঘির পাড় জামে মসজিদ, তাঁতখাগ জামে মসজিদ, শাহাপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, শাহাপুর বাজার জামে মসজিদ, শাহাপুর জামে মসজিদ, চৌসাই পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, হরিয়ান মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, হরিয়ান বায়তুল আমান জামে মসজিদ, পশ্চিম কালিয়াইশ জামে মসজিদ।[১৩৩]

১৯ নং নারায়ণপুর ইউনিয়ন

ডাটিকারা জামে মসজিদ, নারায়ণপুর বাজার জামে মসজিদ, শরাপাত খান বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব সারপাড় জামে মসজিদ, উত্তর বাড়িগাঁও শাহী জামে মসজিদ, পূর্ব বাড়িগাঁও বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, বাড়িগাঁও নাদিম খাঁ দীঘির পাড় জামে মসজিদ, দক্ষিণ বাড়িগাঁও মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, চাপাতলী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, চাপাতলী পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, চাপাতলী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, চর পায়ালী পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, চর পয়ালী জাফরখান বাড়ী জামে মসজিদ, চর পয়ালী মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, চর পয়ালী বাজার জামে মসজিদ, লেকেটা জামে মসজিদ, পায়ালী বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, পায়ালী মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, বাগিচাপুর জামে মসজিদ, মনিগাঁও মাদ্রাসা জামে মসজিদ, মানিগাঁও প্রধান বাড়ী জামে মসজিদ, গাবুয়া প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, গাবুয়া নূরানী পাটোয়ারী জামে মসজিদ, চিরাইয়ু জামে মসজিদ, চাপাতিয়া বন্দে আলী প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, চাপাতিয়া সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, চাপাতিয়া পূর্বপাড়া খান বাড়ী জামে মসজিদ, রসুলপুর বায়তুন নূর জামে মসজিদ-১, রসুলপুর বায়তুন নূর জামে মসজিদ-২, রসুলপুর পূর্ব পাড়া বায়তুস সালাম জামে মসজিদ, রসুলপুর উত্তর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্বপাড়া বায়তুস সালেহ জামে মসজিদ, লক্ষ্মীপুর মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ, গোবিন্দপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, গোবিন্দপুর মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ, গোবিন্দপুর পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, চারটভাঙ্গা বাজার জামে মসজিদ, চারট ভাঙ্গা বাজার পাঞ্জেগানা মসজিদ, কালিকাপুর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, কালিকাপুর মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, কালিকাপুর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, কালিকাপুর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, কালিকা পুর মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, কালিকাপুর হাই স্কুল মসজিদ, দৌলতপুর চিডা গাজী প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, দৌলতপুর মেহের আলী প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, পুরান প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, বদরপুর পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, বদরপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ, বদরপুর বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, পদুয়া জামে মসজিদ, হরিদাস পাড়া মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ,

---

[১৩৩] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হরিদাস পাড়া পাটোয়ারী জামে মসজিদ, কাশিমপুর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, কাশিমপুর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, কাশিমপুর কলিমউদ্দিন হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, কাশিমপুর হাইস্কুল জামে মসজিদ, কাশিমপুর বাজার জামে মসজিদ, কাশিমপুর ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ।[১৩৪]

২০ নং খাদেরগাঁও ইউনিয়ন

পশ্চিম তেলী মাছুয়াখাল প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, মাছুয়াখাল বাজার জামে মসজিদ, তেলী মাছুয়াখাল মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, মাছুয়াখাল জামালপ্রঃ বাড়ী জামে মসজিদ, মাছুয়াখাল বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, মাছুয়াখাল আইনউদ্দিন প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, মাছুয়াখাল মাদ্রাসা পাঞ্জেগানা মসজিদ, বেলুতি প্রধান মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, বেলুতি ঢালিবাড়ী জামে মসজিদ, পুটিয়া মদিন জামে মসজিদ, খাদেরগাঁও প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, খাদেরগাঁও মাওঃ সিরাজ প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, খাশচর আব্দুর রব বাড়ী জামে মসজিদ, খাশচর উত্তর পাড়া পাঞ্জেগানা মসজিদ, পর্দোয়াল প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ।[১৩৫]

২১ নং উপাদী উত্তর ইউনিয়ন

উত্তর উপাদী পুরান মিয়াজী বড়ীর জামে মসজিদ, উত্তর উপাদী জহিরিয়া জামে মসজিদ, উপাদী বায়তুল হেকমা জামে মসজিদ, জংসর আলী প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, উপাদী আন্দির পাড় মসজিদ, উপাদী ধনকাজী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর বহরী জামে মসজিদ, মধ্য বহরী বকাউল বাড়ি জামে মসজিদ, উত্তর বহরী মাদ্রাসা মসজিদ, বহরী দিঘীর পাড় জামে মসজিদ, বহরী স্কুল জামে মসজিদ, দক্ষিণ বহরী পাঞ্জেগানা মসজিদ, দক্ষিণ বহরী আব্বাছ মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, বহরী আমীর খা পাঞ্জেগানা মসজিদ, বহরী আড়ং বাজার জামে মসজিদ, লেজাকান্দি জামে মসজিদ, লেজাকান্দি পাঞ্জেগানা মসজিদ, ডিংঙ্গাভাঙ্গা বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, ডিংঙ্গাভাঙ্গা চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ ডিংঙ্গাভাঙ্গা গাউছিয়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ ডিংঙ্গাভাঙ্গা প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ ডিংঙ্গাভাঙ্গা মাওঃ আব্দুল হামিদ জামে মসজিদ, দক্ষিণ ডিংঙ্গাভাঙ্গা খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর ডিংঙ্গাভাঙ্গা খাঁ বাড়ী মসজিদ, উত্তর ডিংঙ্গাভাঙ্গা প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ নাওগাঁ মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ নাওগাঁ হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ নাওগাঁ বায়তুল জামে মসজিদ, পশ্চিম আছলছিলা জামে মসজিদ, উত্তর আছলছিলা পাঞ্জেগানা মসজিদ, আচলছিলা জামে মসজিদ-১, আছলছিলা জামে মসজিদ-২, আছলছিলা বাজার জামে মসজিদ, নওগাঁ আড়ং বাজার জামে মসজিদ, মাদ্রাসা মসজিদ নওগাঁ, আশ্রাফ আলী মিজি বাড়ী মসজিদ, নওগাঁ পাঠান বাড়ী জামে মসজিদ, নওগাঁ মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদ, নওগাঁ বেপারী বাড়ী মসজিদ, নওগাঁ মোল্লা বাড়ী মসজিদ, নওগাঁ দিঘীর পাড় জামে মসজিদ, দক্ষিণ নওগাঁ জামে মসজিদ, বালী কান্দী বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, উপাদী দিঘীর পাড় জামে মসজিদ, পাছকি পাড়া সদর উদ্দিন প্রঃ বাড়ী জামে মসজিদ।[১৩৬]

---

[১৩৪] প্রাগুক্ত।

[১৩৫] প্রাগুক্ত।

[১৩৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২২ নং উপাদী দঃ ইউনিয়ন

উত্তর পিংড়া জামে মসজিদ, পশ্চিম পিংড়া জামে মসজিদ, মধ্য পিংড়া জামে মসজিদ, বায়তুল মামুন জামে মসজিদ, পিংড়া বাজার জামে মসজিদ, কর বন্দর হাজী আঃ জলিল প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, গোবিন্দপুর খান বাড়ী জামে মসজিদ, গোবিন্দপুর তশীলদার বাড়ী জামে মসজিদ, পিংড়া মজুমদার বাড়ীর জামে মসজিদ, পোড়া বাড়ী জামে মসজিদ, মীর বাড়ী জামে মসজিদ, পোড়া দক্ষিণ সরদার বড়ীর জামে মসজিদ, চৌধুরী বাড়ীর জামে মসজিদ, শান্তি বাজার জামে মসজিদ, প্রধান বাড়ীর জামে মসজিদ, ওয়ারিশ খাঁন জামে মসজিদ, মাদ্রাসা জামে মসজিদ, সফর আলী হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, বাফয়া কানাইর বাড়ী জামে মসজিদ, বেয়াজ উদ্দিন খাঁন বাড়ী জামে মসজিদ, বকাউল বাড়ীর জামে মসজিদ, মাষ্টার বাড়ীর জামে মসজিদ, পশ্চিম তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ দপদার বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব বাকরা বড় বাড়ী জামে মসজিদ, বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, গোসাইপুর তহশিলদার বাড়ীর জামে মসজিদ, ধলাইতলী মিয়াজী বাড়ীর জামে মসজিদ, পুর্ব ধলাইতলী বহদাউল জামে মসজিদ, পূর্ব বালাইতলি জামে মসজিদ, পশ্চিম ধলাইতলী খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, করবন্দ হোসেন মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, করবন্দ মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, করবন্দ বৈধ্য বাড়ী জামে মসজিদ, করবন্দ হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, করবন্দ মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, করবন্দ হাফেজজিয়া পাঞ্জেগানা মসজিদ।[১৩৭]

হাইমচর উপজেলা

১ নং গাজীপুর ইউনিয়ন

পূর্ব বাজাপ্তি গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, গাজীপুর সাঙ্গের চর জামে মসজিদ, গাজীপুর বাজার জামে মসজিদ, গাজীপুর মাঝি বাড়ী জামে মসজিদ, মনিপুর গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মনিপুর দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, মনিপুর পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, গাজীপুর ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম বাজাপ্তি পাঞ্জেগানা মসজিদ।[১৩৮]

২ নং আলগী দূর্গাপুর (উত্তর) ইউনিয়ন

মহত্তমপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, মহওমপুর আখন্দ বাড়ী জামে মসজিদ, মহওমপুর গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, হামিদ বকস্ মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর আলগী জমাদার বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর আলগী আজিজ ভুঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, কমলাপুর মরহুম হামিদ উল্লা খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, কমলাপুর আক্কাস আলী ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ,পূর্ব কমলাপুর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, কমলাপুর নাজির খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, কমলাপুর গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, ভিসুলিয়া মল্লিক বাড়ী জামে মসজিদ, ভিসুলিয়া ঢালিবাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর ভিসুলিয়া গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম ভিসুলীয়া ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, ভিসুলিয়া কাজি বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম ভিসুলিয়া গাজী বাজার জামে মসজিদ, উত্তর নয়ানী লক্ষীপুর দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ ভিসুলিয়া বাড়ী জামে মসজিদ,

---

[১৩৭] প্রাগুক্ত।

[১৩৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নয়ানী লক্ষ্মীপুর মহিলা মাদ্রাসা জামে মসজিদ, পশ্চিম ভিসুলিয়া গাজীর বাজার জামে মসজিদ, নয়ানি লক্ষ্মীপুর কাজির মহল জামে মসজিদ, নয়ানি পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, ছোট লক্ষ্মীপুর ছৈয়ালবাড়ী জামে মসজিদ, কমলাপুর মাঝিবাড়ী জামে মসজিদ, ছোট লক্ষ্মীপুর বরকন্দাজ বাড়ী জামে মসজিদ, নয়ানি লক্ষ্মীপুর বাড়ী জামে মসজিদ, নয়ানী বৈদ্যবাড়ী জামে মসজিদ, নয়ানী খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, নয়ানী ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, নয়ানী নতুন বাজার জামে মসজিদ, নয়ানী আখন্দ বাড়ী জামে মসজিদ, লামচড়ী ডাঃ বাড়ী জামে মসজিদ, লামচড়ী মাদ্রাসা মসজিদ, লামচড়ী আঃ মজিদ মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, লামচড়ী আঃ কাদির মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ছোট লক্ষ্মীপুর বড় বাড়ী জামে মসজিদ, ছোট লক্ষ্মীপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, লামচড়ী কাদির মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, নয়ানী লক্ষ্মীপুর জলিল ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্বচর কৃষ্ণপুর গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মহজ্জমপুর থানা মসজিদ।

২ নং আলগী দূর্গাপুর (দক্ষিণ) ইউনিয়ন

তলীর মোড় পাঞ্জেগানা মসজিদ, বায়তুল আমান জামে মসজিদ, বায়তুল কুব্বা জামে মসজিদ, খালেকিয়া জামে মসজিদ, গাজীপাড়া পাঞ্জেগানা মসজিদ, মোঃ ছিদ্দিক আলী গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, উপজেলা জামে মসজিদ, সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ, জয়দল দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুল আমান জামে মসজিদ, কোতয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, নোয়াব খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, হাইমচর কলেজ জামে মসজিদ, চরডাঙ্গা দক্ষিণ মাদ্রাসা জামে মসজিদ, আব্দুর রব গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, আলগী বাজার জামে মসজিদ, ঈদগাঁহ জামে মসজিদ, আখনজি বাড়ী জামে মসজিদ, পেদা বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, মক্তব জামে মসজিদ, বশরত উল্লা জামে মসজিদ, ছোবহাম পাড়া জামে মসজিদ, মাওঃ মোঃ আলী সাহেবের পাঞ্জেগানা মসজিদ, বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, আজগরীয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদ, আখনগাজী জামে মসজিদ, জনতা বাজার জামে মসজিদ, হাওলাদার জামে মসজিদ, আঃ ছোবহান গাজী জামে মসজিদ, হাওলাদার বাড়ী চৌরাস্তা জামে মসজিদ, মধ্য চরডাঙ্গা জামে মসজিদ, বাইতুল নূর পাঞ্জেগানা মসজিদ, মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, সোলেমান ডিলার বাড়ী জামে মসজিদ, খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ, তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, আলী ডাঃ বাড়ী জামে মসজিদ, হাজী মোঃ উল্লাহ জামে মসজিদ, বড় বাড়ী জামে মসজিদ, বোর্ড অফিস জামে মসজিদ, মৌলভী মোঃ আব্দুস ছালাম বাড়ী জামে মসজিদ, ভূঞা গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুস শরফ জামে মসজিদ, শাপলা যুব সংঘ পাঞ্জেগানা মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, হাওলাদার বাজার পাঞ্জেগানা মসজিদ, হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ, নতুন হাওলাদার বাজার পাঞ্জেগানা মসজিদ, বাশি পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, ছাত্তার পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, আঃ ছাত্তার পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মৌলভী আঃ সাহেবের বাড়ী জামে মসজিদ, সোলেমান মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, একতা বাজার পাঞ্জেগানা মসজিদ, ইব্রাহিম ভূঞা জামে মসজিদ, হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, ওয়াবদা পাঞ্জেগানা মসজিদ, টোনা গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, কাটাখাল জামে মসজিদ, সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ, সিকদার বাড়ী মসজিদ, আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারী বাড়ী মাদ্রাসা মসজিদ।[১৩৯]

[১৩৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৪ নং নীলকমল ইউনিয়ন

পূর্ব চর সোলদি চৌরাস্তা জামে মসজিদ, পূর্ব চর সোলদি পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ, মুসলিম শেখ বাড়ী জামে মসজিদ, কবিরাজ বাড়ী জামে মসজিদ, নীল কমল পাঞ্জেগানা মসজিদ, নীল কমল মধ্যচর জামে মসজিদ, নীলকমল মাঝের বাজার জামে মসজিদ, মাঝি বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, মোস্তফা সরকার পাঞ্জেগানা মসজিদ, মোখলেছ উকিল পাঞ্জেগানা মসজিদ, হাজী বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, লঞ্চঘাট পাঞ্জেগানা মসজিদ, ঈশানবালা পাঞ্জেগানা মসজিদ, বান্দের খাল পাঞ্জেগানা মসজিদ, পুরান মাজার ঈশানবালা মসজিদ, পূর্ব ঈশান বালা মসজিদ, উত্তর ঈশানবালা মসজিদ, পশ্চিম ঈশানবালা মসজিদ, উত্তর ঈশানবালা জামে মসজিদ।[১৪০]

৫ নং হাইমচর ইউনিয়ন

হাইমচর দক্ষিণ বাজার জামে মসজিদ,চর কোরালীয়া মসজিদ, দঃ চর কোরালিয়া গোলদার মসজিদ।**

৬ নং চর ভৈরবী ইউনিয়ন

হাইমচর বাজার বড় জামে মসজিদ, হাইমচর দঃ বাজার জামে মসজিদ, রবিউল্যাহ মাষ্টার মসজিদ, ষাট ভাঙ্গার ২নং জামে মসজিদ, ষাট ভাঙ্গার কলনী জামে মসজিদ, চুন্নু সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, চর ভৈরবী লঞ্চঘাট জামে মসজিদ, নেপাল বাড়ী মসজিদ, মালের বাড়ী মসজিদ, তাজখার কান্দি জামে মসজিদ, মুন্সীবাড়ী মসজিদ, তকদার কান্দি জামে মসজিদ, গাউছুল আজম মাদ্রাসা মসজিদ, গণি মাওলানা সাহেবের মসজিদ, কাদেরিয়া পাঞ্জেগানা মসজিদ, জাবিরিয়া মসজিদ, উত্তর পুর্ব চর ভৈরবী বাইতুল নুর মসজিদ, মোল্লা বাড়ী মসজিদ, সর্দার বাড়ী মসজিদ, হাজী বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ, দক্ষিণ বগুলা বায়তুর রহমান জামে মসজিদ, দক্ষিণ বগুলা জামে মসজিদ, ইমাম হোসেন সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, বেপারী কান্দি জামে মসজিদ, আখন কান্দি আখন বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব খালচা কান্দি সরদার বাড়ী জামে মসজিদ, আখন কান্দি সরদার বাড়ী জামে মসজিদ, চর ভৈরবী বাজার জামে মসজিদ, বাইতুন নাজাত জামে মসজিদ, বাইতুল আমান মসজিদ, বাইতুল্লাহ জামে মসজিদ, চর ভৈরবী বায়তুল আমান জামে মসজিদ, জামে মোকারমা জামে মসজিদ, হাজির আলী মসজিদ, উঃ চর ভৈরবী গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, শনি বাড়ী জামে মসজিদ, মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, তপদার কান্দি বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, এস জে এম জামে মসজিদ, বাবুল সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, খলিফাবাড়ী জামে মসজিদ, রচিমুদ্দিন হাচ কান্দি জামে মসজিদ, শহর আলী বাজার জামে মসজিদ, চকিদার বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল ইজ্জত জামে মসজিদ, দঃ বগুলা বায়তুস সালাম জামে মসজিদ, মকবুল মাষ্টার বাড়ী মসজিদ, উঃ বগুলা সরদার বাড়ী মসজিদ, নীলকমল নৌ পুলিশ ফাঁড়ী মসজিদ, চৌকিদার বাড়ী মসজিদ, হাওলাদার বাড়ী মসজিদ, আঃ খালেক গাইন বাড়ী মসজিদ, কামাল মিজির মসজিদ, আঃ ছোবহান বকাউল বাড়ী মসজিদ, রিয়াজুল জান্নাহ মসজিদ, বেপারী বাড়ী মসজিদ, রকিম মাষ্টারের বাড়ী মসজিদ, মাষ্টার কান্দি মসজিদ।[১৪১]

---

[১৪০] প্রাগুক্ত।

** নদী ভাঙ্গনের কারণে হাইমচর উপজেলার ৫নং ইউনিয়নের মসজিদের সংখ্যা কমছে।

[১৪১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হাজিগঞ্জ উপজেলা

হাজিগঞ্জ পৌরসভা

১ নং ওয়ার্ড

উত্তর বালাখাল হাজীবাড়ী জামে মসজিদ, খাটরা বিলওয়াই জামে মসজিদ, মসজিদ রওয়াম আল আসওসি, ধেররা চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ বালাখাল মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ বালাখাল সিদ্দিকিয়া জামে মসজিদ, দঃ বালাখাল বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য বালাখাল বায়তুল আমান জামে মসজিদ, পশ্চিম বালাখাল বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, দঃ বালাখাল জামে মসজিদ, বালাখাল জে. এন. স্কুল জামে মসজিদ, দঃ বালাখাল ঈদগাহ্ জামে মসজিদ।

২ নং ওয়ার্ড

হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ, সাব-রেজিঃ জামে মসজিদ, হাজীগঞ্জ বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জামে মসজিদ, মিয়াবাড়ী জামে মসজিদ, সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ, বটতলা জামে মসজিদ, হাজী জামাল উদ্দিন জামে মসজিদ, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল জামে মসজিদ, মধ্য মকিমাবাদ বায়তুল ইজ্জত জামে মসজিদ, হাজীগঞ্জ বাস টার্মিনাল জামে মসজিদ, থানা মসজিদ, দিদার বাড়ী মসজিদ।

৩ নং ওয়ার্ড

হযরত মাদ্দাহ্ খাঁ (রঃ) জামে মসজিদ, আলীগঞ্জ বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, এনায়েতপুর বাসষ্ট্যান্ড পাঞ্জেগানা মসজিদ, এনায়েতপুর মজুমদারবাড়ী জামে মসজিদ, এনায়েতপুর জামে মসজিদ, টৌরাগড় পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, টৌরাগড় পাইলট হাইস্কুল জামে মসজিদ টৌরাগড় পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, টৌরাগড় দঃ পাড়া জামে মসজিদ, টৌরাগড় উত্তর বদরপুর জামে মসজিদ, টৌরাগড় বায়তুল আমিন পাঞ্জেগানা মসজিদ।[১৪২]

১ নং রাজারগাঁও ইউনিয়ন

নাসিরকোট স্কুল জামে মসজিদ, চেঙ্গাতলী বাজার জামে মসজিদ, নাসিরকোট জামে মসজিদ, নাসিরকোট বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, চারিয়ানী তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, মালাপাড়া জামে মসজিদ, মুকুন্দসার বায়তুল ফালাহ্ পাঞ্জেগানা মসজিদ, পশ্চিম মুকুন্দসার জামে মসজিদ, নৈরাইন বায়তুস সালাম পাঞ্জেগানা মসজিদ, নেরাইন প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, মেনাপুর জামে মসজিদ, মেনাপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ, মেনাপুর বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, সিংগাইর জামে মসজিদ, আহমেদাবাদ জামে মসজিদ-১, মধ্য মেনাপুর জামে মসজিদ, ইছাপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ইছাপুর মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, আহমেদাবাদ জামে মসজিদ-২, ইছাপুর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, ইছাপুর বরন্দাজ বাড়ী জামে মসজিদ, আহমেদাবাদ বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, রাজার গাঁও বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব রাজারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদ, পূর্ব রাজারগাঁও বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব রাজারগাঁও হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব রাজারগাঁও পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, রাজারগাঁও হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, রাজারগাঁও খান বাড়ী জামে মসজিদ, রাজারগাঁও কবিরাজ বাড়ী জামে মসজিদ, রাজারগাঁও

[১৪২] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, রাজারগাঁও কমর উদ্দিন বাড়ী জামে মসজিদ, রাজারগাঁও আঃ লতিফ সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর ফৌজদার বাড়ী জামে মসজিদ, উঃ রাজারগাঁও শেখ বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব বাজার জামে মসজিদ, রাজারগাঁও বাজার জামে মসজিদ, পশ্চিম রাজারগাঁও নেসারিয়া জামে মসজিদ, পিপিয়া জামে মসজিদ, পশ্চিম রাজারগাঁও বায়তুল আমান জামে মসজিদ,পশ্চিম খান বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ রাজারগাঁও গোলাম আলী দরবেস জামে মসজিদ, দক্ষিণ রাজারগাঁও বায়তুল আমান জামে মসজিদ, দক্ষিণ আমান বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম রাজারগাঁও হায়দার আলী জামে মসজিদ, পশ্চিম রাজারগাঁও বায়তুল আমান জামে মসজিদ, পশ্চিম পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব রাজারগাঁও বায়তুল আমিন পাঞ্জেগানা মসজিদ, আহমেদাবাদ পাঞ্জেগানা মসজিদ।[১৪৩]

২ নং রাজারগাঁও (দঃ) ইউনিয়ন

কিত্তনখোলা নূরানী জামে মসজিদ, সাতবাড়ী ভাঙ্গা জামে মসজিদ, লোধপাড়া জামে মসজিদ, জনতা বাজার জামে মসজিদ, তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, টেকের বাজার জামে মসজিদ, মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদ, ছয়ছিলা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, দিগেই বাইতুল আমান জামে মসজিদ, শেখ বাড়ী জামে মসজিদ, প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, বড় বাড়ী জামে মসজিদ, আমির উদ্দিন হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, দরগা বাড়ী জামে মসজিদ, চতন্তর জামে মসজিদ, বাইললা বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুন নূর জামে মসজিদ, বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, মালেগো বাড়ী জামে মসজিদ, পাটোয়াড়ী বাড়ী জামে মসজিদ, দারুস সালাম জামে মসজিদ, জিলানী জামে মসজিদ,খালপাড়া মিনারা জামে মসজিদ, বাকিলা বাজার জামে মসজিদ, হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, বাখর পাড়া পুরান বাড়ী জামে মসজিদ, মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, ফকির হাট পাঞ্জেগানা মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী মসজিদ, তপাদার বাড়ী মসজিদ, হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, লিলাম বাড়ী জামে মসজিদ, সরদার বাড়ী জামে মসজিদ, মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, ব্যাপারী বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল আমিন জামে মসজিদ, মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, সরদার বাড়ী জামে মসজিদ।[১৪৪]

৩ নং কালোচোঁ ইউনিয়ন

ছিলাচো বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, ছিলাচো মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ছিলাচো পূর্ব পাড়া মসজিদ, সাহেব বাজার জামে মসজিদ, খিলপাড়া মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, রাজাপুর সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা মসজিদ, রাজাপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ, বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ, ব্রাহ্মনগাঁও মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ব্রাহ্মনগাঁও বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, চর পাতা জামে মসজিদ, দেওদ্রোন মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, দেওদ্রোন বড় বাড়ী জামে মসজিদ, কাপাইকাপ দ্বীনে হানিফ মসজিদ, কাপাইকাপ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, কাপাইকাপ পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, কাপাইকাপ ফজর আলী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, কাপাইকাপ খান বাড়ী জামে মসজিদ, কাপাইকাপ পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, রবিদাস পাড়া বকাউল বাড়ী জামে মসজিদ, খিলপাড়া মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, রামপুর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, বানিয়াচো

---

[১৪৩] প্রাগুক্ত।

[১৪৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, তারাপোল্লা পশ্চিম বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, তারাপোল্লা মোয়াক্কেল বাড়ী জামে মসজিদ, তারাপোল্লা ওয়ারিশ প্রধানিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, তারাপোল্লা জমির উদ্দিন মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, তারাপোল্লা মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, তারাপোল্লা পূর্ব পাড়া খালপাড় জামে মসজিদ, তারাপোল্লা মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, মাড়কী উঃ পাড়া বাইতুননুর জামে মসজিদ, মাড়কী প্রধানীয়া বাড়ী জামে মসজিদ, মাড়কী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, মাড়কী মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, মহব্বতপুর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, সিহিরচো বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, নিশ্চিন্তপুর জামে মসজিদ, ফিরোজপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ফিরোজপুর উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ফিরোজপুর বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ, পিরোজপুর দীঘির পাড় জামে মসজিদ, মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, শিহিরচো পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ।[১৪৫]

৪ নং কালোচো (দঃ) ইউনিয়ন

সিদলা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, সিদলা বড় মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, সিদলা জামে মসজিদ, সিদলা দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ, ভাটরা মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, ভাটরা দক্ষিণ পাড়া আল-আমিন জামে মসজিদ, ভাটরা চানগাজী জামে মসজিদ, ভাটরা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, ভাটরা পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, ভাটরা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, নোয়াপাড়া তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, নোয়াপাড়া পাটোয়াড়ী বাড়ী জামে মসজিদ, নোয়াপাড়া লতিফ লন্ডনী জামে মসজিদ, ওড়পুর মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, ওড়পুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ওড়পুর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, ওড়পুর পশ্চিম মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, কালচো হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, কালচো পশ্চিম পাড়া সরকরী প্রাথমিক বিদ্যালয় জামে মসজিদ, কালচো বোয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, কালচো পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, কালচো মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ, মাড়ামুড়া দঃ পাড়া জামে মসজিদ, মাড়ামুড়া উঃপাড়া জামে মসজিদ, নওহাটা তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, নওহাটা মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, পর্বনওহাটা তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, নওহাটা পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, নওহাটা মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, রামপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, রামপুর বাজার জামে মসজিদ, রামপুর মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, সৈয়দপুর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, সৈয়দপুর বাজার জামে মসজিদ, সৈয়দপুর মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, সৈয়দপুর পশ্চিম পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, সৈয়দপুর নোয়াব আলী বাড়ী জামে মসজিদ, বাজনাখাল উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বাজনাখাল দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, চাঁদপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, চাঁদপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, চাঁদপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, সাচকি পাড়া জামে মসজিদ, পশ্চিম সাচকি পাড়া জামে মসজিদ, পূর্ব সাচকি পাড়া জামে মসজিদ, বানিয়া কান্দি জামে মসজিদ।[১৪৬]

৫ নং সদর ইউনিয়ন

কৈয়ারপুল পাঞ্জেগানা মসজিদ, সাতবাড়িয়া জামে মসজিদ, বেতিয়া পাড়া মান্নান কোম্পানী বাড়ী জামে মসজিদ, বেতিয়া পাড়া মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, উচ্চঙ্গা রেলক্রসিং জামে মসজিদ, উচ্চঙ্গা জামে মসজিদ, উচ্চঙ্গা মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, উচ্চঙ্গা মাদারবাড়ী জামে মসজিদ, শ্রীনারায়ণপুর মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, শ্রীনারায়ণপুর আমিন বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর অলিপুর গোফরান মেম্বার বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর অলিপুর বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, অলিপুর পীর বাড়ী জামে মসজিদ,উত্তর

---

[১৪৫] প্রাগুক্ত।

[১৪৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অলিপুর বাজার জামে মসজিদ, অলিপুর মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, অলিপুর আলাউদ্দিন বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ অলিপুর মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, উটতলী খেয়াঘাট অলিপুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ-পশ্চিম অলিপুর জামে মসজিদ, মাতইন জামে মসজিদ, হাজীগঞ্জ রেলওয়ে জামে মসজিদ, মাতইন পূর্বপাড়া বায়তুন নূর জামে মসজিদ, মসজিদে বদর কাজিরগাঁও জামে মসজিদ, কাজিরগাঁও টাকশাল হুজুর বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব কাজিরগাঁও হামিদ আলী মসজিদ, কাজির গাঁও জামে মসজিদ, বাড্ডা সেকান্দার আলী মসজিদ, বাড্ডা বায়তুল ইজ্জত মসজিদ, বাড্ডা আল-আমিন মসজিদ, বাড্ডা পশ্চিম পাড়া ওমর আলী মসজিদ, বাড্ডা পূর্বপাড়া আল জামে মসজিদ, বাড্ডা মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ, বাড্ডা সরদার বাড়ী জামে মসজিদ, সুইলপুর পশ্চিম পাড়া সরকার বাড়ী মসজিদ, সুইলপুর মাদ্রাসা মসজিদ, সুইলপুর মিজি বাড়ী মসজিদ, সুইলপুর বড়বাড়ী মসজিদ, বাগবাড়ীয়া পশ্চিম পাড়া খানবাড়ী জামে মসজিদ, বাগবাড়ীয়া আটিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, দোয়ালিয়া মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, দোয়ালিয়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, দোয়ালিয়া আবাদবাড়ী জামে মসজিদ, মৈইশাইদ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, মৈইশাইদ নূর বকস্ মিয়া জামে মসজিদ, মৈইশাইদ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, মৈইশাইদ মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, মুদিয়া মাদার খাঁ জামে মসজিদ, মুদিয়া মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, মুদিয়া বড় বাড়ী জামে মসজিদ, অলিপুর খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ, বাদশা আওরঙ্গজেব জামে মসজিদ,অলিপুর শাহী চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, বালাখাল রেলষ্টেশন মসজিদ, সুবিদপুর জালাল উদ্দিন হাজী জামে মসজিদ, সুবিদপুর মিজি বাড়ী মসজিদ, সুবিদপুর সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ, সুবিদপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, সুবিদপুর মাজার জামে মসজিদ, সুবিদপুর মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, সুবিদপুর পশ্চিমপাড়া হাজিবাড়ী জামে মসজিদ।[১৪৭]

৬ নং পূর্ব বড়কুল ইউনিয়ন

বায়চৌ বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ, উত্তর বায়চৌ বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, উত্তর পাড়া এন্নাতলী জামে মসজিদ, দঃ পাড়া এন্নাতলী পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, বড়কুল রাম কানাই হাই স্কুল মসজিদ, মধ্য বড়কুল বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, বড়কুল দারুস সালাম জামে মসজিদ, দক্ষিণ বড়কুল পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, আড়ুলী বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, আড়ুলী মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, দঃ বড়কুল কবিরাজ বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ বড়কুল বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, বায়চৌ বাজার বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ বায়চৌ জামে মসজিদ, বেলাচৌ কোম্পানী বাড়ী জামে মসজিদ, কাইজাঙ্গা পান বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, আনন্দ বাজার জামে মসজিদ, সেন্দ্রা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, সেন্দ্রা মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, সেন্দ্রা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, মোল্লাদেহর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, মোল্লাদেহর দঃ পাড়া জামে মসজিদ, মোল্লাদেহর বড়বাড়ী মসজিদ, মোল্লাদেহর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, দিকচাইল পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, দিকচাইল উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, সেন্দ্রা উত্তর বাজার জামে মসজিদ, সেন্দ্রা দক্ষিণ বাজার জামে মসজিদ, খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, সোনাইমুড়ী পশ্চিম পাড়া দারুস সালাম জামে মসজিদ, সোনাইমুড়ী বায়তুল আমান জামে মসজিদ, তপদার বাড়ী জামে মসজিদ।

---

[১৪৭] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৭ নং পশ্চিম বড়কুল ইউনিয়ন

সমেশপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, সমেশপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, সাদ্রা বড় মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, সাদ্রা বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, সাদ্রা মাজার জামে মসজিদ, সাদ্রা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, গোবিন্দ পুর দঃ পাড়া ফতনআলী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, গোবিন্দপুর মুন্সি বাড়ী জামে মসজিদ, গবিন্দপুর আটিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, ব্রাহ্মনী চোঁয়া হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, প্রতাপপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, প্রতাফপুর মধ্যপাড়া তফদার বাড়ী জামে মসজিদ, প্রতাফপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, প্রতাফপুর পশ্চিম পাড়া বায়তুল আমান শাহ্ জামে মসজিদ, কুডলী জামে মসজিদ, গোফাল খোর্ড জামে মসজিদ, দেবপুর বাইতুল জান্নাত জামে মসজিদ, জাখনী পূর্ব পাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ, জাখনী খান বাড়ী জামে মসজিদ, জাখনী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, জাখনী পশ্চিম পাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, রামচন্দ্রপুর বাজার মাদ্রাসা জামে মসজিদ, রামচন্দ্রপুর ফরাজী বাড়ী জামে মসজিদ, রামচন্দ্রপুর মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, রামচন্দ্রপুর কাসেম আলী মুন্সী বাড়ী ওসমান বিন আফফান জামে মসজিদ, পূর্ব রামচন্দ্রপুর বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, রামচন্দ্রপুর দক্ষিণ বাজার বায়তুল আমিন জামে মসজিদ, নাটেহরা সর্দার পাড়া জামে মসজিদ, নাটেহরা হাওলাদার বাড়ী জামে মসজিদ, নাটেহরা বাযতুল আমীন জামে মসজিদ, রান্দুনীমুড়া আরাখাল জামে মসজিদ, দক্ষিণ রাঙ্কুনীমুড়া গম্বুজ জামে মসজিদ,মনিনাগ বাযতুল জান্নাত জামে মসজিদ, রাঙ্কুনীমুড়া ইউসুফ আলী হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, রাঙ্কুনীমুড়া গাজীবাড়ী জামে মসজিদ, রাঙ্কুনীমুড়া মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, রাঙ্কুনীমুড়া মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, রাঙ্কুনীমুড়া শহীদ রহমানিয়া জামে মসজিদ, পশ্চিম নাটেহরা ফেরী ঘাট মসজিদ।[১৪৮]

৮ নং হাটিলা (পূর্ব) ইউনিয়ন

হাড়িয়াইন পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, হাড়িয়াইন পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, পশ্চিম হাটিলা খান বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম হাটিলা জামে মসজিদ, পশ্চিম হাটিলা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, পশ্চিম হাটিলা কোম্পানী বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব হাটিলা খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব হাটিলা চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব হাটিলা মহিউস সুন্নাহ জামে মসজিদ, পূর্ব হাটিলা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, গংগা নগর জামে মসজিদ, পূর্ব দক্ষিণ হাটিলা জিলানী জামে মসজিদ, টঙ্গীর পাড় জামে মসজিদ, নোয়াপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ, লাওকোরা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, লাওকোরা মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, লাওকোরা সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ, লাউকোরা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, রাজাপুরা জামে মসজিদ বেলঘর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, পাদুয়া বায়তুল মসজিদ বেলঘর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বেলঘর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, বেলঘর পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, হাড়িয়াইন হাটিলা বাজার জামে মসজিদ, বালিয়া উত্তর পাড়া মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, বালিয়া আলম সাহেবের বাড়ী জামে মসজিদ, বালিয়া উত্তর সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ, বালিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, বালিয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ।[১৪৯]

---

[১৪৮] প্রাগুক্ত।

[১৪৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৯ নং গন্ধব্যপুর (উঃ) ইউনিয়ন

মৈশামুড়া ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, মৈশামুড়া শেখবাড়ী জামে মসজিদ, তারালিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, তারালিয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, আহাম্মদপুর বাজার পূর্ব জামে মসজিদ, আহাম্মদপুর বাজার পশ্চিম জামে মসজিদ, আহাম্মদপুর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, আহাম্মদপুর ছৈয়ালবাড়ী জামে মসজিদ, মোহাম্মদপুর মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, মোহাম্মদপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, মোহাম্মদপুর মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, জগনাথপুর জামে মসজিদ, কাকৈরতলা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, কাকৈরতলা পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, হরীপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, হরীপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, পালবাই মাঝি বাড়ী জামে মসজিদ, হরিপুর বাইতুল আমান জামে মসজিদ, গন্ধব্যপুর বাজার জামে মসজিদ, গন্ধব্যপুর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম গন্ধব্যপুর জামে মসজিদ, পালিশারা মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, পালিশারা মিরাবাড়ী জামে মসজিদ, মালিগাও মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, মালিগাঁও বাজার জামে মসজিদ, মালিগাঁও মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ।[১৫০]

১০ নং গন্ধব্যপুর (দঃ) ইউনিয়ন

উত্তর পাঁচই জামে মসজিদ, জমির উদ্দিন পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য পাঁচই তফাদার বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ পাঁচই জামে মসজিদ, পাঁচই হাফেজিয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদ, পাঁচই পাঠান বাড়ী জামে মসজিদ, ছোটনী জামে মসজিদ, মধ্য কাশিমপুর মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, কাশিমপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, কাশিমপুর দক্ষিণ বড় বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্য কাশিমপুর জামে মসজিদ, পয়ালজোশ হাজীবাড়ী জামে মসজিদ, পযালজোশ উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, উত্তর কাশিমপুর জামে মসজিদ, যয়শরা মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর যয়শরা জামে মসজিদ, নিশ্চিন্তপুর জামে মসজিদ, ভাটরা শিবপুর হাজীবাড়ী জামে মসজিদ, ডাটরা শিবপুর মাদ্রাসা মসজিদ, ডাটরা শিবপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ডাটরা শিবপুর বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ দেশখাগড়িয়া জামে মসজিদ, দেশখাগড়িয়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, দেশগাঁও বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, দেশগাঁও বায়তুল আমান জামে মসজিদ, পশ্চিম দেশগাঁও সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম দেশগাঁও মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম দেশগাঁও মাসজিদুল আনছারী জামে মসজিদ, দরগা বাজার বায়তুল আমান জামে মসজিদ, দক্ষিণ দেশগাঁও জামে মসজিদ।[১৫১]

১১ নং (পঃ) হাটিলা ইউনিয়ন

কাঁঠালি খাঁ বাড়ী জামে মসজিদ, কাঁঠালি খলিল মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, কাঁঠালি হারুন মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, পশ্চিম বেলঘর দীঘির পাড় জামে মসজিদ, মধ্য নোয়াপাড়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ নোয়াপাড়া গাউছিয়া জামে মসজিদ, উত্তর নোয়াপাড়া হাজীবাড়ী জামে মসজিদ, সাড়াশিয়া জামে মসজিদ, পাতানিশ পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, পাতানিশ হাটখোলা জামে মসজিদ, পাতানিশ পাঠান বাড়ী জামে মসজিদ, পাতানিশ দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, পাতানিশ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, নিশ্চিন্তপুর জামে মসজিদ, ধড্ডা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ধড্ডা পূর্ব পাড়া পূরাতন জামে মসজিদ, ধড্ডা উঃ

---

[১৫০] প্রাগুক্ত।

[১৫১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পাড়া শাহী জামে মসজিদ, ধড্ডা বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, মধ্যধড্ডা দীঘির পাড় জামে মসজিদ, ধড্ডা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ধড্ডা খাল পাড় জামে মসজিদ, গৌরেশ্বর জামে মসজিদ, গৌরেশ্বর পশ্চিম পাড়া মদিনাতুল জামে মসজিদ।[১৫২]

শাহ্‌রাস্তি উপজেলা

টামটা ইউনিয়ন

সাহেব বাজার জামে মসজিদ, পূর্ব টামটা মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, টামটা মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, টামটা পূর্ব পাড়া ছৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ, টামটা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, পুর্ব টামটা পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, বায়তুল আশরাফ জামে মসজিদ, শংকর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, কুলশী পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, কুলশী কান্দার বাড়ী জামে মসজিদ, কুলশী ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, খন্দ পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, আজাগড়া মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, আজাগরা বাজার জামে মসজিদ, অলিপুর আলনুর জামে মসজিদ, অলিপুর বড় বাড়ী জামে মসজিদ, অলিপুর মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, অলিপুর সাজের বাড়ী জামে মসজিদ, অলিপুর পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, রাজাপুর জামে মসজিদ, বোপল্লা মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, বোপল্লা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, বোপল্লা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বোপল্লা জামে মসজিদ, মোলাবো মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, মোলাবো চেধুরী বাড়ী জামে মসজিদ, মৌলভী বাজার জামে মসজিদ, রাডা আখন্দ বাড়ী জামে মসজিদ, উয়ারুখ বায়তুল রাসুল জামে মসজিদ, উয়ারুখ মুরাদ বাড়ী জামে মসজিদ, উয়ারুখ শেখ বাড়ী জামে মসজিদ, রাডা পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, সুরসই খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ, সুরসাই মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ইছাপুরা কাজী বাড়ী জামে মসজিদ, ইছাপুরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ইছাপুরা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, রাজা বায়তুস সুজুদ জামে মসজিদ, মুড়াগাও পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, পুলপুরা জামে মসজিদ, ভেবচিয়া জামে মসজিদ, তারালিয়া জামে মসজিদ, তারালিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, বলশিদ পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, বরশিদ গনক বাড়ী জামে মসজিদ, বলশিদ পূর্ব ভূঞায়া বাড়ী জামে মসজিদ, বরশিদ দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, বলশিদ কাসার বাাড়ী জামে মসজিদ, দৈল বাড়ী জামে মসজিদ, বলশিদ উলপাড়া জামে মসজিদ, হোসেনপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, পরানপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, পরানপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, পরানপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, হোসেনপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, হোসেনপুর বাজার জামে মসজিদ, হোসেনপুর গউছিয়া জামে মসজিদ, হোসেনপুর মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, শিবপুর বড় বাড়ী জামে মসজিদ, শিবপুর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, ভুঞায়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, চেংহাদল জামে' মসজিদ, পাচরুখি গাউছুল আজম জামে মসজিদ, পাচরুখী জামে মসজিদ, শিবপুর মইতা বাড়ী জামে মসজিদ, ভুঞা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, শিবপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ।[১৫৩]

সূচীপাড়া ইউনিয়ন

সোরশাক রাজাটিল্লা জামে মসজিদ, সোরশাক বাজার জামে মসজিদ, সোরশাক মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ-১, সোরশাক মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ-২, সোরশাক পুরান বাজার জামে মসজিদ, সোরশাক

---

[১৫২] প্রাগুক্ত।

[১৫৩] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বেহাউদ্দীন জামে মসজিদ, সোরশাক মিচার জামে মসজিদ, হাড়ঙ্গার পাড়া পটওয়ারী বাড়ী মসজিদ, হাড়ঙ্গার পাড় গাইন বাড়ী জামে মসজিদ, হাড়ঙ্গার পাড় ভূঞা বাড়ী জামে মসজিদ, চেড়িয়ারা জামে মসজিদ, পাড়া নগর জামে মসজিদ, ভবানীপুর জামে মসজিদ, ভড়ুয়া পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, দমরা মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, ভড়ুয়া হাটখোলা পাঞ্জেগানা মসজিদ, ভড়ুয়া ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, বসুপাড়া মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, বসুপাড়া আল-আমিন জামে মসজিদ, দৈকামতা মাঃ বাড়ী জামে মসজিদ, দৈকামতা দারুস সালাম জামে মসজিদ, দৈকামতা মীরবাড়ী জামে মসজিদ, পাকামতা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, নভাপুর জামে মসজিদ, চাঁদপুর পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, চাঁদপুর আলআমিন জামে মসজিদ, চাঁদপুর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, সূচীপাড়া বাজার জামে মসজিদ, সূচীপাড়া বাইতুন নূর জামে মসজিদ, সূচীপাড়া বাইতুল আমিন জামে মসজিদ, সূচীপাড়া জামে মসজিদ, সূচীপাড়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, সূচীপাড়া পোদার বাড়ী জামে মসজি।[১৫৪]

শাহরাস্তি (উঃ) ইউনিয়ন

বাইতুল আমান জামে মসজিদ, কিয়ামুদ্দিন পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, নূরানী জামে মসজিদ, বড় জামে মসজিদ, কাশীপুর জামে মসজিদ, মাদ্রাসা জামে মসজিদ, বড় বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, মসজিদে নূর জামে মসজিদ, সুলতান মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদ, পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, সুঠুয়া গ্রাম জামে মসজিদ, বাজার জামে মসজিদ, উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, কাজীমুদ্দিন দরবেশ বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ রাগৈ জামে মসজিদ, ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ, তপদার বাড়ী জামে মসজিদ, দর্জি বাড়ী জামে মসজিদ, আল-আমিন বাড়ীর জামে মসজিদ, পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, হায় কামতা জামে মসজিদ, পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, হকনাদ্রীয়া জামে মসজিদ, বাজার জামে মসজিদ, শেকের বাগ জামে মসজিদ, দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, আঃ মালেক জামে মসজিদ।[১৫৫]

মেহের (উঃ) ইউনিয়ন

ভাটুনীখোলা জামে মসজিদ, ভাটুনীখোলা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ডিংঙ্গা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, পশ্চিম উপলতা সাগের জামে মসজিদ, পশ্চিম উপলতা জামে মসজিদ, পশ্চিম উপলতা মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব উপলতা জামে মসজিদ, পূর্ব উপলতা ২ নং জামে মসজিদ, পূর্ব উপলতা বাইতুল জাকির জামে মসজিদ, কাজির কামতা জামে মসজিদ, মেহের স্টেশন রেলওয়ে জামে মসজিদ, বাদিয়া বাইতুর মমিন জামে মসজিদ, করবা জামে মসজিদ, সেনগাঁও হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, সেনগাঁও মাঝপাড়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ সেনগাঁও জামে মসজিদ, শাহরাস্তী জামে মসজিদ, সুয়া পাড়া জি কে মাঠ জামে মসজিদ, সুয়া পাড়া মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর সুয়া পাড়া জামে মসজিদ, সুয়া পাড়া মাঝের বাড়ী জামে মসজিদ, সুয়া পাড়া বড় বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব সুয়া পাড়া জব্বর আলী জামে মসজিদ, কালিয়া পাড়া জামে মসজিদ, কালিয়া পাড়া পোদ্দার বাড়ী জামে মসজিদ, দেবপুর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, দেবপুর মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, নারায়ণপুর জামে মসজিদ, পশ্চিম তারাপুর জামে মসজিদ, পূর্ব তারাপুর জামে মসজিদ, কাকৈরতলা বাজার জামে মসজিদ, কাকৈরতলা

---

[১৫৪] প্রাগুক্ত।

[১৫৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বড়বাড়ী জামে মসজিদ, বানিয়াচৌ কারী বাড়ী জামে মসজিদ, বানিয়াচৌ হযরত মাজার জামে মসজিদ, বানিয়াচৌ মৃধা বাড়ী জামে মসজিদ, দুর্গাপুর জামে মসজিদ, হযরত শাহরাস্তি রোহা বাজার জামে মসজিদ, নয়নপুর জামে মসজিদ, বরুলিয়া জামে মসজিদ, খানেশ্বর বাইতুন নূর জামে মসজিদ, খানেশ্বর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, গুগুসাল পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, গুগুসাল বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, নাওজ জামে মসজিদ, সোনাপুর জামে মসজিদ, শাহাপুর জামে মসজিদ, শাহাপুর রেলগেট জামে মসজিদ, শাহাপুর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ।

মেহের (দঃ) ইউনিয়ন

বিষারা হাক্কানী আন্জুমান জামে মসজিদ, দক্ষিণ বিষারা জামে মসজিদ, নওয়াগাঁও এতিম খানা জামে মসজিদ, নওয়াগাঁও ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, নওয়াগাঁও বড় হাজী বাড়ী জামে মসজিদ, নওয়াগাঁও পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, নোয়াগাও পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, দক্ষিণ নোয়াগাও পন্ডিত বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ নওয়াগাঁও পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, দক্ষিণ দের করা জামে মসজিদ, দক্ষিণ দেবকরা রাজা খাঁর জামে মসজিদ, মধ্য দেবকরা দিঘীর পাড় জামে মসজিদ, দেবকরা বাজার জামে মসজিদ, দেবকরা মিয়াজী বাড়ী জামে মসজিদ, দেবকরা উঃ পশ্চিম পাড়া মসজিদ, দারুন করা জামে মসজিদ, পদুয়া জামে মসজিদ, মালেরা জামে মসজিদ, ফতেপুর মিয়াজি বাড়ী জামে মসজিদ, ফতেপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, শ্রীপুর শাহরাস্তি বাজার জামে মসজিদ, কাজির কাপ উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, কাজির কাপ মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, কাজির কাপ দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, কাজির নগর জামে মসজিদ, নিজমেহের ষোল পুকুরিয়া জামে মসজিদ, নিজমেহের জামে মসজিদ, নিজমেহের গোলচী বাড়ী জামে মসজিদ, নিজমেহের কালী বাড়ী জামে মসজিদ, নিজমেহের ঠাকুর বাজার জামে মসজিদ, নিজমেহের শাহ সাহের জামে মসজিদ, নিজমেহের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, নিজমেহের মধ্য দায়রা পাঞ্জেগানা মসজিদ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রকাশ্য ছিকুরিয়া নেছারিয়া জামে মসজিদ, বায়তুল উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বায়তুল দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, নিজমেহের মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, নিজমেহের নোয়া বাড়ী জামে মসজিদ, নিজমেহের জমা বাড়ী জামে মসজিদ, পূর্ব দেবকরা জামে মসজিদ, কৃষ্ণপুর জামে মসজিদ, নিজমেহের দক্ষিণ পাড়া বায়তুন নূর জামে মসজিদ, নিজমেহের মৃধা বর্দী জামে মসজিদ, ভোল দীঘি হক্কানী জামে মসজিদ, ভোল দীঘি জামে মসজিদ, পদুয়া কাজী বাড়ী জামে মসজিদ।[১৫৬]

শাহরাস্তি (উঃ) ইউনিয়ন

মুহাম্মদপুর জামে মসজিদ, ভল্যাশ্বর বাজার জামে মসজিদ, ভল্যাশ্বর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, গঙারামপুর জামে মসজিদ, দাদিয়া পাড়া জামে মসজিদ, রশিদপুর দক্ষিণ জামে মসজিদ, রশিদপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ, বিন্ কানা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, উলকিলা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, উলকিলা বাজার জামে মসজিদ, উলকিলা চেয়ারম্যান বাড়ী জামে মসজিদ, উলকিলা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, উলকিলা মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, আন্দপুর জামে মসজিদ, খান পাড়া জামে মসজিদ, দহশ্রী পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, দহশ্রী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, সাদেরপুর জামে মসজিদ, সাদেরপুর জামে মসজিদ (হাঃ মাঃ), চন্ডিপুর জামে মসজিদ, রাজাপুর জামে মসজিদ, রাজাপুর উত্তর জামে মসজিদ, রায়শ্রী পূর্ব পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, রায়শ্রী মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, রায়শ্রী উঃ জামে মসজিদ, রায়শ্রী বাজার জামে মসজিদ, রায়শ্রী লেখবাড়ী জামে মসজিদ, রায়শ্রী দঃ জামে মসজিদ, বোগরা জামে মসজিদ, আতাকরা জামে মসজিদ, দেহেলা জামে মসজিদ, দেহেলা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, হাট পাড় জামে মসজিদ।

---

[১৫৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রামশ্রী (দঃ) ইউনিয়ন

খিলা বাজার জামে মসজিদ, মোগল বাড়ী জামে মসজিদ, আহমদ নগর জামে মসজিদ, আহমদ নগর কাউলি বাজার জামে মসজিদ, আহমদ নগর মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, আহমদ নগর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বেরডী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বেরডী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ঘুঘুর চপ জামে মসজিদ, কায়পাড়া জামে মসজিদ, নোয়াপাড়া জামে মসজিদ, বিজয়পুর জামে মসজিদ, বিজয়পুর মধ্য জামে মসজিদ, বিজয়পুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, বিজয়পুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বিজয়পুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, বিজয়পুর হাটখোলা ঈদগাহ জামে মসজিদ, বাড়িখিরা জামে মসজিদ, পরানপুর জামে মসজিদ, পরানপুর মাদ্রাসা জামে মসজিদ, শিবপুর আসলাম মিয়া জামে মসজিদ, শিবপুর গাইন বাড়ী জামে মসজিদ, বগুরামপুর দক্ষিণ পাটওয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ, বগুরামপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বগুরামপুর রাজ বাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর বাজার পাঞ্জেগানা মসজিদ, বগুরামপুর দক্ষিণ বাজার পাঞ্জেগানা মসজিদ, বেরনাই উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বেরনাই খাদিজা বেগম জামে মসজিদ, বেরনাই লস্কর হাজী জামে মসজিদ, বেরনাই বাজার জামে মসজিদ, কৃষ্ণপুর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ, কৃষ্ণপুর মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, খিলা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, খিলা মসজিদ বাড়ী জামে মসজিদ, কুরবালতা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, কুরবালতা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, নাইরা মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, নাইরা স্কুল সংলগ্ন জামে মসজিদ, নাইরা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, নাইরা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, খিলা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, শিবপুর রান্দার পাশের গ্রাম জামে মসজিদ।[১৫৭]

পূর্বচিতোষী ইউনিয়ন

মনিপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, মনিপুর পুরাণ বাড়ী জামে মসজিদ, মনিপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, খিতার পাড়া জামে মসজিদ, চিতোষী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, চিতোষী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, চিতোষী বাজার জামে মসজিদ, চন্দাল পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, সালেংগা জামে মসজিদ, ঘড়িমন্ডল জামে মসজিদ, কালাচো জামে মসজিদ, বড় পুকুরিয়া জামে মসজিদ, তোতশ্বর জামে মসজিদ, নাগবাড়ী জামে মসজিদ, পানচাইল পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, পানচাইল দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, নহরপুর পাড়া জামে মসজিদ, নহরপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, নহরপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, কসবা জামে মসজিদ বেততলা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, কাদরা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, কাদরা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, কর্নপাড়া জামে মসজিদ, ছোটতুলা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ছেট তুলা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, বড়তুলা দরগা বাড়ী জামে মসজিদ, বড়তুলা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, বড়তুলা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, শামপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, শ্যামপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ।[১৫৮]

চিতোষী (পঃ) ইউনিয়ন

পাথৈর আলেক জিয়া জামে মসজিদ, পাথৈর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, পাথৈর জামে মসজিদ, পাথৈর আলীবাড়ী জামে মসজিদ, নুলিয়া মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, দৈয়ারা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, দৈয়ারা

---

[১৫৭] প্রাগুক্ত।

[১৫৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জামে মসজিদ, একাতড়ী জামে মসজিদ, লালিয়ারা জামে মসজিদ, হাড়িয়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, হাড়িয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, আয়শাতলী শাহী জামে মসজিদ, আয়শাতলী পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, আয়শাতলী মিজি বাড়ী জামে মসজিদ, নোয়াপাড়া জামে মসজিদ, কোখার জামে মসজিদ, খেড়িদুর পাড়া জামে মসজিদ, খেড়িদুর দারুস সালাম জামে মসজিদ, খেড়িদুর মজুমদার বাড়ী জামে মসজিদ, মেলারগাঁও জামে মসজিদ, খেড়িহর মাদ্রাসা জামে মসজিদ, খেড়িহর বাজার জামে মসজিদ, খেড়িহর বায়তুন নূর জামে মসজিদ, খেড়িহর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, খেড়িহর বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ, খেড়িহর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, মতি নারায়ণপুর জামে মসজিদ, উখারিয়া আষ্টগ্রাম জামে মসজিদ, বগৈড় বায়তুল আমান জামে মসজিদ, আয়শাতলী মীর বাড়ী জামে মসজিদ।[১৫৯]

চাঁদপুর জেলার হাসপাতাল সমূহ

সিভিল সার্জন অফিস, চাঁদপুর; জেলা সদর হাসপাতাল, চাঁদপুর; বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, চাঁদপুর; মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, চাঁদপুর; মতলব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; কচুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস; হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; শাহরাস্তি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; ফরিদগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; হাইমচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; দুর্গাপুর ইউনিয়ন সাব-সেন্টার, মতলব; ষাটনল সাদুল্লাপুর সাব-সেন্টার, মতলব; মান্দারতলী সাব-সেন্টার, মতলব; মোহনপুর সাব-সেন্টার, মতলব; চক বগারচর সাব-সেন্টার, মতলব; টরকী সাব-সেন্টার, মতলব; কচুয় সদর সাব-সেন্টার, কচুয়া; রঘুনাথপুর সাব-সেন্টার, কচুয়া; পাথৈর সাব-সেন্টার, কচুয়া; আশ্রাফপুর সাব-সেন্টার, হাজীগঞ্জ; শ্রীপুর সাব-সেন্টার হাজীগঞ্জ; রামচন্দ্রপুর সাব-সেন্টার, হাজীগঞ্জ; টামটা মেহের সাব-সেন্টার, শাহরাস্তি; নাওড়া সাব-সেন্টার, শাহরাস্তি; রূপসা সাব-সেন্টার, ফরিদগঞ্জ; আস্টা সাব-সেন্টার, ফরিদগঞ্জ; ফিরোজপুর সাব-সেন্টার, ফরিদগঞ্জ; কড়ইতলী সাব-সেন্টার, ফরিদগঞ্জ; হাইমচর সাব-সেন্টার, হাইমচর।[১৬০]

প্রাইভেট ক্লিনিক

চাঁদপুর সেন্ট্রাল হাসপাতাল, চাঁদপুর; চাঁদপুর রয়েল হাসপাতাল, চাঁদপুর; চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর; সিটি হাসপাতাল, চাঁদপুর; পদ্মা হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, চাঁদপুর; চাঁদপুর ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, চাঁদপুর; চাঁদপুর মেডিক্যাল সেন্টার, ষোলঘর, চাঁদপুর; চাঁদপুর মিডল্যান্ড হাসপাতাল ট্রাক রোড, চাঁদপুর; চাঁদপুর রতন মেমোরিয়েল হাসপাতাল, চাঁদপুর; মিডওয়ে মেডিকেল সেন্টার, হাজীগঞ্জ; সুকয়ান হাসপাতাল, হাজীগঞ্জ।[১৬১]

---

[১৫৯] প্রাগুক্ত।

[১৬০] সিভিল সার্জন অফিস, চাঁদপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

[১৬১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদপুর জেলার পোষ্ট অফিস সমূহ

আলগী পাঁচগাও, দারুস সালাম, ধানুয়া, নায়াহাট, পাঠান বাজার, বাগড়া বাজার, বাখরপুর, বেলতলী, বিষ্ণুদী, ভেদুরিয়া বাজার, মহামায়া, মৈশাদী, মাস্টার বাজার, রাজার গাঁও, নাউরী বাজার, রাজার গাঁও, লোধপাড়া, শ্রীপুর বাজার, ষাটনল, সফরমালী, সাহেব বাজার, হরিপুর, ফরাজি কান্দি, মেনাপুর, গোয়াল ভানডার বাজার, মান্দারতলী, সরদার কান্দি, পশ্চিম খেড়িহর, নরিংপুর, আয়নাতলী বাজার, হুরিয়া, পূর্ব খেরিহর, কচুয়া, উজানী, কৈলাইন, ডুমুরিয়া, তেতৈয়া, মনপুরা, মনোহর পুর, সাহেদা পুর, নিশ্চিন্তপুর আলিয়া মাদ্রাসা, কাদলা, হোসেন পুর, কালিপুরা বাজার, খিলাবাজার, গন্ডামারা সাব অফিস, আলগী দূর্গাপুর, বিরামপুর, সন্তোষপুর, আলগী বাজার, গুদকালিন্দিয়া, চাঁদপুর নৈশ ডাকঘর, চাঁদপুর কলেজ, চান্দ্রা সাব অফিস, করইতলী, বালিথুবা, দক্ষিণ বালিখুবা, পাইক পাড়া, পূর্ব গাজীপুর, ইসলামপুর শাহ ইয়াসীন সিনিয়র মাদ্রাসা, মুলপাড়া, চিতোষী সাব অফিস, আমতলী, কাদ্রা, কাশিপুর মাদ্রাসা, সাদঘর, নোয়াগাঁও, নর হরিপুর, পোমগাঁও, বাইশগাঁও মনোহরগঞ্জ, হাসনাবাদ, পাকশ্রী রামপুর সাব অফিস, পুরান বাজার সাব অফিস, রাজ রাজেশ্বর, গোবিন্দিয়া, বহরিয়া, হানারচর, হরিনা, ইব্রাহীম পুর, বাজাপ্তি, পশ্চিমচর কৃষ্ণপুর, পুরান বাজার নৈশ, ফরিদগঞ্জ, কালির বাজার, কাউনিয়া, সাহেবগঞ্জ, পূর্ব এখলাছপুর, সোনালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বলাখাল সাব অফিস, বাবুর হাট সাব অফিস, আরং বাজার, আশিকাটি, বড়দিয়া, রোয়ালিয়া বাড়ী, মনোহরখাদী, মুন্সির হাট, লালপুর বাজার, বি.আই.ডব্লিউ.টি.এস.ও অবিলি, মতলবগঞ্জ, আচলছিলা, আশ্বিনপুর, ইন্দ্ররিয়া, এনায়েতগঞ্জ, খিদিরপুর, নন্দলালপুর, নায়েরগাঁও, নারায়ণপুর, নিশ্চিন্তপুর, খাদেরগাঁও, মধ্য নোয়াগাঁও, লূদূয়া, তুষপুর, সুজাতপুর বাজার, আনন্দ বাজার, শিবপুর, দক্ষিণ গাজীপুর, অলিপুর, লবাইরকান্দি বাজার, কালিকাপুর, কালিয়াইশ ওমরজান, মোহনপুর সাব অফিস, এখলাশপুর, গজরা, পাঁচআনী, দশআনী, বোরাচর চরকাশিম, রহিমানগর সাব অফিস, আইনগিরী, পাকনুরপুর, আশরাফপুর, খাজুরিয়া লক্ষ্মীপুর, রামপুর বাজার, রূপসা সাব অফিস, গুপটি, দাইছাড়া, লাউতলী বাজার, সিংগেরগাঁও, রোস্তমপুর, গোল ভান্ডার শরীফ, শাহরাস্তি, ইনকিলা, উল্লাশ্বর, কালিয়া পাড়া, গন্দ্রবপুর, পাক বিজয়পুর, পাক ফতেহপুর, বলশিদ চেংগাচল, মেহের, রাগৈ, সূচীপাড়া, সোরশাক, আদর্শ ইছাপুরা, দেবকরা, টামটা, ষোলঘর, শাহাতলী, হাইমচর, চরভৈরবী, হাজীগঞ্জ, আহম্মদপুর বাজার, উয়ারুক, কামরাংগা বাজার, কামতা বাজার, কাশিমাবাদ, কাশিমপুর, কাশিমপুর পূরন, কালচো পরী, খান সুহিলপুর, খিলপাড়া, গল্লাক বাজার, গুলবাহার, ঘনিয়া, তুলপাই ফতেহপুর, টোরা মুন্সির হাট, দেবপুর, ধড্ডা, নাসিরকোর্ট, পালিশারা, পয়ালী, বলিয়া, বড়কুল, বাকিলা, মনতলা, রঘুনাথপুর, সাদ্রা মাদ্রাসা, সুবিদপুর, সৈয়দপুর বাজার, সেন্দ্রা, শোল্লা, হাটিলা টংগীর পাড়, চৌধুরী বাজার, বাসারা হাই স্কুল, অলিপুর দীঘির পাড়, রামপুর, নওহাটা, পাতানিশ, হাজীগঞ্জ থানা প্রশাসনিক ভবন, চেংগার চর বাজার এস.ও।[১৬২]

---

[১৬২] চাঁদপুর জেলার প্রধান পোষ্ট অফিস, চাঁদপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ঃ তৃতীয়

শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে অবদান রাখল যারা

অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ (রহঃ)

(জন্ম ঃ ১৮৯২/১৯০১ খ্রীঃ, মৃত্যু ঃ ২৬ মার্চ ১৯৮৭ খ্রীঃ)

অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ (রঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারীরূপে কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচার, শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ কল্যাণে আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত লাকসাম উপজেলাধীন গাজীমুড়া আলীয়া মাদ্রাসা তাঁরই কৃতিত্বের সাক্ষ্য। এ'মহান ব্যক্তি চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ইসলামপুর (সাবেক দেবীপুর) গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৯২ খ্রীঃ[১৬৩] মতান্তরে ১৯০১ খ্রীঃ[১৬৪] জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আলী ফরাজী এবং মাতার নাম আফজান বিবি। ৪ ভাই এবং ৪ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। ভাই-বোনদের মধ্যে তিনিই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। আব্দুল মজিদ (রহঃ) নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা শেষ করে চাঁদপুর জেলার কামরাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসা হতে ১৯২৪ খ্রীঃ দাখিল। অতঃপর কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে সরকারী বৃত্তি সহকারে ১৯২৬ খ্রীঃ আলিম ও ১৯২৮ খ্রীঃ ফাজিল / হায়ার স্ট্যান্ডার্ড ইন এরাবিক এ্যান্ড ফার্সিয়ান লিটারেচার এ্যান্ড মুহামেডান ল-তে (আরবী-ফার্সী সাহিত্য এবং মুহম্মদী আইন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী) ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উক্ত কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৩০ খ্রীঃ কামিল (ফিক্‌হ) ডিগ্রী কৃতিত্বের সাথে অর্জন করেন। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া ও মাওলানা মোশতাক প্রমূখ মোহাদ্দেসীন তাহাঁর হাদীসের শিক্ষক।[১৬৫]

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কালে তাঁর লেখাপড়া এবং সার্বিক কার্যকলাপের স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে "খাঁন" উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৬৬] কলিকাতা মাদ্রাসায় পড়ালেখা শেষ করে তিনি শিক্ষক হিসেবে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি তাঁর নিজ উপজেলা ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলীয়া মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে ও লাকসাম উপজেলাধীন পশ্চিমগাঁও হাই মাদ্রাসায় সহ-সুপার হিসেবে চাকুরী করেন।[১৬৭] অতঃপর তিনি ১৯৩২ খ্রীঃ লাকসাম উপজেলাধীন নওয়াব ফয়জুন্নেসা ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় (বর্তমানে নওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারী মহাবিদ্যালয়) মাসিক মাত্র বিশ টাকা বেতনে হেড মৌলভী হিসেবে চাকুরী গ্রহন করেন। ওল্ড স্কীম মাদ্রাসাটি ১৯৩৫ খ্রীঃ নিউস্কীম মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হলে ১৯৩৮/৩৯ খ্রীঃ পর্যন্ত উক্ত নিউস্কীম মাদ্রাসায় কর্মরত থাকেন। ফয়জুন্নেসা ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা 'নিউ স্কীম মাদ্রাসায়' রূপান্তরিত হলে তৎকালীন স্থানীয় জনগণ 'ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠার বিকল্প প্রচেষ্টা হিসেবে প্রথমে দৌলতগঞ্জ উত্তর বাজার মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন একটি ঘরে সাময়িকভাবে ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে উক্ত মাদ্রাসাটি

---

১৬৩ আল-আমীন ইসলামী পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা লাকসাম কর্তৃক সীরাতুন্নবী স্মরণীকা, ১৯৮৮ খ্রীঃ পৃঃ ১৪।

১৬৪ হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস-মাওঃ নূর মুহাম্ম আযমী,এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত,পৃঃ ২৩৭ ও সাক্ষাতকার-ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, অধ্যাপক,ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৬৫ প্রাগুক্ত।

১৬৬ প্রাগুক্ত।

১৬৭ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দৌলতগঞ্জ বাজারের পূর্বপ্রান্তে গন্ডামারায় স্থানান্তরিত করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উক্ত মাদ্রাসা দৌলতগঞ্জ বাজারের দক্ষিণে গাজীমুড়া গ্রামে (বর্তমান স্থানে) স্থানান্তর করা হয়। অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ (রঃ) প্রথমে তাঁর যোগ্যতা, দক্ষতা ও পান্ডিত্যের গুণে সুপারিনটেনডেন্ট পদে পরবর্তীতে অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন।[১৬৮]

মৌলভী আব্দুল হাকীম ও মৌলভী মোহাম্মদ আলী উক্ত মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হলেও মূলতঃ অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ (রহঃ) এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও মেধার কারণেই নগন্য কুঁড়ে ঘরে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটি ১৯৫৮ খ্রীঃ আলিয়া মাদ্রাসা হিসেবে সরকারের অনুমোদন লাভ করে এবং উহাতে হাদীসের দরস আরম্ভ করেন।[১৬৯] পরে মাদ্রাসাটি সুরম্য বিল্ডিং এ রূপান্তরিত হয়। অধ্যক্ষ আলহাজ্জ্ব আব্দুল মজিদ (রঃ) ১৯৮৩ খ্রীঃ পর্যন্ত দক্ষতা, সফলতা এবং সুনামের সাথে অধ্যক্ষ হিসেবে কুমিল্লা জেলার প্রবীনতম ঐতিহ্যবাহী দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসায় কাজ করেন। ওলিয়ে কামিল, সমাজ সংস্কারক, বিদ্যোৎসাহী ও গণমানুষের শিক্ষক সকল স্তরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ (রঃ) দীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসাকে উন্নত করার জন্য নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যান। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আর্থিক সাহায্য ও সহানুভূতি ছিল তাঁর মাদ্রাসা পরিচালনার একমাত্র সম্বল। তাঁর সুদীর্ঘ ৫০ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা ও অসাধাররণ ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে সুখ্যাত এই মাদ্রাসাটি বর্তমান রূপ লাভ করে।[১৭০]

চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্থপতি বিশেষ করে অসংখ্য বুজুর্গ হাক্কানী আলিম উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন। তম্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র ও ছাত্র মুহাম্মদ রুহুল আমীনের কথা। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইস্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। এরূপ বিরল অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা সম্পন্ন মহান মনীষী অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ (রহঃ) এর অনুগত ছাত্র ও শিষ্য দেশের সর্বত্র রয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ব্যারিষ্টার সাইয়্যেদ হাবিবুল হক (পশ্চিমগাঁও, নবাব বাড়ী, লাকসাম, কুমিল্লা), মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ (পীর সাহেব মৌকরা), মাওঃ আব্দুর রহিম (সাবেক মুফতি, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা), মাওঃ হুসাঈন আহমদ (ইমাম ও খতিব, নিউ মার্কেট জামে মসজিদ, ঢাকা), অধ্যাপক এ.বি.এম মহিউদ্দিন (সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কুমিল্লা), হাফেজ মাওঃ আব্দুল জলিল (সাবেক প্রিন্সিপাল, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা), মোহাম্মদ সামছুল হুদা (ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা), হাফেজ মোহাম্মদ উল্লাহ (ইমাম ও খতিব মাষ্টার দ্যা সূর্য সেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মাওলানা সাদেক উল্লাহ (মুহাদ্দিস, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা), মরহুম মাওলানা মোবারক আলী (সাবেক অধ্যক্ষ, মুদাফফরগঞ্জ ফাজিল মাদ্রাসা, লাকসাম, কুমিল্লা), হাফেজ মাওঃ মঈনুল ইসলাম (সাবেক গবেষণা কর্মকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা) অন্যতম। যাহাঁরা দেশের শিক্ষা বিস্তার, উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণে নিয়োজিত।

বার্ধক্য জনিত কারণে অবসর গ্রহনের পর এই নিবেদিত প্রাণ মহৎ ব্যক্তি ১৯৮৭ খ্রীঃ ২৬শে মার্চ দিবাগত রাত ১১.৩০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নলিল্লাহি---------- রাজেউন।[১৭১]

---

১৬৮ আল-আমীন ইসলামী পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা লাকসাম কর্তৃক প্রকাশিত সীরাতুন্নবী স্মরণীকা, ১৯৮৮ খ্রীঃ পৃঃ ১৪।

১৬৯ হাদিসের তত্ব ও ইতিহাস -মাওঃ নূর মুহাম্ম আযমী, এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রাকাশিত পৃঃ ৩০১।

১৭০ আল-আমীন ইসলামী পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা লাকসাম কর্তৃক প্রকাশিত সীরাতুন্নবী স্মরণীকা, ১৯৮৮ খ্রীঃ পৃঃ ১৫।

১৭১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬ ও সাক্ষাতকার-ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

আইউব আলী খান

(জন্ম ঃ -? মৃত্যু ঃ --?)

আইউব আলী খান প্রায় শতবর্ষায়ু এই ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন ব্যাপক। তিনি ফরিদগঞ্জ উপজেলার গৃদকালিন্দিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২০ খ্রীঃ রায়পুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে মেট্রিক পাস করেন এবং ১৯২২ খ্রীঃ বরিশাল বি, এম, কলেজ হতে আই. এ. পাস করেন। আই. এ. পাশ করার পরই তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়। ১৯২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত রায়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। নিজ গ্রাম ও আশপাশের অঞ্চলের শিক্ষাদীক্ষার অনগ্রসরতা লক্ষ্য করে ১৯২৬ খ্রীঃ গৃদকালিন্দিয়ায় এম. ই. স্কুল স্থাপন করে নিজে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহন করেন। দীর্ঘ ২৩ বছর এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এ সময়ে এ স্কুল হতে প্রায় ৪০ জন মেধাবী ছাত্র বৃত্তি পান। তারা বর্তমানে দেশে-বিদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তখন চাঁদপুর জেলার মতলব জে.বি. হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ওয়ালী উল্লাহ পাটওয়ারী ও আইউব আলী খান প্রতিযোগিতামূলকভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভাল ভাল ছাত্র সংগ্রহ করে নিজ স্কুলে এনে নিজের তত্ত্বাবধানে বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। ১৯৪৮ খ্রীঃ উক্ত স্কুলটি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ১৯৭২ খ্রীঃ মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের জন্য উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১৭২]

আইউব আলী খানের জীবনে রাজনৈক প্রভাবও অপরিসীম। তিনি দীর্ঘকাল ধরে পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্থানীয় জনসাধারণের দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য তৎকালীন এতদঅঞ্চলের প্রভাবশালী রূপসার জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। ফলে অত্র এলাকার জনগণ তার নিকট থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করেছেন। জনস্বার্থে রাজনীতি করতে গিয়ে ১৯৫৪ খ্রীঃ ৯২ (ক) ধারায় ও ভাষা আন্দোলনে কারাবরণ করেন। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো তিনি ১৯৩০ খ্রীঃ থেকে কুমিল্লা সেসন জজ কোর্টে প্রায় ৩০ বছর "স্পেশাল জুরার" ছিলেন। জনহিতকর কার্য বাস্তবায়ন করার জন্য বিশেষ করে স্কুলের খেলার মাঠ, বাজার, পোষ্ট অফিস, কমিউনিটি হল ইত্যাদির জন্য তাঁর মোট সম্পত্তির ৪.৫০ একরের মধ্যে দুই একরের বেশী দান করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধেও তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। যুদ্ধের সময় পাকবাহিনী তাঁর ঘরসহ বাড়ীর বহু ঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং পাঁচজনকে গুলী করে হত্যা করে। তিনি প্রাণে রক্ষা পান। এ মহান শিক্ষকের শিক্ষা পেয়ে বহু কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ ও কুটনীতিবিদ দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত।[১৭৩]

---

১৭২ এক নজরে ফরিদগঞ্জ-ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৩১।

১৭৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আজিজুর রহমান পাটোয়ারী

(জন্মঃ ১৯০৩ খ্রীঃ, মৃত্যু-০৩ জুলাই ১৯৯৪ খ্রীঃ)

আজিজুর রহমান পাটোয়ারী চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার নাওড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯০৩ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফরিদ উদ্দিন পাটোয়ারী।[১৭৪] চার ভাই দুই বোনের মধ্যে আজিজুর রহমান পাটোয়ারী দ্বিতীয়। নিজ গ্রামে পিতা-ফরিদ উদ্দিন পাটোয়ারী কতৃক স্থাপিত পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহন করেন। অতঃপর তাঁর পিতা তাঁকে সংসার দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োগ করায় আর পড়া-লেখার সুযোগ হয়নি। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদি ব্যক্তি, বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী। একারণে তাঁকে সপ্তাহকাল জেল খাটতে হয়েছে। ১৯৩২ খ্রীঃ ত্রিপুরা জেলার বিশিষ্ট আলেম মাওলানা ইমামুদ্দিন নূরীর নেতৃত্বে মেহেরে মহাজন বিরোধী আন্দোলনে আজিজুর রহমান পাটোয়ারী ছিলেন আন্দোলনকারীদের অন্যতম। আন্দোলনের ফলে মহাজনেরা আত্মসর্ম্পন করতে বাধ্য হয়। পরে শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের বঙ্গ সরকারের মন্ত্রীত্বকালে আইন করে "ঋণ শালিসী ব্যবস্থা" সারা বঙ্গের গরীব চাষীদের ভাগ্য ফিরায়।[১৭৫]

১৯৪৬ খ্রীঃ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধলে আজিজুর রহমান পাটোয়ারী অন্যান্য যুবকদের নিয়ে দাঙ্গা বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক টীম গঠন করেন। যার ফলে মেহের পরগনায় কোন দাঙ্গাঁ হতে পারেনি। ১৯৪৬ খ্রীঃ আজিজুর রহমান পাটোয়ারী গঠন করেন মুসলিম রিলিফ ফান্ড। নিজের কিছু অর্থ আর চাঁদা তুলে গঠন করেন এই ফান্ড। আর এই ফান্ড গঠন ও পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। রিলিফ ফান্ড থেকে গরীব মুসলিম ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য বিনা সুদে ঋণ ও দান, দু'ভাবে সাহায্য দিতেন। কারণ তখন পড়াশুনার জন্য কোন হিন্দু কোন মুসলমানকে ঋণ দিতো না। তাই মুসলমানদের জন্য এই ধরনের উদ্দোগ খুবই সময়োপযোগী ও ফলপ্রসু হয়। অনেক অভাবী মুসলিম জনসাধারণ বিনা সুদে ঋণ গ্রহন করে। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- দেবকড়ার হোসেন আহমদ, তিনি পি.এস.পি পরীক্ষার খরচ বাবদ ২৮ মে ১৯৫০ খ্রীঃ ২০০ টাকা ঋণ গ্রহন করেন। পরবর্তী কালে তিনি পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং ১৯৮০ খ্রীঃ সচিব মৎস ও পশু মন্ত্রাণালয়,১৯৮২ খ্রীঃ সচিব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং তৎপর পার্লামেন্টের সচিব নিযুক্ত হন। আজিজুর রহমান পাটোয়ারী নিজেও তাঁর ছেলে ডঃ. এম.এ সাত্তারের (সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির অর্থনীতি ও উন্নয়ন বিষয়ক সাবেক সচিব) পড়ার খরচ বহনের জন্য এ ফান্ড থেকে ৪ অক্টোবর ১৯৫২ খ্রীঃ ১০০টাকা ঋণ গ্রহন করেন। এ ছাড়া আরো অনেকেই এ ফান্ড থেকে উপকৃত হন।[১৭৬]

আজিজুর রহমান পাটোয়ারী ছিলেন একজন সমাজকর্মী। তিনি সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজ করেই তৃপ্তি পেতেন। তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষানুরাগী, সংগঠক, ব্যবস্থাপক ও জ্ঞানী ব্যক্তি। দীর্ঘদিন মেহের হাই মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। শ্রীপুর হাই মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য

---

[১৭৪] ফরিদ উদ্দিন পাটোয়ারী ছিলেন একজন পন্ডিত ব্যক্তি, তিনি নিজ গ্রামে সর্বপ্রথম পাঠশালা স্থাপন করেন। যেখান থেকে শিক্ষা গ্রহন করে অনেকেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। (আট দশকের সংগ্রাম-মোঃ সিরাজুল ইসলাম পৃঃ১৪)।

[১৭৫] আট দশকের সংগ্রাম-মোঃ সিরাজুল ইসলাম পৃঃ ১৪ ও সাক্ষাতকার-মোঃ মোশারফ হোসেন হোসেন পাটওয়ারী (আজিজুর রহমান পাটওয়ারীর ছেলে) তাং-০২/০২/০৩।

[১৭৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে দীর্ঘ দিন কাজ করেন। মেহের শাহরাস্তি হাই মাদ্রাসা পরে হাই স্কুলে পরিণত এবং বর্তমানে উপজেলার অন্যতম স্কুল এবং উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্র। এখানেও তিনি দীর্ঘ দিন জড়িত ছিলেন। তৎকালে ১৯৩০ খ্রীঃ এর দিকে মেহের ঠাকুর বাজারে বিরাজ করছিল বিশৃঙ্খলা, পূর্বে জমিদার ইহার রক্ষণা বেক্ষণ করতেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জমিদারদের খারাপ অবস্থা বিরাজ করলে তারা সমাজ উন্নয়নের পরিবর্তে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে মনোযোগী হয়। এমতাবস্থায় আজিজুর রহমান পাটোয়ারী ঠাকুর বাজার উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং একটি কমিটি গঠন করে দেন।[১৭৭]

তখন ঠাকুর বাজারে নামাজ আদায়ের জন্য কোন মসজিদ ছিল না। ছিল একটি ছনের ছোট ঘর। এতে নামাজ আদায় করা খুবই অসুবিধা হত। আজিজুর রহমান পাটোয়ারীর প্রচেষ্টায় সেখানে একটি বৃহৎ আকারের মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে একটি বড় পুকুর ও খনন করা হয়। আর পুকুরের মাটি দ্বারা বাজারের রাস্তা-ঘাট পরিপাটি করা হয়।[১৭৮]

১৯৭২ খ্রীঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় মেহের কলেজ। উক্ত কলেজের জন্য তিনি একটি ২৫ বন্দের টিনের ঘর ও নগদ প্রায় ২০ হাজার টাকা দান করেন এবং শিক্ষকদের বেতনের টাকাও তিনি প্রায়ই দিতেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৮৩ খ্রীঃ উন্নয়ন মূলক অনুদানের আওতায় কুমিল্লা জেলার একমাত্র কলেজ হিসেবে উক্ত কলেজ সোয়া ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পায়। উক্ত কলেজের পরিচালনা পরিষদের তিনি দীর্ঘদিন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন ভোলদীঘি সিনিয়র মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও নাওড়া হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান।[১৭৯]

১৯৭৫ খ্রীঃ তিনি পঞ্চগ্রাম সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ইহার চেয়ারম্যান মনোনিত হন। তাঁর কর্মউদ্দীপনায় সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের আর্থ সামাজিক আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। পঞ্চগ্রাম সমবায় সমিতিকে কেন্দ্রকরে নাওড়ায় সরকারের মন্ত্রী, বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আগমন ঘটে। তাঁর নেতৃত্বে উক্ত এলাকায় আধুনিক চাষের জলসেচ যন্তপাতি এবং বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রবর্তন হয় যার ফলে উৎপাদন তিন-চারগুণ বেড়ে যায়। সমবায়ের উন্নতি দেখে পার্শবর্তী অন্যান্য গ্রাম ও উক্ত সমবায়ে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। আজিজুর রহমান পাটোয়ারী পঞ্চগ্রামের যে কোন ঝগড়া,কোন্দল,সালিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে মীমাংসা করতেন। কাহারো আদালতে যেতে হয়নি।[১৮০]

আজিজুর রহমান পাটোয়ারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল ১৯৭৬ খ্রীঃ পঞ্চগ্রামে চারটি পরিপূরক বিদ্যালয়/নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। সম্পূর্ণ স্থানীয় উদ্যোগে ও সম্পদে এই নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য হল পঞ্চগ্রামের সকল শিশুকেই পাঁচ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি করা। পরিপূরক বিদ্যালয়ে/নিম্ন প্রাইমারী শিশু শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণী পড়ার পর প্রাইমারীতে সরাসরি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করা হত। চারটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়-সাহাপুর, সোনাপুর, বরুলিয়া ও ঘুঘুশালে। তাঁকে এ কাজে সহায়তা করেন তাঁর পুত্রবধু ডঃ এলেন সাত্তার। ডঃ এলেন সাত্তারের প্রচেষ্টায় শিক্ষা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে এই চারটি পরিপূরক বিদ্যালয়কে ভিত্তি করে একই বছরের (১৯৭৬ খ্রীঃ) মার্চে দেশের প্রথম সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প চালু করা হয়। প্রকল্প আশাতীত

---

[১৭৭] আট দশকের সংগ্রাম-মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পৃঃ ৬০।
[১৭৮] প্রাগুক্ত।
[১৭৯] প্রাগুক্ত পৃঃ ৭১/৭৩)।
[১৮০] প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২-৯০)।

Dhaka University Institutional Repository

সাফল্য লাভ করে এবং এলাকার শতকরা ১০০ জন বালক বালিকা স্কুলে যাওয়া শুরু করে এবং প্রাইমারীর সকল শ্রেণীতেই আশ্চর্যজনক হারে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগের সংখ্যা কমে যায়। এ অভূতপূর্ব সফলতার জন্য আজিজুর রহমান পাটোয়ারীকে বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার স্থপতি বলা হয়।[১৮১]

আজিজুর রহমান পাটোয়ারীর আদর্শ ছিল 'কর্ম আর সততা' কাজ ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। সৎ না থাকলে কাজের নৈতিক জোর থাকেনা। যুক্তির ভিত্তিতে সবসময় কথা বলতেন। তাঁর কর্মের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেশী-বিদেশী, মন্ত্রী ও রাষ্ট্র দূতগণ তাঁর সমবায় দেখে প্রশংসা করেছেন, তাঁর নেতৃত্বে বিস্মিত হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে মেহমান হয়েছেন। তিনি পঞ্চগ্রামের অবিসংবাদিত নেতার স্বীকৃতি পেয়েছেন। ১৯৮০ খ্রীঃ স্বনির্ভরগ্রাম সরকার প্রদ্ধতি যখন প্রবর্তন হয় তখন সারা দেশে একমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে এক গ্রামের পরিবর্তে সাত গ্রাম সমন্বিত পঞ্চগ্রামে একটি মাত্র গ্রাম সরকার গঠিত হয়। আর আজিজুর রহমান পাটোয়ারী এই সাত গ্রামের জন্য গঠিত গ্রাম সরকারের প্রধান নির্বাচিত হন। গ্রাম উন্নয়নে সরকার আজিজুর রহমান পাটোয়ারীর মডেল "সমবায় ভিত্তিক গ্রাম সরকার" মেনে নিয়েছিলেন।[১৮২]

আজিজুর রহমান পাটোয়ারীর কর্মের মধ্যে সমবায় সবচেয়ে বড় কর্ম। সমবায়ের উন্নয়ন কল্পে তিনি বহুবিধ প্রকল্প গ্রহন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ওয়ার্কসপ, আর.সি.সি পাইপ ও ওয়াটার সিল্ড ল্যাট্রিন কারখানা (গরীবদের মধ্যে ও উক্ত উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমবায় এগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করেছে।) ধান ছাঁটাই কল, আয়ুর্বেদীয় প্রকল্প, মৎস চাষ (২১৮টি পুকুরে), হাঁস-মুরগী খামার, বৃক্ষরোপন, ছাপাখানা এবং প্রকাশনা, পল্লী-বিদ্যুতায়ন,জল সেচন এবং উন্নত কৃষি, শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি (জেড.পি.জি) প্রকল্প, গ্রামীন সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম, পল্লী-উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প।[১৮৩]

আজিজুর রহমান পাটোয়ারীর উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত ফিডার স্কুলই মেহেরকে ব্যাপক শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। তাঁর এই মহান অবদানকে 'বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি' স্বীকৃতি দিয়েছে "আজিজুর রহমান পাটোয়ারী গণশিক্ষা এওয়ার্ড" ঘোষণা করে। গণশিক্ষায় শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য প্রতি বছর উক্ত সমিতি এই পুরস্কার দেয়। ১৯৮০ খ্রীঃ থেকে নগদ ২০০০/- টাকা এবং একটি সার্টিফিকেট সহযোগে এ পুরস্কার দেয়া হয়।[১৮৪] *

তিনি ১৯৮২ খ্রীঃ থেকে গণবিদ্যালয় প্রকল্পের মাধ্যমে পেশা ভিত্তিক ট্রেডকোর্স চালু করে এলাকার বেকার যুবক ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য এক ব্যাপক প্রচেষ্টা নেন। এতে রয়েছে- টাইপ রাইটিং,মহিলাদের সেলাই, উল বুনন, বাঁশ-বেতের কাজ, ওয়ার্কসপে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও

---

[১৮১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২/১০৩ ও Struggle of a community Leader- M. Sirajul Islam.

[১৮২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭ ও Struggle of a community Leader- M. Sirajul Islam.

[১৮৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮-১১৯) ও Struggle of a community Leader- M. Sirajul Islam.

[১৮৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০) ও Struggle of a community Leader- M. Sirajul Islam.

*আজিজুর রহমান পাটোয়ারী বড় ছেলে ডঃ এম. এ. সাত্তারের স্ত্রী ডঃ এলেন সাত্তার মেয়েদের শিক্ষায় ধরে রাখার জন্য একটি বিদেশী সংস্থা থেকে মেহেরে উপ-বৃত্তির ব্যবস্থা করেন । তখন মেহেরের স্কুল ও কলেজগামী সকল মেয়েরা মাসে ৪০/- টাকা এবং দরিদ্র ছেলেরা মাসে ৩০/- টাকা উপ-বৃত্তি পেত। পরবর্তীতে এ প্রকল্প সারা শাহরাস্তি উপজেলায় বিস্তৃতি লাভ করে। উক্ত মডেলের আলোকেই বর্তমানে সরকার দেশব্যাপী উপ-বৃত্তি প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরঞ্জামাদি তৈরী, ট্রাকটার চালনা, মৎস্য চাষ, গ্রামোপযোগী পায়খানা তৈরী (ওয়াটার সিল্ড লেট্রিন), পানি নিস্কাশনের পাইপ, মৌমাছি পালন, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি বিষয় সমুহে সল্পমেয়াদী (১ থেকে ৬ মাস) প্রশিক্ষণ। উদ্দেশ্য বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও মহিলাদের বাড়তি আয়ের মাধ্যমে সংসারে অর্থ যোগান দেয়া। ১১ জুন ১৯৮৩ খ্রীঃ ৪ একর জমির উপর পঞ্চগ্রাম গণবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। শত শত প্রশিক্ষণার্থী উক্ত গণবিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।[১৮৫]

আজিজুর রহমান পাটোয়ারীর সুযোগ্য নেতৃত্বে পঞ্চগ্রামের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। পঞ্চগ্রামের সুফল ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। মন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, দেশী-বিদেশী সংস্থার কর্ণধারগণ দেখতে আসেন পঞ্চগ্রাম। আজিজুর রহমান পাটোয়ারীকে তখন আমন্ত্রণ জানানো হত বিভিন্ন জাতীয় সম্মেলনে ও প্রেসমিডিয়াগুলোতে। রেডিও বাংলাদেশ ২২ মার্চ ১৯৭৯ খ্রীঃ সন্ধ্যা ৬টা দশ মিনিটে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের জাতীয় অনুষ্ঠানে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা মেহের প্রকল্পের অভিজ্ঞতার উপরে আজিজুর রহমান পাটোয়ারীর ৫ মিনিটের এক সাক্ষাতকার প্রচার করে। একই বিষয়ের উপর একই বছর বাংলাদেশ টেলিভিশনেও তাঁর এক সাক্ষাতকার গ্রহন করে।[১৮৬]

১৯৮০ খ্রীঃ ঢাকায় অনুষ্ঠিত সমাজ কল্যাণ বিভাগের জাতীয় সম্মেলনে আজিজুর রহমান পাটোয়ারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে তিনি ভাষণে বলেন,সমবায় পদ্ধতিই সমাজকল্যাণের মূল পথ। সমবায়ের মাধ্যমে খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে এবং অন্যান্য উন্নয়নের ফলেই সমাজকল্যাণ সাধিত হতে পারে। গুণীজন হিসেবে ১৯৮০ খ্রীঃ বিজয় দিবসে আজিজুর রহমান পাটোয়ারীকে নিমন্ত্রণ জানানো হয় বঙ্গভবনের রাষ্ট্রীয় ভোজে। ৫ মার্চ ১৯৮১ খ্রীঃ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" প্রধানদের জাতীয় সম্মেলন। আজিজুর রহমান পাটোয়ারী কুমিল্লার প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করেন। ২২ মার্চ ১৯৮১ খ্রীঃ শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয় 'জাতীয় সমবায় সম্মেলন'। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উক্ত উনুষ্ঠানে আজিজুর রহমান পাটোয়ারীকে ১০ মিনিট বক্তৃতা করতে আহবান জানানো হলে তিনি ১৪ মিনিট বক্তৃতাকরে কতৃপক্ষের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হন। প্রথমে তিনি নিজের ও পঞ্চগ্রাম সমবায়ের পরিচয় দেন, তারপর বলেন, শিক্ষিত না হলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। পঞ্চগ্রাম সেদিক থেকে জাতীর পথিকৃত আদর্শ, শুধু মুখের কথা নয়, পঞ্চগ্রাম সমবায় সমিতি সত্যিকার অগ্রগতি অর্জন করে নজির সৃষ্টি করেছে। আপনারা আসুন, নিজ চোখে দেখুন এবং পঞ্চগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহন করুন।[১৮৭]

এ সমাজ সেবক ব্যক্তি ৩ জুলাই ১৯৯৪ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন (ইন্নলিল্লাহি -------রাজিউন)।[১৮৮]

---

[১৮৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২) ও Struggle of a community Leader- M. Sirajul Islam.
[১৮৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১) ও Struggle of a community Leader- M. Sirajul Islam.
[১৮৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২) ও Struggle of a community Leader- M. Sirajul Islam.
[১৮৮] সাক্ষাতকার-মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন পাটওয়ারী (আজিজুর রহমান পাটওয়ারীর ছেলে), তারিখ ০৫/০১/০৪ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল করিম পাটোয়ারী

(জন্ম- ১৯২৬ খ্রীঃ, মৃত্যুঃ ২১ জানুয়ারী ২০০০ খ্রীঃ)

আব্দুল করিম পাটোয়ারী চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার বিষ্ণুদী গ্রামের তালতলা এলাকার আজিমিয়া পাটোয়ারী বাড়ীতে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে মোতাবেক ১৯২৬ খ্রীঃ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- রৌশন আলী পাটোয়ারী। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। অবিভক্ত ভারতে ১৯৪৬ খ্রীঃ মুসলিম লীগের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে তাঁর রাজনীতি শুরু হয়। পরবর্তীতে আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এ দলে যোগ দেন। তিনি দীর্ঘদিন চাঁদপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ খ্রীঃ চাঁদপুর পৌরসভায় বি.ডি. মেম্বার নির্বাচিত হন। ১৯৫২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে খাদেমুল ইনসানের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ১৯৭০ খ্রীঃ সাধারণ নির্বাচনে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ খ্রীঃ সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'বিশ্বশান্তি' নামে সর্বমহলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯৭৪ খ্রীঃ প্রথমবার ও ১৯৭৭ খ্রীঃ দ্বিতীয়বার চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি চাঁদপুরের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি চাঁদপুর রোটারী ক্লাবের সদস্য, রেডক্রিসেন্টের আজীবন সদস্য ছিলেন এবং পরপর ৫ বার কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া চাঁদপুর চক্ষু হাসপাতাল, চাঁদপুর ফাউন্ডেশনসহ বহু সংখ্যক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি চাঁদপুর জেলা কারাগারের বেসরকারি পরিদর্শক, বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন মসজিদে গোর-এ-গরীবার প্রতিষ্ঠাতা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের চীফ ওয়ার্ডেন ছিলেন।

তিনি স্বীয় রাজনৈতিক আর্দশে অবিচল থেকে দলমত নির্বিশেষে সকলের সাথে মিশতেন ও সাধ্যমত উপকার করতেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আঃ করিম পাটোয়ারী সমাজ ও মানবতার জন্য কাজ করে গেছেন। মৃত্যুর ২১দিন পূর্বে ২ জানুয়ারী ২০০০ খ্রীঃ তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর খোজ-খবর নেয়ার জন্য বাসায় টেলিফোন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাথে আলাপের এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করেন, "চাচা আপনি কি আমার কাছে কিছু চান?" প্রতি উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "মা! আমার চাঁদপুরের আঞ্জুমানে খাদেমুল ইনসানের জন্যে একটি গাড়ি (বেওয়ারিশ লাশ ও দরিদ্র অসহায় রোগীদের পরিবহণের জন্যে) চাই এবং বাসষ্ট্যান্ড মসজিদে গোরে-এ-গরীবার জন্যে আর্থিক সাহায্য চাই"। প্রধানমন্ত্রী আবারো তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনার নিজের বা সন্তানদের কারো জন্য কিছু চান না? তিনি বললেন- না মা!

২০ আগষ্ট ১৯৯৪ খ্রীঃ মেঘনা মোহনায় শরীয়তপুর গামী এম,ভি দিনার লঞ্চ ডুবে প্রায় দু'শ মানুষ মারা যায়। তখন তিনি আঞ্জুমানে খাদেমুল ইনসানের প্রধান হিসেবে যে সব মরদেহ দাফন করার লোক পাওয়া যায়নি তাদের মরদেহ দাফন কাফনের দায়িত্ব পালন করেন। দিনরাত পৌর গোরস্থানে অবস্থান করে পঁচা, দুর্গন্ধযুক্ত, হাড় সর্বস্ব মরদেহগুলো নিদারুন মমতা মিশিয়ে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেছেন। প্রত্যেকটি লাশ দাফনের সময় তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। লাশগুলোর জানাজার ব্যবস্থা করেছেন। কাফন পরিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার কাছে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করেছেন। এ মনিষী সমাজ সেবার জন্য 'দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ সম্মাননা- ২০০০' প্রাপ্ত হন। অনন্যা নাট্যগোষ্ঠী চাঁদপুর কর্তৃক ১৯৯৯ খ্রীঃ সমাজ সেবায় সম্মাননা পান। সঙ্গীত নিকেতন চাঁদপুর কর্তৃক ১৯৯৮ খ্রীঃ সমাজ সেবায় সম্মাননা প্রাপ্ত হন। কচি কাঁচার মেলা চাঁদপুর কর্তৃক ১৯৯৭ খ্রীঃ সমাজসেবায় সম্মাননা প্রাপ্ত হন। এ মহান সমাজসেবী ২১ জানুয়ারী ২০০০ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ..... রাজিউন।[১৮৯]

[১৮৯] সাক্ষাতকার- আঃ করিম পাটোয়ারী ছেলে বাচ্চু পাটোয়ারী তাং- ২৫/১১/০৩ ; আব্দুল করিম পাটোয়ারীর মৃত্যুতে 'দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ' কর্তৃক ৪ পৃষ্ঠার বিশেষ বুলেটিন তাং- ২১ জানুয়ারী ২০০০ খ্রীঃ ও দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ ১৭/০৬/২০০০ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল কুদ্দুস

(জন্ম ঃ ০১ ফেব্রুয়ারী ১৯০৬ খ্রীঃ, মৃত্যু ঃ ৩০ আগষ্ট ১৯৮৮ খ্রীঃ)

আব্দুল কুদ্দুস চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার নাসির কোট গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯০৬ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফসার উদ্দিন আহমেদ। নাসিরকোট উচ্চ প্রাইমারী স্কুল হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর রূপসা আহমদিয়া হাই স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯২৫ খ্রীঃ ইতিহাস ও আরবীতে লেটারসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে মহসিন বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৭ খ্রীঃ প্রথম বিভাগে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পূনরায় মহসিন বৃত্তি লাভ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯২৯ খ্রীঃ বি.এ. পাস করেন। অতঃপর ১৯২৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৯ খ্রীঃ পর্যন্ত দশ বছর দাউদকান্দি হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪০ খ্রীঃ তিনি বেগমগঞ্জ, নোয়াখালীতে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক হিসেবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। এরপর বিভিন্ন জেলায় স্কুল, সাব-ইন্সপেক্টর, প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ, নর্মাল স্কুল অধ্যক্ষ এবং জুনিয়র ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৯০]

তিনি ১৯৪৯-১৯৫০ খ্রীঃ ময়মনসিংহ ট্রেনিং কলেজ থেকে ডিপ্লোমা ও উচ্চতর ডিপ্লোমা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৫৪-৫৫ খ্রীঃ তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা বিষয়ে এম. এড. (মাষ্টার্স অব এডুকেশন) এবং ১৯৫৮-৫৯ খ্রীঃ মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ উন্নয়নে রয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। শিক্ষা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তম্মধ্যে রয়েছে ম্যাক্সিকো, জ্যামাইকা, জর্জিয়া, পোর্টিরিকো, কেন্টাকি, সাইরাক্রিউজ, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ওয়েষ্ট ইন্ডিজ, ফিলিপাইন, জাপান, বার্মা, পাকিস্ত ান, ভারত ও মিশর প্রভৃতি দেশ।[১৯১]

তিনি চার দশকের উপর নিরলস ও নিঃস্বার্থ শ্রম দিয়ে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে এদেশের বয়স্ক শিক্ষা বিস্তার ও স্বাক্ষরতার বাণী বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌছে দেবার চেষ্টা করেন। তিনি ১৯৫৩খ্রীঃ থেকে ১৯৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষা কমিশনের সদস্য, সহকারী সচিব ১৯৫৭ খ্রীঃ ও শিক্ষামূল্যায়ন কমিটির উপ-প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৪ খ্রীঃ প্রাইমারী এডুকেশন জার্নালের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি শিক্ষায় জাতির উন্নয়নের জন্য ১৯৫৮ খ্রীঃ ইউনেসকো থেকে পাওয়া শিক্ষা উপদেষ্টা প্যারিস নিয়োগ পত্র ত্যাগ করে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে যোগদান করেন৷এবং ভাষা শিক্ষা উন্নয়নে গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। প্রথম শ্রেণীর অপচয়তা নিবারণে 'বর্ণ শিক্ষার পরিবর্তে শব্দ ভিত্তিক শিশু শিক্ষা এবং কে.জি. থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অটো প্রমোশন ও একক শিক্ষয়েত্রী দ্বারা শ্রেণী পরিচালনাই উত্তম -এই নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৯৬২ খ্রীঃ উন্নত মানের শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "কুমিল্লা মর্ডাণ স্কুল" স্থাপন করে। তাঁর এই পদ্ধতি পরবর্তী কালে সরকারীভাবে গৃহীত ও প্রবর্তিত হয়। প্রাইমারী শিক্ষায় ব্যবহারিক কর্যক্রম প্রকল্প প্রবর্তনে 'সবুজ

---

[১৯০] কুমিল্লা জেলার ইতিহাস-জেলা পরিষদ, কুমিল্লা কর্তৃক ০৭ জুন ১৯৮৪ খ্রীঃ প্রকাশিত; মরহুম আব্দুল কুদ্দুস স্মরণে স্মরণিকা; সাক্ষাৎকার-মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির- প্রাক্তন ছাত্র, নাসিরকোট হাই স্কুল ও পূর্ণমিলনী স্মরণিকা- ২০০৩ ওল্ড স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব নাসিরকোট হাই স্কুল (OSAN)।

[১৯১] সাক্ষাৎকার- রেইনা নুর রেনু (আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের কন্যা) অধ্যাপিকা, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংঘ' নামে শিশু সংগঠন গঠন করেন এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে কৃষিকাজ, হাঁস-মুরগী পালন, কুটির শিল্প ও সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক আয়ের পথ নির্দেশ দেন। তিনি প্রাইমারী শিক্ষকদের জন্য 'পাক্ষিক আলো' নামে পত্রিকা ১৯৬৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রকাশ করেন।

বয়স্ক শিক্ষা এবং নব্য শিক্ষিতদের জন্য ৫ বৎসরে ২৪টি পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ' শুধু শিক্ষার জন্য শিক্ষা' নিরক্ষরদের জন্য অর্থবহ নয়। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি চালু হলেই বয়স্ক শিক্ষা অর্থবহ হবে। সারা দেশে প্রায় ১৪,৫০০ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ সকল কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তিনি দেশে বিদেশে বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কিত বহু আন্ত র্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন এবং দেশেও সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। সেজন্য বাংলাদেশে তাঁকে বয়স্ক শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ বলা হয়।[১৯২]

তিনি নজরুল গবেষক ও সাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত। তৎকালীন প্রকাশিত পত্রিকা সওগাত, বাংলার শিক্ষক ও মোহাম্মদীতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। তিনি ১৯৩৬ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৯ খ্রীঃ পর্যন্ত 'দি স্টার অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তাঁর রচিত বই ও পুস্তিকার সংখ্যা ৮২টি । তম্মেধ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত ১৪, কবি কাজী নজরুল ইসলাম সর্ম্পকীয় ৬, সংকলন ও সম্পাদন ৬, পুস্তিকা ২৪, প্রচারপত্র ১২ ও অন্যান্য ২০টি। তম্মেধ্যে শিক্ষা বিষয়ক-শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা, বয়স্ক শিক্ষা, ডিউইর শিক্ষা মতবাদ, পাঠশালার প্রথম শ্রেণী। নজরুল সম্পর্কিত-কুমিল্লায় নজরুল, নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, শিশু সাহিত্যে নজরুল। সংকলন -নওয়াব ফয়জুন্নেছার রূপ জালাল ও রাজিয়া চৌধুরীর রচনা উল্লেখ্য। তাঁর রচিত 'পথের দিশা দেখালো যারা' বইটি ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে প্রথম দ্রুত পঠন হিসেবে পাঠ্য করা হয়। কুমিল্লার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে লেখা শহর কুমিল্লা এবং কুমিল্লার কৃতি সন্তানদের জীবনালেখ্য ' কুমিল্লায় স্মরণীয় বরণীয়' তারঁ অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি বাংলায় মিলাদের বই রচনা করেন, যা থেকে শিশুরা সহজেই মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান করতে পারে।[১৯৩]

তিনি বয়স্ক শিক্ষা, প্রাইমারী শিক্ষা ও গণশিক্ষা সম্বন্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরন্তর লিখে গেছেন। প্রাইমারী ও বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধীয় বাংলায় ৪৭টি, ইংরেজীতে ৫৯টি, নজরুল সম্বন্ধে ৩৪ টি এবং অন্যান্য ৬৪ টিসহ মোট ২০৪ টি প্রবন্ধ রচনা করেন।[১৯৪] আব্দুল কুদ্দুস শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ কল্যাণে বহু আবদান রেখে যান। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

- দাউদকান্দিতে ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস, ঈদগাহ, কবরস্থান ও খেলার মাঠ স্থাপন করেন।
- মাগুড়ায় তাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে একটি বালিকা বিদ্যালয়, পরে তা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

---

১৯২ কুমিল্লা জেলার ইতিহাস-জেলা পরিষদ, কুমিল্লা কর্তৃক ০৭ জুন ১৯৮৪ খ্রীঃ প্রকাশিত; মরহুম আব্দুল কুদ্দুস স্মরণে স্মরণিকা; সাক্ষাৎকার-মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির- প্রাক্তন ছাত্র, নাসিরকোট হাই স্কুল; পূর্ণমিলনী স্মরণিকা- ২০০৩ ওল্ড স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব নাসিরকোট হাই স্কুল (OSAN) এবং সাক্ষাৎকার- রেইনা নুর রেনু (আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের কন্যা) অধ্যাপিকা, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৩ প্রাগুক্ত।

১৯৪ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

- তিনি কুমিল্লা আদর্শ স্থানীয় শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'কুমিল্লা মর্ডান স্কুল' (১৯৬১ খ্রীঃ) ও 'গুলবাগিচা স্কুলের' (১৯৭৭ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠাতা।
- কুমিল্লা পি, টি, আই. (প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট) এর খেলার মাঠ ও ইন্টার স্কুল খেলার মাঠ তাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে।
- নিজ উপজেলা হাজীগঞ্জের ইছাপুরা ও ব্রাহ্মনগাঁও গ্রামে দুইটি প্রাইমারী স্কুল, নাসির কোট ফিডার ও প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র সংকুলান না হওয়ায় চারিপাশের গ্রাম দেওদ্রোন ও চারিআনিতে ২টি দুই শ্রেণী বিশিষ্ট ফিডার স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাসিরকোট শহীত স্মৃতি কলেজ (১৯৭৩ খ্রীঃ), কলেজের পাশে মসজিদের জন্য জমি দান করেন। জীবিত কালে নিজ গ্রাম নাসিরকোটে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে ৯০% লোককে নিরক্ষর মুক্ত করেন।
- কুমিল্লায় নজরুল পরিষদ ও শিশু কিশোর সংগঠন "সত্য সেনার" প্রতিষ্ঠাতা এবং বেশ কয়েকটি শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা ও উৎসাহদাতা কর্মী হিসেবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।[১৯৫]

শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে প্রাপ্ত স্বীকৃতি ও পুরস্কার:

- তিনি সমাজ সেবার জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক ১৯৪০ খ্রীঃ " সেবা সনদ" লাভ করেন।
- ১৯৭০ খ্রীঃ তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক "তঘমা- ই-কায়দে আজম (টি.কিউ.এ)" খেতাব পান।
- বয়স্ক শিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮২ খ্রীঃ বি. এস.সি.ই. কতৃক "শিক্ষা সনদ" লাভ করেন।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৮৩ খ্রীঃ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'একুশে পদক' লাভ করেন।
- সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'সাহিত্য রত্ন' উপাধি ও "আতাউল স্বর্ণ পদক" লাভ করেন।
- কুমিল্লা জেলার ইতিহাস সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসেবে "স্বর্ণ পদক" লাভ করেন।
- বয়স্ক শিক্ষা ও প্রাইমারী শিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৪ খ্রীঃ 'ইউনেস্কো' থেকে "সনদ" লাভ করেন।
- উষসী শিল্প সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, কুমিল্লা কর্তৃক ১৯৮৬ খ্রীঃ 'উষসী সাহিত্য পদক' লাভ করেন।
- শিক্ষাবিদ হিসেবে হাজীগঞ্জ থানা সমিতি কর্তৃক তাঁকে সর্ম্বধনা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁকে গুণীজন সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।
- কুমিল্লার অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "তিন নদী পরিষদ" তাঁকে গুণীজন সম্বর্ধনা প্রদান করে।[১৯৬]
- কুমিল্লা সাংস্কৃতিক ফোরাম কর্তৃক "জি.সি.সি.এফ. পদক ২০০৩" এ ভূষিত করা হয়।

তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, সুসাহিত্যিক, ধর্মভীরু, পরপোকারী, মানুষের কল্যাণকামী একজন আদর্শ পুরুষ। একাগ্রচিত্তে শিক্ষা তথা এদেশের সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের জন্য মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে র্নিঃস্বার্থ শ্রম ও আন্তরিকতার গভীর পরিচয় রেখে গেছেন তা এদেশের বয়স্ক শিক্ষা, প্রাইমারী ও গণশিক্ষা কর্মীদের জন্য অমূল্য পাথেয় হয়ে থাকবে। এ মহান শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী ৩০ আগষ্ট ১৯৮৮ খ্রীঃ ইন্তে কাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ------- রাজিউন)[১৯৭]

---

১৯৫ প্রাগুক্ত।

১৯৬ প্রাগুক্ত।

১৯৭ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আবু ওসমান চৌধুরী

(জন্ম : ১ জানুয়ারী ১৯৩৫ খ্রীঃ)

মহান মুক্তিযুদ্ধের ১১ জন সেক্টর কমান্ডারের অন্যতম লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার মদনেরগাঁও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১ জানুয়ারী ১৯৩৫ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ার জীবন শুরু হয়। অতঃপর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে গ্রামেরই প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চান্দ্রা ইমাম আলী হাই স্কুল(বর্তমানে কলেজ) থেকে ১৯৫১ খ্রীঃ প্রথম বিভাগে ম্যট্রিক পাশ করেন। চাঁদপুর সরকারী কলেজ থেকে আই.এ. এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৫৮ খ্রীঃ তিনি কমিশন লাভ করেন।[১৯৮]

১৯৬৯ খ্রীঃ এর গণআন্দোলন ও '৭০ এর নির্বাচনে বাঙ্গালীদের বিজয় তাঁর মনকে আন্দোলিত করে। সম্ভাব্য রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘর্ষের পূর্বাভাস আঁচ করে তিনি বহুচেষ্টার পর একাত্তরের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এ বদলি নিয়ে ঢাকায় আসেন এবং ২৫ ফ্রেব্রুয়ারী চুয়াডাঙ্গায় অবস্থিত রাইফেলস এর ৪র্থ উইং এর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। ২৫ মার্চ '৭১ ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বরোচিত হামলা ও গণহত্যার সংবাদ পেয়ে তিনি তার বাহিনী নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। ৩০ মার্চ '৭১ কুষ্টিয়া আক্রমণ করে কুষ্ঠিয়াকে শত্রুমুক্ত করেন।[১৯৯]

ঐ সময়ের জন্য এটা ছিল তাঁর এক অসাধারণ সাফল্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী স্থাপনে তাঁর ছিল গৌরবোজ্জ্বল অবদান। ১৭ এপ্রিল তাঁর এলাকাধীন মেহেরপুরের অন্তর্গত বৈদ্যনাথতলায় আম্রকাননে নবগঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ্যে শপথ গহণ করেন।

আবু ওসমান চৌধুরী তাঁর এক প্লাটুন সৈন্য দ্বারা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। ঐ অনুষ্ঠানে বাংলার নারীকুলের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁর স্ত্রী বেগম নাজিয়া ওসমান। এখানেই কর্ণেল (অব) এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ৪জন সেক্টর কমান্ডারের নিয়োগ দেয়া হয়। যাদের অন্যতম আবু ওসমান চৌধুরী ৮নং সেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব পান। এই বিরল কৃতিত্ব ও গৌরব শুধুমাত্র

[১৯৮] গুণীজন সর্ম্বধনা স্মরণিকা '৯৪ ফরিদগঞ্জ ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

আবু ওসমান চৌধুরীর নয় বরং সমগ্র চাঁদপুরবাসীর। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবু ওসমান চৌধুরীকে লেঃ কর্ণেল রেঙ্কে পদোন্নতি দিয়ে সেনা সদরে পোষ্টিং দেয়া হয়। ১৯৭৫ খ্রীঃ ৭ নভেম্বর তাঁর স্ত্রী নিহত হন ।[২০০]

১৯৮৮ খ্রীঃ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ভিত্তিক গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৯১ খ্রীঃ ৭ মার্চ ১৯৪৭ খ্রীঃ এর ভারত বিভাগ থেকে ১৯৭১ খ্রীঃ এর স্বাধীনতার উত্তরণের ধারাবাহিক ইতিহাস "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" নামক একখানি গ্রন্থ তিনি লেখেন। গ্রন্থখানি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে ১৯৯৩ খ্রীঃ বাংলাদেশ ইহিহাস পরিষদ পুরস্কার লাভ করে। সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি হিসাবে তাঁর তত্ত্বাবধানে "এক নজরে ফরিদগঞ্জ" নামক একখানি তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। [২০১]

ঢাকাস্থ ফরিদগঞ্জ থানা সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক, চান্দ্রা ইমাম আলী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতির উপদেষ্ঠা এবং চান্দ্রা ইমাম আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের কলেজ শাখার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসাবে ফরিদগঞ্জের শিক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে আবু ওসমান চৌধুরীর দৃপ্ত পদচারণা লক্ষ্যণীয়। শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে তাঁর অবদানের মধ্যে রয়েছে-

(ক) ফরিদগঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান।

(খ) ১৯৮১ খ্রীঃ ফরিদগঞ্জে পল্লী বিদ্যুতায়নে সহায়তা প্রদান।

(গ) ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সারা ফরিদগঞ্জে চক্ষু শিবিরের ব্যবস্থা করেন। তাঁরই অংশ হিসেবে ১৯৮৬ খ্রীঃ তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী চান্দ্রা ইমাম আলী হাই স্কুলে আগমণ করেন।

(ঘ) চান্দ্রা-ফরিদগঞ্জ রাস্তা উন্নয়নেও তাঁর যথেষ্ঠ অবদান রয়েছে।

(ঙ) চান্দ্রা মাদ্রাসায় পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন তারই প্রচেষ্টার ফল।

(চ) "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" তাঁর লেখা গ্রন্থখানি জাতীয় ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক পুরস্কৃত।[২০২]

---

[১৯৯] সাক্ষাতকার-আবু ওসমান চৌধরী, তাং ১৮/০৫/০৩ খ্রীঃ।

[২০০] ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি কতৃক রজত জয়ন্তী উৎসব উৎপযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা।

[২০১] মহান স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ফরিদগঞ্জ উপজেলার কৃতিসন্তানদের সংবর্ধনা।

[২০২] সাক্ষাৎকার-আবু ওসমান চৌধুরী, তারিখ-১৮/০৫/'০৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবু জাফর মোঃ মঈনুদ্দিন

(জন্ম ঃ ২৮ অক্টোবর ১৯৩৯ খ্রীঃ, মৃত্যু ঃ ৪ অক্টোবর ১৯৯২ খ্রীঃ)

আবু জাফর মোঃ মঈনুদ্দিন চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার ছয়ছিলা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২৮ অক্টোবর ১৯৩৯ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলতাফ উদ্দীন আহম্মেদ (বি.এ.বি.টি) মাতার নাম জুবেদা খাতুন। তিনি ছয়ছিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর বাবুর হাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিভাগে মেট্রিক, চাঁদপুর সরকারী কলেজ থেকে ১৯৫৬ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিভাগে আই. এ, সরকারী জগন্নাথ কলেজ ঢাকা থেকে ১৯৫৮ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিভাগে বি,এ পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ খ্রীঃ এল.এল.বি পাস করেন। ষাটের দশকের প্রথম দিকে আইনজীবী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি পর্যায়ক্রমে চাঁদপুর জেলার আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন চাঁদপুর জেলা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। ১৯৭৩ খ্রীঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকাস্থ চাঁদপুর সমিতি ও চাঁদপুরস্থ হাজীগঞ্জ সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এবং চাঁদপুর মহিলা কলেজ গর্ভণিং বডিসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয় ভাবে জড়িত থেকে সমাজ ও শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বাকিলা হাইস্কুল, বাবুর হাট উচ্চ বিদ্যালয় ও চাঁদপুর কদমতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় লোধপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফুলছোঁয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব রাজারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মতলব লক্ষ্মীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিনি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অক্টোবর ১৯৮৭ খ্রীঃ গ্রেফতার হন এবং সাত মাস কারাভোগ করেন। তাঁর বড় গুণ ছিল স্বীয় রাজনৈতিক মতাদর্শে অটল থেকে বিভিন্ন দলমতের মানুষের সাথে মিশতেন এবং সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে আন্তরিক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতেন। তিনি ৪ অক্টোবর ১৯৯২ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ..... রাজিউন।[২০৩]

---

২০৩ সাক্ষাতকার- জনাব নাজমুল আহ্সান মজুমদার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, তাং- ০৩/১০/২০০৩ খ্রীঃ; ৩০/১২/২০০৩ খ্রীঃ; ১৭/০১/২০০৪ খ্রীঃ; কবি জাকির হোসেন মজুমদার স্মারকগ্রন্থ- হাজীগঞ্জ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত ও সাক্ষাতকার- এ,বি,এম, মনিরুল্লাহ, তাং- ১৭/০১/২০০৪ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

আমির হোসেন খান

(জন্মঃ ১৮ অক্টোবর ১৯৪৩ খ্রীঃ)

আমির হোসেন খান চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার মূলপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮ অক্টোবর ১৯৪৩ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- সামসুদ্দিন খান, মাতার নাম- খোদেজা খাতুন। তিনি মূলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর চান্দ্রা ইমাম আলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ খ্রীঃ ২য় বিভাগে মেট্রিক, ১৯৬৬ খ্রীঃ ২য় বিভাগে এইচ.এস.সি (প্রাইভেট), নাজিমুদ্দিন কলেজ (নৈশ) থেকে ১৯৬৮ খ্রীঃ বি.কম. ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

তিনি একাধারে একজন ব্যবসায়ী,শিল্পপতি, সংগঠক, সমাজ কর্মী, শিক্ষানুরাগী। বর্তমানে তিনি চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি, আহবায়ক,বাংলাদেশ ব্যবসায়ী সংগঠন সমন্বয় পরিষদ, সভাপতি,বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স ট্রেডার্স এসোসিয়েশন। উল্লেখিত ব্যবসায়ী সংগঠন সমুহ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান (১৯৮৫-৯২),বাংলাদেশ জাতীয় যুব সংগঠন ফেডারেশন; প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি (১৯৭৯) বাংলাদেশ জুনিয়র চেম্বার (জেসিজ); চেয়ারম্যান, চাঁদপুর জেলা সমিতি, ঢাকা; সাবেক সভাপতি (১৯৭৭-৯৫), অমর জ্যোতি ক্লাব (ক্রিয়া সংগঠন), ঢাকা; সভাপতি সিদ্ধেশ্বরী সূধী সমাজ।

শিক্ষা বিস্তারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছেন। এলাকার শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি ১৯৬৮ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠা করেন মুলপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়। এছাড়া তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৯৪ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে চান্দ্রা কলেজ। তিনি উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। এছাড়া ১৯৯৬ খ্রীঃ নিজ গ্রাম মুলপাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন মুলপাড়া সামসুদ্দিন খান কারিগরি ও বাণিজ্য কলেজ। এছাড়া ও তিনি আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে পৃষ্টপোষকতা করে যাচ্ছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমুহ থেকে শত শত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহন করে দেশের কল্যাণে গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে এবং নিরক্ষরতা দূর করছে।[২০৪]

---

[২০৪] সাক্ষাতকার-আমির হোসেন খান, তারিখ- ১৪/০৬/০২, ১৭/০৫/০৩/, ১৩/০৯/০৩, সাক্ষাতকার, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান-অফিস সেক্রেটারী, চাঁদপুর জেলা সমমিতি, ঢাকা ও স্মরণিকা-২০০০ (উষা), মূলপাড়া সামছুদ্দিন খান কারিগরি ও বাণিজ্য কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

আশেক আলী খান

(জন্ম :- ১৮৯১খ্রীঃ , মৃত্যু : ০২ আগষ্ট ১৯৭৪ খ্রীঃ)

আশেক আলী খান চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার গুলবাহার গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৯১ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আইন উদ্দিন খান এবং মাতার নাম আমেনা খাতুন। কথিত আছে-তিনি হচ্ছেন চাঁদপুর জেলার প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট। ১৯১১ খ্রীঃ বাবুর হাট হাইস্কুল (বর্তমানে কলেজ) থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন । ঐ স্কুলে পড়াকালীন সময় তাঁর ক্লাসে তিনিই একমাত্র মুসলমান ছাত্র ছিলেন এবং সবার মধ্যে প্রথম হতেন। ১৯১৩ খ্রীঃ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন । অতঃপর পড়ার বিরতি দিয়ে তিনি ১৯১৮ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ. পাশ করেন। বি.এ. পাসের পর চাঁদপুর গণি হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকুরি নেন। সে সময়ে গণি হাই স্কুলের সরকারী অনুমোদন তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় থেকে নিয়ে আসেন। গণি হাই স্কুলে কিছু দিন শিক্ষকতা করার পর স্কুল পরিদর্শক হিসেবে চাকুরিতে যোগদান করেন। অতঃপর ঢাকা টির্সাস ট্রেনিং কলেজে বি.এ.বি.টিতে ভর্তি হন এবং ১৯২১ খ্রীঃ ঐ কলেজ থেকে ডিষ্টিংশন নিয়ে বি. এ.বি.টি পাশ করেন। এরপর বিভিন্ন সরকারী স্কুলে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতা করাকালীন সময়ে নিম্ন বর্ণ হিন্দু ও অনগ্রসর মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[২০৫]

১৯৪৬ খ্রীঃ সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহন করেন। ১৯৪৭ খ্রীঃ দেশ বিভাগোত্তর দেশের নড়বড়ে শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুল/ মাদ্রাসার সাংগঠনিক কাঠামো, পাঠ্যসূচী ও দিক নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শিক্ষার প্রতি যুগোপযোগী সংস্কারের লক্ষ্যে ঢাকায় আয়োজিত ১৯৪৯ খ্রীঃ ইস্টবেংগল সেকেন্ডারী স্কুল টির্সাস কনফারেন্স রিসিপসন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ঐ কনফারেন্সে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ণগঠনের জন্য নবতর সংযোজন ব্যাখ্যা করে গুরুত্বপূর্ণ কক্তৃতা দেন। স্কুলের জন্য কিছু পাঠ্য পুস্তকও প্রণয়ন করেন। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলেও অবসর জীবন যাপন না করে

---

[২০৫] সাক্ষাতকার-ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর (সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী) তারিখ ০৫/০৯/২০০৩; অধ্যাপক ডঃ বোরহানুদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (সাবেক প্রো-ভিসি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ হেলাল উদ্দিন খান সামছুল আরেফীন ও নীলুফার বেগম, তাং ২২/০৩/০৩ , ২৮/০৩/০৩, ০৪/০৪/০৩ ও ১/০৫/০৩ খ্রীঃ; চরিতা বিধান-বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৭৬; পাক্ষিক সাময়িকি সচিত্র বাংলাদেশ, ১২ -২৮ মে ২০০১ মোতাবেক ৩১ বৈশাখ-১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ ও কিশোর পত্রিকা, বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম হাই স্কুল (বর্তমানে হাজি জালাল স্কুল নামে পরিচিত)। নারায়ণপুর হাই স্কুল, দরবেশগঞ্জ হাই স্কুল ও রঘুনাথপুর হাই স্কুলে ১৯৫৯ খ্রীঃ পর্যন্ত দীর্ঘ কাল সংগঠক ও হেডমাষ্টার রূপে শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঠামোগত উন্নয়নে ও শিক্ষা বিস্তারের কাজ করেন।[২০৬]

এরপর নিজ গ্রামে, নিজ বাড়িতে প্রথম প্রাইমারী স্কুল, পরে আশেক আলী খান হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৫ খ্রীঃ স্কুলটি সরকারী অনুমোদ পায়। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে বহুকষ্ট করে স্থানীয় লোকজনকে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করাতে সক্ষম হন। তাঁর স্থাপিত আশেক আলী খান হাই স্কুল হতে তাঁর জীবিত অবস্থায় বহু ছেলে-মেয়ে এস.এস.সি পরীক্ষায় পাশ করে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেও স্থানীয় লোকদের উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় স্কুল সংলগ্ন স্থানে একটি মসজিদ ও ডাকঘর স্থাপিত হয়। এছাড়া ও তিনি গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ হিসেবে কৃষি ক্ষেত্রে পানি সেচ ও যুগোপযোগী সার প্রয়োগ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, হাঁস-মুরগীর টিকা দান, পল্লী বিদ্যুৎ আনয়ন,রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন ও সরকারী কর্মকান্ডে জনগনের অংশগ্রহন ইত্যাদি বিষয়ে গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। এমনকি সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকেও গ্রামে সেবা পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রেরণা দেন ও সহায়তা করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় তৎকালীন কচুয়া থানায় প্রবেশিকা পরীক্ষার সেন্টার স্থাপিত হয়। তিনি গ্রামেই বসবাস করেন ও প্রয়োজনে শহরে যেতেন। ২ আগষ্ট ১৯৭৪ খ্রীঃ তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না---------- রাজেউন)। মৃত্যুর পর তাঁর অসম্পন্ন কাজ তাঁর পুত্রদের সহায়তায় এগিয়ে চলে। ১৯৮৫ খ্রীঃ তাঁর স্থাপিত আশেক আলী খান হাইস্কুল ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থ সাহায্যে আরো উন্নততর স্কুলে পরিণত হয়। বর্তমানে আশেক আলী খান হাই স্কুল চট্টগ্রাম বিভাগের একটি বিশিষ্ট আদর্শ স্কুল হিসেবে সকল ধরনের শিক্ষা উপকরণাদি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত।[২০৭]

---

[২০৬] প্রাগুক্ত।

[২০৭] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ আলী পাটোয়ারী

(জন্ম; আনুমানিক ১৮৭৮খ্রীঃ মোতবেক ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, মৃত্যু- ১৯৬৮ খ্রীঃ মোতাবেক ১৩৭৫বঙ্গাব্দ)

আহমাদ আলী পাটোয়ারী চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার মকিমাবাদ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আনুমানিক ১৮৭৮খ্রীঃ মোতবেক ১২৮৫ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আহসা'ন উল্লাহ পাটোয়ারী, মাতার নাম ফজর বানু।[২০৮]

আহমাদ আলী পাটোয়ারীর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে তিনি ছিলেন শরীর মনোবল ও ধীশক্তির অধিকারী সুপুরুষ,সমাজ কল্যাণে নিজকে নিয়োজিত রাখেন আজীবন। যার প্রেক্ষিতে বিরল খ্যাতি অর্জন করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।আহমাদ আলী পাটোয়ারীর অমর কীর্তি হল:- হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ ও মসজিদ কমপ্লেক্স। তিনি হাজীগঞ্জবাসী তথা ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের নামাজ আদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন-হাজীগঞ্জ ঐতিহসিক বড় মসজিদ(১৩০০বঙ্গাব্দ)। তখন খড় দিয়ে মসজিদটি তৈরী করেন। অতঃপর বর্তমান আকারে তৈরী করেন ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে এবং প্রথম জুম'আ অনুষ্ঠিত হয় ১০ই অগ্রহায়ন, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।[২০৯]*

তিনি শুধু মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে ক্ষান্ত হননি। এরপর তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন কয়েকটি মাদ্রাসা। যথা:-

১। হাজীগঞ্জ দারুল উলুম আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসা (১৯৩১ খ্রীঃ)।
২। জামিয়া আহমাদিয়া কাওমী মাদ্রাসা (১৯৩১খ্রী:)।
৩। হাজী মনিরউদ্দিন মোনাই হাজী (রহ:) হাফেজিয়া মাদ্রাসা (১৯৭৫ খ্রীঃ)।

---

[২০৮] সাক্ষাতকার-অধ্যক্ষ আলমগীর কবির পাটোয়ারী, তাং-১১/০২/০৩ ও হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ ও বাজারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত-মাওঃ আশরাফ উদ্দিন আহমাদ চিশতী, পৃঃ ৪৬।

[২০৯] প্রাগুক্ত।

*১৩৩৭ বাংলায় ১০০/ ২০ হাত আয়তনের প্রথম পাকা মসজিদ নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহন করেন। সেমতে ১৭ ই আশ্বিন ১৩৩৭ বংলায় আবুল ফারাহ জৈনপুরী (র:) কতৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন । এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন পুরাতন ঢাকার মুহসিনিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সামছুল উলামা আবু নছর মো: ওহীদ (র:)। তিনি এ পূণ্যময় কাজের জন্য দোয়া করেন। মসজিদের প্রাচীরের কাজ সমাপ্ত হলে হাজী আহমাদ আলী পাটোয়ারী (র:) কলিকাতা থেকে জাহাজ ভাড়া করে লোহার ভীম ও মর্মর পাথর নিয়ে আসেন। মসজিদ তৈরীর কাজে কারিগর হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন ঢাকার সুনিপুন কারিগর আব্দুর রহমান রাজ। তাঁর নেতৃত্বে অল্পদিনের মধ্যে (১০০/২০) =২০০০ বর্গহাত মর্মর পাথর বসানসহ মুল মসজিদ নির্মিত হয়। নতুন (১০০/ ২০) =২০০০ বর্গহাত বিশিষ্ট পাকা মসজিদ শুভ উদ্বোধন হয় ১০ই অগ্রহায়ন ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার। উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত ছিলেন যথা- (১) তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক। (২) হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (মন্ত্রী)। (৩) নওয়াব মোশাররফ হোসেন, (মন্ত্রী)। (৪) নওয়াব জাদা খাজা নসরুল্লাহ খান প্রমুখ। বর্তমানে ঐতিহাসিক এই মসজিদ ০৩ (তিন)অংশে নির্মিত। প্রথম অংশ ৪৭৮৪ বর্গ ফুট, মাঝের অংশ ১৩০০৬ বর্গফুট এবং শেষ অংশ ১০৬১৫ বর্গফুট। সর্বমোট ২৮,৪০৫ বর্গফুট। মসজিদের শেষ অংশে ১৯৫৩ খ্রীঃ ১২২ ফুট উচু একটি মিনার তৈরী হয়। চারটি পিলারের উপর এই মিনারটি দাঁড়িয়ে আছে। পিলার গুলোর বেদীমূলে ফাঁকা করে মিনারের সুউচ্চ শিখরে আরোহন করার পথ নির্মান করা হয়েছে। এর একশ আঠার ফুট উচ্চতায় ফানুসের মত একটি টপ ও দু'হাত গোলাকার করিডোর বা প্লাটফর্ম তৈরী করা হয়েছে। এই মিনারের উচু প্লাটফর্মে বহু মুসল্লী ও পর্যটক উঠেন এবং হাজীগঞ্জের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করেন। কিশেষ করে জুময়াতুল বিদায় প্রায় লক্ষাধিক মুসল্লীর সমাগম ঘটে । তখন মসজিদের ভিতর , ছাদের উপর, আশপাশের বাণিজ্যিক এলাকা, রাস্তাঘাট, ও সিএনবির রাস্তাসহ পুরো হাজীগঞ্জ শহর পরিণত হয়ে যায় মসজিদে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। হাজীগঞ্জ ফোরকানীয়া মাদ্রাসা (আনুমানিক ১৯৩৫ খ্রীঃ) সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহন করে দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। আহমাদ আলী পাটোয়ারী ছিলেন একজন সমাজ সেবক ও শিক্ষানুরাগী, হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ কমপ্লেক্স ও আলিয়া (কামিল) মাদ্রসাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমুহ তাঁর প্রমাণ।[২১০]

দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ" পত্রিকার পক্ষ থেকে ১৭ জুন ২০০০ খ্রীঃ ০৩ আষাঢ় ১৪০৭ বঙ্গাব্দ আহমাদ আলী পাটোয়ারীকে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সেবার জন্য মরণোত্তর সম্মানামা জ্ঞাপন করা হয়।[২১১]

এ মহান ব্যক্তি ১৯৬৮ খ্রীঃ মোতাবেক ১৭ বৈশাখ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে ইন্তেকাল করেন, (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ----------রাজেউন)।[২১২] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

এ.টি .আহাম্মদ হোছাইন রুশদী

(জন্ম : ১৯২৭ খ্রীঃ, মৃত্যু:২০ জুন ১৯৭৫ খ্রীঃ)

এ.টি. আহাম্মদ হোছাইন রুশদী চাঁদপুর জেলাধীন সদর উপজেলার শাহতলী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২৭ খ্রীঃ জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আঃ কাদের। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। বিধায় ছাত্র, শিক্ষক তথা এলাকাবাসীর নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত আদুরে। এ.টি. আহাম্মদ হোছাইন রুশদী ১৯৪০ খ্রীঃ শাহতলী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪২ খ্রীঃ ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৪৪ খ্রীঃ একই মাদ্রাসা থেকে কামিল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করেন। একই বছর (১৯৪৪ খ্রীঃ) কলিকাতা আলীগড় আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ডবল টাইটেল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্তির পর এ,টি, আহাম্মদ হোছাইন রুশদী ইংরেজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ১৯৪৬ খ্রীঃ নবাব ফয়জুন নেসা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৪৯ খ্রীঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে প্রথম শ্রেনীতে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৫০ খ্রীঃ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর (এম, এ) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।[২১৩]

তিনি প্রগাড় মেধার অধিকারী ছিলেন এবং একই সাথে বিভিন্ন গুণাবলী, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, শিক্ষানুরাগী, জনদরদী, খোদাভীরু তথা একজন আর্দশ সু-পুরুষ হিসেবে পরিচয় বহন করতে যে সকল গুণাবলী প্রয়োজন তার প্রায় সব কটি তাঁর মাঝে বিরাজমান থাকায় এবং চাঁদপুরের পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা

---

[২১০] সাক্ষতকার-অধ্যক্ষ আলমগীর কবির পাটোয়ারী, মোতাওয়াল্লী, হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ তাং -১১/০২/ ০৩; সাক্ষাতকার-মাওঃ রফিকুল ইসলাম, খতিব, হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ তাং ১১/০২/০৩ ও সাক্ষাতকার- মাওঃ মহিবুল্লাহ্ আজাদ, পরিচালক, হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ ও মোহাদ্দিস হাজীগঞ্জ দারুল উলুম আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসা,তারিখ- ১১/০২/০৩ খ্রীঃ।

[২১১] দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ,১৭ই জুন ২০০০ খ্রীঃ।

[২১২] হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ ও বাজারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, মাওঃ আশ্রাফ উদ্দিন আহমাদ চিশতি পৃঃ ৪৬।

[২১৩] চাঁদপুর সদর থানা সমিতি, ঢাকা কতৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারে তিনি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করায় তৎকালীন সরকার তাকে "গোল্ড মেডেল'প্রদান ও'রুশদী" উপাধিতে ভূষিত করেন।[২১৪]

মাওলানা এ. টি. আহাম্মদ হোছাইন রুশদী যেহেতু নিজেই একজন মেধাবি সু-পুরুষ ছিলেন। সেহেতু শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। বিধায় নিজ এলাকায় মেধা লালনের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এলাকার জনগনকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কাজে নিজকে নিয়োজিত রাখেন এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যান। তিনি শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন তা নিম্নরূপ:-

(ক) শাহতলী জিলানী চিশতী কলেজ
(খ) শাহতলী জিলানী চিশতী উচ্চ বিদ্যালয়
(গ) যোবায়দা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
(ঘ) ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়
(ঙ) ১টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা এবং
(চ) শাহতলী আলিয়া মাদ্রাসার কামিল (টাইটেল) ক্লাসের মঞ্জুরি তিনিই আনয়ণ করেন।

এ ছাড়াও পাশ্ববর্তী এলাকাসহ দেশের যে কোন এলাকার জনগণ শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন কাজে সাহায্য সহযোগীতার প্রত্যাশায় তাঁহার স্মরনাপন্ন হলে তিনি সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা প্রদানে কখনো কৃপণতা করেন নাই। ফলে সারা দেশেই তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অবদানের প্রসার ঘটে। ফলশ্রুতিতে তিনি জাতীয় ব্যক্তিত্ব।[২১৫]

সামাজিক জীবনে তিনি একজন সহজ, সরল, জনদরদী, পরোপকারী, অতিথি পরায়ন, সর্বোপরি একজন আর্দশ সাংসারিক ব্যক্তি হিসেবে কৃতিত্বের দাবীদার। মাওলানা এ.টি. আহাম্মদ হোছাইন রুশদী কর্ম জীবনেও সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ.জি.পি-তে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

সম্মাননা:-

(ক) শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ কল্যাণে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন সরকার তাঁকে'গোল্ড মেডেল'প্রদান করেন এবং'রুশদী'উপাধীতে ভূষিত করেন।
(খ) তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ"দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ" গত ১৭-৬-২০০০ খ্রীঃ তাঁকে মরনোত্তর গুণীজন সংম্বর্ধনা প্রদান করে।[২১৬]

এ মহান ব্যক্তি ২০ জুন ১৯৭৫ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।[২১৭]

---

২১৪ দৈনিক চাঁদপুর দর্পণ, তাং-১৯-৬-২০০১ খ্রীঃ।
২১৫ চাঁদপুর থানা সমিতি , ঢাকা কতৃক পুদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
২১৬ দৈনিক চাঁদপুর দর্পণ, তাং ১৯-৬-২০০১ খ্রীঃ।
২১৭ সাক্ষাতকার-হাশেম রুশদী, তারিখ ০৫/০৭/০৩ ও দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ তাং ১৬-০৬-২০০০ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

এ. টি. এম. আব্দুল মতিন

(জন্ম: ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ খ্রীঃ, মৃত্যু: ৫ মার্চ ২০০১ খ্রীঃ)

এ. টি. এম. আব্দুল মতিন চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার আশ্বিনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ হাফিজ উদ্দিন পাটোয়ারী (তিনি একজন রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক ছিলেন)। তাঁর মাতার নাম জোহরা বানু। তাঁর চাচা শাহেদ আলী পাটোয়ারী ১৯৫৪ খ্রী: থেকে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের ডেপুটি স্পীকার ছিলেন । (তিনি ১৯৫৮ খ্রী: সেপ্টেম্বর মাসে সংসদ সদস্য দ্বারা প্রহৃত হয়ে ইন্তেকাল করেন)[২১৮] ।

তিনি জন্মস্থান আশ্বিনপুরেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন । অত:পর মতলব জে. বি.হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি পাস করেন ও ঢাকা ইসলামিক ইন্টার মিডিয়েট কলেজ থেকে এইচ. এস.সি এবং ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮ খ্রীঃ অর্থনীতে অনার্স ও ১৯৪৯ খ্রী: উক্ত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অর্থনীতিতে এম.এ ও এল.এল.বি পাশ করেন । অর্থনীতে ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট হওয়ায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরল সন্মান "স্বর্ণ পদক " লাভ করেন।[২১৯]

১৯৫০-৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বুয়েট) এ অধ্যাপনা করেন । এ সময় তিনি আমেরিকার ফুল ব্রাইট স্কলারশীপ লাভ করে ১৯৫২ খ্রীঃ নিউ ইয়র্কের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এম.এস ডিগ্রী ও ১৯৫৩ খ্রীঃ লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্স ডিপ্লোমা লাভ করেন ।[২২০]

ইসলামিক একাডেমী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) প্রতিষ্ঠা: ঢাকায় বেসরকারীভাবে ১৯৫৮ খ্রীঃ ৫১ পূরানপল্টনস্থ বাড়ীটি ভাড়া নিয়ে তিনি "ইসলামিক একাডেমী "(ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে তৎকালীন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হামিদুর রহমান , প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, অধ্যক্ষ দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, মাওলানা মহিউদ্দিন খান,মাওলানা আমিনুল ইসলাম প্রমূখের সহযোগীতা লাভ করেন। তিনি একাডেমীর অবৈতনিক পরিচালক হিসেবে ১৯৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত কাজ করেন। এরপর তিনি পাকিস্তান সরকারের নিকট ইসলামিক একাডেমী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) কে হস্তান্তর করেন । ফলে পরবর্তীতে এটা সরকারের একটি স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ খ্রীঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটাকে বায়তুল মোকাররম মসজিদসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করেন।[২২১]

---

২১৮ বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সংবিধানিক সংকট পরিক্রমা (১৯৭২ -১৯৭৬) কভার পৃষ্ঠা-এ.টি.এম. আব্দুল মতিন ও দালাল না হয়েও মিথ্যা দালালী মামলায় অভিযুক্ত-মমতাজুল করিম থেকে সংগৃহীত।

২১৯ প্রাগুক্ত ও স্বাক্ষাতকার - এ.টি.এম. আব্দুল মতিন এর ছেলে হাসান শরীফ আহমেদ, তাং ৩১/৭/০৩।

২২০ প্রাগুক্ত।

২২১ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকার প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা "ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রাম" বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করে প্রবিচালক হিসেবে ১৯৫৫-৬৪ খ্রীঃ পর্যন্ত কাজ করেন। সে সময় কবি আহসান হাবীব, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, মরহুম সিরাজ উদ্দিন হোসেন, সানাউল্লা নূরী, রেদওয়ান, সিরাজুর রহমান (বর্তমানে বিবিসিতে কর্মরত), ডঃ আব্দুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেন । ইংরেজী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ৫০০ বই অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। যা নব প্রতিষ্ঠিত বাংলা ভাষার জন্য একটি বিরাট সাফল্য হিসেবে কাজ করে । শুধু তাই নয় এর ফলে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় পড়াশুনার দ্বার উন্মোচিত হয় । এজন্য তিনি প্রায় চার হাজার স্কুলে ২৫ লক্ষাধিক টাকার বই বিনা মুল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন । তিনিই বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করেন । এ. টি. এম. আব্দুল মতিনের মাধ্যমেই প্রথম বাংলা ভাষায় "বিশ্বকোষ" প্রণয়ণ ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় । তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালকের উপদেষ্টা ছিলেন । তিনি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য ছিলেন। [২২২]

তিনি ১৯৪১-৪৬ খ্রীঃ অল ইন্ডিয়া মুসলিম ষ্টুডেন্ট ফেডারেশনের একজন সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে পদার্পণ করেন । ১৯৪৬ খ্রীঃ মুসলিম লীগের নির্বাচন কালে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, লিয়াকত আলী খাঁন, আবুল মুনসুর আহমেদ ও আবুল হাশেমের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। ১৯৬৫ খ্রীঃ নির্বাচনে তিনি মতলব, কচুয়া, হোমনা ও দাউদকান্দী এলাকা থেকে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে এম.এন.এ নির্বাচিত হন । তখন তাঁর বিপক্ষে রমিজ উদ্দিন আহমেদ (সাবেক মন্ত্রী) ও খন্দকার মোসতাক আহমেদ (সাবেক রাষ্ট্রপতি) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন । তিনি ১৯৬৫-৬৯ খ্রীঃ পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয়পরিষদে ডেপুটি স্পীকার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং অস্থায়ী রাষ্টপ্রতি হিসাবেও শপথ গ্রহন করেন । তখন পাকিস্তানের পেসিডেন্ট ছিলেন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁন। তৎকালে তাঁর সমসাময়িক রাজনীতিবিদ ছিলেন মাওলানা তমিজ উদ্দিন, খাজা নাজিম উদ্দিন, খাজা সাহাব উদ্দিন, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান প্রমূখ।[২২৩]

তিনি ১৯৭৭ খ্রীঃ দৈনিক মিল্লাতের পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করেন এবং দৈনিক মিল্লাতের সম্পাদক হিসেবে ১৯৮৩ খ্রীঃ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন । তখন বিশিষ্ট সাংবাদিকেরা তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পায়। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের একজন সদস্য ছিলেন । পাক ভারত যুদ্ধের পর ১৯৬৫ খ্রীঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে এবং ১৯৬৭ খ্রীঃ কমওয়েলথ পার্লামেন্টারী কনফারেন্স ও আম্মানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্সে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। [২২৪]

---

২২২ প্রাগুক্ত।

২২৩ প্রাগুক্ত।

২২৪ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ খ্রীঃ মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি পাকিস্তানে না গিয়ে একজন বাঙ্গালী হিসেবে দেশেই অবস্থান করেন । তিনি পাক সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন না করে বাঙ্গালী হত্যাযজ্ঞের নিন্দা জানিয়ে বলেন- এভাবে বাঙ্গালির আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবেনা । উপরন্তু -শেখ মুজিবুর রহমাকে পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানান । ১৯৬৯ খ্রীঃ মার্শল 'ল' জারীর পর তিনি ইয়াহিয়া খানের ১৯৭০ এর নির্বাচন ও ১৯৭১ এর তথাকথিত সাধারণ নির্বাচন বয়কট করেন। শুধু তাই নয় ১৯৬৯ খ্রীঃ গণআন্দোলনের সময় তিনি তৎকালীন গণপরিষদের ৩৭ জন এম.এন.এ. নিয়ে মুসলিম লীগের একটি বিদ্রোহী গ্রুপ গঠন করেন। এই সদস্যরা এক যুক্ত বিবৃতিতে সকল রাজ বন্দীদের মুক্তির দাবি এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য জোর দাবীজানান । পরবর্তীতে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যহার করা হয়।[২২৫]

স্বাধীন বাংলাদেশে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে । তিনি ১৯৭৮ খ্রীঃ তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে দেশ পরিচালনায় নানা পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন এবং তাঁর বাড়ীতেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে জাতীয়তা বাদী ফ্রন্ট গঠনে সাহায্য করেন । তিনি ১৯৮৮ খ্রীঃ 'গণতান্ত্রীক বাংলাদেশ আন্দলন ও ১৯৯৩ খ্রীঃ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে "বাংলাদেশ মুসলিম ফ্রন্ট" প্রতিষ্ঠা করেন । তদুপরি-দেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট থেকে জাতিকে মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিক সন্মেলনের মাধ্যমে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, এইচ. এম. এরশাদ ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি গঠন মূলক পরামর্শ দিয়েছিলেন যাহা পরবর্তীতে একটি বই আকারে প্রকাশিত হয়।[২২৬]

এ.টি.এম. আব্দুল মতিন কয়েক খানা গ্রন্থ রচনা করেন । তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে

(ক) বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট পরিক্রমা (১৯৭২-১৯৯৬)

(খ) আল্লাহ তায়ালার কতিপয় গুণাবলী

(গ) আল্লাহ তায়ালার কতিপয় নির্দেশাবলী

(ঘ) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কতিপয় দোয়া সমূহ ।

এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এ.টি.এম, আব্দুল মতিন শুধু একজন সাধারণ ব্যক্তিই নন। তিনি জাতির গর্ব এবং জাতীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর অবদান স্মরণীয়। এ মহৎ প্রাণ ব্যক্তি ৫ মার্চ ২০০১ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে.....রাজিউন)।[২২৭]

---

২২৫ প্রাগুক্ত।

২২৬ প্রাগুক্ত।

২২৭ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী

(জন্ম:- ১৫ মার্চ ১৯০৫ খ্রীঃ,মৃত্যু:- ২৫ আগষ্ট ১৯৯৯ খ্রীঃ, বয়স- ৯৪ বছর ৫মাস ১১দিন।)

ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম জয়শ্রী গ্রামে ১৫ মার্চ ১৯০৫ খ্রীঃ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ওয়াজ উদ্দিন পাটোয়ারী, মাতার নাম রমজান ভানু, দাদার নাম জহির উদ্দিন পাটোয়ারী। তিনি বাবুরহাট হাই স্কুল থেকে ১৯২৪ খ্রীঃ ৫ বিষয়ে লেটারসহ এস. এস.সি, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯২৬ খ্রীঃ এইচ.এস.সি. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ খ্রীঃ বি.এস.সি. পাস করেন। ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী বাংলাদেশের একজন বরেন্য শিক্ষাবিদ ছিলেন। ১৯৩১ খ্রীঃ থেকে ১৯৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ তিনি সুনামের সাথে মতলবগঞ্জ জে.বি. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন অতঃপর রেক্টর হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।[২২৮]

শিক্ষার মানউন্নয়নের প্রতি তাঁর অবদান ছিল ব্যাপক। সফল ও আত্মনিবেদিত প্রাণ প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি অনেক প্রতিভাবান ছাত্র তৈরী করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী ছিলেন জাতীয় জীবনের এক নক্ষত্র পুরুষ। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। পশ্চাৎপদ দেশ মাতৃকার জাগরণ এবং অগ্রগতি সাধনে গুণগত শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী এক আদর্শ চরিত্র।[২২৯]

শিক্ষা বিতরণের মহান আদর্শ ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর মধ্যে বিরাজ করেছিল চরমভাবে। সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে মানুষ কী না করতে পারে তাঁর মহৎ কর্মময় জীবন এ সত্যতা প্রমাণ করে। জ্ঞান বিতরণে নিরলস ভাবে কাজ করা ছিল তাঁর ধর্ম। অবহেলিত জনপদের জাগরণ ও অগ্রগতি সাধনে গুণগত শিক্ষা বিস্তারে তিনি এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী ১ মে ১৯৩১ খ্রীঃ জে.বি. হাই স্কুলে বি. এস. সি শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ২৩ মে ১৯৩১ খ্রীঃ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি তাঁকে নতুন হেডমাস্টার হিসেবে নিযুক্ত করেন। ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী ছিলেন মতলব জে.বি. হাই স্কুলের ৫ম হেডমাস্টার।[২৩০]

ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী "মতলব ও মতলব স্কুলের ইতিবৃত্ত" তে লিখেছেন, "প্রধান শিক্ষকের পদটি গ্রহনের পর এস. ডি. ও এবং বিভাগীয় ইন্সপেক্টর আমাকে ডেকে বললেন স্কুলের অবস্থা খুবই শোচনীয়। স্কুল বাঁচাতে পারলে তোমার ক্রেডিট আর ধ্বংস হলেও তোমার ক্রেডিট। তা সত্বেও আমি

---

২২৮ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মরহুম ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী (স্মরণিকা), পৃঃ ১৯ ও এক নজরে ফরিদগঞ্জ-ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১২৯।

২২৯ এক নজরে ফরিদগঞ্জ-ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৮।

২৩০ মতলব হাই স্কুল স্থাপিত হয় ১৯১৯ খ্রীঃ। যখন স্কুল স্থাপিত হয় তখন স্কুলের নাম হয় দুই স্থপতি পরিবার জগবন্ধু সাহা ও বিশ্বনাথ ঘোষের নামানুসারে "মতলবগন্জ জগবন্ধু বিশ্বনাথ হাই স্কুল" বা "মতলব জে. বি হাই স্কুল"। মতলব হাই স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার নিযুক্ত হন- মহেন্দ্রকুমার মুখার্জী,দ্বিতীয় বাবু রাজেন্দ্র রায়,তৃতীয় গবিন্দতুলার সাহা ,চতুর্থ উরান চরের নগেন্দ্র চন্দ্র সাহা। তিনি ১৯৩১ খ্রীঃ ২২ মে পর্যন্ত হেডমাস্টার ছিলেন,পঞ্চম ২৩ মে ১৯৩১ খ্রীঃ থেকে ওয়ালী উল্লাহ পাটোয়ারী দায়িত্বভার গ্রহন করেন এবং ১৯৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত ৪০ বছর কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পদটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলাম'।[২৩১] ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ার পর একটি গোষ্ঠী তাঁর এতই বিরোধিতা করেছিল যে তারা তাঁকে কোন ভাবেই হেডমাস্টার হিসেবে মানতে রাজি ছিল না। শুধু তাই নয় তারা স্কুলে গরু ছাগল বাঁধতে রাজি তথাপি প্রধান শিক্ষকের পদে তাঁকে দেখতে রাজি নয়। এ নিয়ে "স্কুলের নতুন কমিটির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়। সে মামলায় জিতলে এবং কমিটি ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমোদন পেলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদনের জন্য গেলে কমিটি না-মঞ্জুর হয়। ফলে স্কুলের সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী বলেন, "১৯৩১ খ্রীঃ হতে ১৯৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত এই তিন বছরে আমি অন্ততঃ ৬০০ বার চাঁদপুর এসেছি"।[২৩২]

তৎকালে মতলব থানার বোয়ালিয়া স্কুলকে বলা হত সামথিং (Something) আর মতলব হাই স্কুলকে বলা হত নাথিং (Nothing)। এই নাথিং স্কুলের হাল ধরে দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশী (১৯৩১-১৯৭১ খ্রীঃ) সময় ধরে নিরলস পরিশ্রম করে মতলব হাই স্কুলকে তিনি একটি শ্রেষ্ঠ স্কুলে পরিণত করেন।

স্কুলের সুখ্যাতি সুনাম যখন চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন সমগ্র দেশ থেকেই ছাত্ররা জ্ঞান আহরণে এখানে ভীড় জমাতে শুরু করল। দুষ্ট ও নিয়ন্ত্রণহীন সন্তানদের এই স্কুলে পাঠানো হত। একদিন তারাই কৃতিছাত্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করত। স্কুলের সিলেবাস, নিয়মানুবর্তিতা, ডিসিপ্লিন ছিল কঠোর অথচ মানানসই। তৎকালে বোর্ডের পরীক্ষায় মেধা তালিকায় এই স্কুলের ছাত্রের নাম থাকত সবার শীর্ষে।[২৩৩]

বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক ছিলেন ওয়ালিউল্লাহ পাটোয়ারী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই এই অশিক্ষিত সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। বিশেষ করে বৃটিশ আমলে রক্ষণশীল মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বর্জন করেছিল। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে,একমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান লাভের মাধ্যমে এদেশের মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। তিনি এদেশের মানুষের জন্য যা করেছেন তন্মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে তার অবদানই শ্রেষ্ঠ। তাঁর একমাত্র পুত্র নেয়ামতউল্লাহ পাটোয়ারী বলেন, আমার পিতা ওয়ালিউল্লাহ পাটোয়ারীকে বৃটিশ সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য "খান বাহাদুর" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন বৃটিশ বিরোধী, তাই নীতিগত কারণে তিনি এই উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[২৩৪]

তিনি ইংরেজী ভাষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। ইংরেজী ভাষার উপর ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। Daily Observer পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর কলাম (Article) লিখতেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে অনর্গল প্রাঞ্জল বক্তৃতা দিতে পারতেন। এছাড়া আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় কবিতা, প্রবাদ ইত্যাদি উদ্ধৃতি দিতেন বিভিন্ন সভা সমিতিতে। তিনি যে সব বক্তৃতা দিতেন তা ছিল অত্যন্ত জ্ঞানগর্ব এবং সকলশ্রেণীর লোকের উপযোগী। তাঁর প্রাজ্ঞচিত বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা শুধু উপভোগ করত তাই নয়, তারা

---

[২৩১] শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মরহুম ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী (স্মরণিকা), পৃঃ ১৯।

[২৩২] প্রাগুক্ত।

[২৩৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

[২৩৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০ ও সাক্ষাতকার-ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর ছেলে নেয়ামত উল্লাহ পাটোয়ারী, তাং- ২০/৪/০৩ খ্রীঃ

Dhaka University Institutional Repository

আলোচিত ও উদ্বুদ্ধ হতো বিভিন্নভাবে। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতারই যেমন একটি আকর্ষণীয় ভূমিকা থাকত তেমনি বিভিন্ন উপাদানে পূর্ণ হত এবং একটি সুনির্দিষ্ট উপসংহার দিয়ে তা সমাপ্ত হত। মনে হত সবার জন্য তিনি একটি দিক নির্দেশনা উপহার দিচ্ছেন। ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী তাঁর ছাত্রদের বক্তৃতা শিখাতেন। স্কুলের ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে বক্তা বানানোর জন্য থাকত ডিবেটিং ক্লাস। বাংলা ও ইংরেজীতে সমান তালে অনর্গলভাবে বক্তৃতা দিয়ে এই স্কুলের ছাত্ররা যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।[২৩৫]*

ব্যক্তিগতভাবে ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী ছিলেন পরম সহিষ্ণু, সদাচারী ও কোমল মনের অধিকারী। নিজের মত, আদর্শ ও মানবতার পক্ষে তিনি ছিলেন সর্বদা উচ্চকণ্ঠ, দৃঢ় ও নিরপেক্ষ। তিনি শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। একটি বিশাল বৃক্ষের ন্যায় তিনি ছায়াপ্রার্থী অসংখ্য মানুষের ওপর শান্ত, উদার, সুকোমল ছায়া বিস্তার করে রেখেছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন এক বিশাল জনপদে তিনি ছিলেন স্নিগ্ধ আলোকবর্তিকা, দেশ-জাতি-জনতা ও দেশের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান তাঁর দ্বারা যে কতভাবে উপকৃত হয়েছে, তা বলে শেষ করা কঠিন। তাই বিভিন্ন ভাবে তাঁর মূল্যায়ন হওয়া উচিৎ। ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর বহুমূখী প্রতিভার ও ব্যাপক পরিচয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন মূলত একজন শিক্ষক, জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞান বিতরণে সদা উন্মুক্ত। মহান শিক্ষাবিদ ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক, আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ এবং শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের ঘনিষ্ঠ সহচর বি. ডি. হাবিবউল্লাহ তাঁর "Six Luminaries of Dhaka University-তে" লিখেছেন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অবস্থান কালে, তাঁর গাম্ভীর্য্য, শান্ত-সৌম্য ভাব, ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার, মর্দেমুমীন তুল্য চেহারা, নিস্কলঙ্ক চরিত্র ছিল অনুপম। তাঁরই কারণে তিনি বন্ধু মহলেও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তখনকার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অর্থাৎ ঢাকা মেডিকেল কলেজের দোতালায় থাকতাম একই কক্ষে আমি এবং বন্ধুবর আতাউর রহমান খাঁন। ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী থাকতেন পাশের রুমে। আমার ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী আতাউর রহমান খাঁন হয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ আলোকোদ্ভাসিত করতে স্বর্ণ-রৌপ্য, ধনৈশ্বর্য্য, বিলাস, আড়ম্বর জাঁকজমকে প্রলুব্ধ না হয়ে হাতে নিলেন সোনার কাঠি। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ১৯২৪ খ্রীঃ পাঁচ বিষয়ে লেটার এবং ষ্টার পেয়ে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করেন। আই. এস. সি.-তেও প্রথম বিভাগ পেয়েছিলেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়েই মতলব হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে কঠিন পরিশ্রম করে এই শিক্ষাবিদ শিক্ষার আলো, জ্ঞানের জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়ে অসংখ্য জ্ঞানী পন্ডিত ব্যক্তিদের সৃষ্টি করে দেশকে ধন্য, করেছেন নিজেও ধন্য হয়েছেন।[২৩৬]

---

[২৩৫] সাক্ষাতকার-ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর ছেলে নেয়ামত উল্লাহ পাটোয়ারী, তাং- ২০/৪/০৩ খ্রীঃ ও শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মরহুম ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী, (স্মরণিকা) পৃ.ঃ ২০।

[২৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২ ।

* এ প্রসঙ্গে তাঁর রচিত "উপদেশ কণিকা" পুস্তকে উল্লেখ করেছেন কয়েক জন ছাত্রের কথা, তন্মধ্যে আবদুর রহীম যিনি ১৯৪২ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে প্রথম, সম্মিলিত মেধায় ৪র্থ এবং "রোনাল্ডস ও মোমেন" প্রাইজ পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে পুলিশের আইজি এবং সচিব হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন ১৯৩৯ খ্রীঃ। যখন আব্দুর রহিম অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন চাঁদপুরের তদানীন্তন এস. ডি. ও.এস. কে দেহলভী, প্রবেশনারী আই.সি.এস এম জামানসহ স্কুলে এসে ছাত্রদিগের পক্ষ হতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে বলা হলে আব্দুর রহিম আধা ঘন্টাকাল ইংরেজীতে এমন চমৎকার বক্তৃতা দেন যে, তাঁর বক্তৃতাকে অনন্য অসাধারণ বলে মন্তব্য করেন। অপর এক ছাত্র লিয়াকত আলী পাটোয়ারী (ফ্লাইং অফিসার,গিলগিট বিমান দুর্ঘনায় নিহত) তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বোর্ডে ৫ম স্থান অধিকার করেছিলেন। চাঁদপুরের তৎকালীন এস.ডি.ও. ছালাউদ্দিন এর আদেশে চাঁদপুর মিউনিসিপল হলে আন্তর্জাতিক বিষয়ে ইংরেজীতে এমন চমৎকার বক্তৃতা দেয় যে, চাঁদপুরের মনীষীসুলভ তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

অসংখ্য কৃতি ছাত্রের হেড মাস্টার ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গবেষক, ও টি ভি ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাঈদ, বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও শিক্ষকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "আগের দিনে একজন শিক্ষকের পরিচিতি ছিল ব্যাপক। এলাকাতে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক। যাকে সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখত। শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক কর্মকান্ডও তাঁরা চালাতেন। জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে তাঁরা একনিষ্ঠতার পরিচয় দিতেন।" মতলবগঞ্জ হাই স্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টার ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী এর মধ্যে অন্যতম। যার নেশা এবং পেশা ছিল কিভাবে একজন ছাত্রকে মেধাবী ও সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কৃতি হেডমাস্টার ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর ছাত্ররা বিভিন্ন পেশায় আজ লব্ধ ও প্রতিষ্ঠিত।" প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর ছাত্ররা প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতিতে, (মন্ত্রী, এমপি, স্পীকার ইত্যাদি) আমলা (সচিব, অতিঃসচিব, যুগ্মসচিব ইত্যাদি), বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ভি.সি, কলেজের অধ্যক্ষ, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি পদে তাঁর ছাত্ররা অলংকৃত হয়েছেন। এক হিসেবে দেখা গেছে এ পর্যন্ত ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর তিন শতের অধিক ডাক্তার, তিন শতের অধিক ইঞ্জিনিয়ার এবং ত্রিশেরও অধিক পি.এইচ.ডি ডিগ্রী ধারী ছাত্র রয়েছে। দেশের গন্ডির মধ্যেই তাঁর ছাত্ররা সীমাবদ্ধ নয়, দেশের বাহিরেও বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। বহু কৃতিছাত্র ও প্রতিভাবানদের সূতিকাগার মতলব হাই স্কুল। যার কারণে মতলবকে বলা হয় এলেমগঞ্জ। কৃতিমান হেডমাস্টার ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী সম্পর্কে কুমিল্লা জেলার ইতিহাসে আছে যে, মতলব স্কুলের হেডমাস্টার ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী ৪০ বছরে যত কৃতি ছাত্র জন্ম দিয়েছে অন্য কোন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত স্কুল ১০০ বছরেও তা দিতে পারেনি।"[২৩৭]

তিনি কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সব সময় বলতেন "কে কি তা বড় নয়,কে কি করে সেটাই বড় কথা।" কর্মময় জীবনের আস্থায় আস্থাশীল ছিলেন তিনি। তাঁকে বলা যায় কর্মঠ দার্শনিক পুরুষ। ওয়ালী উল্লাহ পাটোয়ারী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন ১। মতলব কলেজ, ২। মতলব গার্লস কলেজ, ৩। মতলব বুক ব্যাংক। একটি রুরাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করার বড়ই শখ ছিল। বিভিন্ন প্রতিকুলতার কারণে তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। শিক্ষার্থী ও সমাজ কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে তিনি ১৪টি পুস্তক রচনা করেন (১) উপদেশ কণিকা (২) উপদেশ মল্লিকা (৩) শিক্ষকতা অতুলনীয় (৪) হেডমাস্টার ও ম্যানেজমেন্ট (৫) বিশ্বশান্তির চাবিকাঠি (৬) রাখে আল্লাহ মারে কে (৭) দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় (৮) পাত্র-পাত্রী (৯) পকেট কবিতাকলি (সম্পাদিত) (১০) আধ্যাত্মিকতা বলতে আছে কি (১১) Bengali Teaches English (১৩) গৌরবোজ্জল বৃহত্তর চাঁদপুর (১৪) Matlab School her allumni and inspirors to the Headmaster with gratitude to them.[২৩৮]

বক্তৃতা শুনে তাঁরা হতবাক হন। তাছাড়া "উপদেশ কণিকা" বইতে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, " কিছুদিন আগে তফাজ্জল হোসেন নামে এক ছেলে আমাকে জানালো যে, আমি পল্লী বিদ্যুৎ সংস্থায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়েছিলাম। মেধাতালিকায় আমার স্থান কিছুটা নিম্নে ছিল কিন্তু ইন্টারভিউ বোর্ড আমাকে কিছু বক্তৃতা দিতে বলায় যখন আমি বক্তৃতা শেষ করলাম তখন তারা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। তুমি কি কোনদিন রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলে? আমি বলেছিলাম-আমার স্কুলেই আমাকে শিক্ষা দিয়েছে।"

[২৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩ ।

[২৩৮] শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মরহুম ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী, (স্মরণিকা) পৃ. ২৩ ও সাক্ষাতকার-ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর ছেলে নেয়ামত উল্লাহ পাটোয়ারী, তাং- ২০/৪/০৩ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে অনেক পুরস্কার লাভ করেন। যেমন- * ১৯৬২ খ্রীঃ প্রেসিডেন্ট পদক "তঘমায়ে খিদমত" * ১৯৬৩ খ্রীঃ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের "শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সনদ" * ১৯৬৭ খ্রীঃ কুমিল্লা বোর্ডের "শ্রেষ্ঠ শিক্ষক স্বর্ণপদক" * ১৯৭৮ খ্রীঃ শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে কুমিল্লা ফাউন্ডেশন "স্বর্ণপদক" * ১৯৮১ খ্রীঃ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মান (শিক্ষায়) "স্বাধীনতা পদক" এবং * দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ পত্রিকার পক্ষ থেকে ১৭ জুন ২০০০ খ্রীঃ শিক্ষা বিস্তারে মরনোত্তর সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।[২৩৯]

১৯৬০ খ্রীঃ বুয়েট এবং ১৯৫৭ খ্রীঃ মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে ৬ষ্ঠ ও সপ্তম দশকের তাঁর ছাত্ররা দলে দলে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি। ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর হাজার হাজার কৃতি ছাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হলঃ

(১) রেলওয়ের অতিরিক্ত সেক্রেটারী মোহাম্মদ ফজলুল হক (২) জয়েন্ট সেক্রেটারী মোঃ শরীফ উল্লাহ, চট্টগ্রাম স্টীল মিলের ডাইরেক্টর (৩) পেট্রোবাংলার জি.এম সেলিমুল্লাহ সেলিম (৪) বাংলাদেশ ব্যাংকের জি.এম হরিনারায়ন মজুমদার (৫) রূপালী ব্যাংকের ডি.জি.এম আসরাফ হোসেন মজুমদার (৬) হারুন-অর-রশিদ ডেপুটি ডাইরেক্টর এন্টি করাপশন, চট্টগ্রাম (৭) মেছবাহউদ্দিন আহম্মেদ, কমিশনার অব টেক্সাস (৮) আলী আহম্মদ সরকার, ডেপুটি কমিশনার অব টেক্সাস (৯) শোয়েব আহম্মদ কালেক্টর অব কাষ্টমস (১০) গিয়াস উদ্দিন মিয়া, পরিচালক,পূবালী ব্যাংক।[২৪০]

ওয়ালীউল্লাহ পাটওয়ারীর নিম্নলিখিত কৃতি ছাত্রবৃন্দ বাংলাদেশ পার্লামেন্টের মেম্বার হয়েছেন-

১। এ কে এম মাইদুল ইসলাম	রংপুর- সাবেক মন্ত্রী
২। ইব্রাহিম খলীল	ভেদেরগঞ্জ
৩। বজলুল গণি	মতলব
৪। নূরুল হুদা	মতলব- সাবেক প্রতি মন্ত্রী
৫। ফ্লাইট লে. এ বি সিদ্দিক	মতলব
৬। সালাউদ্দিন মাহমুদ	চকোরিয়া, কক্সবাজার
৭। ডাঃ শহীদুল ইসলাম	কচুয়া
৮। আঃ মতিন, ডেপুটি স্পীকার (পাকিস্তান)	আশ্বিনপুর-মতলব

[২৪১]

ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর শিক্ষকতা জীবনের চার দশকের ভিতরে আবদুর রহীম ১৯৪২ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দশ স্থান, ১৯৫০ খ্রীঃ আব্দুল মতিন ১ম, এরপর দুইবার স্কুল বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান, ৩ বার তৃতীয় স্থান, ৪বার ৪র্থ স্থান, এবং কয়েকবার পঞ্চম স্থান এবং দুইবার করে কমার্স ও এগ্রিকালচারে ১ম স্থান অধিকার করেছে। এই সব বিষয় চিন্তা করলে ১৯৩১ খ্রীঃ হতে ১৯৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত স্কুলের ছাত্রদের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করা যায়। এতদ্ব্যতীত এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ছাত্রবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি (ডক্টরেট) ডিগ্রী লাভ করেন-

---

২৩৯ প্রাগুক্ত ও সাক্ষাতকার-ডাঃ নূরে আলম পাটওয়ারীর, তাং ৫ এপ্রিল ২০০৩ খ্রীঃ।

২৪০ প্রাগুক্ত।

২৪১ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নাম ও গবেষণার বিষয়	ঠিকানা
১। ডক্টর মাহফুজুল হক, অর্থনীতি	উদ্দমদী-মতলব
২। ডক্টর মতিন পাটোয়ারী, তড়িৎ	ছনুয়া-লাকসাম
৩। ডক্টর রাম প্রসাদ সরকার, আবহাওয়া	বাইশপুর-মতলব
৪। ডক্টর আঃ রব, অর্থনীতি	মিতুরকান্দি-মতলব
৫। ডক্টর জহিরুল হক ভুইয়া, পুষ্টি	মৌটুপি-মতলব
৬। ডক্টর শামছুদ্দিন জাহাঙ্গীর, পদার্থবিদ্যা	ইসলামাবাদ-মতলব
৭। ডক্টর ফেরদাউস, মাইক্রোবায়োলজী	কালিপুর-মতলব
৮। ডক্টর গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ, রসায়ন	লালুয়া-ফরিদগঞ্জ
৯। ডক্টর ইউসুফ মজুমদার, কৃষি	বারইগাঁও-মতলব
১০। ডক্টর আঃ আউয়াল, ভূগোল	ধুলিয়াউড়া-মতলব
১১। ডক্টর ইসহাক তালুকদার ,ধাতব	চিরকাচানপুর-ফরিদগঞ্জ
১২। ডক্টর অলিউল্লাহ , কৃষি	উদ্দমদী- মতলব
১৩। ডক্টর রফিকুল ইসলাম সরকার , কৃষি	সুজাতপুর-মতলব
১৪। ডক্টর সাকের আহাম্মদ , অর্থনীতি	বানারচর-ভেদেরগঞ্জ
১৫। ডক্টর কবির আহাম্মদ, সয়েলসাইন্স	পাঁচআনি-মতলব
১৬। ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম, অর্থনীতি	দক্ষিণ নসরদ্দি-দাউদকান্দি
১৭। ডক্টর নূরুল আমিন, পাট	মোহনপুর-মতলব
১৮। ডক্টর নূরুল আমিন, উৎপাদন	জহিরাবাদ-মতলব
১৯। ডক্টর হাসান ইমাম, অর্থনীতি	বলিয়া-হাজীগঞ্জ
২০। ডক্টর একরামুদ্দৌলা, বায়োক্যামিষ্ট্রি	সেন্দ্রা-হাজীগঞ্জ
২১। ডক্টর সাজাহান, মনোবিজ্ঞান	সেন্দ্রা-হাজীগঞ্জ
২২। ডক্টর সুধীর চন্দ্র সরকার, প্রাইমারী এডুকেশন	ফলন্দী-মতলব
২৩। ডক্টর মোয়াজ্জম হোসেন, কৃষি	বাখরখলা-দাউদকান্দি
২৪। ডক্টর তপন তোষ চক্রবর্তী, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	বিষ্ণুপুর-মতলব, চাঁদপুর
২৫। ডক্টর হাছান ইমাম, ফার্মেসী	হাজীগঞ্জ
২৬। ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান, অর্থনীতি	ফেনী
২৭। ডক্টর মোঃ জহিরুল হক, কেমিক্যাল ইঞ্জিঃ	উত্তর পদখলদী-মতলব
২৮। ডক্টর সতীশ চন্দ্র সাহা, হস্তবিদ্যা	গজবা-মতলব

[২৪২]

ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান হল-

(১) মতলব ওয়ার্ক হাউস (২) মতলব এতিমখানা

(৩) মতলব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৪ খ্রীঃ)

(৪) মতলব বুক ব্যাংক (৫) মতলব ডিগ্রী কলেজ (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

---

২৪২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

* মতলবে কলেরা রিসার্চ ল্যাবঃ (ICDDRB) এর ব্রাঞ্চ স্থাপনে ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায় তৎকালীন প্রাক্তন সংসদ সদস্য ডাঃ নোয়াব আলীর মাধ্যমে এ সেবা মূলক আন্তর্জাতিক হাসপাতালটি মতলবে স্থাপিত হয়।
* মতলব বাজারের অতি পুরাতন প্রায় ৩০০শত পতিতার পতিতালয়টি অতিসাহসিকতার সাথে স্থানীয় সমাজ সেবকদের সহযোগিতায় উৎখাত করে মতলবে সুশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। এতে তাঁকে মামলা-মোকদ্দমায়ও জড়ানো হয়েছে। কিন্তু এ বীরপুরুষ একটুও পিছপা হন নি।
* তিনি মতলব জে. বি. হাই স্কুলে ৩টি হোস্টেল স্থাপন করেন। এর মধ্যে ৪৫০ জন ছাত্র অবস্থান করে অধ্যয়নের সুযোগ পায়।
* জনগণ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে একক প্রচেষ্টায় স্কুল বিল্ডিং, অডিটরিয়াম ও এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ম্যাগনেসিয়াম (ব্যায়ামাগার) স্থাপন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন এক পুত্র ও এক কন্যার জনক। সারা দেশব্যাপী তাঁর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এবং শুভাকাংখী রয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ আব্দুল মতিন পাটোয়ারী তাঁর ছাত্র ও জামাতা।[২৪৩]

এদেশের তথা ভারত উপমহাদেশের অন্যতম, শিক্ষাবিদ, সুপন্ডিত, মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ কারিগর ওয়ালিউল্লাহ পাটোয়ারী ২৫ আগষ্ট ১৯৯৯ খ্রীঃ এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ---- ---------- রাজিউন)।[২৪৪]

---

২৪৩ ১৯৫০ খ্রীঃ পূর্ব পাকিস্তান সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ আব্দুল মতিন পাটোয়ারী সেই পরীক্ষায় ১ম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫২ খ্রীঃ রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে H.S.C বিজ্ঞান ১ম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তদানীন্তন আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (পরে বুয়েট) থেকে ১৯৫৬ খ্রীঃ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার বি, এস, সি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন। ১৯৬১ খ্রীঃ টেক্সাস থেকে এম,এস, ১৯৬৩ খ্রীঃ ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে এম, এ এবং ১৯৬৭ খ্রীঃ বিলাতের শেফিল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করবার পর তিনি সেই কলেজেই শিক্ষকতা শুরু করেন এবং সেখানেই ১৯৮৩ থেকে ৮৭ ইং পর্যন্ত ভাইস চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি গাজীপুর ইসলামিক ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী এর ও মহা-পরিচালক হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। ১৯৫০ খ্রীঃ আমেরিকায় রাইজিং সান ক্লাবের সম্মেলনে যোগদান করেন। পরবর্তী জীবনে নিজ দেশের পক্ষে বিদেশে অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ষ্টেট ইউনিভার্সিটি ও বিলাতের নিউক্যাসল অন পাইন ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা রাজ্যের পাটলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন।

২৪৪ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মরহুম ওয়ালী উল্লাহ পাটোয়ারী (স্মরণিকা), পৃ. ২৩ ও সাক্ষাতকার-ডাঃ নূরে আলম পাটওয়ারী, তারিখ- ০৫/০৪/২০০৩ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী কামরুজ্জামান

(জন্ম ১৯১৫ খ্রীঃ, মৃত্যুঃ ৫ডিসেম্বর ১৯৭২ খ্রীঃ)

কাজী কামরুজ্জামান চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার হাজীগঞ্জ সাহেব বাড়ীতে ১৯১৫ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ছেফায়েত উল্লাহ। হাজীগঞ্জ হাইস্কুলে লেখাপড়া শুরু করেন। অতঃপর কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ১৯৩১ খ্রীঃ বিভাগীয় স্কলারশীপ অর্জন করে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হন। অতঃপর ১৯৩৩ খ্রীঃ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এস.সি পাস করেন। অতঃপর গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান (দুই বিষয়ে) অনার্স নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডাবল অনার্সসহ এম.এস.সি পাশ করেন। তিনি ছাত্র জীবনে এস.এম হলের ভি.পি নিযুক্ত হন। কর্মময় জীবনে সরকারী চাকুরীতে যোগদান পূর্বক প্রথমে কলকাতা বশিরহাটে সাব-ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব ফুড এবং পরবর্তীতে ডিষ্ট্রিক কন্ট্রোলার অব ফুড হিসেবে কিছু দিন কর্মরত ছিলেন। ভারত বিভক্তির পর তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং ফেনী কলেজ, করটিয়া সাদাত কলেজ, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ ও সরকারী জগন্নাথ কলেজ ঢাকায় অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও চট্টগ্রাম নাজিরহাট কলেজ ও সিরাজগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম একজন এবং পরবর্তীতে যুগ্ম সম্পাদক। পঞ্চাশ দশকের সূচনালগ্নে পাকিস্তানী শোষণ ও সৈরাচারী শাসন বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শামছুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দসহ প্রফেসর কাজী কামরুজ্জামানের ভূমিকা ছিল প্রসংসনীয়। যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ খ্রীঃ নির্বাচন উপলক্ষেও তিনি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। ছাত্র-ছাত্রী, রাজনৈতিক কর্মী, আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীর জন্য তাঁর সহমর্মিতার হাত ছিল উদার। হাজীগঞ্জ এলাকার মানুষের জন্য তাঁর ছিল গভীর সমত্ববোধ। হাজীগঞ্জের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর লোক আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাগত কাজে তাঁর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। তাঁর সাহায্য ও সহযোগীতা চেয়ে কেউ কখনো বিমুখ হয়নি। তাঁর কর্ম জীবনে ঢাকায় অবস্থানকালে হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর ও কুমিল্লাবাসী অনেকেরই তিনি ছিলেন অভিভাবক তুল্য।

১৯৬৮ খ্রীঃ সিরাজগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর জীবনে তিনি ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল সুরাইয়া বেগমকে বিয়ে করেন এবং শেষ জীবন ঢাকাতেই অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি ৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ..... রাজিউন।[২৪৫]

[২৪৫] অধ্যাপক কাজী কামরুজ্জামান স্মৃতি সংসদ হাজীগঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা "দীপ্ত স্বাধীনতা" প্রকাশ কাল ২৬ মার্চ ২০০০ খ্রীঃ পৃঃ ১৪/১৫ ও কাজী কামরুজ্জামানের ভাতিজা এডভোকেট কাজী আশরাফুজ্জামান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী রিয়াজ উদ্দিন

(জন্ম-?, মৃত্যু-?)

কাজী রিয়াজ উদ্দিন চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার আলীগঞ্জ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- সেনাই কাজী। তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি মৌলভী ছিলেন।[২৪৬]

কাজী রিয়াজ উদ্দিন ১৯১৮ খ্রীঃ উত্তরাধীকার সূত্রে সি.এস খতিয়ান মূলে মালিক হওয়া সম্পত্তি থেকে ২৬ বৈশাখ ১৩২৫ বাংলায় হযরত মাদ্দাহ্ খাঁ (রঃ) মসজিদ ও মাজারের নামে চুয়াল্লিশ একর একষট্টি শতাংশ সম্পতি ওয়াক্ফ করেন।[২৪৭] যার মধ্যে প্রজাবিলি সম্পত্তি ছিল বিয়াল্লিশ একর পঁচিশ শতাংশ। নিজ দখলীয় ছিল দুই একর ছত্রিশ শতাংশ। ১৯৫৮ খ্রীঃ জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির ফলে জনগণ উক্ত ওয়াক্ফকৃত প্রজাবিলি সম্প্রত্তি মালিক হয়ে যায়। বর্তমানে ৭৩ শতাংশ জমি মসজিদ ও মাজারের নামে রয়েছে। উক্ত ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি নিয়ে গঠিত হয় কাজী রিয়াজ উদ্দিন ওয়াক্ফ এষ্টেট।[২৪৮]

কাজী রিয়াজ উদ্দিন ওয়াকফ্ এষ্টেট শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হল:
(ক) এলাকার গরীব অসহায় লোকদের বসত ঘর তৈরীর জন্য ঢেউটিন বিতরণ (খ) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য প্রদান (গ) গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া-লেখার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান (ঘ) এলাকার গরীব ও অসহায় লোকদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান (ঙ) গরীব অসহায় মেয়েদের বিবাহের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান (চ) কাজী রিয়াজ উদ্দিন ওয়াকফ এষ্টেটের অর্থে পরিচালিত নূরানী মাদ্রাসার এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা মূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ ও পোষাক প্রদান (ছ) এলাকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য প্রদান (জ) প্রত্যেক ইংরেজী মাসের দ্বিতীয় শনিবার মসজিদ ও মাজার কতৃপক্ষের সহযোগীতায় মসজিদ ও মাজার প্রাঙ্গনে চক্ষু চিকিৎসা শিবির চলিতেছে। কাজী রিয়াজ উদ্দিন (রঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।[২৪৯]

---

[২৪৬] সাক্ষাতকার- কাজী খাইরুল আলম, মোতাওয়াল্লী, মাদ্দাহ খাঁ (রঃ) মসজিদ ও মাজার, আলীগঞ্জ, তাং১১-০২-০৩।

[২৪৭] হযরত শাহজাজাল (রহঃ) মোঘল শাসনামলে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় যে ৩৬৫ জন আওলিয়াসহ ইসলাম প্রচার করার জন্য আসেন হযরত মাদ্দাহ খাঁ (রহঃ) তাঁদের মধ্যে একজন। হযরত মাদ্দাহ খাঁ (রহঃ) এর আধি নিবাস আরব দেশে অবস্থিত। ১১৪৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৭৩৮ খ্রিঃ মোঘল শাসনামলে সোনারগাঁও সরকার বর্তমান খাদেমগণের পূর্ব পুরুষ কাজী করমুল্লাহ (রঃ) কে হযরত মাদ্দাহ খাঁ (রহঃ) মসজিদ ও মাজারের খেদমত করার লক্ষ্যে বর্তমান মসজিদ ও মাজারের ভূমিসহ অনেক সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার দিয়ে জমিদারী মালিকানা প্রদান করেন। উক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে কাজী রিয়াউদ্দিন (রঃ) মালিক হন।

[২৪৮] সাক্ষাতকার-কাজী খাইরুল আলম, মোতাওয়াল্লী, হযরত মাদ্দাহ খাঁ (রঃ) মসজিদ ও মাজার আলীগঞ্জ, তাং১১-০২-০৩, ১১/০২/০৩ এবং অফিস সেক্রেটারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য।

[২৪৯] প্রাগুপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরী

(জন্মঃ ১৮৮০ খ্রীঃ, মৃত্যুঃ--?)

ফরিদগঞ্জের খ্যাতিমান সমাজ সেবকদের মধ্যে খানবাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরী এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। বৃটিশ ভারতে স্থানীয় পর্যায়ে তিনি ছিলেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। সমাজে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই মুখ্য নয়, আবিদুর রেজা চৌধুরীই ছিলেন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে ১৮৮০ খ্রীঃ তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের অনুকূল পরিবেশ ও আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি স্কুল কলেজে পড়াশুনা করতে পারেননি। কিন্তু পারিবারিক পরিবেশেই তিনি প্রয়োজনীয় পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করেন। তাঁর কথা বার্তা আচার আচরণে কখনই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা ধরা পড়তো না। উপরন্তু তাঁর আত্মশিক্ষা তাঁকে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী করেছে। খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরীর কর্মজীবনের সিংহভাগ জুড়ে ছিল তাঁর সাংগঠনিক কর্মকান্ড। তিনি ১৯২৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত চাঁদপুর লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ১৯৩০ খ্রীঃ থেকে ১৯৬০ খ্রীঃ এ দীর্ঘ ৩০ বছর একটানা কুমিল্লা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।[২৫০]

স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে বেসরকারী পর্যায়ে এত দীর্ঘকাল কাজ করা একটি বিরল দৃষ্টান্ত। এ জাতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভের পেছনে তাঁর সততা কর্মদক্ষতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা কাজ করেছে। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের ২৫ বছর পূর্তিতে "রজত জয়ন্তী " পালন করা হয়।[২৫১]

তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের জেলা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি চেয়ারম্যানদের সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জেলা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানদের নেতা নির্বাচিত হওয়ার মত বিরল সম্মান তিনি তার দক্ষতা বলেই অর্জন করেছেন। তাঁর সদিচ্ছার ফলে ফরিদগঞ্জ উপজেলার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তৎকালীন বৃটিশ ভারতে ফরিদগঞ্জ উপজেলার প্রশস্থ রাস্তঘাটের উপর লোহার নির্মিত পুল স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে তুলনামূলক বিচারে তৎকালীন অবস্থায় এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[২৫২]

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আজীবন মুসলিম লীগের সদস্য, জেলা সভাপতি ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৫ খ্রীঃ এবং ১৯৪৭ খ্রীঃ থেকে ১৯৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ২বার বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। জনহিতৈষী সমাজ সেবক আবিদুর রেজা চৌধুরী ছিলেন চিরকুমার। উদারনীতি, ন্যায়পরায়ণতা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তিনি হিন্দু- মুসলিম সকলের নিকট প্রিয় ছিলেন।[২৫৩]

---

২৫০ এক নজরে ফরিদগঞ্জ-ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১২৩ ।

২৫১ কুমিল্লা জেলার ইতিহাস-জেলা পরিষদ কুমিল্ল কর্তৃক ০৭ জুন ১৯৮৪ খ্রীঃ প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ২।

২৫২ এক নজরে ফরিদগঞ্জ-ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১২৩ ।

২৫৩ ফরিদগঞ্জ ফাউন্ডেশন কতৃর্ক গুণীজন সংম্বর্ধনা স্বরণিকা '৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

জাকির হোসেন মজুমদার

(জন্ম ঃ- ৩১ মে ১৯৪৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ঃ ০৭ মে ২০০০খ্রীঃ)

জাকির হোসেন মজুমদার চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার রাঙ্কুনীমুড়া গ্রামে ৩১ মে ১৯৪৪ খ্রীঃ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ সেকান্দার আলী মজুমদার। মাতার নাম হালিমা বেগম। জাকির হোসেন মজুমদার গ্রামের বাড়ীতেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। অতঃপর চাঁদপুর ডি.এন. হাই স্কুল থেকে ১৯৬০ খ্রীঃ এস.এস.সি মানবিক শাখায় প্রথম বিভাগ, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬২ খ্রীঃ মানবিক শাখায় এইচ.এস.সি দ্বিতীয় বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ খ্রীঃ রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বি.এ. অনার্স দ্বিতীয় শ্রেণী ও একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ খ্রীঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।[২৫৪]

জাকির হোসেন মজুমদার ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার, প্রবন্ধকার ও বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক। ১৯৬৯ খ্রীঃ হাজীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তিনিই উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর সত্তরের দশকে চাঁদপুর মহিলা কলেজে যোগদান করেন। আশির দশকে মহিলা কলেজটি সরকারী হলে তিনি বদলি হয়ে নোয়াখালী সরকারী কলেজ ও কুমিল্লা সরকারী কলেজে কয়েক বছর চাকুরীর পর নব্বইর দশকের শেষ দিকে চাঁদপুর সরকারী কলেজে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত কলেজে কর্মরত ছিলেন।[২৫৫]

জাকির হোসেন মজুমদার বহু সাহিত্য সাময়িকী/ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'যে জলে জ্বলে অনল'। 'শত মাল্লার জলতরঙ্গ' এবং 'জোছনাময়ীদের ছন্দ বন্ধনঃ স্বপ্ন থেকে সত্য' নামে তাঁর সম্পাদিত দু'টি কাব্য গ্রন্থ রয়েছে। তিনি দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠসহ চাদঁপুরের সকল পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক লেখা-লেখি করতেন। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকেও তাঁর লেখা বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। চাঁদপুরের প্রাক্তন জেলা প্রশাসক এস.এম. শামসুল আলমের পৃষ্ঠপোষকতায় '৮৬ খ্রীঃ সাহিত্য একাডেমী, চাঁদপুর এর প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক প্রফেসর কবি খুরশেদুল ইসলাম ও প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সম্পাদক-কাজী শাহাদাতের সাথে সহকারী মহাপরিচালক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি, চাঁদপুর জেলা শাখার সভাপতি হিসেবে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ অক্টোবর ১৯৯৩ খ্রীঃ ২৬ দিন জাপান সফর করেন। তিনি চাঁদপুরস্থ হাজীগঞ্জ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, চাঁদপুর সাংবাদিক এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি, দৈনিক সমাচারের চাঁদপুর জেলা প্রতিনিধি, সাপ্তাহিক হাজীগঞ্জের সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি আরো বহু সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতাত্তোরকালে চাঁদপুরে অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমেদের সাথে মাসিক মোহনা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে জাকির হোসেন মজুমদার জেলাব্যাপী ব্যাপক সাহিত্য আন্দোলন সৃষ্টি করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, বন্ধুবৎসল, মিশুক ও মিষ্টভাষী।[২৫৬]

জাকির হোসেন মজুমদার একজন শিক্ষাপ্রেমী এবং সমাজসেবী ব্যক্তি ছিলেন। সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে তিনি ১৯৬৯ খ্রীঃ স্বীয় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করেন হাজীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ। উক্ত কলেজের জন্য তিনি ৫ একর ৩২ শতাংশ ভূমি দান করেন। অতঃপর ভাষা শহীদদের স্বরণে কলেজ

---

২৫৪ সাক্ষাৎকার-জাকির হোসেন মজুমদারের ছেলে মিঠু ও প্লেটো, তাং ১৭-০২-২০০৩ খ্রীঃ।

২৫৫ অধ্যাপক কবি জাকির হোসেন মজুমদার স্মারক গ্রন্থ পৃঃ -৫।

২৫৬ প্রাগুক্ত এবং সাক্ষাৎকার-জাকির হোসেন মজুমদারের ছেলে মিঠু ও প্লেটো,তাং-১৭-০২-'০৩ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাঙ্গনে স্থাপন করেন শহীদ মিনার (যাহা ছিল হাজীগঞ্জে প্রথম)। এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার কথা চিন্তা করে ষাটের দশকে নিজ গ্রামে একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৫৭]

দারিদ্রের হাত থেকে প্রতিবন্ধীদের মুক্তি ও পূর্ণবাসনের নিমিত্তে ১৯৯৬ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী সমিতি চাঁদপুর জেলা শাখার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সুবাদে তিনি জাপান-নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের মাসে নগদ অর্থ, মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন বিতরণ, সহজ কিস্তিতে ঋণ বিতরণ, পঙ্গু প্রতিবন্ধীদের মধ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ, মাসিক ভাতা প্রদান এবং পঙ্গু ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের চাকুরীদানে সহায়তাকরাসহ নানা ভাবে প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি প্রদান করার লক্ষ্যে কাজ করে যান। তিনি ১৯৯৬ খ্রীঃ স্বরচিত লোকগীতি প্রতিযোগীতায় জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় পুরষ্কার প্রাপ্ত হন। সাহিত্যে দৈনিক চাঁদপুরকণ্ঠের মরণোত্তর সম্মাননা ২০০০ লাভ করেন। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম.সাইফুর রহমান তাঁর হাতে পুরষ্কার তুলে দেন। এই মহৎ ব্যক্তি ০৭ মে, ২০০০ খ্রীঃ ইন্তে কাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ---------- রাজেউন)।[২৫৮] জাকির হোসেন মজুমদার তাঁর নিজের পরিচয়, কর্ম জীবনের শেষ ইচ্ছা তাঁর স্বরচিত শেষ কবিতা "স্বরণ-লিপিতে" উল্লেখ করে গেছেন। কবিতাটি নিম্নরূপঃ

স্মরণ-লিপি

(অধ্যাপক কবি জাকির হোসেন মজুমদার)
কে যাও হে মুসাফির, অচেনা পথিকজন,
তাকাও এ সমাধিপরে, দাঁড়াও কিছুক্ষণ।
চাঁদপুর কিছুদূর পূর্বে হাজীগঞ্জ থানা,
রড় মসজিদের গুণে সবার কাছে জানা,
ডাকাতিয়া বিধৌত পূণ্য রাঙ্গুনীমুড়া গ্রামে
জন্মনেয় মহামতি জাকির হোসেন নামে,
মান্যবর সেকান্দার জনক, জননী হালিমা,
তাঁদের গর্ভে জন্মিয়া কবি লভিল মহিমা।
হাজীগঞ্জ কলেজ গড়ে স্বীয় ভূমির পরে,
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে যায় প্রতি ঘরে ঘরে।
একুশের স্মরণিকা আর শহীদ মিনার
সর্ব প্রথম উদ্যোগ ছিল হাজীগঞ্জে তার।
বিনিময়ে যাচে শুধু প্রভুর আশিষবাণী,
বীণাপানি দানিয়া প্রভু করেন কাব্যজ্ঞানী।
বিধাতার এ মানসপুত্র ধন্য করে বিশ্ব
তৃপ্ত হয় কাব্য-প্রেমিক রহে না কেউ নিঃস্ব।
চির নিদ্রায় শায়িত হেথা সেই কবিবর
মানুষের দুঃখ-দৈন্যে যার কাঁদিত অন্তর!
হে পথিক হও যদি তুমি ন্যায়-নিষ্ঠাবান,
ইতিহাসে পাবে নিশ্চয়ই সঠিক প্রমাণ।
সত্য-সুন্দরের-ভক্ত পথিক করো আশীর্বাদ,
মহাত্মা কবির ভাগ্যে ঘটে যেন স্বর্গ-স্বাদ॥[২৫৯]

---

২৫৭ সাক্ষাৎকার-জাকির হোসেন মজুমদারের ছেলে মিঠু ও প্লেটো, তাং ১৭-০২-২০০৩ খ্রীঃ ও দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ।

২৫৮ প্রাগুক্ত।

২৫৯ যে জলে জ্বলে অনল পৃষ্ঠাঃ ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ এম.এ. সাত্তার

(জন্ম- ১৫ জুন ১৯৩২, মৃত্যু ২৬ মার্চ ১৯৯২খ্রীঃ)

ডঃ এম.এ. সাত্তার চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলাস্থ নাওড়া পঞ্চগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৫ জুন ১৯৩২ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ আজিজুর রহমান পাটোয়ারী, মাতার নাম করফুলেন্নেসা। তাঁর পিতা একজন বিশিষ্ট সমাজ সংগঠক এবং কৃষি উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদকে ভূষিত ব্যক্তি। ডঃ এম. এ. সাত্তার বরুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৪র্থ শ্রেণীতে বৃত্তিসহকারে প্রাথমিক শিক্ষা কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি শাহরাস্তি হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্রাসায় নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি চট্টগ্রাম হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদ্রাসা হতে ১৯৫১ খ্রীঃ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বোর্ডের মধ্যে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। অতঃপর ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৩ খ্রীঃ এইচ.এস.সি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৭ম স্থান লাভ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ খ্রীঃ অর্থনীতিতে বি.এ. (সম্মান) ১ম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। ১৯৫৮ খ্রীঃ করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশাসনে এম.এ পাস করেন।[২৬০]

ছাত্র জীবনে ডঃ এম.এ সাত্তারের ছাত্র নেতা হিসেবে ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জল। তিনি কলেজ ও হল ইউনিয়নের ছাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রীঃ ফজলুল হক হলের সেরা বক্তা হিসেবে মনোনীত হন। তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.পি.বি.এ এর ছাত্র পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৫৮ খ্রীঃ পাকিস্তান সি.এস.পি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লাহোর সিভিল সার্ভিস একাডেমীতে এক বছর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। ১৯৫৯ খ্রীঃ যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকপ্রশাসনে ডিপ্লোমা ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর ১৯৬০ খ্রীঃ সি.এস.পি. অফিসার হিসেবে সিলেটের মৌলভী বাজারে এস.ডি.ও পদে যোগদান করেন। সিভিল সার্ভিসে যোগদানের পাশাপাশি ডঃ এম.এ. সাত্তার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৩ খ্রীঃ যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়ামস কলেজ থেকে ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সে এম. এ. এবং ১৯৬৯ খ্রীঃ যুক্তরাজ্যের টার্ফটস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।[২৬১]

১৯৬২ খ্রীঃ ডঃ এম. এ. সাত্তার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার এস.ডি.ও পদে বদলী হন[২৬২] এবং পরে রংপুরের এ.ডি.সি হন। অতঃপর তৎকালীন পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চীফ ও চীফ হিসেবে ৮ বছর

---

[২৬০] ডঃ এম. এ. সাত্তার ১৯৫৬ খ্রীঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স পাস করার পর করাচী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির জন্য ঢাকায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করে প্রথম হন এবং মাসিক ২৭৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তখন তাঁর করাচী যাওয়ার খরচ বাবদ ৫০০/= টাকা ঘাটতি পড়েছিল। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গর্ভনর শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক তাঁর এডিসি ডঃ এম. এ সাত্তারের প্রতিবেশী দেবকরা গ্রামের হোসেন আহমেদের মাধ্যমে ডঃ এম.এ. সাত্তারের আর্থিক অসুবিধার কথা জানতে পেরে সাথে সাথে ডঃ এম .এ. সাত্তারকে ডেকে পাঠান এবং তখন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের ফান্ডে টাকা না থাকায় অগত্যা তাঁর স্ত্রীর ফান্ড থেকে এম.এ. সাত্তারকে পাঁচশত টাকা অনুদান দেন এবং বলেন জনগণের টাকা থেকে তোমাকে পড়া-লেখার খরচ দেয়া হল, তুমি বড় হয়ে গরীব ছাত্রদের পড়া লেখার খরচের যোগান দিও। শেরে বাংলার সেই কথা এম.এ. সাত্তার আমৃত্যু স্মরণ রাখেন। সূত্র-শাহরাস্তি বার্তা-আগষ্ট-২০০১ পৃষ্ঠা-৯ ও মাসিক গণশিক্ষা, মে ২০০৩ সংখ্যা, পৃ:৩।

[২৬১] শাহরাস্তি বার্তা, আগষ্ট ২০০১ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৯; মাসিক গণশিক্ষা জুন -১৯৯২, মে-১৯৯৩, মে-১৯৯৮, মে-২০০১, এপ্রিল-মে-২০০২, শাহরস্তি বার্তা- ২০০০ ও ১৯৯১ খ্রীঃ জাতীয় নির্বাচেনে চাঁদপুর-৫ আসন থেকে এম.পি. পদপ্রার্থী হিসেবে ডঃ এম.এ. সাত্তারের পরিচিতি (হ্যান্ডবিল)।

[২৬২] ডঃ এম.এ. সাত্তার যখন ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান তখন সেখানে ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী বৃটিশ নাগরিক মিস হেরিংটনের সাথে পরিচয় ঘটে ও আন্তরিকতা গড়ে উঠে। অতঃপর ১৯৬২ খ্রীঃ ডঃ এম. এ. সাত্তার নারায়নগঞ্জ মহকুমার এস.ডি.ও পদে বদলী হয়ে আসলে মিস. এলেন হেরিংটন নারায়ণগঞ্জ আসেন এবং ডঃ

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ খ্রীঃ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক হিসেবে পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে রাওয়ালপিন্ডির কারাগারে ৯ মাস আটক রাখে। ১৯৭২ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বিনাশর্তে জেলমুক্ত হলেও কার্যত তিনি ইসলামাবাদে অন্তরীন ছিলেন। ৮ মাস অন্তরীন থাকার পর স্বীয় সহায় সম্পদ ত্যাগ করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসেন। ১৯৭৩ খ্রীঃ তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির অর্থনীতি ও উন্নয়ন সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে ৪ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক পদে এক বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮১ খ্রীঃ থেকে ১৯৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত কুয়ালালামপুরে 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন ম্যানেজমেন্ট অব পপুলেশন প্রোগ্রামস' (আইকম্প) এ নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। ডঃ এম.এ. সাত্তার বিশ্বাস করতেন সমাজের উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। তাই দেশের যেখানেই চাকুরী করেছেন সেখানেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ব ও অনুরাগ।

শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে তিনি বিভিন্ন স্থানে যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তা নিম্নরূপ: (ক) মোলভী বাজার কলেজ (খ) নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ (গ) রংপুর বেগম রোকেয়া কলেজ (ঘ) বাংলাদেশ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (ফিডার স্কুল) (ঙ) গণবিদ্যালয় আন্দোলন (চ) মহিলা বৃত্তি প্রকল্প (ছ) পঞ্চগ্রাম সমবায় সমিতি (জ) স্বনির্ভর বাংলাদেশ (ঝ) শাহরাস্তি উপজেলা কল্যাণ সমিতি (ঞ) বেইস (বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন) (ট) করফুলেন্নেসা ডিগ্রী কলেজ, শাহরাস্তি। (ঠ) বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি উল্লেখযোগ্য ।[২৬৩]

শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি এক বিরল প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষথেকে ১৯৮২ খ্রীঃ থেকে ১৯৯১ খ্রীঃ পর্যন্ত ১০ বছরে শুধুমাত্র শাহরাস্তি উপজেলায় ৩৬,১৪৬ জন ছাত্রীকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। (১৯৯২ খ্রীঃ ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীরা মাসিক ১০৫ টাকা এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ছাত্রীরা মাসিক ১২০ টাকা হারে বৃত্তি লাভ করে। এই বৃত্তির বিনিময়ে শাহরাস্তি উপজেলায় নারী শিক্ষার হার ৯৮%।[২৬৪]

ডঃ এম.এ. সাত্তারের শিক্ষা বিস্তার কর্মকান্ডের শুরু হয় শিশুদের জন্য কয়েকটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে। এ কেন্দ্রগুলোর নাম দেয়া হয় ফীডার স্কুল। যেখানে চার হতে ছয় বছর বয়সী শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিপূর্ব যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায় হতে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীদের অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল এ কথাটি ডঃ এম. এ. সত্তার উপলব্ধি করেন এবং এ অসম অবস্থা দূর করার লক্ষ্যে মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাড়তি সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করেন। এ চিন্তা হতেই তাঁর দিক নির্দেশনায় "বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইস)" শুরু করে শাহরাস্তি উপজেলায় ২৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদান । এই বৃত্তি পরে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা ও দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলায় ও প্রসারিত করা হয়। ছাত্রী বৃত্তির কল্যাণে এই তিন উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষায় গরীব ছাত্রীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৮২ খ্রীঃ "বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইস)" কতৃক যে ছাত্রী বৃত্তির সূচনা হয় তা একটি সফল পাইলট প্রকল্পের আকৃতিতে সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। আজ সরকার এই প্রকল্পের মডেলে দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

এম.এ সাত্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহ পড়ান ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। বিয়ে হয়েছিল ইসলামী রীতি অনুযায়ী আর আংটি বদল হয়েছিল ইংরেজী রীতি অনুযায়ী (শাহরাস্তি বার্তা-আগষ্ট-২০০১ পৃষ্ঠা-১০)।

[২৬৩] শাহরাস্তি বার্তা ২০০০, পৃষ্ঠা ১৬; শাহরাস্তি বার্তা আগষ্ট ২০০১ পৃঃ -১২ ও মাসিক গণশিক্ষা, এপ্রিল -মে ২০০২।

[২৬৪] শাহরাস্তি বার্তা, আগষ্ট ২০০১, পৃষ্ঠা-১২।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ক্রমে ছাত্রী বৃত্তি প্রবর্তন করেছে। ফলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এমনকি উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও দারিদ্র্যতা আজ আর কোন বাধা নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর। যে অধিদপ্তর বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমকে সুবিন্যাস্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়ায় শুরু করে এবং পর্যায়ক্রমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প ১,২,৩ এবং টি.এল.এম. কর্মসূচী গ্রহন করেন। এ সকল কর্মসূচীর মাধ্যমে ৮-১৪ বছর বয়সী কর্মজীবী শিশু থেকে শুরু করে ১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর নারী-পুরুষের শিক্ষার সুযোগ উম্মুক্ত হয়। যার লক্ষ্য হচ্ছে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করে তোলা। যে কর্মসূচীতে ইতোমধ্যেই বাস্তব সফলতা অর্জিত হয়েছে এবং দেশের স্বাক্ষরতার হার ৬৫% উন্নীত হয়েছে। এখন চিন্তা করা হচ্ছে এই সব নব্য স্বাক্ষরজ্ঞানদের জীবন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত , দক্ষ ও সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এ বিশ্বাস থেকেই সরকার দেশে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এন.জি.ও) এর অংশীদারিত্বে প্রকল্প ১,২,ও ৩ এর অর্জিত সাফল্যের ভিত্তি ভূমিতে মানব সম্পদ গড়ে তোলার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই চালচিত্র ডঃ এম.এ. সাত্তারের চিন্তা চেতনার প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রনিধান যোগ্য। কারণ এ দেশে স্বাক্ষরতা উত্তর অথবা জীবন দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে যে কয়টি কার্যক্রম বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা পরিচালনা করছে তার মধ্যে ডঃ এম.এ. সাত্তারের চিন্তাপ্রসূত "বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইস)" এর 'গণবিদ্যালয়' শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। "বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইস)" এর 'গণবিদ্যালয়' প্রকল্প শুরু করে ১৯৮২ খ্রীঃ। গণবিদ্যালয়ের একদিকে রয়েছে যেমন স্বল্প শিক্ষিতদের শিক্ষাকে পরিশীলিত ও উন্নীত করার ব্যবস্থা, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে একজন প্রদীপ্ত নাগরিক গড়ে তোলার ব্যবস্থা। দেশব্যাপী স্বাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার যে বিশাল কর্মসূচী চিন্তা করা হচ্ছে তার সূত্রপাত ডঃ এম. এ. সাত্তরই করেছেন ২০ বছর পূর্বে গণবিদ্যালয়ের মাধ্যমে। [২৬৫]

সমাজের বিশেষত গ্রাম বাংলার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ রোধে তিনি নিজের কর্মশক্তি ও মেধাকে কাজে লাগিয়েছেন। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৭৫ খ্রীঃ জনসংখ্যা সমস্যাকে দেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ষোল বছরের পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ডঃ এম. এ. সাত্তার ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ খ্রীঃ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান ষ্টাডিজ সেন্টারে "বাংলাশেদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে গণতন্ত্রের একটি চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক দীর্ঘ লিখিত বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই নিবন্ধে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের সঠিক দিক নির্দেশ করেন। এর মধ্যে নারী শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সন্তান গ্রহণ, বিবাহের বয়স বৃদ্ধি (বাল্য বিবাহ রোধ) পরিমিত শিশুর জন্য বুকের দুধের যথাযথ ব্যবহার অন্যতম। [২৬৬]

সার্বিক পর্যালোচনায় শিক্ষার সার্বজনীনতা এবং কার্যকারিতার নিরীখে ডঃ এম.এ. সাত্তারের উপরোক্ত কার্যক্রমগুলো বিশ্লেষণ করলে একথা প্রমাণিত হয় যে, ডঃ এম.এ. সাত্তার শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে অভীষ্ট জণগোষ্ঠীর জন্য বাস্তব ও লাগসই শিক্ষার চিন্তা চেতনার নির্ভিক ও বলিষ্ঠ পথিকৃত।

এই মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ২৬শে মার্চ ১৯৯২ খ্রীঃ পাকিস্তানের ইসলাবাদের হলিডে ইন হোটেলে নিঃসঙ্গ কক্ষে মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণ জনিত কারণে তৎক্ষনাত মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ---------- রাজিউন)। [২৬৭]

---

[২৬৫] মাসিক গণশিক্ষা,এপ্রিল-মে ২০০২, পৃষ্ঠা-৩।

[২৬৬] শাহরস্তি বার্তা -২০০০, পৃষ্ঠা-১৭।

[২৬৭] সম্পাদকীয় , মাসিক গণশিক্ষা, এপ্রিল-মে ২০০২ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর

(জন্ম :- ১ মার্চ ১৯৪২ খ্রীঃ)

ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার গুলবাহার গ্রামে এর সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১ মার্চ ১৯৪২ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আশেক আলী খান (বি.এ.বি.টি)। কথিত আছে তিনি ছিলেন চাঁদপুর জেলার প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট। ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের জীবন ঘটনা বহুল। প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা ও কর্মকান্ড তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর আরমানিটোলা গভার্নমেন্ট হাইস্কুল, ঢাকা থেকে ১৯৫৬ খ্রীঃ ম্যাট্রিকুলেশন ও ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৮ খ্রীঃ ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১ খ্রীঃ অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স ও ১৯৬২ খ্রীঃ এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে বোষ্টন ইউনির্ভাসিটি থেকে ১৯৭৬ খ্রীঃ উন্নয়নমূলক অর্থনীতি ও পলিটিক্যাল ইকনমিতে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ খ্রীঃ পি. এইচ. ডি. (ডক্টরেট) ডিগ্রী লাভ করেন।[২৬৮]

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রথমে সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও পরে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি উক্ত কলেজের ম্যাগাজিন সম্পাদক ছিলেন ১৯৫৭-১৯৫৮ খ্রীঃ। পরবর্তীতে ইন্টার ইউনির্ভাসিটি বোর্ড অব পাকিস্তান এর উদ্যোগে ১৯৫৭ খ্রীঃ করাচীতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টস অব পাকিস্তান ও ১৯৬৫ খ্রীঃ পেশোয়ার এ অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ইকনমিক কনফারেন্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সাথে সাংবাদিক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খন্ডকালীন সাংবাদিক হিসেবে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'ডেইলী ইউনিট' এর ১৯৬১-৬২ খ্রীঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে মন্তব্য প্রদান করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৪-৬৫ খ্রীঃ পাকিস্তান ইকনিমিক জার্নাল এর বিজনেস অডিটর ছিলেন। তিনি ইনস্টিটিউট অফ ট্যাকনিক্যাল ও ইকনমিক কনসালটেন্টস, ঢাকা, ১৯৬২-৬৩ খ্রীঃ অর্থনীতে গবেষক হিসেবে একাধিক শিল্প প্রকল্পের গ্রহনযোগ্যতা পরীক্ষা করেন। ১৯৬৩-৬৫ খ্রীঃ সিনিয়র লেকচারার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ের ছাত্রদের গাইড ও শিক্ষক ছিলেন। একই সালে ১৯৬৪-৬৫ খ্রীঃ তিনি ব্যুারো অফ ইকনমিক রিসার্চ এর এসিস্ট্যান্ট রিসার্চ ডিরেক্টর এর দায়িত্ব পালন করেন।

১ নভেম্বর ১৯৬৫ খ্রীঃ তিনি সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান এ অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে যোগদান করেন এবং প্রশাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আইন ও ব্যবস্থাশাস্ত্র, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তিনি এসিসটেন্ট কমিশনার হিসেবে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোওয়ার খুজাওয়াল,

---

[২৬৮] স্বাক্ষাতকার-ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, তাং ০৫/০৯/০৩, সাক্ষাৎকার-নীলুফার বেগম ও ডঃ হেলাল উদ্দিন খান সামসুল আরেফীন, তাং ২২/০৩/০৩ , ২৮/০৩/০৩,০৪/০৪/০৩ ও ০১/০৫/০৩ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

খাট্‌ট-সিন্ধু ও ঝিলাম জেলার দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, এসিসটেন্ট কমিশনার হিসেবে তিনি সিন্ধুতে দায়িত্ব পালনকালে সেখানে বসবাসরত বাঙ্গালীদের উন্নয়ন কার্যক্রম বিশেষভাবে পর্যবেক্ষন করেন। তাছাড়া এসিসটেন্ট কমিশনার , পাবনা হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনসহ বহু জটিল কাজের সমস্যার সমাধান করেন। পরবর্তীতে সাব ডিভিশনাল অফিসার নওগাঁ, রাজশাহীর দায়িত্ব পালনকালে ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর বেশ কিছু মানবিক কর্মকান্ডের সংগে জড়িত ছিলেন যা উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে দু'টি কলেজসহ ৫৮টি হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রচার, সমবায়, লাইব্রেরী এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ প্রদান প্রশংসার দাবী রাখে। যার ফলশ্রুতীতে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিশেষ অবদানের জন্য রুরাল ওর্য়াকস প্রোগ্রামে, 'প্রকল্প পরিচালক' পদে পদোন্নতি লাভ করেন। পদোন্নতি পাবার পর তিনি ডেপুটি সেক্রেটারী হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন, গভর্ণমেন্ট অফ সিন্ধু, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের ও দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে কলোনাইজেশন অফিসার এবং এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার হিসেবে ১৯৭১ খ্রীঃ নোয়াখালী ও ময়মনসিংহ জেলার দায়িত্ব পালন করেন। ডেপুটি কমিশনার হিসেবে ১৯৭৬-১৯৭৯ খ্রীঃ তিনি যশোরের দায়িত্ব পালন কালে নিজস্ব উদ্যোগে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করনের মাধ্যমে উলসী যদুনাথপুর খাল খনন প্রকল্প গ্রহন করেন এবং গ্রামীন উন্নয়নে উলসী যদুনাথপুর পাইলট প্রকল্পের গঠন ও বাস্তবায়ন করেন। পরবর্তীতে সরকার কতৃক উলসী যদুনাথপুর প্রকল্প' মডেল হিসেবে গৃহীত হয় ও দেশে-বিদেশে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন।[২৬৯]

১৯৭১-১৯৭৪ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি ডেপুটি সেক্রেটারী, মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স পদে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ফরেষ্ট ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ (হোটেল ইন্টার কন্টিন্যান্টাল), ঢাকা গামবেষ্টস সিমেন্ট ইন্ডাষ্ট্রিজ, বাংলাদেশ এর পরিচালক পদে এবং বোর্ড অফ ট্রাষ্টিজ সেনাকল্যাণ সংস্থা, বাংলাদেশ; মালয়েশিয়া ইত্যাডিকেশন বোর্ড, বাংলাদেশ ও এক্সিকিউটিভ কমিটি, বাংলাদেশ বয়েজ স্কাউটস এসোসিয়েশন এর মেম্বার পদে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

ডাঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর ডেপুটি সেক্রেটারী অর্থ মন্ত্রণালয় ও বহিঃসম্পদ বিভাগের আওতায় ১৯৮০-৮১ খ্রীঃ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পদোন্নতি পাওয়ার পর তিনি একই মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হিসেবে ১৯৮২-৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কার্যনির্বাহী পরিচালক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, জেদ্দা (১৯৮২-৮৫ খ্রীঃ) এবং বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও মালদ্বীপের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন। একই সাথে তিনি পি টি সি ম্যান গ্র্যান্ড ডালাস, ব্যান্ড এ্যাচিয়তা, সুমাত্রা ইন্দোনেশিয়া এর পরিচালক পদে এবং এছাড়াও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ও.আই.এফ. আই. সি. ব্যাংক লিঃ এর পরিচালকের দায়িত্বসহ সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, প্যানেল অফ ইকনমিক্স এর সদস্য, সচিব-ল্যান্ড রিফ্রম কমিটি বাংলাদেশ সরকার (১৯৮০-৮৪ খ্রীঃ), সচিব-কমিটি ফর ইভ্যালুয়েশন অফ বাংলাদেশ মিশনস এ্যাব্রড (১৯৮৪ খ্রীঃ) এর দায়িত্ব পালন করেন।

---

[২৬৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৫-৮৭ খ্রীঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরিচালক ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ, কার্যনির্বাহী সম্পাদক বাংলাদেশ জার্মান অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি, প্রেসিডেন্ট-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতি, সদস্য-ইনভেস্টমেন্ট বোর্ড বাংলাদেশ সরকার, কনভেনার সাব কমিটি অন ইন্ডাষ্টট্রিয়াল ফাইন্যান্স শিল্প মন্ত্রণালয় ও সদস্য কমিটি ফর রিফর্ম অফ ল'স রিলেটিং টু ব্যাংকিং অর্থ মন্ত্রণালয় এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭-৮৯ খ্রীঃ মেম্বার ডাইরেক্টিং স্টাফ, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা এবং একাজের বাইরে সহ-সভাপতি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশন এর দায়িত্ব পালন করেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বেসরকারী কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। এক্ষেত্রে কচুয়া থানা সমিতির সভাপতি, বি. পি.এম.আই এর চেয়ারম্যান ও অর্থনীতি পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বাংলা একাডেমীর অজীবন সদস্য।

তিনি ১৯৯০ খ্রীঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। পদোন্নতি পাবার পর তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, এবং পরে বহিঃসম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ খ্রীঃ ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এরপর ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীতে সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্লানিং কমিশনের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন লেখকও। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বিশের অধিক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং বক্তৃতামালা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। [২৭০]

১৯৯৬ খ্রীঃ ডঃ মহীউদ্দিন খান আলমগীর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মনোনীত হন। এ সময় তাঁর প্রচেষ্টায় কচুয়ায় নিম্নোক্ত উন্নয়নমূলক কাজ সমূহ সাধিত হয়। (ক) সেতু ও কালভার্ট ৯১৭টি, পাকা রাস্তা ২৪২ কি.মি., কাঁচা রাস্তা ৭২৯ কি.মি., প্রাইমারী স্কুল পূনঃনির্মণ, মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ ৭৮টিতে, হাই স্কুল ও কলেজ পূনঃনির্মাণ মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ ২৯টিতে, মাদ্রাসা উন্নয়ন ১০টি, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক পূনঃনির্মান ও মেরামত ২২টি, মসজিদ ও মন্দির উন্নয়ন ২০০টি, হাট বাজার উন্নয়ন ৫টি, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মান ৫টি, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন ১৪৫টি, গ্যাস লাইন স্থাপন ৩৭ কি.মি., পল্লী বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন ১৫৩ টি গ্রামে ৪৭০ কি.মি., টেলিফোন ডিজিটাল একচেঞ্জ স্থাপন ১টি ও স্বয়ংক্রিয় একচেঞ্জ ২টিসহ আরো অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেন। [২৭১]

---

২৭০ স্বাক্ষাতকার-ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, তাং ০৫/০৯/০৩ ও সাক্ষাৎকার-নীলুফার বেগম, তাং ২২/০৩/০৩, ৮/০৩/০৩, ০৪/০৪/০৩ ও ০১/০৫/০৩ খ্রীঃ।

২৭১ স্বাক্ষাতকার-ডঃ হেলাল উদ্দিন খান সামসুল আরেফীন ও নীলুফার বেগম তাং ২২/০৩/০৩, ২৮/০৩/০৩, ০৪/০৪/০৩, ০১/০৫/০৩ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

ডাঃ নওয়াব আলী

(জন্ম: ১৯০২খ্রীঃ, মৃত্যু: ৪ আগষ্ট ১৯৭৭ খ্রীঃ)

চিকিৎসা পেশায় বাঙালী মুসলমানদের পুরোধা ডাঃ নওয়াব আলী চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলায় ১৯০২ খ্রীঃ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোঃ আবদুল সরকার ও মাতা ইসমতুন্নেসা বেগম। মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে আই.এস.সি উভয় পরীক্ষায়ই মেধা তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকার করে উর্ত্তীণ হন। ১৯২৭ খ্রীঃ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি. এস পাস করে তৎকালীন বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করেন। তিনি ১৯৩৫ খ্রীঃ কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে ডিপ্লোমা ইন ট্রপিক্যাল মেডিসিন লাভ করেন। ১৯৪৪ খ্রীঃ তিনি যুক্তরাজ্যের এডিনবরাস্থ রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এন্ড সার্জন থেকে এমআরসিপি লাভ করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কলিকাতাস্থ লেক মেডিকেল কলেজে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খ্রীঃ দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর অব মেডিসিন এবং অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। তৎকালীন পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের কাছ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের স্বীকৃতি আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশের চিকিৎসা জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি তৎকালীন প্রথম পূর্ব পাকিস্তানী যিনি যুক্তরাজ্যের রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স ও সার্জন্স কর্তৃক এফআরসিপি দ্বারা ভূষিত হন। ডাঃ নওয়াব আলী ১৯৫৭ খ্রীঃ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সার্জন জেনারেল নিযুক্ত হন এবং উক্ত পদে কর্মরত অবস্থায় ১৯৫৯ খ্রীঃ সরকারী চাকুরি থেকে অবসর নেন। ভারতের কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিপুলসংখ্যক রোগী ডাঃ নওয়াব আলীর চিকিৎসা লাভের জন্য ঢাকায় নিয়মিত আগমন করত।

ডাঃ নওয়াব আলী তৎকালীন পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল (পূর্ব) এর সভাপতি ও তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের সদস্য ও মেডিসিন ফ্যাকাল্টির ডীন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন। তিনি স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি ও কাউন্সিল অব মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন এর সভাপতি ছিলেন। ডাঃ নওয়াব আলী তৎকালীন Medicine Journal (করাচী), Journal of the Pakistan Medical Association এবং Journal of Medical Reserch Council of Pakistan সমূহের সম্পাদকীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন (পূর্ব) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ রি ইউনিয়ন (১৯৫৬) এর সভাপতি এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের গভর্নিং বোর্ড ও নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন।

তিনি চাঁদপুর জেলার মতলবে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক উদরাময় হাসপাতাল (তৎকালীন সিয়াটো কলেরা হাসপাতাল) এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে আছেন। তিনি তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির ভূমিকায় দীর্ঘকাল উক্ত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের কতিপয় মূল্যবান গবেষণামূলক প্রকাশনা তাহার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। তিনি ১৯৬২ খ্রীঃ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের চিকিৎসা পেশার ইতিহাসে ডাঃ নওয়াব আলী একজন কিংবদন্তীর পুরুষ হিসেবে অমর হয়ে আছেন। তিনি ৪ আগষ্ট ১৯৭৭ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন।[২৭২]

---

[২৭২] ১০ জুন ২০০৩ খ্রীঃ অনুষ্ঠেয় ৮ম জাতীয় সংসদের ৮ম অধিবেশনের ১ম বৈঠকে মাননীয় স্পীকার কর্তৃক উত্থাপনীয় শোক প্রস্তাব; দৈনিক ইনকিলাব ৪ আগষ্ট ২০০২ ও সাক্ষাতকার- আসিফ আলী, হিসাব মহানিয়ন্ত্রণক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তাং- ০৪/০১/২০০৪ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

ডাঃ রশীদ আহমেদ

(জন্ম ঃ ২৫ জানুয়ারী ১৯২৩ খ্রীঃ)

ডাঃ রশীদ আহমেদ চাঁদপুর জেলার ফরিদপঞ্জ উপজেলার লাউতলী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২৫ জানুয়ারী ১৯২৩ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ কলিম উদ্দিন, মাতার নাম রাবেয়া বেগম। তিনি ১৯৩৪ খ্রীঃ ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন পশ্চিম রূপসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৯৩৭ খ্রীঃ উক্ত বিদ্যালয় থেকে ৪র্থ শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ কচুয়া উপজেলার আশ্রাফপুর জুনিয়র মাদ্রাসায় (নিউস্কীম) ভর্তি হন এবং ১৯৩৯ খ্রীঃ উক্ত মাদ্রাসা থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪০ খ্রীঃ তিনি কুমিল্লা জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৪৪ খ্রীঃ উক্ত স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। অতঃপর ১৯৪৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ' এল.এম.এফ.' কোর্সে ভর্তি হন এবং ১৯৪৯ খ্রীঃ উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে "এল এম.এফ. পাস করেন। ১৯৬৩ খ্রীঃ মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ , ঢাকা থেকে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রী অর্জন করেন।[২৭৩]

ডাঃ রশীদ আহমেদ ১৯৫০ খ্রীঃ পূর্ব পাকিস্তান স্বাস্থ্য বিভাগে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি একাধারে মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা; নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও রংপুর সদর হাসপাতালে চাকুরী করেন। ১৯৬৭ খ্রীঃ রংপুর সদর হাসপাতালে রেডিওলোজিষ্ট পদে চাকুরীরত অবস্থায় সরকারী চাকুরী থেকে সেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে নিজেই রংপুর শহরের নিউসেন পাড়ায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। তিনি ১৯৬৪ খ্রীঃ রংপুর পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হন।[২৭৪]

ডাঃ রশীদ আহমেদ চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখেন। তাঁর অবদানের ক্ষেত্র হিসেবে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সহযোগীতা, পুল/সেতু নির্মাণ, মসজিদ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সংঘ, সমিতি, সোসাইটি, ফাউন্ডেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকরণের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান। নিম্নে তাঁর অবদান সমূহ উল্লেখ করা হলঃ

* প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ডাঃ রশীদ আহমেদ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ফরিদগঞ্জ (প্রতিষ্ঠা-১৯৭২ খ্রীঃ) * প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ডাঃ রশীদ ও কুলসুম আক্তার কল্যাণ ট্রাষ্ট, ঢাকা (প্রতিষ্ঠা-১৯৮৮ খ্রিঃ) * প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ফার্মগেট পার্ক জামে মসজিদ, ঢাকা (প্রস্তাবিত) * সভাপতি , ইন্দিরারোড, রাজাবাজার উন্নয়ন কমিটি, ঢাকা * প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, আনসার ও ভি.ডি.পি ক্লাব ফরিদগঞ্জ (১৯৯০ খ্রীঃ) * সভাপতি বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, ঢাকা (১৯৯৮ খ্রীঃ) * আজীবন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন * প্রতিষ্ঠাতা, লাউতলী-পাকিস্তান ক্লাব (১৯৪২ খ্রীঃ) * প্রতিষ্ঠাতা ও ভূমিদাতা, কমলকান্দি কমিউনিটি প্রাইমারী স্কুল, রূপসা, ফরিদগঞ্জ * প্রতিষ্ঠাতা, লাউতলী পোষ্ট অফিস * প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শুকুর উল্লাহ ওয়াক্ফ এষ্টেট হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, রংপুর (১৯৭০-৯৩খ্রীঃ) * সভাপতি, কুমিল্লা সমিতি রংপুর (১৯৮০-১৯৯২ খ্রীঃ) * সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল সমিতি, রংপুর(১৯৫৬-১৯৭৮) * কমলকান্দি-লাউতলী ব্রীজ পাকা

---

২৭৩ ডাঃ রশীদ আহমেদের ৮০ তম জন্ম বার্ষিকীতে সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা ও সাক্ষাকার-ডাঃ রশীদ আহমেদ, তাং ১৮-০৭-২০০৩ খ্রীঃ।

২৭৪ সাক্ষাতকার-ছফিউল্লাহ (কস্মিক) ২০০১ খ্রীঃ, ডাঃ রশীদ আহমেদের ৮০ তম জন্ম বার্ষিকীতে সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা ও সাক্ষাকার-ডাঃ রশীদ আহমেদ, তাং ১৮-০৭-২০০৩ খ্রীঃ ।

Dhaka University Institutional Repository

করণে আর্থিক অনুদান প্রদান (২০০০ খ্রীঃ) * লাউতলী কলেজ ব্রীজ পাকা করণে অর্থিক অনুদান প্রদান * উপদেষ্টা, ফরিদগঞ্জ ফাউন্ডেশন, ঢাকা * উপদেষ্টা, চাঁদপুর জেলা সমিতি, ঢাকা * উপদেষ্টা, ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি, ঢাকা * উপদেষ্টা, লাউতলী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা * প্রধান উপদেষ্টা, জয়নব ভানু স্মৃতি সংসদ, লাউতলী * সহ-সভাপতি, মাওলানা কেরামতিয়া একাডেমী, রংপুর (১৯৬২-১৯৯২ খ্রীঃ)। * প্রধান উপদেষ্টা, অনুপম থিয়েটার লাউতলী * সহ-সভাপতি, হোমিও প্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর (১৯৬০-১৯৭৬ খ্রীঃ) * সহ-সভাপতি, লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব, রংপুর (১৯৬৩-১৯৯২ খ্রীঃ) * সহ-সভাপতি বাংলাদেশ গৃহ নির্মান ঋণ গ্রহীতা কল্যাণ সমিতি, ঢাকা (১৯৮০-- খ্রীঃ) * সহ-সভাপতি বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, রংপুর (১৯৬০-১৯৭৬ খ্রীঃ) * সহ-সভাপতি,বাংলাদেশ ষ্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন (১৯৯৮ খ্রীঃ থেকে বর্তমানে চলিত) * সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পাবলিক ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেশন, ঢাকা (১৯৯৮ খ্রীঃ থেকে) উল্লেখ্য যে, ইহার সভাপতি, প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহমেদ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) * সাধারণ সম্পাদক, আদর্শ বিদ্যালয়, রংপুর ('৬৪ -'৬৭ খ্রীঃ) * সাধারণ সম্পাদক, সালমা গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর ('৬৪ -'৭০ খ্রীঃ) * সম্পাদক, লন্ডন ভিত্তিক "ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ লন্ডন সমিতি (১৯৮৬ খ্রীঃ থেকে) * লাউতলী গ্রামে বিদ্যুতায়নে সহযোগীতা (১৯৭৮ খ্রীঃ) * সদস্য, রংপুর মসজিদ মিশন, রংপুর (১৯৬০ - '৯২ খ্রীঃ) * সদস্য, বাংলাদেশ মোতাওয়াল্লী সমিতি, ঢাকা (১৯৯৩ খ্রীঃ থেকে) * সদস্য, বাংলাদেশ নাগরিক অধিকার পরিষদ, ঢাকা (১৯৯৪ খ্রীঃ থেকে -) * শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, ঢাকা ইউটিলিটি সার্ভিসেস কনজিউমাস এসোসিয়েশন, ঢাকা (১৯৯৬ খ্রীঃ থেকে-) * আহবায়ক, ভিসা মুক্ত বিশ্ব আন্দোলন, ঢাকা (১৯৯৭ খ্রীঃ থেকে) * কোষাধ্যক্ষ, কুমিল্লা -চাঁদপুর-ব্রাহ্মনবাড়িয়া সমিতি, ঢাকা (১৯৮৮ - '৯৭ খ্রীঃ) * সদস্য, কুমিল্লা বিভাগ বাস্তায়ন স্টিয়ারিং কমিটি, ঢাকা (১৯৯৭ খ্রীঃ থেকে) * সদস্য ভোলা-রামগতি-লক্ষীপুর-রায়পুর এবং ফরিদগঞ্জ-চাঁদপুর-দাউদকান্দি-ঢাকা রোড বাস্তবায়ন কমিটি, (১৯৭৮ খ্রীঃ থেকে) * সদস্য, ভোলা-লক্ষীপুর-রামগঞ্জ-হাজীগঞ্জ-গৌরীপুর-দাউদকান্দি -ঢাকা সড়ক বাস্তবায়ন কমিটি, (১৯৭৮ খ্রীঃ থেকে) * প্রতিষ্ঠাতা মেম্বার, গর্ভনিংবডি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রংপুর (১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ খ্রীঃ) * প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বেগম রোকেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পায়রাবন্দ, রংপুর (১৯৬৪ খ্রীঃ থেকে ১৯৭০ খ্রীঃ) * সদস্য, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ, পাকিস্তান পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, ঢাকা (১৯৬৩ খ্রীঃ থেকে ১৯৭৪ খ্রীঃ) * সদস্য, কার্যকরী পরিষদ, রংপুর স্টেশন ক্লাব, রংপুর (১৯৫৪৮ -১৯৯২ খ্রীঃ) * সদস্য, লায়ন্স কিন্ডার গার্টেন ও হাইস্কুল, রংপুর (১৯৮২ - ১৯৯০ খ্রীঃ) * সদস্য, কার্যকরী পরিষদ, রংপুর শিল্প ও বনিক সমিতি, রংপুর (১৯৫৯-১৯৬১ খ্রীঃ) * সদস্য, সরকার মনোনীত থানা শিক্ষা কমিটি , ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর (১৯৯৩-১৯৯৬ খ্রীঃ) * পশ্চিম লাউতলী প্রাইমারী স্কুলের সম্পূর্ণ টিনের ঘর অনুদান হিসেবে প্রদান (১৯৭৩ খ্রীঃ) * লাউতলী আল জাফর মোমোরিয়াল হাসপাতাল কমপ্লেক্স স্থাপনে অর্থিক অনুদান ও সার্কিক সহযোগীতা প্রদান * ঘোড়াশাল - লাউতলী ব্রীজ পাকাকরনে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান * ১৯৭৮ খ্রীঃ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ৭/৮টি চক্ষু শিবিরে সহায়তা প্রদান * ১৯৯৮ এর বন্যায় ফরিদগঞ্জের বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান * ১৯৭০ খ্রীঃ ফরিদগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠায় অর্থিক সহায়তা প্রদান। [২৭৫]

---

[২৭৫] সাক্ষাৎকার-ডাঃ রশীদ আহমেদ তাং ১৮/০৭/২০০৩; ডাঃ রশীদ আহমেদের ৮০তম জন্ম বার্ষিকীতে সম্বর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা ও ডাঃ রশীদ আহমেদের জীবন বৃত্তান্ত বায়োডাটা থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ডাঃ শহীদুল ইসলাম

(জন্মঃ ০১ মার্চ ১৯৫৪ খ্রীঃ)

ডাঃ শহীদুল ইসলাম চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার ১নং সাচার ইউনিয়নের নয়াকান্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ০১মার্চ ১৯৫৪ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম মৌলভী ফজর আলী, মাতার নাম মিসেস খালেদা বানু । তিনি রাগদৈল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন । অত:পর মতলবগঞ্জ জে. বি. হাই স্কুল থেকে ১৯৬৯ খ্রীঃ এস. এস.সি (বিজ্ঞান) প্রথম বিভাগে, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৭১ খ্রীঃ এইচ.এস.সি (বিজ্ঞান) প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস কোর্সে ভর্তি হয়ে ১৯৭৮ খ্রীঃ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৮৩ খ্রীঃ ঢাকা থেকে ইন্সটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিচার্স (IPGMR) ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়াও তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেন । তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৮৫ খ্রীঃ সিঙ্গাপুর ও ব্যাংককে , ১৯৯৮ খ্রীঃ ভারতের মোম্বেস্থ ব্রীচ ক্যান্ডি হাসপাতাল ও রিচার্স সেন্টারে ৩ (তিন) মাসের প্রশিক্ষণ । ডাঃ শহীদুল ইসলাম শিক্ষা জীবন শেষ করে ২৫ মে ১৯৭৮ খ্রীঃ থেকে জানুয়ারী ১৯৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহকারী সার্জন হিসেবে কর্মরত ছিলেন । পরে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ খ্রীঃ থেকে জানুয়ারী ১৯৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন সেন্টার ও হাসপাতালে মেডিসিন অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৮ খ্রীঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। অত:পর জানুয়ারী ১৯৮৮ খ্রীঃ উপ-মন্ত্রীর পদ মর্যাদায় চাঁদপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মনোনীত হন এবং ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন । ১৯৯১ খ্রীঃ জাতীয় নির্বাচনে পরাজিত হবার পর পূণরায় চিকিৎসা পেশায় ফিরে এসে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ খ্রীঃ হতে বারডেম হাসপাতালে রঞ্জণরশ্মি (রেডিওলজি) বিভাগে দায়িত্ব পালন করে আসছেন । বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। [২৭৬]

ডাঃ শহীদুল ইসলাম চিকিৎসা সেবায়ই শুধু নিজেকে নিয়োজিত না রেখে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে ব্যাপক অবদান রেখে যাচ্ছেন । শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল:

* প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, সাচার ডিগ্রী কলেজ , কচুয়া (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৮ খ্রীঃ) * প্রতিষ্ঠাতা, রাগদৈল সিনিয়র মাদ্রাসা, কচুয়া (১৯৮৯ খ্রীঃ) * প্রতিষ্ঠাতা, দুর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৭৫ খ্রীঃ) * প্রতিষ্ঠাতা, সাচার হাফেজিয়া মাদ্রাসা , কচুয়া (১৯৮৮ খ্রীঃ) * প্রতিষ্ঠাতা, নয়াকান্দি এবতেদায়ী মাদ্রাসা (১৯৯০ খ্রীঃ) * প্রতিষ্ঠাতা, নয়াকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৭৫ খ্রীঃ) * রহিমানগর শেখ মুজিবুর রহমান কলেজের বিজ্ঞান ভবন স্থাপন * বঙ্গবন্ধু ডিগ্রী কলেজ, কচুয়া এর মাঠ উন্নয়ন * হযরত শাহ নিয়ামত শাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন * কচুয়া উপজেলায় ৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মান ও ১৬টি রেজিস্ট্রাট প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী করনে সহায়তা দান * মতলব উপজেলার দূর্গাপুর, নারায়ণপুর ও নায়েরগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন । *কচুয়া উপজেলার রাগদৈল,সাচার, মাঝিগাছা , নন্দনপুর , তুলপাই , নুরপুর , আশ্রাফপুর, জগতপুর , রহিমানগর , খেজুরিয়া , লক্ষীপুর ,

[২৭৬] সাক্ষাতকার-ডা: শহীদুল ইসলাম, তাং ১৭/০৬/০৩।

Dhaka University Institutional Repository

মাসনিগাছাসহ আরো বহু উচ্চবিদ্যালয়ের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন * মেঘদাইল, পালাখাল, রাগদৈল , কাদলা ও রহিমানগর সিনিয়র মাদ্রাসাসহ বহু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন * চাঁদপুর মহিলা কলেজ হোষ্টেলের পাকা ভবন নির্মাণ করেন ।[২৭৭]

ডাঃ শহীদুল ইসলাম সমাজ সেবা মূলক কাজেও পিছিয়ে নেই। তাঁর সমাজ সেবা মূলক কাজের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হল :

* তাঁরই প্রচেষ্ঠায় কচুয়া - গৌরিপুর রাস্তা পাকা করন ও উন্নয়নে তৎকালীন সংসদে জরুরী জনগুরুত্ব হিসেবে প্রস্তাব পাশ ও একনেক সভায় নির্মান কাজ বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন হয় *কচুয়া-কালিয়াপাড়া রাস্তা মেরামত ও সংস্কারে সক্রিয় ভূমিকা পালন * কচুয়া উপজেলায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য জাপানী উন্নয়ন সংস্থা "জাইকা " কে অর্নডুস করন এবং উপজেলা সদরের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামের সংযোগ সড়ক নির্মান * কচুয়ায় ৩১ মাইল পল্লী বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য সারা উপজেলায় প্রায় ১২০টি গভীর নলকূপ স্থাপন * কচুয়া উপজেলার ঘোঘরায় বিল উন্নয়নে বেড়ী বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন * মতলব নায়েরগাঁও রাস্তা উন্নয়ন ও পাকা করন ।[২৭৮]

স্বাস্থ্যসেবায়ও ডাঃ শহীদুল ইসলাম বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছেন । তাঁর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল:

* ১৯৯৩ খ্রীঃ হতে সপ্তাহে একদিন কচুয়া উপজেলা সদরে ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে স্বল্পমূল্যে ও বিনামূল্যে রোগী দেখা ও ঔষধ বিতরণ * মাঝে মাঝে এলাকার গরীব দুঃখী জনকে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান * সর্বোপরি কচুয়া উপজেলার সাচারে স্ব-উদ্যেগে No profit no loss ভিত্তিতে এলাকার সর্বসাধারনের জন্য আধুনিক মানের একটি হাসপাতাল স্থাপনের কাজ প্রায় শেষের দিকে, আশা করা যাচ্ছে যে ,আগামী ২০০৪ সালের প্রথমদিকে উক্ত হাসপাতালটি এলাকার জনগনের সেবায় কার্যক্রম শুরু করবে ।[২৭৯]

ডাঃ শহীদুল ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সহযোগিতায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখা পড়া করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে আজ দেশও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং দেশ ও জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং তাঁর সমাজকল্যাণ মূলক কাজ এলাকা বাসী বিশেষ করে গরীব শ্রেণীর লোকদের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে ।

---

২৭৭ প্রাগুক্ত।

২৭৮ প্রাগুক্ত।

২৭৯ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ফজলুল করিম পাটওয়ারী

(জন্ম ঃ ২৮ জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রীঃ)

ফজলুল করিম পাটওয়ারী চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার ফতেপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২৮ জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রীঃ মোতাবেক ১৪ মাঘ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আমজাদ আলী পাটওয়ারী। তিনি ছিলেন তৎকালীন লাকসাম থানার রাজপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয় (বর্তমানে বেরনাইয়া স্কুল) এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক।] ফজলুল করিম পাটওয়ারীর মাতার নাম করফুলেন্নেসা। তিনি ছিলেন সমাজ সেবক বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী। ৫ ভাই ৫ বোনের মধ্যে ফজলুল করিম পাটওয়ারী সবার বড়।[২৮০]

তাঁর প্রথম হাতে খড়ি হয়েছিল গ্রামের ফোরকানিয়া মাদ্রাসায়। পরে রাজপুরা স্কুলে (বর্তমানে বেরনাইয়া স্কুল) হাজীগঞ্জ হাইস্কুল ও ১৯৪১ খ্রীঃ মেহের স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর দীর্ঘদিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে চাঁদপুর ও কলিকাতায় দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি পুনরায় লেখা-পড়া শুরু করে ১৯৪৭ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হন। বগুড়া কলেজ থেকে ১৯৪৯ খ্রীঃ আই.কম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ খ্রীঃ বি. কম ও ১৯৫৩ খ্রীঃ এম.কম ডিগ্রী লাভ করেন।[২৮১]

ফজলুল করিম পাটওয়ারী ছাত্রাবস্থায় ২৯/১২/১৯৪৯ খ্রীঃ এ.জি.বি অফিসে চাকুরীতে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নেয়ার পর ১৯৫৪ খ্রীঃ গফরগাঁও কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে নরসিংদী কলেজ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে থাকাকালীন সেখানে তিনি কমার্সের হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট পদে উন্নীত হন। এই কলেজে তিনি বি. কম ক্লাশ খোলেন ও চাকুরী জীবীদের পড়ার সুবিধার্থে নৈশ বিভাগের ব্যবস্থা করেন।[২৮২]

তিনি বুক কিপিং এর উপরে একটি বই লেখেন যা ছাত্র মহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়। ১৯৫৮ খ্রীঃ তিনি পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কয়লা অধিদপ্তরে ডেপুটি এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার (কয়লা) হিসেবে সরকারী চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯৭২ খ্রীঃ তিনি সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহন করে ব্যবসায় সম্পৃক্ত হন এবং বর্তমানে একজন সফল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। ফজলুল করিম পাটওয়ারী ছাত্রাবস্থায় গ্রামের নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান দান এবং সমাজ সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তী কালে তিনি সমাজকল্যাণ মূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[২৮৩]

তিনি শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে যে অবদান রেখেছেন তা নিম্নরূপঃ (ক) তাঁর পচেষ্টায় ১৯৬২ খ্রীঃ শাহরাস্তি রোড নামে রেল ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা হয় (খ) পরবর্তীতে পাক ফতেপুর নামে একটি পোষ্ট অফিস প্রতিষ্ঠা ও নিজ খরচে পোষ্ট অফিসের ঘর নির্মান করেন (গ) ষ্টেশনে শাহরাস্তি (রহ) জামে মসজিদ তৈরীতে সহায়তা প্রদান করেন (ঘ) ১৯৬৫ খ্রীঃ সরকারী চাকুরিতে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন জনের সহায়তায় নিজ গ্রামে একটি পাকা মসজিদ নির্মান করেন (ঙ) ১৯৬৪ খ্রীঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেন্টস ওয়ার্কস প্রোগ্রামের অধীনে জগতপুর থেকে খিলাবাজার পর্যন্ত রাস্তার পাশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে এ রাস্তাটি করার ব্যাপারে বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও থানা অফিসারগণ তাঁরই প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সহযোগিতা করেন। বর্তমানে রাস্তাটির অধিকাংশই পাকা হয়েছে। এ রাস্তা নির্মাণ করায় শাহরাস্তি ষ্টেশনের লোকজনের উত্তর-দক্ষিণ দিকের যাতায়াতের অসুবিধা দূর হয়েছে (চ) তিনি এলাকায় ফতেপুর, দহশ্রী, আতাকরা ও হাটপাড়ে ৪টি প্রাইমারী স্কুল নিজ খরচে প্রতিষ্ঠা করেন।

---

২৮০ শাহরাস্তি বার্তা-আগষ্ট ২০০১ পৃষ্ঠা ১৫ ও সাক্ষাতকার-ফজলুল করিম পাটোয়ারী, তারিখ ০৫/০৪/০৩ খ্রীঃ।

২৮১ প্রাগুক্ত।

২৮২ পাগুক্ত ও সাক্ষাতকার -মুহাঃ মিজানুর রহমান, সম্পাদক শাহরাস্তি বার্তা, তাং- ০১/০৪/০৩ ও ০৫/০৪/০৩ খ্রীঃ।

২৮৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে স্কুলগুলো সরকারীকরণ করা হয় (ছ) তাঁর নিজস্ব খরচে মেহের উচ্চ বিদ্যালয়ে আমজাদ মেমোরিয়াল হল নির্মাণ (জ) ভোলদীঘি "বাবে করফুলেন্নেছা" বিল্ডিং নির্মান (ঝ) বাড়ীর পাশে খালের উপর করফুলেন্নেছা পুল নির্মাণ (ঞ) ঠাকুর বাজার দেহালা পাকা রাস্তাটি তাঁরই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হওয়ার পথে (ট) এছাড়া তিনি অসংখ্য গরীব, অসহায়, অসুস্থ, দুঃখীজনের চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন (ঠ) চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে বিনা মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত আমজাদ ফাউন্ডেশন ও চাঁদপুর জেলা অন্ধ কল্যাণ সমিতির যৌথ উদ্দ্যোগে ০৮/০৩/১৯৯৫ খ্রীঃ মেহের হাই স্কুলে চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে বহু রোগীর ফ্রি চোখের চিকিৎসা দেন। ১৯৯৬ খ্রীঃ ২রা ও ৩রা জানুয়ারী ৫৭ জন রোগীর চক্ষু অপরেশন ও ২০০২ সনে চাঁদপুর মাজহারুল হক বি. এন. এস. বি. চক্ষু হাসপাতাল ও আমজাদ ফাউন্ডেশনের উদ্দ্যোগে বিনা মূল্যে ৬৫ জন রোগীর চক্ষু অপারেশনের ব্যবস্থা করেন। যার সকল ব্যায় ফজলুল করিম পাটওয়ারী সাহেব বহন করেন। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শাহরাস্তি তথা বাংলাদেশের আরেক প্রাণপুরুষ ডঃ এম এ সাত্তার কর্তৃক ১৯৭৬ খ্রীঃ "বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইস)" প্রতিষ্ঠিত হলে ফজলুল করিম পাটোয়ারী "বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইস)" এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ খ্রীঃ থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনি বেইসের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োজিত আছেন। (ড) নারী শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে ডঃ এম. এ সাত্তারের পরামর্শক্রেমে তাঁর বাবা আজিজুর রহমান পাটোয়ারী জমি দিতে রাজী হলে ডঃ এম এ সাত্তার ও ফজলুল করিম পাটোয়ারী একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন এবং উভয়ের মায়ের নামে "করফুলেন্নেছা মহিলা ডিগ্রী কলেজ (আবাসিক) স্থাপন করেন। ফজলুল করিম পাটোয়ারী ১০০ ফুট লম্বা সেমি পাকা শিক্ষাভবন ও ১৩ কক্ষ বিশিষ্ট একটি হোষ্টেল নির্মান করে দেন। এ কলেজটির কারণেই অত্র অঞ্চলে মহিলা শিক্ষার হার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। (ঢ) তাঁর পিতার স্মরণে "আমজাদ ফাইন্ডেশন" নামে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত সংগঠনের মাধ্যমে যাকাত তহবিল থেকে শাহরাস্তি উপজেলার স্কুল-মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে (মেধাবী অথচ গরীব) ৩০০ জনকে অনুদান দিয়ে আসছেন। তিনি তাদের মাধ্যমে স্বাক্ষরতা অভিযান চালিয়ে প্রায় আড়াই হাজার জন নিরক্ষকে স্বাক্ষর জ্ঞান দান করেন।[২৮৪]

তিনি আমেরিকা, লন্ডন, ইউরোপ, ইউ. এ. ই, হংকং, নরওয়ে, জাপান, সিঙ্গাপুর, জার্মানী, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, গ্রীস, চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেন। তিনি তিন বার হজ্ব ব্রত পালন করেন। বিদ্যোৎসাহী ও সমাজকল্যাণ মূলক কাজে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি নিম্নোক্ত পুরস্কারে ভূষিত হন-

(ক) শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি চিত্তরঞ্জন গবেষণা পরিষদ কর্তৃক "স্বর্ণপদক ও সনদপত্র" লাভ করেন।

(খ) শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মূলক কাজের অবদানের জন্য ইউ. এস. এ. এর দি আমেরিকান বায়োগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউট কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল ডিপ্লোমা অব অনার এবং ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোমা অব অনার ডিসটুগুইস লিডারশীপ এওয়ার্ড লাভ করেন।

(গ) সমাজকল্যাণমূলক কাজে তাঁর অবদানের জন্য কবি সরোজনী নাইডু ল্যাশনাল মেমোরিয়াল কাউন্সিল তাঁকে "কবি সরোজনী নাইডু স্বর্ণপদকে" ভূষিত করেন। [২৮৫]

তিনি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ স্মৃতিকথা রচনা করেছেন। বিভিন্ন মহলে বইখানি সমাদৃত হয়েছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের নিকট এটি একটি দলিল রূপে গৃহীত হবে।

---

[২৮৪] স্মৃতি কথা - ফজলুল করিম পাটওয়ারী পৃষ্ঠা ৮৩-৮৮ ও শাহরাস্তি বার্তা আগষ্ট ২০০১, পৃষ্ঠা -১৬।

[২৮৫] শাহরাস্তি বার্তা আগষ্ট ২০০১, পৃষ্ঠা -১৭।

Dhaka University Institutional Repository

মকবুল আহমেদ আখন্দ

(জন্ম ঃ ১ মে ১৯৪০ খ্রীঃ)

মকবুল আহমেদ আখন্দ চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার রাজারগাঁও ইউনিয়নের অন্তর্গত আহমেদাবাদ (সাবেক রামরা) গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১ মে ১৯৪০ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোঃ নাজিম উদ্দিন আখন্দ , মাতার নাম বেগম লুৎফুন্নেসা। ২ বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান । অত:পর তাঁর খালু মৌলভী রৌশন আলী বেপারী তাঁর লালন - পালনের দায়িত্বভার গ্রহন করেন । এই সময় তিনি নিজ গ্রামের স্কুল শিক্ষক কফিল উদ্দিন মিয়াজির নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন । অত:পর ১৯৫৬ খ্রীঃ নাসির কোট হাই মাদ্রাসা হতে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৫৮ খ্রীঃ টি. এন্ড. টি. নাইট কলেজ হতে দ্বিতীয় বিভাগে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । অত:পর ১৯৬০খ্রীঃ একই কলেজ হতে দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ পাস করেন।[২৮৬]

পড়ালেখা শেষ করে তিনি ব্যবসায় নিয়োজিত হন এবং পাশাপাশি সমাজকল্যাণেও আত্মনিয়োগ করেন । ১৯৯৪ খ্রীঃ হতে ঢাকা সিটি কর্পোরেনের ৩২নং ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করে আসছেন । তিনি শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন । তন্মেধ্যে রয়েছে স্কুল , কলেজ , মাদ্রাসা , হাসপাতাল , ক্লাব , পাঠাগার , ও পোষ্ট অফিসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান । নিম্নে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমুহের নাম উল্লেখ করা হল:

১. হাজীগঞ্জে-মকবুল আহমেদ ফাউন্ডেশন।
২. বলাখাল মকবুল আহমেদ ডিগ্রী কলেজ।
৩. মকবুল আহমেদ হাসপাতাল।
৪. নাসির কোট শহীদ স্মৃতি কলেজের মকবুল আহমেদ ছাত্রাবাস।
৫. আহমেদাবাদ লুৎফুন্নেসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
৬. বাদশা মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পীর মহসীন উদ্দিন (দুদু মিয়া) ময়দান।
৭. মৌলভী নাজিম উদ্দিন এবতেদায়ী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা।
৮. শ্রীপুর মকবুল আহমেদ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
৯. আহমেদাবাদ জামে মসজিদ।

এছাড়াও রয়েছে তাঁরই প্রচেষ্ঠায় মেনাপুর-নাসিরকোট সড়ক নির্মাণ, মেনাপুর নাসিরকোট সড়কের উপর ব্রীজ নির্মাণ, আহমেদাবাদ গ্রামে পল্লী বিদ্যুৎ এর সংযোগ এবং বহু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কন্যাকে বিয়ে দিয়ে তাদের দায়ভার লাঘব করেছেন এবং এখনো করছেন।[২৮৭]

মকবুল আহমেদ আখন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উল্লেখিত সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের সুফল এলাকার সর্বস্তরের জনগণ ভোগ করছে। বস্তুত দেশের প্রতিটি বিত্তবান ব্যক্তি যদি এভাবে মানব সেবার ব্রত নিয়ে উদার হস্তে এগিয়ে আসত তাহলে নিঃসন্দেহে গ্রাম বাংলার রূপ অবশ্যই পাল্টে যেত। শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পেত অনেক গুণ বেশী। নিরক্ষরতা ও দারিদ্রতার অভিশাপ হতে মুক্তিপেতবাংলাদেশ।

---

২৮৬ সাক্ষাতকার-মকবুল আহমেদ আখন্দ, তাং ০৫-০৭-'০৩ ও আলহাজ্জ মকবুল আহমেদ আখন্দের জীবনী ও কর্মকান্ড (স্মরণিকা) , পৃষ্ঠা-৩।

২৮৭ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওঃ আব্দুল হাই আল-কাশেমী

(জন্মঃ ১৫ জানুয়ারী ১৯৫১ খ্রীঃ)

মাওঃ আব্দুল হাই আল-কাশেমী চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার ২২নং ইউনিয়নের ধলাইতলী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১০ই জানুয়ারী ১৯৫১ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম-ক্বারী ইমাম আলী, মাতার নাম-আমীরুননেসা। ৫ ভাই ১ বোনের মধ্যে তিনি ভাইদের মধ্যে ছোট। মাওলানা আব্দুল হাই আল-কাশেমী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- (১) গওহর ভাঙ্গা মাদ্রাসা, ফরিদপুর। (২) মুরাদাবাদ মাদ্রাসা-ই-এমদাদিয়া, ভারত ১৯৭২ খ্রীঃ এবং (৩) দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা, ভারত (১৯৭৩-১৯৭৭ খ্রীঃ)। দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে তিনি তাকমীল হাদীস (স্নাতকোত্তর) ১৯৭৫ খ্রীঃ; তাকমীল আদব (স্নাতকোত্তর ডাবল) ১৯৭৬ খ্রীঃ ও তাকমীল তাফসীর (স্নাতকোত্তর ট্রিপল) ১৯৭৭ খ্রীঃ কৃতিত্বের সাথে পাস করেন।[২৮৮]

অতঃপর ১৯৮৩ খ্রীঃ (১৪০৪ হিজরী সনে) দেশে ফিরে এসে চাঁদপুর জেলার মহামায়া বাজারে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহন করেন। অতঃপর এলাকার সর্বস্তরের জনগনের সহায়তায় ১৪ অক্টোবর ১৯৮৩ খ্রীঃ, ২৭ আশ্বিন ১৩৯০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৮ই মহররম ১৪০৪ হিজরী আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া শামছুল উলুম (কামিল মাদ্রাসা) ও এতিমখানা, মহামায়া বাজার, চাঁদপুরের কার্যক্রম শুরু করেন। আব্দুল হাই আল-কাশেমীর অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার মধ্য দিয়ে ১৯৯৯ খ্রীঃ হতে দাওরায়ে হাদীস (স্নাতকোত্তর শ্রেণী) আরম্ভ হয়। একদিন যা ছিল স্বপ্ন, যে স্থান ছিল পরিত্যক্ত ও বখাটেদের আড্ডার স্থান আজ সেখানে বিরাজ করছে স্বর্গীয় পরিবেশ।[২৮৯]

আব্দুল হাই আল-কাশেমী উক্ত মাদ্রাসা ছাড়াও আরো প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নিজ গ্রামের বাড়ী ধলাইতলীতে দারুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতিমখানা ১৯৮৬ খ্রীঃ এবং ফরিদপুর গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালীন সময়ে চেঙ্গরী জামেয়া-ই-মুহাম্মদিয়া মাদ্রাসা (কাফিয়া পর্যন্ত)। উল্লেখিত ৩টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। বর্তমানে তিনি মতিঝিল কলোনী জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের পেশ ইমাম হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।[২৯০]

---

২৮৮ সাক্ষাতকার- আব্দুল হাই আল-কাশেমীর তাং - ৫ মে ২০০৩ খ্রীঃ।

২৮৯ বার্ষিক আশ-শামছ, (স্মরণিকা, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া মহামায়া) ১৯শে নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ।

২৯০ সাক্ষাতকার- আব্দুল হাই আল-কাশেমী, তাং ৫ মে ২০০৩ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুস সালাম (রহঃ)

(জন্ম:১৯২৩/'২৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ২৯ সেপ্টেম্বের ২০০১খ্রীঃ)

৩৬০ আউলিয়ার পূণ্য ভূমি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলার মাটিতে অনেক পীর মাশায়েখ জন্ম গ্রহন করেছেন। যাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির বদৌলতে পথহারা দিশাহারা মানুষ পেয়েছে সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান। তন্মধ্যে মাওলানা আব্দুস সালাম (রহঃ) অন্যতম। তিনি চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর (সাবেক দেবীপুর) গ্রামে ২১ জানুয়ারী ১৯২৩/১৯২৪ খ্রীঃ মোতাবেক ২৫ কার্তিক ১৩৩১ বঙ্গাব্দে এক ঐতিহ্যবাহী দ্বীনদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ্ সূফী মুহাম্মদ ইয়াসীন (রহঃ), মাতার নাম মোসাঃ সৈয়্যেদাতুন্নেছা। তাঁরা উভয়েই আল্লাহর অলী ছিলেন। শিশু অবস্থায় তাঁর পিতা মারা যান।[২৯১]

নিজ গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে শিক্ষা লাভের প্রবল আকাঙ্খা পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে দাখিল, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মাদ্রাসা-ই- আলিয়া, ঢাকা ভর্তি হন। তিনি কামিল হাদীস (১৯৪৯খ্রীঃ), কামিল ফিকাহ (১৯৫০ খ্রীঃ) প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।[২৯২]

তিনি তৎকালীন পাক ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল:

১। মাওলানা জাফর আহম্মদ ওসমানী (রহঃ), (পাকিস্তান)।
২। সৈয়দ মুফতী আমিমুল ইহসান (রহঃ) (কলকাতা, ভারত)।
৩। মাওলানা নাজিরুল্লাহ্ (রহঃ) ।
৪। মাওলানা হাবিবুল্লাহ (রহঃ)।
৫। মাওলানা হাবিবুর রহমান (রহঃ)।
৬। ছুফি ওসমান গণি (রহঃ)।[২৯৩]

মাওলানা আব্দুছ ছালাম (রহঃ) ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকদিক থেকে অতি উঁচু পর্যায়ের কামেল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর পিতা মাওলানা শাহ্ ইয়াসীন (রহ) ছিলেন ফুরফুরা শরীফের প্রখ্যাত পীর মাওলানা শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী (রহ) এর অন্যতম খলীফা। পিতার ন্যায় মাওলানা আব্দুস সালাম (রহঃ) ছিলেন ফুরফুরা সিল্‌সিলার অন্যতম বুজুর্গ তথা মুর্শিদ। দ্বীনি শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করার পর তিনি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্যে তৎকালীন ফুরফুরা দরবার শরীফের পীর শাহ্ সূফী নাজমুস সায়াদাত (রহঃ) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং খিলাফত প্রাপ্ত হন।[২৯৪]

---

[২৯১] সাক্ষাতকার-আব্দুস ছালাম (রহঃ) এর ছেলে আবু নাঈম মোঃ মুস্তাফিজ, তারিখ ০৫/১১/২০০২ খ্রীঃ।
[২৯২] দৈনিক ইনকিলাব, ১ নভেম্বর ২০০১ খ্রীঃ।
[২৯৩] দৈনিক ইনকিলাব, ৮ নভেম্বর ২০০১ খ্রীঃ।
[২৯৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তার এবং আত্মশুদ্ধি করণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসাসহ কয়েকটি মাদ্রাসায় সর্বোচ্চ পদে সমাসীন হয়ে শিক্ষা দানের সুমহান দায়িত্বে ব্রতী হন। এরপর তিনি গাজীপুর জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানাধীন দুর্বাটি গ্রামের দুর্বাটি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কারী সফিউল্লাহ (রঃ) এর ডাকে সাড়া দিয়ে হাজী আঃ মতিন এর সাথে ৭ জুলাই ১৯৫১ খ্রীঃ দুর্বাটিতে চলে আসেন । এখানে তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে প্রতিষ্ঠা করেন ঐতিহ্যবাহী (১) দুর্বাটি মদিনাতুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা (২) দারুসসুন্নাত এতিমখানা (৩) বাইতুল মোশাররফ জামে মসজিদ (৪) ইসলামী মিশন হাসপাতাল। তিনি ঢাকার গুলশান ১নং সরকারী মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব নিযুক্ত ছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ ইমামতি করেন। তিনি আরও ইমামতি করেন গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদ ও ঈদগাহ্ ময়দানের ঈদের জামাতে। তিনি ও তাঁর ছোট ভাই আলহাজ্ব মাওলানা এম. এ. মান্নান গাউছুল আজম জামে মসজিদ ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীন কমপ্লেক্স, মহাখালী, ঢাকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সরকারী ভাবে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানেও ঈদের জামাতে ইমামতি করেন। তিনি মহাখালীর জমিয়ত কমপ্লেক্স এ বসেই মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিরাট অরাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৬২ খ্রীঃ থেকে ঢাকা শহরের বড় বড় মাদ্রাসাগুলো তাঁরই পচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা কামিল মাদ্রাসা (তেজগাও মাদীনাতুল উলুম মডেল ইসলামিয়া মহিলা কামিল মাদ্রাসা) তাঁরই প্রচেষ্ঠায় কামিল মঞ্জুরি পায়।[২৯৫]

এছাড়া বাড্ডা কামিল মাদ্রাসা, মহাখালী হোসাইনিয়া কামিল মাদ্রাসা, নয়াটোলা কামিল মাদ্রাসা, নাখালপাড়া ফাজিল মাদ্রাসা, কাজীপাড়া ফাজিল মাদ্রাসা তাঁরই সুপরামর্শ ও প্রচেষ্ঠায় সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে ইসলামের খেদমত করে আসছে। দুর্বাটি আলিয়া মাদ্রাসায় সর্বোচ্চ শ্রেণী কামিলে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ্ ও আদব কোর্স চালু করে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভের সুযোগ করে দেন। এই ইসলামী মারকাজ (কেন্দ্র) থেকে আজ অসংখ্য ও অগণিত আলিম, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির, ফকীহ্, আদীব, সাহিত্যিক ,কবি, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ওয়ায়েজ, হাদী ও ইসলামী চিন্তাবিদ বের হয়ে দেশে-বিদেশে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে।[২৯৬]

আস্তে আস্তে তাঁর খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিদিন শত শত আল্লাহ প্রেমিক ও সরকারী-বেসরকারী লোক ছুটে আসে তাঁর নিকট। অমুসলিমদের নিকটও তিনি তাঁর কথাবার্তা চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও জ্ঞানে-গুণে হয়েছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি ৮বার পবিত্র হজ্জ্ব সম্পাদন করেন এবং ১৯৮৮ খ্রীঃ রমজান মাসে মদিনায় মসজিদে নববী (সঃ) এ ইতেকাফ করেন। তিনি অনেক দেশ সফর করে নিজ দেশ সুন্দর করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যে সকল দেশ সফর করেন তা হচ্ছে- ইরান, ইরাক, কুয়েত, পাকিস্তান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড। তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন মক্তব, মাদ্রাসা ও মসজিদ এবং দেশে দেশে ওয়াজ নছিহত করে হেদায়েত করেন অসংখ্য মানুষ এবং মুরিদ করেন অনেক ভক্তবৃন্দ। ঢাকা কালীগঞ্জের রাস্তা ঘাট ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

---

২৯৫ সাক্ষাতকার-আব্দুস ছালাম (রহঃ) এর ছেলে আবু নাঈম মোঃ মুস্তাফিজ তারিখ, ০৫/১১/২০০২ খ্রীঃ।

২৯৬ দৈনিক ইনকিলাব, ৮ নভেম্বর ২০০১ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নে তাঁর অবদান অনুস্মরণীয়। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড তাঁরই প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি এই বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন।[২৯৭]

বিশেষভাবে তিনি দুর্বাটির সাথে জড়িত। প্রতিটি সবুজ পাতা তাঁর গুণ গায়। তিনি দুর্বাটি মাদ্রাসায় হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ও আদব ৪টি বিভাগ এবং বিজ্ঞান মুজাব্বিদ, হিফজুল কোরআন ও কারিগরি শিক্ষা চালু করে বিশ্বের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে রূপান্তরিত করেন। এতিম খানায় ৩১৩ জন এতিমের থাকা খাওয়া ও ঔষধপত্রসহ যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। নামাজের জন্য বাইতুল মোশাররফ জামে মসজিদ, ইসলামী রিসার্স সেন্টার, হেফযখানা ও হাসপাতাল নির্মান করেন। এ মনীষী জীবনভর ইসলামের জন্য কাজ করে যান। তিনি বাংলার এক শ্রেষ্ঠ পীর। মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকায় বসে কয়েকটি মুষ্টিমেয় আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করলেই একজন আলিমের দায়িত্ব শেষ হয় না বরং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তথা পার্লামেন্ট ও সরকারের সাথেও আলিম সমাজের সম্পর্ক রাখতে হয় সেটা তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর বোর্ড অব গভনর্সের সদস্য ছিলেন এবং বহু পুস্তকের অনুবাদ করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। ইসলামিক ইডুকেশন সোসাইটির সাথেও জড়িত ছিলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। মুসলিম শরীফসহ বিভিন্ন গ্রন্থের সম্পদনা পরিষদের অন্যতম ছিলেন তিনি।[২৯৮]

মাওলানা আব্দুস সালাম (রহঃ) ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, যোগ্যসংগঠক, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু এবং বাংলাদেশের ওলামা জাগরণ ও ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক। বাংলার আলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি যে অবদান রেখেছেন ইতিহাসে তা অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি হলেন ইসলামী জাগরণের একজন আপোষহীন নিঃস্বার্থ সংগ্রামী নেতা । জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখা এবং সমাজের সূল্যবোধ ও স্বাধীন সত্তাকে অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে এদেশের আলিম সমাজের অবদান অপরিসীম। ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তিনি যে অমর কীর্তি রেখে গেছেন তা সকল মানুষের হৃদয়ে চির অমর হয়ে থাকবে।

তিনি ২৯শে সেপ্টেম্বর, শনিবার, ২০০১ খ্রীঃ বিকেল ৩টা ৩০মিঃ ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ---- -------- রাজেউন)। তাঁর কবর দুর্বাটি আলিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা ক্যাম্পাসে মসজিদের পিছনে হেফজখানার সামনে অবস্থিত ।[২৯৯]

---

২৯৭ সাক্ষাতকার-আব্দুস ছালাম (রহঃ) এর ছেলে আবু নাঈম মোঃ মুস্তাফিজ, তারিখ ০৫/১১/২০০২ খ্রীঃ।

২৯৮ মাওঃ আব্দুল ছালাম (রহঃ) এর ব্যক্তিগত ডাইরী ও তাঁর জীবন বৃত্তান্ত থেকে সংগৃহীত।

২৯৯ দৈনিক ইনকিলাব, ৮ নভেম্বর ২০০১ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওঃ এম. এ. মান্নান

(জন্ম -০৯ মার্চ ১৯৩৩ খ্রীঃ)

মাওঃ এম. এ. মান্নান চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর (সাবেক দেবীপুর) গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে ০৯ মার্চ ১৯৩৩ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ্ সুফী মুহাম্মাদ ইয়াসীন (রঃ), মাতার নাম মোসাঃ সায়্যেদাতন্নেছা। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে আলিম পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় ফাজিল শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেন।[৩০০]

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালীন সময়ে তাঁর সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীর অন্যতম ছিলেন-

* মুফতী আমীমুল ইহসান (রঃ) [৩০১] * মাওঃ নাজির উদ্দিন (রঃ) * মাওঃ আঃ রহমান কাশগরী (রঃ) * মাওঃ আঃ আলম ভূঞা (রঃ) * মাওঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ (রঃ)।[৩০২]

মাওঃ এম.এ. মান্নান ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল সমাপ্ত করার পর মক্কায় গিয়ে পুনরায় সিহাহ্ সিত্তাহর শিক্ষা গ্রহন করেন । অতঃপর পবিত্র হজ্ব পালন করে দেশে ফিরে আসেন। মক্কায় তাঁর শিক্ষকগণের অন্যতম ছিলেন "আবুল উলু মালেকী (রহঃ)। [৩০৩]

দেশে ফিরে শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি কর্মময় জীবন শুরু করেন। তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন তা হলঃ * সুপার ধানী সাদা মাদ্রাসা, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর * প্রিন্সিপাল, পাঙ্গাসিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, পটুয়াখালী * প্রিন্সিপাল হিসেবে ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চাঁদপুর * প্রিন্সিপাল, মোকামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বরগুনা * মুহাদ্দিস হিসেবে ছারদীনা দারুস সুন্নাত জামেয়া-ই-ইসলামিয়া, পিরোজপুর দীর্ঘদিন কাজ করেন।[৩০৪]

এ ছাড়াও তিনি (ক) মিশরের আল- আযহার বিশ্ববিদ্যালয় (খ) জর্ডানের আম্মান বিশ্ববিদ্যালয় (গ) ইরাকের আল- জামেয়াতুল মোসতানসেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় সফরে থাকা কালে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে শিক্ষাদান করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রগণের অন্যতম হলেন মোকামিয়ার পীর সাহেব ও তাঁর ৩ ভাই, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক কন্ট্রোলার আঃ রব প্রমূখ।[৩০৫]

---

৩০০ মাওঃ এম. এ. মান্নান যখন ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেন তখন উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় তিনি সব সময় প্রথম হতেন। তৎকালে ফাজিল ১ম বর্ষে পরীক্ষা হত এবং ইংরেজীতে প্রথম হলে তাকে গভর্নরের হাতে সার্টিফিকেট দেয়া হত। মাওঃ এম. এ. মান্নান ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা হতে ফাজিল প্রথম বর্ষ পরীক্ষায় ইংরেজীতে ১ম হয়ে গর্ভনরের হাতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন এবং মাসিক ৩৫ রুপি বৃত্তি পান। (সাক্ষাতকার মাওঃ এম.এ. মান্নান তাং - ০৫/১১/২০০২খ্রীঃ) ।

৩০১ মাওঃ এম.এ. মান্নান মুফতী আমীমুল ইহসান (রঃ) এর নিকট বুখারী শরীফ , তিরমিজি শরীফ, শরহে মাওয়াকেফ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, জালালাইন ও মেশকাত শরীফ অধ্যয়ন করেন। তিনি ৫০ এর অধিক কিতাব প্রনয়ণ করেন।

৩০২ মাওঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ (রঃ) হলেন বর্তমান আইনমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের পিতা।

৩০৩ সাক্ষাতকার মাওঃ এম.এ. মান্নান, তাং ০৫/১১/২০০২খ্রীঃ ।

৩০৪ সাক্ষাতকার মাওঃ এম. এ. লতিফ, সাবেক মহাসচিব, জমিয়াতুল মোর্দারেসীন -বাংলাদেশ, তাং ০১/৭/২০০১।

৩০৫ সাক্ষাতকার মাওঃ এম, এ মান্নান তাং- ০৫/১১/২০০২ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ খ্রীঃ ফরিদগঞ্জ থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার মধ্যদিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। জুন ১৯৬২ খ্রীঃ তাঁকে স্থানীয় সরকার ও শিক্ষা বিভাগের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি এ দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতা ও সফলতার সাথে পালন করেন । অতঃপর ১৯৬৫ খ্রীঃ ২য় বার- সংসদ- সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু কোর্টের আদেশে ফলাফল বাতিল হয়ে যায় । পরবর্তীতে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মর্যাদা সম্পন্ন তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল "এড ভাইজারী কাউন্সিল অফ ইসলামিক আইডিওলজি" এর উপেদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৫-১৯৬৯ খ্রীঃ পর্যন্ত এ পদে নিয়োজিত ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৬৬-১৯৬৯ খ্রীঃ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন ।[৩০৬]

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৯ খ্রীঃ তিনি ৩য় বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ঐ বছরই জিয়াউর রহমান তাঁকে দূতপুলের সদস্য নির্বাচিত করেন।[৩০৭] দূতপুলের সদস্য হিসেবে তিনি (ক) সৌদি আরব (খ) সংযুক্ত আরব আমিরাত (গ) জর্ডান (ঘ) ইরাক (ঙ) পাকিস্তান (চ) লিবিয়া (ছ) কাতার (জ) বাহরাইন (ঝ) তুরষ্ক (ঞ) কুয়েতসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন।[৩০৮] তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য ছিলেন । উল্লেখ্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ টাকা তিনি ইরাক, সৌদি আরব, লিবিয়া, আমিরাত, কাতার প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তম্মধ্যে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার দান করেন।[৩০৯]

মাওঃ এম. এ. মান্নান মরহুম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আঃ সাত্তারের আমলে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছিলেন । ইতিপূর্বে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সার্ভিস রুল বলতে কোন কিছুই ছিল না । তিনি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পূর্বে ফেডারেশনের মাধ্যমে একটি রুল জারি করেন এবং প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর তা পার্লামেন্ট ও মন্ত্রীসভায় পাস করিয়ে দেন । সেই রুল দ্বারাই বর্তমানে বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন স্কেলের ৯০% ভাতা ভোগ করছে। তিনি বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রতিনিধি সমন্বয়ে বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠন করেন। তাঁর আগে বেসরকারী স্কুল,কলেজ মাদ্রাসায় কোন স্তরের বেতন স্কেল ছিল না। তিনি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, মরহুম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আঃ সাত্তার ও সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেন।[৩১০]

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন স্কেল প্রণয়ন ও স্কেলের ৫০% প্রদান করেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ৫০% থেকে ৭০% এ উন্নীত করেন। অতঃপর ১৯৯৫ খ্রীঃ বর্তমান প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৮০%, পরে সাবেক প্রধান মন্ত্রী শেখ

---

[৩০৬] সাক্ষাতকার-মাওঃ এম. এ. মান্নান, তাং-০৫/১১/২০০২ খ্রীঃ ও মাওঃ এম. এ .লতিফ, সাবেক মহাসচিব, জমিয়াতুল মোদার্রেছীন তাং- ০১/৭/২০০১ ।

[৩০৭] বাংলাদেশ থেকে ৩ জন দূতপুলের সদস্য নির্বাচিত হন। তম্মধ্যে মাওঃ এম.এ. মান্নান অন্যতম। অন্য দু' জন হলেন- আল্লামা আবুল হাশেম ও সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন। যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভি. সি ।

[৩০৮] সাক্ষাতকার-মাওঃ এম. এ মান্নান, তাং- ০৫/১১/০২ খ্রীঃ।

[৩০৯] প্রাগুক্ত।

[৩১০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হাসিনার আমলে আরও ১০% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৯০% পাচ্ছে। আর শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলেই পার্লামেন্টে পাস হয়, যদিও তখন তা কার্যকরী হয় নাই । শিক্ষকদের অবসরকালীন ভাতার তখন মৌখিক ভাবে সিদ্ধান্ত হয় কিন্তু সংসদে আইনে পাস হয় নাই । অত:পর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তা বর্তমানে আইনে পরিণত করেন। [৩১১]

তিনি ১৯৬১ খ্রীঃ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহনপূর্বক অদ্যাবধি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন । সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত ইবতেদায়ী , দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা সমূহ এই সংগঠনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তিনি বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই মাদ্রাসা শিক্ষার একটা সুষ্ঠ স্ট্রাকচার দাঁড় করানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেন । যেমন- মাদ্রাসা শিক্ষার প্রথম স্তর এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রচলন ও স্বীকৃতি এবতেদায়ী শিক্ষাকে প্রাথমিক, দাখিলকে মাধ্যমিক , আলিমকে উচ্চ মাধ্যমিক, ফাজিলকে ডিগ্রী ও কামিলকে এম.এ সমমান প্রদানসহ শিক্ষক কর্মচারীদের চাকুরিবিধি প্রনয়ণ, নিয়োগ বিধি, বেতন -ভাতা, বাড়ী ভাড়া , চিকিৎসা ভাতা, ইনক্রিমেন্ট, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রনয়ণ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান রূপে রূপ দান ও বিধিমালা প্রণয়ন তাঁরই নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে।[৩১২]

ইরাকসহ আরব রাষ্ট্র সমূহের সাথে বাংলাশের বন্ধুত্ব স্থাপন করার পিছনে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সাথে ইরাকের বন্ধুত্ব তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল। বলার অপেক্ষা রখেনা মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ইরাক সরকারই প্রথম বাংলাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৩১৩]

সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে তিনি ধর্ম ও ত্রাণ দুটি পৃথক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব একত্রে কৃতিত্বের সাথে পালন করেন। এ সময় ১৯৮৮ খ্রীঃ ভয়াবহ বন্যায় দেশব্যাপী বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। বন্যার পানিতে সারা দেশ ভেসে যায় । তখন তিনি কৃতিত্বের সাথে সমগ্র আরবদেশ বিশেষ করে ইরাক থেকে ব্যাপক সাহায্য আনয়নে সক্ষম হন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ইরাক সরকার বন্যা উপদ্রুত প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রান সামগ্রী পৌঁছানোর জন্য হেলিকপ্টারসহ ব্যাপক ত্রাণ সামগ্রী বাংলাদেশে প্রেরণ করেন।[৩১৪]

তাঁরই নেতৃত্বে ঢাকা মহাখালীস্থ বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ও মসজিদে গাউছুল আজম কমপ্লেক্স নামে একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে একটি দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেছীন অফিসও মসজিদে গাউছুল আযম কমপ্লেক্সের অফিসসহ আরো কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে । যেমন- ইসলামিক এরাবিক ইউনিভার্সিটি ও কামিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা। এখান থেকেই ইসলামী আদর্শ তথা সারা দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা, শিক্ষক

---

[৩১১] প্রাগুক্ত।

[৩১২] সাক্ষাতকার-মাওঃ এম. এ. লতিফ, সবেক মহাসচিব জমিয়াতুল মোদার্রেছীন , তাং-০১/৭/০১ খ্রীঃ।

[৩১৩] প্রাগুক্ত।

[৩১৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা ,পরিকল্পনা, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।[৩১৫]

উল্লেখ্য মসজিদে গাউসুল আজম কমপ্লেক্স এর নির্মানসহ যাবতীয় ব্যয় ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন প্রদান করেন। এ ছাড়া তাঁরই প্রচেষ্টায় সংবিধানের প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর সংযোজন (খ) যাকাত বোর্ড গঠন (গ) সংসদে সালামের প্রচলন (ঘ) সংসদে ঢুকার সময় মাথা নতকরা নিষিদ্ধ করণ (ঙ) রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম ঘোষনা (চ) অফিসে নামাজের সময় বিরতি (ছ) সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার (জ) রেডক্রস নামের পরিবর্তন করে রেড ক্রিসেন্ট নামকরণ (ঝ) রমজানে হোটেল ও রেস্তোরা বন্ধ করণ (ঞ) মসজিদের বিদ্যুৎবিল ও পানির বিল মওকুফ করণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো গ্রহনের ব্যাপারে তাঁর ছিল সক্রিয় পরামর্শ ও সহযোগিতা।[৩১৬]

ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সভাপতি হিসেবে মাদ্রাসার উন্নয়ন, কামিল পর্যায়ে স্বীকৃতি ও দর্শনীয় পর্যায়ে আনয়ন তাঁরই প্রজ্ঞা, মেধা, অর্থ ও ত্যাগের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। তাঁর একক প্রচেষ্টা প্রজ্ঞা, মেধা, ও অর্থেই ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ইসলামপুর শাহ্ ইয়াসিন ফাজিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, এর ভৌত কাঠামো বর্তমান পর্যায় আনয়ন, রেষ্ট হাউস প্রতিষ্ঠা, ইসলামী মিশন চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, পোষ্ট অফিস স্থাপন, জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা, পুকুর খনন, মাঠ ভরাট করণ, আই. ডি. বির পাকা ভবন ব্যবস্থা করণ এবং হাফিজিয় মাদ্রাসা পরিচালনা করনের জন্য তিনি কয়েক একর জমি নিজে ক্রয় করে মাদ্রাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্সের নামে দান করে দেন এবং পরিচালনার জন্য সর্বদা শ্রম, মেধা ও অর্থ দিয়ে যাচ্ছেন।[৩১৭]

বৎসরের বিভিন্ন সময় মাহ্ফিল, সেমিনার, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অতিথেয়তা তাঁর নিজ অর্থে করে আসছেন । তাঁর নিজস্ব প্রজ্ঞা ও মেধার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা ও সাপ্তাহিক পূর্ণিমা যার প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তিনিই । ফরিদগঞ্জ উপজেলাস্থ প্রায় সকল স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ ও রাস্তাঘাট উন্নয়ন, সংস্কার ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন যোগ্য আলেম , ইসলামী চিন্তাবিদ ও দক্ষ সংগঠক । এদেশের বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীদের বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষক কর্মচারীদের নিকট স্মরনীয় ব্যক্তি হিসেবে সকলের অন্তরে চিরজাগরুক হয়ে থাকবেন।[৩১৮]

মাওঃ এম,এ মান্নান রচিত গ্রন্থ "সীরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধানের" প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস বলেন- মাওঃ এম.এ মান্নান বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত নাম । তিনি একজন পন্ডিত, বিদ্বান ও বুজুর্গ ব্যক্তি ।[৩১৯]

---

[৩১৫] সাক্ষাতকার-মাওঃ এম.এ. মান্নান, তাং- ০৫/১১/০২ খ্রীঃ ও মাওঃ এম.এ. লতিফ, সাবেক মহাসচিব, জমিয়াতুল মোদার্রেছীন বাংলাদেশ, তাং ০১/৭/০১ খ্রীঃ।

[৩১৬] প্রাগুক্ত।

[৩১৭] প্রাগুক্ত ।

[৩১৮] প্রাগুক্ত ।

[৩১৯] দৈনিক ইনকিলাব, তাং ১৮/১১/২০০২ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ ইব্‌রাহিম (রহঃ)

(জন্ম- ১৮৬৩ খ্রীঃ, মৃত্যু-১৯৪৩ খ্রীঃ)

শায়খুল কোররা আরব ওয়াল আজম মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ ইব্‌রাহিম (রহঃ) এই উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে একটি পরিচিত নাম। আধ্যাত্মিক জগতের জ্যোতির্ময় এক মহান সাধক ছিলেন তিনি। শতবর্ষ পূর্বে আসাম বাংলার অসংখ্য গোমরাহ জনপদে যাদের সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষায় সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌছেছে, তন্মধ্যে যে নামটি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা, তিনি হলেন মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ ইব্‌রাহিম (রহঃ)।[৩২০]

যুগখ্যাত এই ওলীয়ে কামেল নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার অর্ন্তগত দৌলতপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সর্ম্পকে মতপার্থক্য থাকলেও অধিকাংশের মতে এ ধরাধামে তাঁর আগমন ঘটেছিল ১২৬০ থেকে ১২৬৫ বাংলা সনের মধ্যকার কোন এক দিনে। তবে মাসায়েখে কুমিল্লা প্রথম খন্ডে তাঁর জন্ম তারিখ ১৮৬৩ খ্রীঃ উল্লেখ রয়েছে। তাঁর পিতার নাম পানা মিয়া ভূঞা এবং দাদার নাম বদর উদ্দিন ভূঞা। তাঁর দাদা তৎকালীন একজন জমিদার ছিলেন।জমিদার বদর উদ্দিন ভূঞার ছেলে পানা মিয়া ভূঞাও পরবর্তীতে একজন প্রভাবশালী জমিদার হয়েছিলেন। জমিদারী ও বিলাসী পরিবেশে জন্ম গ্রহণকারী কিশোর ইব্‌রাহিম ছিলেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ।[৩২১]

জমিদারী আড়ম্বর ও জাকজমক পরিবেশ, চালচলন সবকিছুই তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হত। তিনি সর্বদাই এগুলো এড়িয়ে চলতেন। ক্বারী মোহাম্মদ ইব্‌রাহিম (রহঃ) যখন শিশু জীবন অতিক্রম করেন, তখন তার অভিভাবক মহোদয় শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করান। গ্রামের মক্তবে লেখা-পড়া শেষ করার পর দীনি ইলম অর্জনের জন্য তিনি সুদূর ভারতে চলে যান। ভারতে একটানা কয়েক বছর ইলমে ছরফ, ইলমে নাহু, ফাছাহাত, বালাগাত, মানতিক, হাদিস ও তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে লেখা-পড়া শেষ করার পর বিশুদ্ধভাবে কুরআনুল কারিমের তিলাওয়াত শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ভারত থেকে মক্কা নগরীতে গমন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইলমে কিরাতের উপর বুৎপত্তি লাভ করেন। ইলমে কিরাতের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক 'শেখ মোহাম্মদ ইয়ার কুসুম (রহঃ)' এর কাছে সাত কিরাতের প্রত্যেক স্তরেই তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। সেকালের বাদশাহ শরিফ হাসানের আয়োজনে মক্কায় এক কিরাত প্রতিযোগিতায় নিজের অসামান্য সাফল্যের স্বাক্ষর রাখাতে বাদশাহ শরিফ হাসান কর্তৃক মক্কার সাওলতিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। শিক্ষকতাকালীন সময়ে আরবের এক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলার সাথে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হন । এর কিছুকাল পরেই তিনি স্বস্ত্রীক বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৩২২] দেশে ফিরে কুর'আন শরীফের বিশুদ্ধ তালিম দানে ব্রতী হন। তিনি এত সুললিত কণ্ঠে কুর'আন পাকের তেলাওয়াত করতেন যে, বন-জঙ্গলের পশুপাখি কলরব ছেড়ে নিস্তব্ধ হয়ে যেত।

---

৩২০ দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২; মাসায়েখে কুমিল্লা, প্রথম খন্ড -দারুল উলুম বরুড়া কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১; ভারত বাংলার মনিষীগণের অবদান- মাওলানা মোঃ মুসা ও উজানীর ক্বারী ইবরাহিম (রহঃ) এর জীবন চরিত্র- মাওঃ ফজলে ইলাহী ও সাক্ষাতকার-মাওঃ রুহুল আমীন, অধ্যক্ষ, জামিয়াতুস সাহাবা, উত্তরা, ঢাকা।

৩২১ প্রাগুক্ত।

৩২২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশদ্ধভাবে কিরাত শিখার জন্য পঙ্গপালের মত মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসত। মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ ইব্‌রাহিম (রহঃ) শুধু আলিম ও ক্বারীই ছিলেন না তিনি একজন আধ্যাত্মিক সাধকও ছিলেন। মাওলানা রশিদ আহম্মদ গাঙ্গুহি (রহঃ) এর হাতে বায়'আত হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায়রত হন। মাত্র ১৭ দিনে আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়ে খেলাফতপ্রাপ্ত হন। তিনি দু'ধারায় দীনের খিদমতে লিপ্ত হন। একদিকে দীনি তালিম, কুর'আনের তাফসীর মাহফিল, বিদআতীদের বিরুদ্ধে বাহাস-মুনাজারা, অন্যদিকে তাসাউফ তথা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় ডাকেন। এক বাহাসে যোগদান উপলক্ষে বর্তমান চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানাধীন উজানীর তৎকালীন বিশাল জঙ্গল দেখে এখানে বাড়ী করার সিদ্ধান্ত নেন তারপর এখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। আধ্যাত্মিক জগতের কামিল পুরুষ মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ ইব্‌রাহিম (রহঃ) এর জিকির এবং কারামত সম্পর্কে বহু ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। জনশ্রুতি আছে, তাঁর পীর রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহঃ) এর জন্মের পাঁচশত (৫০০) বছর পূর্বে তখনকার বিখ্যাত বুজুর্গ হজরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহি (রহঃ) ভবিষদ্বাণী করেছিলেন যে, আমার ইন্তেকালের পর আমার হুজরাখানা আল্লাহর কুদরতে পাঁচশত বছর বন্ধ থাকবে। কেহ খুলতে পারবে না । এরপর রশিদ আহমদ নামে আমার বংশে একজন ওলী হবে। তখন বাংলাদেশ থেকে ক্বারী ইব্‌রাহিম নামে এক বাঙ্গালী এসে রশিদ আহমদের কাছে বায়'আত গ্রহণ করে এমন জিকির শুরু করবে যার জিকিরের জরবে আমার হুজরার পাঁচশত বছরের বন্ধ দরজা আপনা আপনি খুলে যাবে। আবদুল কুদ্দুস (রহঃ) এর ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী এই বাঙ্গালী ক্বারী ইবরাহিম মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহঃ) এর দরবারে গিয়ে বায়'আত হওয়ার পর একদিন সেই বন্ধ হুজরার সামনে গিয়ে আল্লাহ পাকের প্রেমে এত বেশী জিকির করতে লাগলেন যে, তাঁর জিকিরের জরবে পাঁচশত বছরের বন্ধ হুজরা খুলে যায়।[৩২৩]

ক্বারী মোহাম্মদ ইব্‌রাহিম (রহঃ) মক্কা থেকে দেশে ফিরে নিজকে ইসলাম প্রচার কার্যে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত রাখেন। বিশেষতঃ তিনি উপলব্ধি করেন যে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমান ছহীহ শুদ্ধভাবে কুর'আন তিলাওয়াত করতে পারে না। তাই কুর'আনকে ছহীহ-শুদ্ধভাবে শিক্ষা দেওয়ার দিকে তিনি বেশী জোর দেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় বাড়ী দোলতপুরে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। লোকেরা সেখানে ভিড় করতে লাগলে স্থান সংকলান না হওয়ায় তিনি চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলায় উজানী নামক স্থানে জামিয়া-এ ইসলামিয়া ইব্‌রাহিমিয়া উজানী নামে আরো একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৩২৪] দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইলমে কিরাতের ছাত্ররা তাঁর নিকট আসতে থাকে। ফলে এটি একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পনিণত হয়। তাঁর এই কার্যক্রমের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছহীহ-শুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হতে থাকে।[৩২৫]

মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ ইবরাহিম (রহঃ) শুধু উচ্চ পান্ডিত্যপূর্ণ আলিমই ছিলেন না বরং কামিল অলি ও সাধক ছিলেন। তিনি রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহঃ) এর নিকট বায়'আত গ্রহন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক এই মহান সাধক পুরুষ ১৯৫৬ খ্রীঃ, ২২ ফাল্গুন, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৯ রবিউল আওয়াল ১৩৬৩ হিজরী এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যান। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউন)।[৩২৬]

---

৩২৩ প্রাগুক্ত।

৩২৪ প্রাগুক্ত ও দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ এপ্রিল ১৯৯৬ খ্রীঃ।

৩২৫ প্রাগুক্ত।

৩২৬ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওঃ মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন

(জন্মঃ ১৯০৫খ্রীঃ মৃত্যুঃ ১০ মে ১৯৯৫ খ্রীঃ)

মাওঃ মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার কালা সাদারদিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৩১২ বঙ্গাব্দ মুতাবিক ১৯০৫ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- মুন্সী আলীমুদ্দিন, মাতার নাম আরশী বীবী। ১৯১৬/১৭ খ্রীঃ তাঁর পিতা কালাসাদারদিয়া গ্রাম থেকে চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার পালাখাল গ্রামে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা নিজ গ্রাম সংলগ্ন চরগোয়ালী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯১৬ খ্রীঃ সমাপ্ত করেন। অতঃপর ১৯১৭ খ্রীঃ পালাখালের মুন্সী রওশন আলীর কাছে কুর'আন মাজীদসহ বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এরপর তাঁর পিতার অসুস্থতা ও মৃত্যুতে পড়ালেখার বিঘ্ন ঘটে। অতঃপর ১৯২৫ খ্রীঃ কুমিল্লার সিংগাড্ডা গ্রামের মাওঃ জয়নুল আবেদীন এর কাছে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন, সেখানে তিনি নিয়মিত ছয় বছরের কোর্স (শরহে জামী পর্যন্ত) মাত্র ১৩ মাসে সমাপ্ত করেন। এরপর ঢাকার নওয়াব বাড়িস্থ প্রসিদ্ধ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় জামাআতে পাঞ্জম ও চাহারম ১৯২৮ ও ১৯২৯ খ্রীঃ উভয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করায় 'মুন্সী আয়নুদ্দীন রৌপ্য পদক' অর্জন করে। অতঃপর ফাযিল শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ১৯৩২ খ্রীঃ সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আসাম বেঙ্গল বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ডিষ্টিংশন নম্বরসহ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। তিনি ১৩৫২ হিজরী মুতাবিক ১৯৩৩ খ্রীঃ দারুল উলুম দেওবন্দ (ভারত) ভর্তি হন। ১৯৩৬ খ্রীঃ সেখান থেকে দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। সেখানে শায়খুল ইসলাম মাওঃ সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) (১৮৭৮-১৯৫৭ খ্রীঃ) হাদীস পঠন ও পাঠনের জন্য তাঁকে খুসূসী সনদ প্রদান করেন। তিনি ছিলেন প্রখর হিফয শক্তির অধিকারী। পবিত্র কুরআন মাজীদ হিফযের উদ্দেশ্যে তিনি আলীগড়ের অর্ন্তগত মেন্ডুর নওয়াব বাড়ির হিফযখানায় ১৫ সফর ১৩৫৫ হিঃ ভর্তি হয়ে ১৩ রবিউস্‌সানী ১৩৫৬ হিঃ মাত্র এক বছর দু'মাসে পূর্ণ কুরআন মাজীদ হিফয করেন। [৩২৭]

শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে ১৯৩৭ খ্রীঃ ঢাকা নওয়াব বাড়িস্থ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখান থেকে ১৯৪০ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে উক্ত চাকরি পরিত্যাগ করে নরসিংদী জেলার চরশুবুদ্দি মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট পদে চাকরি গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৪৩ খ্রীঃ নরসিংদী জেলার কুমরাদী আলিয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানার পদ আলংকৃত করেন। অবশেষে ২রা শ্রবণ ১৩৫৯বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯৫২ খ্রীঃ চকবাজারস্থ হুসাইনিয়া আশ্রাফুল উলুম বড় কাটরা মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে যোগদান করেন। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তিনি ১৯৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ৩২বছর যাবত শায়খুল হাদীস হিসাবে অধিষ্ঠিত থেকে হাজার হাজার ছাত্রকে ইলমে হাদীসের জ্ঞান দিয়ে যোগ্য আলিম হিসেবে গড়ে

[৩২৭] সাক্ষাতকার -অধ্যাপক ডঃ এ. এইচ.এম মুজতবা হোছাইন, তাং ০১/০৯/০৩ ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ): সমকালীন পরিবেশ ও জীবন- মাওঃ মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন এর গ্রন্থকার পরিচিতি।

Dhaka University Institutional Repository

তোলেন। তাঁর শত শত ছাত্র আজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও মোহাদ্দিসসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত আছেন ।[৩২৮]

তন্মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁরই ছাত্র ও ছেলে অধ্যাপক ডঃ এ.এইচ.এম মুজতবা হোছাইনের কথা। তিনি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন এবং শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক অবদান রেখে যাচ্ছেন।

মাওঃ মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন (রঃ) হাজারী বাগের কুলাল মহল মসজিদে প্রতি শুক্রবার মাগরিবের নামাযের পর কুরআন মাজীদের তাফসীর বর্ণনা করে দীর্ঘ ১৬ বছরে তা সমাপ্ত করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন।[৩২৯]

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর নাম নিম্নে দেয়া হল-

(ক) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন।

(খ) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ): মুজিযা ও দার্শনিক তাৎপর্য (এটি রাসুল (সঃ) এর মুজিযা সম্বলিত প্রমাণ ভিত্তিক বৃহৎগ্রন্থ)।

(গ) শবেকদর ও শবে বরাত।

(ঘ) সৃষ্টি নহে প্রীতি বন্ধন।

(ঙ) সুল্লামুল উলুম এর শরাহ।

তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলো হল-

(ক) তাফসিরে আশরাফী (এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত)।

(খ) কুরআন মজীদের অনুবাদ (এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত)।

(গ) সৌভাগ্যের পরশমনি।

(ঘ) পরিবার নহে কারাগার।

এ মহান ব্যক্তি বার্ধক্য জনিত কারণে ৯ যুলহাজ্জ ১৪১৫ হিঃ মুতাবিক ১০ মে ১৯৯৫ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন।[৩৩০] (ইন্নালিল্লাহি----------রাজিউন)।[৩৩১]

---

৩২৮ প্রাগুক্ত।

৩২৯ প্রাগুক্ত।

৩৩০ প্রাগুক্ত।

৩৩১ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সূফী মোহাম্মাদ ইয়াসিন (রঃ)

(জন্ম : ১৮৯১/৯২ খ্রীঃ, মৃত্যু : ১৯৪২/৪৩ খ্রীঃ)

পীর-আউলিয়া, সূফী ও বুযুর্গানে দ্বীনের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়েছে। এই পীর বুযুর্গদের উত্তরসুরী এক সূফী বুযুর্গের নাম মাওলানা শাহ সূফী মোহাম্মদ ইয়াসিন (রহঃ)। মাওলানা সূফী মোহাম্মদ ইয়াসিন (রহঃ) এর জন্ম সম্ভবত ১৮৯১/৯২ খ্রীঃ মোতাবেক ১২৯৮ বাংলা চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর গ্রামে (সাবেক দেবীপুরে)। ইলমে কিরাতের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে ফিকহ্, হাদিস ও তাফসির বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।[৩৩২]

যাহেরী ইল্‌ম হাসিল করার পর ইল্‌ম বাতেনী তথা ইল্‌মে তাসাউফের শিক্ষালাভে মনোযোগী হন। ইলমে তাসাউফ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ফুরফুরার পীর শাহ সূফী হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) এর কাছে বায়'আত হন এবং তাঁর আদেশক্রমে ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন কেরোয়া গ্রামের পীরে কামেল শাহ সূফী মাওলানা আবদুল মজিদ (রহঃ) এর কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ করেন।[৩৩৩]

মাওলানা শাহ সূফী মোহাম্মদ ইয়াসিন (রহঃ) দ্বীনের শিক্ষা ও ইলমে তাসাউফের আদর্শকে সর্বত্র প্রচার প্রসার করতে ব্যাপক সফর করেন। দেশের সর্বত্র তিনি ওয়াজ নছিহত করে বেড়াতেন। ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারী পদে থেকে দীর্ঘদিন দ্বীনি ইলম ও মাদ্রাসার খেদমত করেন।[৩৩৪]

মাওলানা শাহ সূফী মোহাম্মদ ইয়াসিন (রহঃ) মৃত্যু কালে ৫ ছেলে ও ৬ মেয়ে রেখে যান। ছেলেরা সকলেই দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম। ইহা সূফী মোহাম্মদ ইয়াসীন (রহঃ) এর দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আন্ত রিকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাঁরা হলেন (১) মাওলানা নূরুল হক (রহঃ) (২) আলহাজ্জ মাওলানা আবদুস সালাম (রহ) (৩) আলহাজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান (৪) মাওলানা আবদুস সাত্তার (৫) মাওলানা আবদুল হাই। শাহ্ সুফী মোহাম্মদ ইয়াসিন (রহঃ) এর সমসাময়িক সহকর্মীদের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে প্রখ্যাত লেখক, আলেম ও পীর (১) হযরত মাওলানা রুহুল আমীন (রহঃ), বশিরহাট, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (২) শাহ্ সূফী আজাম্মুল হোসেন সিদ্দিকী (রহঃ), নদিয়া, ভারত (৩) অধ্যাপক আবদুল খালেক (রহঃ) ছতুরা, বি-বাড়িয়া ও (৪) মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) পীর সাহেব, ছারছীনা অন্যতম।[৩৩৫]

শাহ্ সূফী মোহাম্মদ ইয়াসিন (রহঃ) একজন শিক্ষানুরাগী ও দ্বীনি ইলম্ এর সেবক হওয়ার সাথে সাথে দ্বীনি সাহিত্য রচনা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "ইলমে বাতেন" নামে তরীকত ও তাসাউফ সম্পর্কে তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর জীবনের একান্ত কামনা ছিল দেশের সর্বত্র দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন এবং ইসলামী আদর্শের পূর্নাঙ্গ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা। সূফী মোহাম্মদ ইয়াসিন (রহঃ) এর পুত্রদের দুজন ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁরা হলেন আলহাজ্জ মাওলানা আবদুস সালাম (রহঃ) ও আলহাজ্জ মাওলানা এম.এ. মান্নান। দ্বীনের বিভিন্ন স্তরে বহুবিধ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে ১৯৪২/৪৩ খ্রীঃ মোতাবেক ২৮ চৈত্র ১৩৫০ বাংলা রবিবার তিনি ইন্তেকাল করেন(ইন্না লিল্লাহি----------রাজেউন)। স্থানীয় কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৩৬]

---

[৩৩২] দৈনিক ইনকিলাব ১১/১১/০১ খ্রীঃ।

[৩৩৩] সাক্ষাতকার-মাওলানা এম এ লতিফ, মহাসচিব, বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদারেসীন, তাং ০১/০৭/০১ খ্রীঃ।

[৩৩৪] সাক্ষাতকার- মাওলানা এম এ মান্নান, তারিখ ০৫/১১/০২ খ্রীঃ।

[৩৩৫] দৈনিক ইনকিলাব, তাং ১১/১১/০১ খ্রীঃ।

[৩৩৬] দৈনিক ইনকিলাব, তাং ০১/১১/০১ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

মিজানুর রহমান চৌধুরী

(জন্মঃ ১৯ অক্টোবর ১৯২৮ খ্রীঃ)

মিজানুর রহমান চৌধুরী চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার শ্রীরামদী গ্রামে (বর্তমানে মহল্লা) এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯ অক্টোবর ১৯২৮ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- মোঃ হাফেজ চৌধুরী, মাতার নাম- মাহমুদুন নেসা চৌধুরাণী। তিনি চাঁদপুর পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে চাঁদপুর নূরীয়া হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৪৮ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিভাগে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর চাঁদপুর সরকারী কলেজ থেকে ১৯৫০ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিভাগে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ফেনী কলেজ থেকে ১৯৫২ খ্রীঃ বি.এ পাশ করেন।

মিজানুর রহমান চৌধুরীর কর্ম জীবনের সূচনা হয় ১৯৫২ খ্রীঃ বামনী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে (কোম্পানীগঞ্জ)। ১৯৫৩ খ্রীঃ চাকুরী ছেড়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আবগারী বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। সেখানে ১৯৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত চাকুরী করার পর তা ত্যাগ করে ১৯৫৬ খ্রীঃ চাঁদপুর নূরীয়া হাই মাদ্রাসায় (বর্তমানে হাইস্কুল) ইংরেজী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর উক্ত চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ১৯৫৮ খ্রীঃ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স কর্পোরেশন এ ইনভেস্টিগেশন অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। একই বছর তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে পারিবারিক সহায় সম্পদ দেখাশুনা শুরু করেন। তিনি একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। ১৯৪৫ খ্রীঃ স্কুল জীবনে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয় । তিনি কুমিল্লা জেলার মুসলিম ছাত্র সংগঠনের সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খ্রীঃ মুসলিমলীগের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দলনেতা নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ খ্রীঃ ফেনী কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের অপ্রতিদ্বন্দ্বি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫২ খ্রীঃ ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন, ১৯৫৪ খ্রীঃ তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একজন সফল সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন ও ১৯৫৯ খ্রীঃ তিনি চাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটির অপ্রতিদ্বন্দ্বি ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ খ্রীঃ তিনি জননিরাপত্তা আইনে কারাবরণ করেন এবং হাই কোর্টে রিট পিটিশনের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৬ খ্রীঃ প্রতিরক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

আইনে গ্রেপ্তার হয়ে দেড় বছর জেল খেটে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মুক্তি পান। ১৯৬৮ খ্রীঃ ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি (ডাক) এবং পরবর্তীকালে সংযুক্ত বিরোধী দলের আহবায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ খ্রীঃ এর ১১দফা আন্দোলন ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আওয়ামী লীগের পক্ষে মামলা পরিচালনায় ভূমিকা রাখেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রবাসী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর ১৯৭৬ খ্রীঃ তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহবায়ক নির্বাচিত হন এবং আওয়ামী লীগকে পূর্ণজীবিত করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। কিন্তু বাকশাল প্রশ্নে কতিপয় আদর্শে ঐক্যমত্য না হওয়ার কারণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং আওয়ামী লীগ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তিনি ১৯৭৭ খ্রীঃ আওয়ামী লীগের এক অংশের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮৪ খ্রীঃ নতুন রাজনৈতিক দল জনদলে সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৮৫ খ্রীঃ উক্ত দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি জাতীয় ফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন।

১৯৯০ খ্রীঃ গণআন্দোলনে এরশাদ সরকারের পতন হলে তিনি জাতীয় পার্টির সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহন করেন। ১৯৬২, ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৭৬, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯১ খ্রীঃ মোট ৮ বার তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ৪ বার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী মনোনীত হন। ১৯৭২ খ্রীঃ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, ১৯৭৩ খ্রীঃ ত্রাণ ও পূর্ণবাসন মন্ত্রী, ২ আগষ্ট ১৯৮৫ খ্রীঃ ডাক ও টেলি যোগায়োগ মন্ত্রী ও ৯ জুন-১৯৮৬ খ্রীঃ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন করেন। তিনি ১৯৬২ খ্রীঃ, ১৯৬৫ খ্রীঃ, ১৯৬৯ খ্রীঃ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের পাবলিক একাউন্টস কমিশন এর সদস্য পদ লাভ করেন এবং ১৯৭৪ খ্রীঃ শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েসন এর এক্সিকিউটিভ কমিটিতে এশিয়া কোটায় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ খ্রীঃ ৮ম ন্যাম কনফারেন্স হারার, জিম্বাবুয়ে অনুষ্ঠিত হলে তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

মিজানুর রহমান চৌধুরী একজন সমাজকর্মী। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও দাতব্য হাসপাতাল প্রভৃতির সাথে জড়িত।[৩৩৭]

---

৩৩৭ সাক্ষাতকার-মিজানুর রহমান চোধুরী, সাবেক প্রধান মন্ত্রী তারিখ- ১০/০৯/২০০১, ০৮/০৬/২০০২, ১২/০৭/২০০৩ ও ০৪/১০/২০০৩ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ নওজোয়ান

(জন্ম: ১৯১৩ খ্রীঃ, মৃত্যু: ১ জানুয়ারী ১৯৭৫ খ্রীঃ)

মোহাম্মাদ ওয়ালী উল্লাহ নওজোয়ান চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার চর রামপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৩ খ্রীঃ জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ ওয়াজি উদ্দিন সরদার। নিজ গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় । পরবর্তীতে তিনি পার্শ্ববর্তী কালীর বাজার জুনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কিন্তু খেলাফত আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯২১ খ্রীঃ হতে ১৯২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত তিন বৎসর তাঁর শিক্ষাজীবন সাময়িকভাবে ব্যহত হয়। অতঃপর ১৯২৪ খ্রীঃ চাঁদপুর গণি মডেল হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। তিনি কুমিল্লা কলেজ থেকে ১৯৩৩ খ্রীঃ আই.এস.সি পাশ করেন। এরপর তিনি বরিশাল বি.এম কলেজে বি.এস.সিতে ভর্তি হন। পরবর্তীতে বি.এম কলেজ বাদ দিয়ে কলিকাতায় বংগবাসী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৩৬ খ্রীঃ উক্ত কলেজ হতে বি. এস. সি পাস করেন। উল্লেখ্য যে, এই কলেজে ৪০০০ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র মুসলমান। এখানেই শেষ হয় তাঁর শিক্ষাজীবন।[৩৩৮]

রাজনীতিতে পূর্ণ প্রবেশের পূর্বে তাঁর চাকুরি জীবন ছিল ১ বছর। এই ১ বছরেই তিনি তাঁহার মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। ১৯৩৮ খ্রীঃ কলকাতায় শিল্পগবেষক পদে তিনি এই স্বল্পায়ু চাকুরি গ্রহণ করেন। এখানে তিনি ক্যামিষ্ট এর পদ গ্রহণ করেন এবং গবেষণার মাধ্যমে কচুরীপেনা হতে হার্ডবোর্ড আবিস্কার করেন। কথিত আছে তিনি ছিলেন ফরিদগঞ্জের ১ম প্রাজুয়েট।[৩৩৯]

তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শরু হয় স্কুল জীবনেই। তিনি ১৯২১ খ্রীঃ খেলাফত আন্দোলনে যোগদেন এরপর প্রতিটি সভায় জাগরণী গান ও বক্তব্য রাখতেন। পরে অসহযোগ আন্দোলন করে বহু বিদেশী কাপড় ও দ্রব্য সামগ্রী অগ্নিদাহ করেন। এইসকল কারণেই তাঁর তিন বৎসর পড়ালেখা বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে তিনি চাঁদপুর গণি হাই স্কুলে ভর্তি হয়ে তাঁর কর্মকান্ড অব্যাহত রাখেন। তিনি ছাত্রগণকে আন্দোলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজ করতেন। চাঁদপুরে তিনি আঞ্জুমানে খাদেমুল ইসলাম সমিতি গঠন করেন। তিনি উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৯৫২ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের সময় বেওয়ারিশ লাশ দাফন করার জন্য শহরের পূর্ব প্রান্তে পৌর এলাকার মধ্যে একটি গোরস্থানের ব্যবস্থা করেন। [৩৪০]

কুমিল্লা কলেজে অধ্যয়নকালীন সময়ে তিনি স্বাধীনতার পক্ষে ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলনের উম্মাদনা সৃষ্টি করেন। বি.এম কলেজে তিনি ছাত্রদের নেতৃত্ব দেন। স্বরচিত গান ও বক্তৃতায় তিনি সবাইকে স্বদেশমুক্ত আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ বরিশালে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হককে সর্ম্বনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে পরিচিত হন।

---

৩৩৮ এক নজরে ফরিদগঞ্জ-ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত পৃঃ ১২৪ ও ফরিদগঞ্জ ফাউন্ডেশন কর্তৃক গুনীজন সংবধনা স্বরণিকা ১৯৯৪।

৩৩৯ সাক্ষাতকার -ওয়ালী উল্লাহ নওজোয়ানের বড় ছেলে এ কে এম ওমর ফারুক, তাং ২০/০৬/২০০১।

৩৪০ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬ খ্রীঃ বি. এস. সি. পাস করে কলকাতায় "চাঁদপুর মুসলিম সমিতি" নামে একটি সেবামূলক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং ১৯৪৬ খ্রীঃ পর্যন্ত বিভিন্ন জনহিতকর কাজ, যেমন- বেকারদের চাকুরি প্রদান, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় মৃতদের দাপন ও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি করেন। চাকুরি ত্যাগ করার পর ১৯৩৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে খাদ্যাভাব দূর করার জন্য সংঘবদ্ধভাবে সরকারের উদাসীনতার প্রতিবাদ করেন। তখন এ.কে.ফজলুল হক ছিলেন যুক্তবাংলার প্রধানমন্ত্রী, যিনি মার্শাল'ল সরকারের সহিত খাদ্যাভাব দূর করতে না পেরে পদত্যাগ করেন। এরপর আলহাজ্ব খাজা নাজিমুদ্দিনকে শূন্য পদ গ্রহন করতে সামরিক কর্তৃপক্ষ বাধ্য করে। এই সময় অনাহারে বহুলোক বাংলার মাটিতে মৃত্যুবরণ করে। এ দুর্দিনে ১৯৪২ খ্রীঃ জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে ওয়ালী উল্লাহ নওজোয়ান বিপ্লব ভিত্তিক কাজ করবার জন্য "বঙ্গীয় নওজোয়ান পার্টি" গঠন করেন। তিনি নিজে ছিলেন এর সভাপতি এবং বরিশালের এম লুৎফর রহমান জুলপিকার ছিলেন সাধারন সম্পাদক। তাঁরা কলিকাতার "মুসলিম ইনষ্টিটিউটে" তিনদিন ব্যাপী খাদ্য সমস্যা নিয়ে সামরিক সরকারের সমালোচন করেন।[৩৪১]

১৯৪৬ খ্রীঃ রায়ট আরম্ভ হলে তিনি "সেবাব্রত দল" নিয়ে আহত লোকদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করেন। জনসেবা করতে গিয়ে ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে তিনি ২ সাপ্তাহ হাজত বাস করেন। ১৯৪৭ খ্রীঃ ফরিদগঞ্জ থানা এলাকা হতে কুমিল্লা জেলা বোর্ডের মেম্বার হন। তিনি ১৯৫২ খ্রীঃ ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[৩৪২]

তিনি ১৯৫৪ খ্রীঃ যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ফরিদগঞ্জ থানা এলাকা হতে পূর্বপাক প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি প্রাদেশিক পরিষদে মাত্র তের মাস কাজ করবার সময় পান। ইহার মধ্যেই তিনি ফরিদগঞ্জ কমিউনিটি কেন্দ্র, সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস ভবন ও হাসপাতাল নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজ সমাধা করেন।[৩৪৩]

"ফরিদগঞ্জ-চাঁদপুর" রাস্তার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার ২৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী প্রদান করেন। তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে ফদিগঞ্জ বাজার হতে দক্ষিণে প্রায় এক মাইল রাস্তায় ইট বিছানোকার্য সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৭০ খ্রীঃ আই. ডি. পি. প্রার্থী মাওলানা আবদুল মান্নানকে পরাজিত করে ফরিদগঞ্জ ও হাজীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা হতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ খ্রীঃ মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ওয়ালী উল্লাহ নওজোয়ান ১৯৭২ /৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত চাঁদপুর রিলিফ কমিটির চেযারম্যান ছিলেন। ১৯৭২ খ্রীঃ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকারী এম. সি. এ. দের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। ওয়ালী উল্লাহ নওজোয়ান চাঁদপুর হাসান আলী হাই স্কুল ও গণি মডেল হাই স্কুলের গণিত বিষয়ে শিক্ষকতা করে অত্যন্ত সম্মানের সহিত জীবিকা নির্বাহ করেন। জীবনের শেষ দশকে তিনি সরকারের ১৬ লক্ষ টাকার অনুদানে চাঁদপুর পুরান বাজারস্থ নূরিয়া মাদ্রাসাকে বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীসহ একটি বাই-লেটারেল হাই স্কুলে পরিবর্তিত করেন। ইহা একটি স্থায়ী জাতিগঠন মূলক স্বরণীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য যে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব দিন পর্যন্ত এই হাই স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। ওয়ালী উল্লাহ নওজোয়ান একজন লোভ-লালসামুক্ত, সৎ, মানবসেবী ও সাহসী রাজনীতিবিদ ছিলেন। ১ জানুয়ারী ১৯৭৫ খ্রীঃ শেষ রাত্রে এই মানব প্রেমিক ব্যক্তি চাঁদপুর নতুন বাজারস্থ নওজোয়ান মঞ্জিলে উচ্চ রক্ত চাপ জনিত রোগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ---------- রাজেউন)।[৩৪৪]

---

৩৪১ এক নজরে ফরিদগঞ্জ-ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত পৃঃ ১২৪ ও ফরিদগঞ্জ ফাউনেডশন কর্তৃক গুনীজন সংবধনা স্বরনিকা ১৯৯৪।

৩৪২ প্রাগুক্ত ও সাক্ষাতকার-ওয়ালীউল্লাহ নওজোয়ানের বড় ছেলে এ কে এম ওমর ফারুকের তাং ২০/০৬/২০০১।

৩৪৩ প্রাগুক্ত।

৩৪৪ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ আব্দুল হান্নান

(জন্মঃ ২৭ জুলাই ১৯৬২ খ্রীঃ)

মোঃ আব্দুল হান্নান চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার ৪ নং পশ্চিম সুবিদপুর ইউনিয়নের চৌরাঙ্গা গ্রামে ২৭ জুলাই ১৯৬২ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন (সার্টিফিকেট অনুযায়ী)। তাঁর পিতার নাম- আশেক আলী, মাতার নাম- আঙ্গুরেন নেসা। তিনি শোল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর শোল্লা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ খ্রীঃ ২য় বিভাগে এস.এস.সি, চাঁদপুর সরকারী কলেজ থেকে ১৯৭৯ খ্রীঃ ২য় বিভাগে এইচ.এস.সি এবং সরকারী জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা থেকে ১৯৮৪ খ্রীঃ ২য় বিভাগে বি.এস.সি পরীক্ষা পাস করেন।[৩৪৫]

ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর সমাজ সেবামূলক কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৮৫/১৯৮৬ খ্রীঃ তিনি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং গরীব দুঃখীদের সাহায্য করতে থাকেন। ১৯৯৩/১৯৯৪ খ্রীঃ তিনি যখন শিল্পপতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন তখন থেকেই তার সমাজকল্যাণ মূলক কাজের পরিধী বিস্তার লাভ করে। তখন তিনি ফরিদগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদ্রাসায় মাসিক হারে চাঁদা দিতেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন মসজিদ নির্মাণ, সংস্কার ও রাস্তা-ঘাট, পুল, কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণ ও মেরামত করা পানীয় জলের ব্যবস্থা, গরীব-অসহায় দেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, ঘর তৈরী করে দেয়া, কন্যা দায়গ্রস্ত পিতাকে কন্যার বিবাহের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান, গরীবদের মাঝে বিনামুল্যে রিক্সা বিতরন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য প্রদান ও ভবন নির্মাণ করে দেয়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি প্রদান,পাঠাগার-ক্লাবে আর্থিক অনুদান প্রদান, মানুষের বিপদ-আপদ ও দুর্যোগে সাহায্য করাসহ বহুরূপে সমাজে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজকরে যাচ্ছেন। [৩৪৬]

শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ কল্যাণে তাঁর অবদানের কিয়দাংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল-

(১) দক্ষিণ শোল্লা দাখিল মাদ্রাসা (২) সুবিদপুর মাদ্রাসা (৩) মানিক সাহির মাদ্রাসা (৪) কড়ইতলী মাদ্রাসা (৫) আড্ডাবাড়ী মাদ্রাসা (৬) কামতা সিনিয়র মাদ্রাসা (৭) কাওনিয়া মাদ্রাসা (৮) দক্ষিণ বদরপুর মাদ্রাসা (৯) চরদুখিয়া রামপুর মাদ্রাসা (১০) বাচপাড় হাফিজিয়া মাদ্রাসা (১১) ফরিদগঞ্জ এতিমখানা (১২) জয়শ্রী মাদ্রাসা ও এতিমখানা (১৩) লড়িয়ারচর লিল্লাহ বোডিং (১৪) দক্ষিণ শোল্লা জামে মসজিদ (১৫) মনতলা জামে মসজিদ (১৬) বাচপাড় জামে মসজিদ (১৭) ভাওয়াল মসজিদের পুকুর ঘাট পাকা করণ (১৮) সৈয়দপুর ৪নং ইউঃপি এবতেদায়ী মাদ্রাসা ভবন নির্মান (১৯) তাঁর নিজ বাড়ীর মসজিদ নির্মান (২০) চৌরাঙ্গা সৈয়াল বাড়ী জামে মসজিদ নির্মান (২১) শোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ নির্মান (২২) মুন্সির হাট বাজার জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলা (৮ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে) নির্মাণ (২৩) শাহরাস্তিতেও একটি

---

[৩৪৫] সাক্ষতকার মোঃ আঃ হান্নান, তাং ০৪/১০/০৩ , ২৮/১১/০৩ খ্রীঃ ও সাক্ষাতকার মোঃ আব্দুর রশিদ,আঃ হান্নান সাহেবর অফিস সেক্রেটরী, তারিখ-০৬/১০/০৩ খ্রিঃ।

[৩৪৬] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ নির্মাণ (২৪) সন্তোষপুর এতিমখানা, ঈদগাহ ও মসজিদ (২৫) ফরিদগঞ্জ এ.আর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মসজিদ ও ঈদগাহ (২৬) ফরিদগঞ্জ থানা মসজিদ (২ লক্ষ টাকা) অনুদান প্রদানসহ প্রায় শতাধিক মসজিদ ও ৩২/৩৩ টি মাদ্রাসায় সাহায্য করেন। এছাড়াও (২৭) শোল্লা হাই স্কুলের জন্য ৮লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভবন নির্মাণ (২৮) গল্লাক কলেজের ভূমি ক্রয়ের জন্য ২লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা দান করেন ও ভবন নির্মানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন (২৯) খাজুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (৩০) আস্টা উচ্চ বিদ্যালয় (৩১) বড়গাঁও উচ্চ বিদ্যালয় (৩২) ফরিদগঞ্জ এ.আর.পাইলট হাইস্কুল, ফরিদগঞ্জের মেইন রাস্তা থেকে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা ও স্কুল গেইট প্রায় ৮ লাক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ (৩৩) ৪ নং পশ্চিম সুবিদপুর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ৫০ শতাংশ ভূমি দান (৩৪) ২নং বালিথুবা ইউনিয়ন পরিষদের ভূমি ক্রয়ের জন্য নগদ অনুদান প্রদান (৩৫) গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামুল্যে বই বিতরণ (৩৬) গরীব সাহায্য পার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠানের ভর্তি, বেতন ও ফিসহ বিভিন্নভাবে সাহায্য প্রদান (৩৭) ২০০১ খ্রীঃ গরীবদের মাঝে বিনামুল্যে ৫০ খানা রিক্সা বিতরণ (৩৮) একই বছর ৮০ বান্ডিল টিন দিয়ে দোচালা প্রায় ৪০খানা ঘর গরীব ও অসহায়দের নির্মাণ করে দেন (৩৯) প্রতিবছর ৮/১০হাজার পিস কাপড়, শাড়ী, লুঙ্গী গরীবদের মধ্যে বিতরণ (৪০) টোরা মুন্সীরহাট থেকে শোল্লা পর্যন্ত রাস্তা তাঁর সহযোগীতায় পাকা হয় (৪১) শোল্লা চৌধুরীবাড়ী জামে মসজিদ নির্মাণ (৪২) এ ছাড়াও ফরিদগঞ্জ উপজেলার ১৬ টি ইউনিয়নে (৫০'বাই ৪০' আয়তনে) ১৬ খানা মসজিদ নির্মানের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সবগুলো মসজিদ একই মডেলে নির্মিত হচ্ছে এবং সবগুলোতেই টাইলস বসবে। উক্ত প্রতিটি মসজিদের নির্মাণ ব্যয় হবে প্রায় ১৪ লাখ টাকা। ইতিমধ্যে অধিকাংশ মসজিদ নির্মান শেষে নামজ পড়া শুরু হয়েছে। বাকিগুলো অল্প দিনের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। (৪৩) আউটার সার্কুলার রোডস্থ প্যানপ্যাসিপিক হাসপাতাল, ঢাকা এর আব্দুল হান্নান সাহেব একজন পরিচালক (৩০ জন প্রতিষ্ঠাতার তিনি একজন) এখানে ইনভেস্টকৃত অর্থথেকে তিনি কোন প্রকার লাভ গ্রহন করেননি।(৪৪) নিজ এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নিজ বাড়িতে "শোল্লা আশেক আলী মহাবিদ্যালয়" নামে একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। কলেজটি প্রতিষ্ঠায় ব্যয় হবে কমপক্ষে ১২ কোটি টাকা । কলেজটির জন্য ৬ একর ভূমি ক্রয় করে পূর্ণ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করে ভবন নির্মানের কাজ চলছে । এর মধ্যে থাকছে প্লে-গ্রুপ থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত একটি পৃথক একাডেমিক ভবন, মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য থাকছে পৃথক একাডেমিক ভবন, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য পৃথক একাডেমিক ভবন,ছাত্রাবাস, শিক্ষক মন্ডলির জন্য আবাসিক ভবন, প্রিন্সিপ্যালের জন্য পৃথক বাস ভবন ও ভাইস প্রিন্সিপ্যালের জন্য পৃথক বাস ভবনসহ মোট ৭ টি ৪ তলা বিশিষ্ট ভবন। আরো থাকছে তাঁর অনুপস্থিতে যাতে করে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক অসুবিধায় না পড়ে তার জন্য এফ.ডি.আরকৃত ৩ কোটি টাকা। যার লভ্যাংশ থেকে শিক্ষক মন্ডলির বেতন-ভাতা প্রদান নিশ্চিত করা হবে । কারণ প্রতিষ্ঠানটি সরকারী টাকা গ্রহন করবে না। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ৫০% কাজ সমাপ্তির পথে।[৩৪৭]

[৩৪৭] প্রাগুক্ত , অপরাধ বিচিত্রা ১৯মে ২০০৩ ও সাপ্তাহিক ঢাকা মিডিয়া (৬-৯ পৃঃ) ১৪ জুন '০৩ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন

(জন্ম-১৮৮৮ খ্রীঃ, মৃত্যু- ২১ মে ১৯৯৪ খ্রীঃ)

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার পাইকারদী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৮৮ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রহমান, মাতার নাম- আমেনা বিবি। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিবেশী চন্দ্রকুমার পাল পন্ডিত মহাশয়ের পাঠশালায় সমাপ্ত করেন। অতঃপর হরিণা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে তাঁর পিতার মৃত্যুর ফলে তাঁর পক্ষে আর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নাই এবং এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার ইতি ঘটে। পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে তাঁকে সংসারের হাল ধরতে হয় এবং ষ্টীমার কোম্পানীর স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টারের সহকারী রূপে অল্প বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কয়েক বছর পর উক্ত চাকরী ছেড়ে দিয়ে ১৯১০ খ্রীঃ তিনি ওরিয়েন্টাল গভার্নমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চাঁদপুর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেন। তৎকালে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে তিনিই ছিলেন জীবন বীমার প্রথম মুসলমান কর্মী।[৩৪৮]

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও ব্যক্তিগত পড়াশোনা ও জ্ঞানী গুণীদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলিম সমাজের একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ৭/৮ বছর বীমা কোম্পানীতে কাজ করার পর যখন তার আর্থিক সচ্ছলতা অর্জিত হয় তখন তিনি বীমা কোম্পানীর কাজ ছেড়ে দিয়ে সাংবাদিকতা পেশা বেছে নেন।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ছিলেন বাংলা একাডেমীর ফেলো, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টি'র সদস্য এবং 'নজরুল ইন্সটিটিউট' এর বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান।[৩৪৯]

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের কর্মময় জীবন

যৌবনে পদার্পণ করেই মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সমাজের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামী ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তিনি মনে করতেন, কেবলমাত্র বই ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারকার্য দ্বারাই এর প্রতিকার করা সম্ভব। এই সময়েই তিনি তাঁর লক্ষ্যপথ বেছে নিলেন। আর তা হলো সমাজের এই অন্ধকার নিরসনকল্পে তাঁর যা শক্তি তা ব্যয় করবেন। নিম্নে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের কর্মপঞ্জী বর্ণনা করা হলো।

---

[৩৪৮] সওগাত- মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন জাতীয় সম্বর্ধনা সংখ্যা; অগ্রহায়ন-পৌষ ১৩৮৬ ও সাক্ষাতকার-নূর জাহান বেগম, সম্পাদিকা, সপ্তাহিক বেগম পত্রিকা, তারিখ ০৫/০৭/০৩।

[৩৪৯] বাংলা পিডিয়া- ৮ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পৃঃ ৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

(১) **সচিত্র মাসিক সওগাত:** বাংলার মুসলমানদের সর্বপ্রথম চিত্রবহুল প্রগতিশীল মাসিকপত্র। রক্ষণশীলদের প্রবল বাধা উপেক্ষা করে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন (ইংরেজী ১৯১৮-এর নভেম্বর) মাসে এ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। সেকালে মুসলিম সমাজের বই বা পত্র-পত্রিকায় ছবি ছাপা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন এই কুসংস্কার ভঙ্গ করেন।

(২) **বার্ষিক সওগাত:** সরস রচনা ও শত শত চিত্রশোভিত বাংলার মুসলমান সমাজের প্রথম সাহিত্য বার্ষিকী। প্রকাশকাল ১৩৩৩ বাংলা।

(৩) **সচিত্র সাপ্তাহিক সওগাত:** বাংলার মুসলমান সমাজের সর্বপ্রথম চিত্রসজ্জিত আধুনিক ধরনের সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রকাশকাল ১৩৩৪ বাংলা।

(৪) **সওগাত প্রেস:** বাঙালী মুসলমানদের রঙিন, হাফটোন ছবি ছাপার উপযোগী কোন প্রেস ছিল না। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সর্বপ্রথম 'সওগাত প্রেস' নামক কালার প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করেন ১৩৩৪ বাংলা।

(৫) **সওগাত সাহিত্য পরিষদ (মজলিশ):** কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবীদের মিলন ও আলোচনার প্রথম কেন্দ্রস্থল। এর পূর্বে মুসলিম সমাজে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। প্রতিষ্ঠাকাল ১৩৩৩ বাংলা। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এই পরিষদের কর্ণধার।

(৬) **সচিত্র মহিলা সওগাত:** সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে মহিলাদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র মহিলাদের রচনা ও ছবিসহ সওগাতের বৃহদাকারের মহিলা সংখ্যা। বাংলা ভাষায় এটাই সর্বপ্রথম মহিলাদের সচিত্র বিশেষ সংখ্যা। প্রথম প্রকাশ ১৩৩৭ বাংলা।

(৭) **মুসলিম নারী-মুক্তি আন্দোলন:** অবরোধবাসিনী, অবজ্ঞাত মুসলিম নারীদের মুক্তি আন্দোলন। তাদেরকে সক্রিয়ভাবে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে অনুপ্রবেশে উৎসাহিত করা হয়। ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হয় বহু মহিলা কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবী। তিনি বিভিন্ন দেশের নারীদের শিক্ষা ও অগ্রগতির বিবরণ সওগাতে নিয়মিত প্রকাশ করতেন এবং আমাদের সমাজের নারীদেরও সে সব মহিলাদের কার্যের অনুসরণে অনুপ্রাণিত করতেন। এর ফলে আমাদের সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল বহু মহিলা কবি, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী।

(৮) **সচিত্র শিশু সওগাত:** খুব ছোটদের জন্য অতি সহজ ও সরল ভাষায় বহু চিত্রশোভিত সর্বত্র সমাদৃত মাসিকপত্র। বাংলার মুসলমান সমাজে এ ধরনের শিশু পত্রিকা এটাই প্রথম। প্রকাশকাল ১৩৪৪ বাংলা।

(৯) **সওগাত বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা:** মুসলিম জগতের সচিত্র বিবরণসহ সুবৃহৎ সংখ্যা। প্রকাশকাল ১৩৪৩ বাংলা।

(১০) **সওগাত-যুদ্ধ ও এ-আর-পি সংখ্যা:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত শত ছবি ও যুদ্ধের বিবরণসহ দু'টি বিশেষ সংখ্যা। প্রকাশকাল ১৩৪৭ বাংলা।

(১১) **সচিত্র সাপ্তাহিক বেগম:** সওগাতের মাধ্যমে মহিলা কবি ও সাহিত্যিকদের আবির্ভাবের পর মহিলাদের জন্য সচিত্র সাপ্তাহিক বেগম প্রকাশিত হয় (বাংলা ১৩৫৪; ইংরেজী ১৯৪৭ খ্রীঃ)। ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় মহিলাদের আর কোন সাপ্তাহিক সচিত্র পত্রিকা ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) **প্রথম সংবাদচিত্রের প্রবর্তন (১৩২৫ বাংলা):** মুসলমান রক্ষণশীল দলের বাধার ফলে মুসলিম পরিচালিত কোন পত্রিকায় সংবাদচিত্র ছাপা হত না। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সওগাতের প্রথম সংখ্যা থেকেই সংবাদচিত্র ছাপা শুরু করেন।

(১৩) **খেলাধুলার উৎসাহ প্রদান:** কলকাতার মোহামেডান স্পোটিং ক্লাবের এ্যালবাম ও খেলোয়াড়দের ছবিসহ 'মোহামেডান স্পোটিং ক্লাব' বিশেষ সংখ্যা সওগাতে প্রকাশিত হয়। খেলাধুলার উপর এটাই মুসলমানদের প্রথম প্রকাশনা।

(১৪) **সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ:** সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিতে উৎসাহ প্রদান। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে সওগাতে 'মঞ্চ ও ছায়াছবি' বিভাগের সংযোজন করা হয়। এছাড়া সওগাতে সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়। মুসলিম সমাজের পত্রিকায় ইহাই প্রথম "মঞ্চ ও ছায়াছবি" বিভাগ।

(১৫) **ঢাকায় সওগাত ও বেগম স্থানান্তর:** দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ খ্রীঃ 'সওগাত' ও 'বেগম' ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা থেকে 'বেগম' এর প্রকাশনা শুরু হয়। প্রথম দিকে লেখিকা ও সংস্কৃতিসেবী মহিলার অভাবে বিশেষ বেগ পেতে হয়। ক্রমে এই অভাব দূর হয়।

(১৬) **বেগম ক্লাব:** মহিলাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ডের কোন ক্লাব বা মঞ্চ ছিল না। ১৯৫৪ খ্রীঃ এই অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে মহিলাদের নিয়ে ঢাকায় 'বেগম ক্লাব' ও একটি মঞ্চ স্থাপন করা হয়।

(১৭) **ঢাকায় সওগাতের প্রকাশনা:** ১৯৫২ খ্রীঃ ঢাকা থেকে সচিত্র মাসিক সওগাতের প্রকাশনা পুনরায় শুরু হয়।

(১৮) **নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক:** কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৬ খ্রীঃ "নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক" এর প্রবর্তন করা হয়। এর পূর্বে এদেশের কোন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক নিজের অর্থে এরূপ পুরস্কার প্রবর্তন করেননি।[৩৫০]

১৯৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত যাঁরা নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক লাভ করেছেন

১৯৭৬	১৯৮২	১৯৮৬
আবুল মনসুর আহমদ	কবি হাসান হাফিজুর রহমান	অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
আহসান হাবীব	নূরুল মোমেন	আবদুল হালিম চৌধুরী
লায়লা আজুমান্দ বানু	ফেরদৌসী রহমান	১৯৮৭
১৯৭৭	১৯৮৩	রাবেয়া খাতুন
কবি সুফিয়া কামাল	অধ্যাপক মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন	শ্রী সুধীন দাশ
ডঃ কাজী মোহাতার হোসেন	শওকত ওসমান	১৯৮৮
কবি আবদুল কাদির	শেখ লুৎফর রহমান	ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী
গোলাম কাসেম	১৯৮৪	কলিম শরাফী
১৯৭৯	অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	১৯৮৯
আবুল ফজল	সৈয়দ আলী আহসান	আবু রুশ্‌দ মতিনউদ্দীন
আবুল হোসেন	আবদুল আহাদ	কাজী আবুল কাসেম
ফিরোজা বেগম	১৯৮৫	১৯৯০
১৯৮১	কবি সানাউল হক	কবি আল মাহমুদ
নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান	শাহেদ আলী	সৈয়দ শামসুল হক
কবি শামসুর রাহমান	জুলহাসউদ্দীন আহমদ	
সোহরাব হোসেন		

* ১৯৭৮ ও ১৯৮০ সালে কোন পদক দেওয়া হয়নি।[৩৫১]

---

[৩৫০] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এর ১০৪তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা ও সাক্ষাতকার-নূরজাহান বেগম, সম্পাদিকা, সপ্তাহিক বেগম পত্রিকা, তাং ০৫/০৭/০৩।

[৩৫১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(১৯) **সম্মান লাভ:** মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন দেশের বহু সংখ্যক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বহু স্বর্ণপদক এবং সম্মানপত্র লাভ করেছেন।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন যে সব পুরস্কার, সম্মাননা ও সংবর্ধনা লাভ করেন

১। নজরুল একাডেমী আজীবন সদস্যপদ লাভ ১৯৬৯	১২। রংধনু ললিতকলা একাডেমী পুরস্কার- ১৯৮৫
২। বাংলা একাডেমীর সম্মাননা পুরস্কার- ১৯৭৫	১৩। কাব্যধাম সম্মাননা পুরস্কার- ১৯৮৫
৩। একুশে পদক- ১৯৭৭	১৪। বাংলা একাডেমীর ফেলো- ১৯৮৬
৪। বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট পুরস্কার- ১৯৭৭	১৫। চাঁদপুর ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক- ১৯৮৭
৫। কুমিল্লা ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক- ১৯৭৭	১৬। জাতীয় ভিত্তিতে জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন- ১৯৮৮
৬। জাতীয় সংবর্ধনা লাভ- ১৯৭৯	১৭। লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল পদক- ১৯৮৮
৭। আবুল মনসুর সাহিত্য পুরস্কার- ১৯৮০	১৮। শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বেগম জেবুনেচ্ছা ও কাজী মাহ্‌বুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক সম্মাননা ও বিশেষ উপহার প্রদান- ১৯৮৮
৮। বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতীয় ভিত্তিতে সংবর্ধনা- ১৯৮০	১৯। বাংলাদেশ মহিলা সমিতিরি সংবর্ধনা- ১৯৮৯
৯। স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার- ১৯৮৪	২০। পদ্মরাগ সাহিত্য সংঘ পদক- ১৯৮৯
১০। হাসান হাফিজুর রহমান পরস্কার- ১৯৮৪	২১। ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পদক- ১৯৮৯
১১। শেরে বাংলা জাতীয় স্মৃতি সংসদ প্রদত্ত স্বর্ণপদক ১৯৮৫	২২। নজরুল ইনস্টিটিউটের নজরুল স্মৃতি পুরস্কার ১৯৯১

(২০) **মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন রচিত গ্রন্থসমূহ ঃ**

(১) শিরী ফরহান (উপন্যাস) (২) আল্লার নবী মোহাম্মদ (দঃ)
(৩) বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ (৪) সওগাত যুগ নজরুল ইসলাম
(৫) আত্মকথা।[৩৫২]

[৩৫২] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এর ১০৪তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ শফিউল্লাহ (কস্‌মিক)

(জন্মঃ ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ খ্রীঃ, মৃত্যু- ২০০১ খ্রীঃ)

সমাজে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা জীবনকে কেবল নিজের বলে মনে করেন না। সমাজ ও মানুষের জন্য কাজ করে আনন্দ পান, মোঃ শফিউল্লাহ (কস্‌মিক) তাঁদের অন্যতম। মহৎ প্রাণ এই সমাজসেবী 'কস্‌মিক শফিউল্লাহ' নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার রুস্তমপুর গ্রামে ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ খ্রীঃ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এবাদ উল্লাহ, মাতার নাম হালিমা খাতুন। ৬ ভাই বোনের মধ্যে তিনি সর্ব কনিষ্ঠ। তিনি গৃদকালিন্দিয়া মাইনর স্কুল হতে ১৯৪৫ খ্রীঃ এম.ই পাস করে বিক্রমপুর পরগনার শ্রীনগর উপজেলার অন্তর্গত ষোলঘর এ. কে. এস. কে. হাইস্কুল হতে ১৯৫০ খ্রীঃ মেট্রিক ও ঢাকা সলিমুল্লাহ কলেজ হতে ১৯৫২ খ্রীঃ ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। অতঃপর ১৯৫১ খ্রীঃ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এর অফিস "বর্ধমান হাউস" (বর্তমান বাংলা একাডেমী) এ প্রথম চাকরী নেন। অতপর ষোলঘর এ.কে.এস.কে উচ্চ বিদ্যালয়, মুড়াপাড়া জমিদারী "ষ্টেট" এবং সর্বশেষ ঢাকা মেডিকেল কলেজ "প্যাথলজি ডিপার্টমেন্ট" এ চাকুরী করেন। ১৯৬০ খ্রীঃ ব্যবসায়ী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং "কস্‌মিক কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ" নামে একটি ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করে মানব সেবায় অবদান রেখে যান। ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'কসমিক কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ' এর মালিক ছিলেন বিধায় তিনি "কসমিক শফিউল্লাহ" নামে সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত। ১৯৫২ খ্রীঃ ভাষা আন্দলন ও ১৯৫৪ খ্রীঃ ৯২-ক ধারা প্রবর্তনে দু'বার কারাবরণ করেন।

শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে তাঁর আবদান সমূহ:

* শফিউল্লাহ কসমিক একজন মহৎপ্রাণ, দয়ালু, ধর্মপ্রাণ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। উপার্জন করেছেন যথেষ্ট। উপার্জনের সিংহ ভাগ খরচ করেছেন সমাজের বিভিন্ন শিক্ষা, ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক কাজে। কায়িক পরিশ্রম ও অনুদান দিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ায় সাহায্য করেছেন তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- ফরিদগঞ্জ কলেজ
- ফরিদগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
- ফরিদগঞ্জ পূর্ব বাজার বড় মসজিদ
- ধানুয়া উচ্চ বিদ্যালয়
- গৃদকালিন্দিয়া উচ্চ বালক বিদ্যালয়
- হাজেরা-হাসমত ডিগ্রী কলেজ
- গৃদকালিন্দিয়া উচ্চ বালিক বিদ্যালয়
- গৃদকালিন্দিয়া বাজার মসজিদ
- লাউতলী রশিদ আহমদ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ।
- লাউতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
- কাউনিয়া ওয়াই.এম. উচ্চ বিদ্যালয়
- কাউনিয়া হানাফিয়া সিনিয়র মাদ্রসা
- বার পাইকা সিনিয়র মাদ্রাসা ও মসজিদ
- ওমর খাঁ বাড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মসজিদ সংস্কার
- ভাটেরহদ হাফেজিয়া মাদ্রাসা
- ভাটেরহদ হাজী আব্দুল আহাদ উচ্চ বিদ্যালয়
- ভাটেরহদ স্বনির্ভর প্রাথমিক বিদ্যালয়
- সন্তোষপুর পীর মোসলেউদ্দিন এতিমখানা ও মসজিদ
- কালির বাজার মসজিদ
- বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, এ.জি.বি. কলোনী, ঢাকা
- ফরিদগঞ্জ থানা সমিতি
- চাঁদপুর জেলা সমিতি
- কেন্দ্রীয় মুকুল ফৌজ
- বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি

Dhaka University Institutional Repository

- রুস্তমপুর সমাজকল্যাণ ক্লাব
- রুস্তমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
- রুস্তমপুর পোষ্ট অফিস ও বিল্ডিং
- রুস্তমপুর এবতেদায়ী মাদ্রাসা
- পশ্চিম রুস্তমপুর আল-নুর জামে মসজিদ
- গন্ডামারা এতিমখানা।
- চাঁদপুর যুবকল্যাণ সমিতি
- ফরিদগঞ্জ ছাত্রকল্যাণ সমিতি
- মেঘদূত ও কচি-কাঁচার আসর
- আয়ুবআলী খান স্মৃতি কল্যাণ সংসদসহ সমাজের অসংখ্য গরীব দুঃখী মানুষের সাহায্য করেছেন[৩৫৩]

তিনি ফরিদগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, গৃদকালিন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, গৃদকালিন্দিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, কাওনিয়া হানাফিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, গৃদকালিন্দিয়া হাজেরা-হাসমত ডিগ্রী কলেজ ও ভাটেরহদ হাজী আঃ আহাদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সমাজকল্যাণ মূলক কর্ম হচ্ছে-

- ১৯৪৬ খ্রীঃ ৭ম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় নিজ বাড়িতে " রুস্তমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়" স্থাপন করেন। বর্তমানে ঐ স্কুলটি সরকার অনুমোদিত ও পাকা দালান। * ১৯৫৩ খ্রীঃ "রুস্তমপুর সমাজকল্যাণ ক্লাবের" (সরকার অনুমোদিত) প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী, পরবর্তীতে সভাপতি, উপদেষ্টা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন। * ১৯৫৪ খ্রীঃ রুস্তমপুর-বদরপুর-বারপাইকা- ভাটেরহদ রাস্তা নির্মাণ করেন। বর্তমানে ঐ রাস্তাটির উপর ২টি পাকা পুলসহ তাঁর একক চেষ্টায় প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা সরকারী অনুমোদন নিয়ে কার্পেটিং এর মাধ্যমে রুস্তমপুর বাজারসহ রাস্তাটি পাকা করা হয়। *১৯৫৪ খ্রীঃ "চাঁদপুর মহকুমা সমিতি" বর্তমানে " চাঁদপুর জেলা সমিতির " প্রতিষ্ঠাতা আজীবন সদস্য, সহ-সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। এ সমিতির মালিবাগ রেললাইনের পাশে ৭ কাঠা জমির উপর ৭ তলা 'চাঁদপুর ভবন' অবস্থিত। *১৯৫৪ খ্রীঃ ফরিদগঞ্জ থানার প্রাক্তন সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, দেশপ্রেমিক ওয়ালিউল্লাহ নওজোয়ান এর একজন ঘনিষ্ঠ সমকর্মী হিসেবে আমেরিকান সংস্থা " ফরিদগঞ্জ ভিলেজ এইড" এর মাধ্যমে শত শত নলকূপ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। * ১৯৫৬ খ্রীঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় দুইটি হাসপাতাল (ফরিদগঞ্জ ও বুড়িচং) থানায় স্থাপন করা হয়। ওয়ালিউল্লাহ নওজোয়ান এর সাথে এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যপারে কসমিক শফিউল্লাহ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। * ১৯৭০ খ্রীঃ ' রায়পুর-চাঁদপুর রাস্তা' পাকাকরণ ও ' ফরিদগঞ্জ কলেজ' প্রতিষ্ঠাকল্পে ' ঢাকাস্থ ফরিদগঞ্জ থানা সমিতি' গঠন ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে সভাপতি, উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। *১৯৭১ খ্রীঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহন করেন।*১৯৭২ খ্রীঃ দক্ষিণ বদরপুর ওমর খাঁ বাড়ীর " প্রাথমিক বিদ্যালয়ের" প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমানে স্কুলটি সরকারী অনুদানে পাকা ভবন। তিনি ঐ বাড়ীর পুরাতন মসজিদও সংস্কার করেন। * ১৯৭২ খ্রীঃ বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি।*১৯৭৩ খ্রীঃ "রুস্তমপুর জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। (বর্তমানে বিলুপ্ত)

---

[৩৫৩] গুণীজন সংবর্ধনা স্মরণিকা -১৯৯৪, ফরিদগঞ্জ ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত; স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ফরিদগঞ্জ থানার কৃতি সন্তানদের সম্বর্ধনা ১৯৯৬ পৃষ্ঠা/২২; শফিউল্লাহ কসমিকের জীবদ্দশায় ২০০১ খ্রীঃ ঢাকার আরামবাগস্থ বাসায় সাক্ষাৎকার; লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরীর-সাক্ষাৎকার তাং-১৭/০৫/২০০৩ খ্রীঃ , তাঁর ধানমন্ডির নিজ বাসায়; লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবু ওসমান সাহেব কর্তৃক লিখিত শফিউল্লাহ কসমিক এর সংক্ষিপ্ত জীবনী; মাসিক পল্লী কাহিনী-১১ ও ১২ তম সংখ্যা পৃষ্ঠা-৫; ফরিদগঞ্জ বার্তা, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা -১২ ও এক নজরে ফরিদগঞ্জ-ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৮৫ ও সাক্ষাতকার-ক্যাপ্টেন পারভেজ, তারিখ ০৭/১১/০৩।

Dhaka University Institutional Repository

* ১৯৭৩ খ্রীঃ " বাংলাদেশ-আমেরিকা মৈত্রী সমিতি" (BUSFA) কার্যকরী পরিষদ সদস্য। *১৯৭৫ খ্রীঃ 'রুস্তমপুর আদর্শ সমবায় সমিতি' এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। * ১৯৭৫ খ্রীঃ ফরিদগঞ্জ উপজেলার পূবালী ব্যাংকের ৪টি শাখা স্থাপন করা হয়। কস্‌মিক শফিউল্লাহর একক প্রচেষ্টায় গৃদকালিন্দিয়া বাজারে ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপন করা হয়। * 'মেঘদূত' ও 'কচি-কাঁচার আসর' ঢাকা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি,। *বাংলাদেশ 'মেট্রোপলিটন লায়ন ক্লাব এর প্রাক্তন সদস্য, 'বাংলাদেশ লায়ন ফাউন্ডেশন' ও 'জাতীয় অন্ধকল্যাণ সমিতি'র আজীবন সদস্য ছিলেন। *'কেন্দ্রীয় মুকুল ফৌজ' এর প্রাক্তন অর্থ সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও উপদেষ্টা ছিলেন। * চাঁদপুর জেলা যুবকল্যাণ সমিতি'র উপদেষ্টা ছিলেন। * 'ফরিদগঞ্জ ছাত্রকল্যাণ সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। * 'বৃহত্তর কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া -চাঁদপুর জেলা সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন। * 'সন্তোষপুর পীর মোসলেহ উদ্দিন এতিমখানার' প্রাক্তন উপদেষ্টা ছিলেন। * 'অগ্রগামী সামাজিক সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠির' উপদেষ্টা ছিলেন। * ১৯৮১ খ্রীঃ 'ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি'র সহযোগিতায় ফরিদগঞ্জে পল্লী বিদ্যুতায়নে সক্রিয় ভূমিকার ফলে উপজেলা সদর, নিজ গ্রাম ও গৃদকালিন্দিয়া বাজারে বিদ্যুতায়ন করেন। * ১৯৮৪ খ্রীঃ 'রুস্ত মপুর এবতেদায়ী মদ্রাসা' এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। * ১৯৯১ খ্রীঃ 'আইউব আলী স্মৃতি কল্যাণ' সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। * ১৯৯২ খ্রীঃ চাঁদপুর জেলার মধ্যে একমাত্র রুস্তমপুর গ্রামে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ক্লাব সদস্যদের সহযোগিতায় " পোষ্ট অফিস" স্থাপনের ফলে অত্র এলাকার জনগণ উপকৃত হয়েছেন। * ১৯৯২ খ্রীঃ হতে হাজী আবদুল আহাদ জনকল্যাণ ট্রাষ্ট এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। * "ফরিদগঞ্জ থানা সমিতির" সহযোগিতায় ১৭টি 'চক্ষু শিবিরের' মাধ্যমে ফদিগঞ্জ থানায় ২,৫০০ জন রোগীর বিনামূল্যে চোখ অপারেশন করে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। * ১৯৭৯-১৯৯১ খ্রীঃ প্রায় ১২ বৎসর তাঁর একক চেষ্টা ও পরিকল্পনার ফলে ফরিদগঞ্জের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে " ফরিদগঞ্জ থানা সমিতি" ও "ফরিদগঞ্জ ছাত্র কল্যাণ সমিতির" সদস্যদের সহযোগিতায় " এক নজরে ফরিদগঞ্জ" নামক একটি তথ্যমূলক বই প্রকাশ করে বিনামূল্যে ফরিদগঞ্জের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশে উপজেলা ভিত্তিক এরূপ তথ্যমূলক বেসরকারী পর্যায়ে কোন বই আছে কিনা সন্দেহ। ইসলামী বিশ্বকোষের ১০ম খন্ডে বইটির নাম উল্লেখ রয়েছে। * 'রায়পুর-চাঁদপুর রাস্তা' পাকা করন সংগ্রাম কমিটির উপদেষ্টা ছিলেন। * "গৃদকালিন্দিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়" এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। * ১৯৫৪-১৯৯৯ খ্রীঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর "ঢাকা-চট্টগ্রাম বিকল্প রাস্তার" অসম্পূর্ণ অংশ রায়পুর-চাঁদপুর ভায়া ফরিদগঞ্জ ১৭ মাইল ও চাঁদপুর-দাউদকান্দি ভায়া মতলব ২০ মাইল, এই ৩৭ মাইল রাস্তা পাকা করার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছেন, এই রাস্তাই ছিল যেন তাঁর স্বপ্ন, এই রাস্তাই ছিল যেন তাঁর সাধনা। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩ সালে প্রাক্তন যোগাযোগমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মুনছুর আলীকে নিজে দাওয়াত করে 'রায়পুর-চাঁদপুর' রাস্তার মাটি কাটার কাজ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের উত্তরে কস্‌মিক শফিউল্লাহ বলেছিলেন "এই রাস্তা পাকা হলে রাস্তার পাশে আমার কবর দিও।" *১৯৯৫ খ্রীঃ "গৃদকালিন্দিয়া কলেজ" বাস্তবায়ন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। বর্তমানে ঐ কলেজটি "হাজেরা-হাসমত ডিগ্রী কলেজ" নামে পরিচিত।[৩৫৪]

---

[৩৫৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মাননা: ১৯৪৬ খ্রীঃ হতে ২০০০ খ্রীঃ পর্যন্ত গত ৫৬ বছরের সমাজসেবায় অবদানের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, সমিতি ও সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে " স্বর্ণ পদকসহ" বহু পুরস্কার গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

* ১৯৮৯ খ্রীঃ হোটেল পূর্বানীতে "ফরিদগঞ্জ থানা সমিতি" কর্তৃক আয়োজিত ঈদ-পুর্ণমিলনী উৎসবে প্রধান অতিথি তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিষ্টার মওদুদ আহাম্মদ কর্তৃক "ক্রেষ্ট" প্রদান।
* ১৯৯০ খ্রীঃ " ফরিদগঞ্জ থানা নবীন কচি-কাঁচার মেলা" কর্তৃক আয়োজিত ফরিদগঞ্জ থানার "গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে" সমাজসেবক হিসেবে " ক্রেষ্ট" গ্রহন।

* ১৯৯২ খ্রীঃ জাতীয় প্রেস ক্লাবে "ফরিদগঞ্জ থানা যুব কল্যাণ সমিতি" কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় গৃহায়ন ও পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া কতৃক "ক্রেষ্ট" প্রদান।

* ১৯৯৪ খ্রীঃ "ফরিদগঞ্জ ফাউন্ডেশন" কর্তৃক জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান অথিতি তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় গৃহায়ন ও পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া কতৃক "ক্রেষ্ট" প্রদান।

* ১৯৯৪ খ্রীঃ "উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক পরিষদ" কর্তৃক আয়োজিত শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে "সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের" প্রধান অতিথি তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বানিজ্য মন্ত্রী এম. কে. আনোয়ার কর্তৃক "ক্রেষ্ট " প্রদান।

* ১৯৯৫ খ্রীঃ "চাঁদপুর জেলা সাংস্কৃতিক পরিষদ" কর্তৃক চাঁদপুর জেলা সমিতির কর্মকর্তাবৃন্দের সংবর্ধনা সভা জাতীয় ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় গৃহায়ন ও পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া কতৃক "ক্রেষ্ট" প্রদান।

* "অগ্রগামী সামাজিক সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠী" চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন কর্মকান্ডে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে "স্বর্ণ পদক" প্রদান করে । উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ। কস্মিক শফিউল্লাহ উক্ত অনুষ্ঠানে সমাজসেবায় " স্বর্ণ পদক" লাভ করেন ।

* ১৯৯৬ খ্রীঃ "অগ্রগামী সামাজিক শিল্পী গোষ্ঠী" কর্তৃক ফরিদগঞ্জ থানায় বিভিন্ন কৃতিত্বের জন্য ১৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে "স্বর্ণ পদক" দেওয়া হয়। আলহাজ্জ কসমিক শফিউল্লাহকে সমাজসেবায় থানার শ্রেষ্ঠ সমাজসেবক হিসেবে "স্বর্ণ পদক" প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক এম. শামসূল হক।

Dhaka University Institutional Repository

* ২৮ জুন ১৯৯৬ খ্রীঃ ফরিদগঞ্জ থানা সমিতির "২৫ বছর পূর্তি" উপলক্ষে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন হয়। সভায় বিশেষ অতিথি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এস.এম. আল-হোসায়েনী কর্তৃক "ক্রেষ্ট" প্রদান।

* ১৯৯৮ খ্রীঃ ফরিদগঞ্জ থানা স্কাউটস সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক 'ক্রেষ্ট' প্রদান।

* ১৯৯৯ খ্রীঃ ফরিদগঞ্জ থানা স্কাউটস সম্মেলনে থানার স্কাউটস পৃষ্টপোষক হিসেবে ক্রেস্ট গ্রহন।

* ১৯৯৯ খ্রীঃ হাজী আব্দুল আহাদ জনকল্যাণ ট্রাষ্ট এর বৃত্তি পরীক্ষা, সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর, রেজাউল করিম কর্তৃক "ক্রেষ্ট" প্রদান।

* ১৯ মার্চ ২০০০ খ্রীঃ প্রবাসী রুস্তমপুর ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে "ক্রেষ্ট" গ্রহন।

* ১৩ মে ২০০০ খ্রীঃ 'গল্লাক প্রেস ক্লাব' কর্তৃক গুণীজন সংবর্ধনায় চাঁদপুর জেলার ৬ জন গুণীজনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবক হিসেবে শফিউল্লা কসমিক " ক্রেষ্ট" গ্রহন করেন।

* ঢাকা মহানগরী সাংস্কৃতিক ফোরাম কর্তৃক গুণীজন সম্বর্ধনা ২০০০ খ্রীঃ। প্রধান অতিথি তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী আমীর হোসেন আমু কর্তৃক ফোরামের উপদেষ্টা হিসেবে কসমিক শফিউল্লাকে সনদপত্র ও পদক প্রদান করেন।

* ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রীঃ, রাজউক মিলনায়তন ঢাকায় 'ফরিদগঞ্জ বার্তার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রধান অতিথি তৎকালীন মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খাঁন আলমগীর কর্তৃক তিনি "ক্রেষ্ট" গ্রহন করেন।

* কস্‌মিক শফিউল্লাহ ঢাকাস্থ "ফরিদগঞ্জ ফাউন্ডেশন" এর উপদেষ্টা ও অজীবন সদস্য ছিলেন।

১৯৯৮ খ্রীঃ কসমিক শফিউল্লাহ সন্তোষপুরের মাওলানা মোহাম্মদ বিন মোসলেহ উদ্দিনসহ পবিত্র হজ্জ পালন করেন। তিনি শারীরিক অসুস্থতার মাঝেও বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে সক্রিয় রাখেন। এ মহৎ প্রাণ ব্যক্তি ২০০১ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ------- রাজেউন) ।[৩৫৫]

---

[৩৫৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ সূফী মাওঃ ওয়াজ উদ্দীন (রহঃ)

(জন্ম : ১৮৫৩ খ্রীঃ, মৃত্যুঃ ১৯৭২খ্রীঃ)

যে মুহূর্তে সমাজে কুসংস্কার বিরাজ করছিল। মানুষ নানা গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল ঐ মুহূর্তে শাহ্ সূফী আলহাজ্ব মাওলানা ওয়াজ উদ্দিন (রহঃ) ১৮৫৩ খ্রীঃ তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার মনিহার গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কমর উদ্দীন মুন্সী। জন্মের ছয় মাস পর তিনি তাঁর পিতা ও মাতাকে হারান। বিশ্বস্ত সূত্র মতে জানা যায় যে, বাল্যকালে তিনি অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজ এলাকায় সুযোগ্য শিক্ষক মন্ডলীর মাধ্যমে বাল্য শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ভারতের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান রিয়াসাতে রামপুর মাদ্রাসায় গমন করেন। সেখানে তিনি হাদিস, তাফসীর, ফিকাহ ও তাছাউফসহ প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন।[৩৫৬]

এসময় তিনি বিভিন্ন হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সাহচার্য্য লাভ করেন। এমনকি ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দেদে জামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (রহঃ) এরও সাহচর্য লাভ করেন। ফুরফরা শরীফের মুজাদ্দেদে জামানের খলিফাগণের তালিকায় মাওলানা ওয়াজ উদ্দিন (রহ) অন্যতম।[৩৫৭]

ভারতের রিয়াসাতে রামপুর শিক্ষা সমাপ্তির পর স্বদেশে এসে তিনি সর্ব প্রথম রামপুর গ্রামে অবস্থান নেন। তারপর থেকে তিনি রামপুর গ্রামের বতর্মান বাড়ীতে অবস্থান করেন এবং এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বিবাহ করেন। তিনি বিদ্যায় ভূতপত্তি অর্জন করার পর তাঁর এলাকার কামরাংগা গ্রামে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে ১৯০৯ খ্রীঃ কামরাংগা সিনিয়র (ডিগ্রী) মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে এমন ধরণের আলিম ও এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল খুবই বিরল। যার ফলে অনেক দূর দূরান্ত থেকে একজন হক্কানী আলিমের সাহচর্য লাভ এবং ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য অনেক ছাত্রের সমাগম হয়েছিল। যে ছাত্রদের জায়গির দেওয়া খুবই দুরহ হয়ে পড়েছিল। মাওঃ ওয়াজ উদ্দিন (রহঃ) এর শিষ্যদের মধ্যে কামরাংগা সিনিয়র মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওঃ আবদুল খালেক (রহঃ) খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

শাহ্ সূফী মাওঃ ওয়াজ উদ্দিন (রহঃ) এক দিকে মাদ্রাসায় ধর্মীয় জ্ঞান দান করতেন অন্যদিকে এলাকার সাধারণ মানুষকে ঈমান, আমল ও আখলাকের ব্যাপারে তালিম দিতেন। ফলে মানুষের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সূচিত হয় এবং মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যেও যোগ্য আলেম তৈরী হতে থাকে। আজও তাঁর হাজার হাজার ছাত্র দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত আছেন। তাঁর জীবনের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় যখন কামরাংগা সিনিয়র মাদ্রাসা সার্বিক উন্নতি লাভ করে তখনই কামরাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওঃ আবদুল খালেক (রহঃ) এর নিটক মাদ্রাসার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে মাওঃ ওয়াজ উদ্দিন (রহঃ) নিজের জীবনের অসম্পূর্ণ দ্বীনি খেদমত সম্পূর্ণ করার নিমিত্তে নিজ গ্রামের বাড়ীর সম্মুখে ১৯৪৮ খ্রীঃ রামপুর সিনিয়র মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা দু'টিতে বর্তমানেও বহু ছাত্র শিক্ষা লাভ করছে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করছে। মাওঃ ওয়াজ উদ্দিন (রহঃ) একজন হক্কানী আলেম, অলিয়ে কামেল এবং আশেকে রাসুল (দঃ) ছিলেন।[৩৫৮]

---

৩৫৬ রামপুর আদর্শ সিনিয়র মাদ্রসার সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা পৃষ্ঠা ১৫ ও সাক্ষাতকার-মাওঃ মজিবুর রহমান, আরবী অধ্যাপক, কামরাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসা ও সাক্ষাতকার-মাওঃ আবু জাফর মোঃ মঈনুদ্দিন, অধ্যক্ষ রামপুর আদর্শ সিনিয়র মাদ্রাসা, তাং ০৩/০২/০৪।

৩৫৭ প্রাগুক্ত ও হাকীকতে ইনসানিয়াত, দেওয়ান মুহাম্মদ ইবরাহীম হুসেন তর্ক বাগিশ, পৃষ্ঠা ১৫৯।

৩৫৮ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দীন (রহঃ)

(জন্ম: ১৯১৭ খ্রীঃ, মৃত্যু: ০৯ মে ১৯৬৪খ্রীঃ)

শেখ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দীন (রঃ) চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার ফরাযীকান্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৭ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব মাওলানা শেখ আকাজুদ্দিন (রঃ)। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে নিকটবর্তী সফরমালি হাই মাদ্রাসা থেকে নিউ স্কীমে ১৯৩৩ খ্রীঃ মেট্রিক, চট্টগ্রাম সরকারী ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯৩৫ খ্রীঃ আই. এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র হিসাবে ১৯৩৭ খ্রীঃ বি. এ. পাস করেন। আধ্যাত্মিক জগতের এই কামেল পুরুষ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছতুরার পীর প্রফেসর আব্দুল খালেক (রঃ) এর কাছে বায়'আত গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন হযরত উয়েসী আল-ক্বারানী (রঃ) এর মতই ত্যাগী এক প্রাণ পুরুষ।[৩৫৯]

আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র "আল্লামা শেখ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দীন (রঃ) তাঁর সমগ্র জীবনের শ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে চাঁদপুরের ফরাযীকান্দিতে ১৯৪৯ খ্রীঃ ওয়াইসীয়া আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন।১৯৫২ খ্রীঃ আল-আমীন এতীমখানা স্থাপন করে পিতৃহারা সন্তানদের আশ্রয় ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।১৯৫৬ খ্রীঃ জিলানীয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল স্থাপন করে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৯৬০ খ্রীঃ খাজা গরীব নেওয়াজ হাসপাতাল স্থাপন করে স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করে ছিলেন এই আধ্যাত্মিক প্রাণ পুরুষ। বর্তমানে ঢাকায় অবস্থিত শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯৬৫ খ্রীঃ । তাঁর জীবনের অন্যান্য স্বপ্ন ছিল মিশরের আল- আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। বিধায় ফরাযীকান্দিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তহবিল গঠন করেছিলেন এবং জমিও ক্রয় করেছিলেন তিনি। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি ২০টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তন্মধ্যে সমাজ সেবামুলক প্রতিষ্ঠান নেদায়ে ইসলাম অন্যতম।[৩৬০]

নেদায়ে ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-গবেষণা-প্রকাশনা প্রকল্প সমূহ:

* ইউনিভার্সাল প্রাইমারী এডুকেশন প্রজেক্ট * ইউনিভার্সাল এরাবিক এডুকেশন প্রজেক্ট * এডাল্ট এডুকেশন প্রজেক্ট * ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রজেক্ট * ইসলামিক এডুকেশন প্রজেক্ট * জেনারেল এডুকেশন প্রজেক্ট * সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী এডুকেশন প্রজেক্ট * হায়ার এডুকেশন প্রজেক্ট * স্পিরিচুয়্যাল সায়েন্স এডুকেশন প্রজেক্ট * নেদায়ে ইসলাম গণশিক্ষা অভিযান * আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র।[৩৬১]

চিকিৎসা ও সেবা: * খাজা গরীবে নেওয়াজ হাসপাতাল * মানডে-ফ্রাইডে ফ্রী ক্লিনিক * প্রাথমিক স্বাস্থ্য-শিক্ষা * সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প * চিকিৎসা ক্যাম্প * স্টুডেন্টস হেলথ চেকআপ।[৩৬২]

কল্যাণধর্মী: * নেদায়ে ইসলাম ছাত্র কল্যাণ তহবিল * নেদায়ে ইসলাম লিল্লাহ বোর্ডিং * নেদায়ে ইসলাম ইয়ুথস কোর (নেদায়ে ইসলাম যুব সংস্থা) * মাদার্স ক্লাব *নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র *মহিলা মহল[৩৬৩]

---

৩৫৯ সাক্ষাতকার- শেখ মঞ্জুর আহমেদ (পীর সাহেব, ফরাজীকান্দি) ও শেখ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দীন (রহঃ) এর ৩৯ তম বেস্বাল শরীফ স্মরণিকা-২০০৩।

৩৬০ প্রাগুক্ত।

৩৬১ প্রাগুক্ত।

৩৬২ প্রাগুক্ত।

৩৬৩ সাক্ষাতকার-শেখ মঞ্জুর আহমেদ (পীরসাহেব, ফরাযীকান্দি) ও শেখ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দীন (রহঃ) এর ৩৯ তম বেস্বাল শরীফ স্মরণিকা ও বেস্বাল দিবস উপলক্ষে শিশু একাডেমী মিলনায়তন, ঢাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিবিন্ন অতিথিগণের প্রদত্ত আলোচনা থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সচেতনতা ও সংস্কারমূলক: * নেদায়ে ইসলাম ভলান্টিয়ার্স কোর (এন, আই, ভি, সি) * নেদায়ে ইসলাম মুসাফির খানা * পীর প্রফেসর আব্দুল খালেক (রঃ) মেমোরিয়াল লাইব্রেরী * বন্যায় পানি বিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা ও খাবার স্যালাইন সরবরাহ * বেওআরিশ লাশ দাফন-কাফনের ব্যবস্থা * ইয়াতীম ও দুঃস্থ মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা * ইয়াতীম ছেলেদের ভরন-পোষন * দুঃস্থ বিধবাদের সহায়তা * ঝড়, বন্যা ও মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ, অন্ন ও বস্ত্র সহায়তা * দুঃস্থ মানুষের মাঝে বস্ত্র বিতরণ * মাদক বিরোধী আন্দোলন * এইডস সচেতনতা।[৩৬৪]

সমবায় ক্ষেত্রে: * নেদায়ে ইসলাম ডেইরী ফার্ম * নেদায়ে ইসলাম পোলট্রি ফার্ম * নেদায়ে ইসলাম মৎস্য খামার * নেদায়ে ইসলাম কৃষি খামার * নেদায়ে ইসলাম বহুমুখী সমবায় সমিতি।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে: * আশিক শিল্পী গোষ্ঠী 'নেদায়ে ইসলাম সাংস্কৃতিক ফোরাম' * নেদায়ে ইসলাম স্পোর্টস ফেডারেশন * নেদায়ে ইসলাম কোচিং সেন্টার।[৩৬৫]

ফরাযীকান্দি নেদায়ে ইসলাম কমপ্লেক্স ও এর বাইরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ:-

শিক্ষায়: * শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা * ফরাযীকান্দি, উয়েসীয়া কামিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর * নেদায়ে ইসলাম মহিলা মাদ্রাসা, ফরাযীকান্দি * বোরহানুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্রাসা, ফরাযীকান্দি * বোরহানুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্রাসা, বেগমপুর, চুয়াডাঙ্গা * নেদায়ে ইসলাম ফোরক্বানীয়া মাদ্রাসা, আমঝুপি, মেহেরপুর * নেদায়ে ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা, রহমতপুর বদরগঞ্জ, রংপুর * নেদায়ে ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা, রঘুনাথপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ * নেদায়ে ইসলাম হাফিজিয়া দাখিল মাদ্রাস ও ইয়াতীমখানা, নবীর নগর, গদখালী, যশোর * নেদায়ে ইসলাম হাফিজিয়া মাদ্রাসা শিকারপুর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া * নেদায়ে ইসলাম জামে মসজিদ, দক্ষিণ আউচ পাড়া, টংগী, গাজীপুর * সোনারগাঁও জিলানীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া * নেদায়ে ইসলাম হাফিজিয়া মাদ্রাসা, আউসপাড়া, টংগী, গাজীপুর * নেদায়ে ইসলাম সিনিয়র মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা, মেহদীপুর, দাগনভূঞা, ফেনী * বোরহানুল উলুম ফোরক্বানীয়া মাদ্রাসা, পশ্চিম সকদী, চাঁদপুর * বোরহানুল উলুম হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডাসাদী, চাঁদপুর * ছোট হলদিয়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, মতলব, চাঁদপুর * হাশিমপুর সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, মতলব উত্তর, চাঁদপুর * দশআনী বোরহানুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর * নেদায়ে ইসলাম কিন্ডারগার্টেন, ফরাযীকান্দি কমপ্লেক্স, চাঁদপুর।[৩৬৬]

চিকিৎসা সেবায়: * নেদায়ে ইসলাম ফ্রাইডে ফ্রী ক্লিনিক, ফার্মপাড়া, চুয়াডাঙ্গা * নেদায়ে ইসলাম ফ্রাইডে-মানডে ক্লিনিক উথলী, চুয়াডাঙ্গা * নেদায়ে ইসলাম ফ্রাইডে ফ্রি ক্লিনিক, আমঝুপি, চুয়াডাঙ্গা * নেদায়ে ইসলাম সেবা কেন্দ্র, সুইহারি, দিনাজপুর* নেদায়ে ইসলাম সেবা কেন্দ্র, বেগুনবাড়ি, ময়মনসিংহ * নেদায়ে ইসলাম ফ্রাইডে সেবা কেন্দ্র, রঘুনাথপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ * নেদায়ে ইসলাম সেবা কেন্দ্র, ঘুঘরি পান্থাপাড়া, ঝিনাইদহ * নেদায়ে ইসলাম সেবা কেন্দ্র, নবীনগর, গদখালী, যশোর * ফ্রাইডে ক্লিনিক আহমাদাবাদ, করটিয়া, টাঙ্গাইল * নেদায়ে ইসলাম ফ্রাইডে-মানডে ক্লিনিক, খাড়েরা, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া * নেদায়ে ইসলাম ফ্রাইডে-মানডে ক্লিনিক, চেরাগ আলী মার্কেট, টংগী, গাজীপুর * নেদায়ে ইসলাম সেবা কেন্দ্র, পরশুরাম, ফেনী * নেদায়ে ইসলাম সেবা কেন্দ্র, কোটবাড়ী, কুমিল্লা * নেদায়ে ইসলাম সেবা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম * নেদায়ে ইসলাম সেবা কেন্দ্র, কদমতলী, চট্টগ্রাম * নেদায়ে ইসলাম সেবা কেন্দ্র * নেদায়ে ইসলাম ফ্রাইডে ক্লিনিক, বেগমপুর, চুয়াডাঙ্গা * নেদায়ে ইসলাম কমপ্লেক্স, বোরহানুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা, রহমতপুর, বদরগঞ্জ, রংপুর।[৩৬৭]

---

৩৬৪ প্রাগুক্ত।

৩৬৫ প্রাগুক্ত।

৩৬৬ প্রাগুক্ত।

৩৬৭ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা/পাঠাগার: * নেদায়ে ইসলাম পাঠাগার, মতলব, চাঁদপুর * নেদায়ে ইসলাম পাঠাগার, বাংলা বাজার, ভোলা * নেদায়ে ইসলাম পাঠাগার ও নেদায়ে ইসলাম মাদক বিরোধী আন্দোলন, বড় বাজার, চুয়াডাঙ্গা * নেদায়ে ইসলাম পাঠাগার ও খানকা শরীফ, আমঝুপি, মেহেরপুর * নেদায়ে ইসলাম পাঠাগার, শামবাড়ি, কসবা * নেদায়ে ইসলাম পাঠাগার, খাড়েরা সোনারগাও, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।

যুব প্রশিক্ষণ: * নেদায়ে ইসলাম যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, বাঙ্গাবাড়ীয়া, নওগাঁ * নেদায়ে ইসলাম যুব উন্নয়ন কর্মসূচী, নবীব নগর, গদখালী, যশোর * নেদায়ে ইসলাম রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা * নেদায়ে ইসলাম যুব উন্নয়ন কর্মসূচী আল-উয়েসীয়া।

কমপ্লেক্স: * নেদায়ে ইসলাম কমপ্লেক্স মেহদীপুর, দাগনভুঞা, ফেনী * নেদায়ে ইসলাম কমপ্লেক্স পরশুরাম, ফেনী * নেদায়ে ইসলাম কমপ্লেক্স, হাশিমপুর, চাঁদপুর * নেদায়ে ইসলাম কমপ্লেক্স, ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ * নেদায়ে ইসলাম কমপ্লেক্স, ফসীহাবাদ, শেরপুর * নেদায়ে ইসলাম কমপ্লেক্স, নবীব নগর, গদখালী, যশোর * নেদায়ে ইসলাম কমপ্লেক্স, সালামাবাদ, জামালপুর।

সমাজকল্যাণ: * নেদায়ে ইসলাম ইয়াতীমখানা, পরশুরাম, ফেনী * নেদায়ে ইসলাম আল-আমীন ইয়াতীমখানা আল-উয়েসীয়া, চাঁদপুর * আল-আমীন ইয়াতীমখানা, সালামাবাদ, জামালপুর * আল-আমীন এতিম খানা, মেহদীপুর, ফেনী * নেদায়ে ইসলাম ইয়াতীমখানা, নবীব নগর, যশোহর।

খানকা শরীফ: * খানকা শরীফ চন্দনা, পরশুরাম, ফেনী * খানকা-এ-বোরহানীয়া আহমদীয়া রিফায়িয়া, ঢাকা * খানকায়ে বোরহানীয়া, আহমদাবাদ, টাঙ্গাইল * খানকায়ে বোরহানীয়া, পীরগাছা, মহেশপুর, ঝিনাইদহ * খানকায়ে বোরহানীয়া, বেগমপুর, চুয়াডাঙ্গা।[৩৬৮]

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মন্তব্য: ২৭ অক্টোবর ১৯৭৬ খ্রীঃ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চাঁদপুর পরিদর্শনে যান। চাঁদপুর কলেজ অডিটোরিয়ামে সর্বস্তরের ও বিভিন্ন সরকারী বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে, "এত কিছুর পরও একটা সু-সংবাদ আছে যে, মতলবের ফরাযীকান্দিতে ইয়াতীমখানা আছে, মাদ্রাসা আছে, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল আছে, হাসপাতাল আছে- এটা কমপ্লেক্স। যদ্দুর জেনেছি এখানে সাচ্চা ঈমান আছে, এ কাজের জন্য অর্থের অভাব হয় না।"[৩৬৯]

প্রফেসর ডক্টর এস. এম. এ ফায়েজ-ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মন্তব্য: মানব সমাজের প্রতিটি স্তরে আলো ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাকুলতা যে ব্যক্তিত্বের মাঝে বিরাজমান, তাঁকে (শেখ মোহাম্মদ বোরহানুদ্দীন রহঃ) নিয়ে ভাবলে অনায়াসেই বুঝা যায় কত মহান প্রজ্জলিত মনের অধিকারী তিনি। আলোকিত মানব সমাজ গড়ে তুলতে তার যে কি প্রচেষ্টা ছিল, তা কিছুটা আন্দাজ করা যায়, তার শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে। সৃষ্টির প্রতি যে প্রেম তার অন্তরকে বিদগ্ধ করতো, তা তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ববোধের তাকিদ উপলব্ধি করলেই বুঝতে পারা যায়। তিনি 'নেদায়ে ইসলাম' নামে যে সেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, এর আদর্শ উদ্দেশ্য যে কত প্রয়োজনীয়, কত বিস্তৃত তা কিছুটা হলেও অনুধাবন করা যায়। বিশেষভাবে প্রতিটি মানুষের প্রতিটি স্তরের চিন্তা-ভাবনা থেকে শুরু করে প্রতিটি কাজকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সঠিক নির্দেশনা এর মধ্যে রয়েছে। তিনি সেবা সংস্থা 'নেদায়ে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৯৪৯ খ্রীঃ। পরবর্তীতে যে সকল সেবা কার্যক্রম বিশ্বে বা এদেশে চালু করা হয়েছে তা দৃশ্যত মনে হয় যে এর সব কিছুরই প্লান-নক্শা ও কর্ম নির্দেশনা তিনি আগে ভাগেই দিয়ে গেছেন।

নেদায়ে ইসলাম অরাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সেবা সংস্থা। যখন এ সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এর সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মুসলমান জাতি ছাড়া খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী,

---

৩৬৮ প্রাগুক্ত।

৩৬৯ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আস্তিক-নাস্তিকদের প্রত্যেকের এক বা একাধিক সেবা সংগঠন আছে। সে সময় তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মুসলমানদের একটি সেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ। ভৌগোলিক সীমারেখা বা বর্ণ গোষ্ঠির উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান। তিনি আমাদের সেবার দীক্ষা দাতা, দিশারী তিনি পথিকৃত আমাদের নিজেদেরকে সেবক হিসেবে গড়ে তুলতে। শুধু উপদেশ নয় তিনি নিজে সারা জীবন আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন নিজেকে।

অন্যান্য ধর্মে প্রচলিত দর্শনে যেমন কর্মের এবং ধর্মের আলাদা আলাদা অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। তাই গীর্জা এবং কর্ম ক্ষেত্রের অবস্থান ও আলাদা বা ভিন্নতর। ইসলামে কিন্তু ধর্ম-কর্ম বলতে আলাদা কিছু নেই। মুসলমানের কর্মেই ধর্ম বা ধর্মেই কর্ম। বিজাতির কুট-কৌশলে মুসলমানরা অনেক ক্ষেত্রে বিজাতির দর্শন মেনে নিয়ে মসজিদের বাইরে সামান্য পরিসরে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে এবং সে মতেই ধর্মকে জীবন থেকে আলাদা করার প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় শিক্ষা নামে বাস্তবতা বিচ্ছিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করার বিজাতি চক্রান্ত অনেকাংশে সফল হয়েছিল। এমন সময় প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল একজন ব্যক্তিত্বের। যিনি তরান্বিত করবেন প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রেক্ষাপটে সব কিছুকে ঢেলে সাজাবার প্রক্রিয়াকে। তিনিই সেই সংস্কারক শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ বোরহানুদ্দিন (রঃ)। যিনি জাগতিক শিক্ষা আর ধর্মীয় শিক্ষার মাঝে অবস্থিত প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে একাকার করার দীক্ষা দিয়ে গেছেন মানব সমাজকে। তাই তিনি দিয়ে গেছেন আদর্শ মকতব, মাদ্রাসা থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী। তিনি রেখে গেছেন সাধারণ শিক্ষার সাথে কর্মমুখী শিক্ষার সমন্বয়ের বাস্তব পদক্ষেপ। ভাবতে অবাক হই যখন এদেশের মণীষীরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা স্বপ্নেও ভাবেননি, তখন সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তহবিল গঠন করেছিলেন এবং জমিও ক্রয় করেছিলেন তিনি। জীবদ্দশায় তিনি ২০টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। রেখে গেছেন লক্ষ লক্ষ অনুসারী।[৩৭০]

প্রফেসর ডক্টর এমাজউদ্দিন আহমদ-সাবেক ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মন্তব্যঃ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত, দারিদ্র-রোগ-শোকে ক্লিষ্ট, হতাশা-নৈরাজ্যে ভরা মানুষের এই আবাসভূমি বাংলাদেশ ধন্য হয়েছে বহু পুণ্যবান শ্রদ্ধচিত্ত মহান ব্যক্তিত্বের স্পর্শধন্য হয়ে, যাঁরা জীবনের সবটুকু নিঃশেষ করে গণ জীবনকে একটু সুস্থ, সুন্দর ও সাবলীল করার প্রয়াসে আত্মনিবেদন করেছেন। তাঁরা এ সমাজ থেকে চাননি কিছু, দিয়েছেন সর্বস্ব। চাননি খ্যাতি, যশ বা সুনাম, তবে পেয়েছেন সবার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়। আজকের এই সমাজে আমরা যে অবস্থানে রয়েছি তার সৃষ্টিতে তাঁদের রয়েছে স্থায়ী অবদান। এই সব প্রাতঃস্মরণীয় মহান ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইমামুত ত্বরীকৃত আল্লামা শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দীন উয়েসী (রঃ)। আমি তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম শ্রদ্ধাবনত হয়ে।

চাঁদপুরের কৃতি সন্তান শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দিন (রঃ) একদিকে যেমন ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনে এক কামেল পুরুষ। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুকাম্মিল কাশফের অধিকারী। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিশ্বে ইলমে লাদুন্নী প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব। সম্ভবত এসব কারণেই পরম জ্ঞানের লক্ষ্য যে মানব কল্যাণ, সমাজের নিগৃহীত, বঞ্চিত, অসহায় ও পীড়িত ব্যক্তিদের সহায়তা দান, অজ্ঞ, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিতরণ এবং মানুষ যে আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং তাঁকে সর্ববিষয়ে সজ্ঞান করা যে প্রত্যেক জ্ঞানীর প্রধান কর্তব্য তাঁর চেয়ে ভালভাবে অন্য কেউ অনুধাবন করেননি।

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নিকট তিনিই তো সবচেয়ে উত্তম যিনি ধর্ম-বর্ণ-বিশ্বাস এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবাসেন। তিনিই তো শ্রেষ্ঠ যিনি তার অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সবার সাথে

---

[৩৭০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ভাগাভাগি করে সমাজ ব্যাপী এক জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের ভিত্তি রচনা করেন এবং এই লক্ষ্যে সকলকে আহ্বান করেন জ্ঞান সমুদ্রে অবগাহনের জন্যে। বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর সমাজে, ব্যক্তি-স্বার্থের সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ অধিপতিশ্রেণীর এই ভূখন্ডে, এমন ব্যক্তির সংখ্যা সত্যিই দুর্লভ। এই দুর্লভ মানুষদের একজন ছিলেন শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দিন উয়েসী (রঃ)। তাই তিনি নিজের অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেন যা প্রকাশিত হয়েছে নেদায়ে ইসলামের কর্মকান্ডে। সমাজ পরিবর্তনের জন্যে শিক্ষাই যে সবচেয়ে বড় মাধ্যম তা অনুধাবনে কোন অসুবিধা হয়নি তাঁর। কোন অসুবিধা হয়নি এই লক্ষ্য নির্ধারণে যে, শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত জীবনের সোপান তৈরি করা সম্ভব। এই শিক্ষা হতে হবে একদিকে যেমন নীতি-নৈতিকতা ভিত্তিক, ধর্ম-কেন্দ্রিক, অন্যদিকে তেমনি জীবন ঘনিষ্ঠ, বাস্তবমূখী, বিজ্ঞান ভিত্তিক উন্নত জীবনের উপযোগী।[৩৭১]

এ. বি. এম. জি. কিবরিয়া-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এর মন্তব্যঃ সত্যিকারার্থে 'নেদায়ে ইসলাম' রাসূলে পাক হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবন দর্শন ও ইসলামিক সংস্কৃতির জন্য একটি সঠিক ব্যবস্থাপনা, যে ব্যবস্থাপনার কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুর'আনে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। নেদায়ে ইসলাম, ইসলামিক জীবনাদর্শের-শরিয়ত, তরিকত, হকীকত ও মারিফাতের সকল স্তরের মানুষকে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমষ্টিগত জীবনে সত্য ন্যায়নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার নিয়ামক। নেদায়ে ইসলামের অতীত কার্যক্রম এবং বর্তমান কর্মসূচী অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, ইহা একটি অরাজনৈতিক বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা। তবে এই সংস্থাটি অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার চেয়ে একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। কারণ 'নেদায়ে ইসলাম' ইহার সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে ইসলাম ধর্মের করণীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি সুন্দরভাবে জুড়ে দিয়েছে। যেমন 'নেদায়ে ইসলাম' সমাজকল্যাণ মূলক কাজগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ-

* বে-ওয়ারিশ লাশ দাফন-কাফনের ব্যবস্থা * এতীম ও দুঃস্থ মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থাপনা * শীত মৌসুমে বিভিন্ন অঞ্চলে শীত বস্ত্র বিতরণ * ছাত্র কল্যাণ তহবিল * লিল্লাহ বোর্ডিং * মাদার্স ক্লাব, নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র-মহিলা মহল * ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রজেক্ট * ইসলামিক এডুকেশন প্রজেক্ট * জেনারেল এডুকেশন প্রজেক্ট * হায়ার এডুকেশন প্রজেক্ট * স্পিরিচুয়্যাল এডুকেশন প্রজেক্ট ইত্যাদি সমাজ কল্যাণ কাজগুলিতে ইসলামিক স্বীকৃতি রয়েছে।

কৃষি ও সমবায় সমিতির উপর নেদায়ে ইসলামের অংগ সংগঠনগুলি কাজ করছে বলে জানা গেছে। যেমন- * ডেইরী ফার্ম * পোলট্রি ফার্ম * মৎস্য খামার * কৃষি খামার * বহুমুখী সমবায় সমিতি সৎ ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'নেদায়ে ইসলাম' বাংলাদেশে এক অসামান্য অবদান রেখেছে।

নেদায়ে ইসলামের প্রকাশনাগুলির মধ্যে অধিকাংশ ধর্মীয় অনুভূতি থেকে লেখা হয়েছে। যেমন- ☆ হাদীয়াতুস সালেক্বীন ☆ বায়তুল্লাহ ও রাওযা পাক যিয়ারাতে হাদীয়া ☆ আখেরী নবী ☆ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ☆ নেদায়ে ইসলাম বুলেটিন ☆ শানে মাদীনা ☆ ঈদে আযম ইত্যাদি এই প্রকাশনাগুলি ইসলামিক জগতে অবশ্যই অবদান রাখবে বলে আমার ধারনা।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৫৪টি এলাকায় নেদায়ে ইসলামের প্রায় ৭৪টি সমাজকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে বলে জানা গেছে। প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, দোষণমুক্তকরণ, দারিদ্র দূরীকরণ, বেকারত্ব দূরীকরণ, মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম চলছে।

আপনারা সকলেই অবগত রয়েছেন বর্তমানে দূর্নীতি, হত্যা, রাহাজানি, ছিনতাই, নারী নির্যাতন ইত্যাদি অসামাজিক কার্যক্রম চলছে এবং এর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় জীবনে যে অভাব ও দরিদ্রতা এবং প্রাকৃতিক

---

[৩৭১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে তা জাতির জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়। জাতির এহেন ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশে নেদায়ে ইসলামের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নেদায়ে ইসলামের Memorandum of Association এর Objects এর প্রথম লেখা রয়েছে যে, "To invite people towards Islam on behalf of Rasulullah (peace be on him) in accordance with shariat or the principles of Islam" নেদায়ে ইসলামের এই উদ্দেশ্য আল্লাহর রাহমাতে ইতোমধ্যেই অনেকটা কার্যকরী করা হয়েছে। এতে জাতি অনেকটা উপকৃত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 'নেদায়ে ইসলাম' স্বীকৃতি পেয়েছে। নেদায়ে ইসলামের এ ধরনের প্রশংসনীয় অগ্রগতি লক্ষ্য করে গত ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'নেদায়ে ইসলামকে' জাতীয় সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে দেশের বাহিরে যেমন লন্ডন, বার্মিংহাম ম্যানচেষ্টার, আমেরিকা, ফ্লোরিডা, ম্যারিল্যান্ড, ইটালী, রোম এবং জাপানে নেদায়ে ইসলামের কার্যক্রম চালু করার চেষ্টা চলছে।নেদায়ে ইসলামের কাজ যেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে, আমরা আশা করবো এই কার্যক্রমের সুফল ইসলামিক জগতে এক উন্নয়নের জোয়ার এনে দেবে।[৩৭২]

এস. এম. আল-হোসাইনী, সাবেক চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর মন্তব্যঃ নেদায়ে ইসলামের কর্মধারা বহুমূখী। একদিকে ইসলামী শিক্ষার পিঠস্থান হিসেবে কামিল পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে ফরায়ীকান্দিতে, অপরদিকে ঢাকায় স্থাপিত হয়েছে শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজ। সাধারণ উচ্চ শিক্ষার জন্য যা অদূর ভবিষ্যতে ইনশা আল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে পারে। ফরায়ীকান্দিতে ইয়াতীম বালক বালিকাদের মাদ্রাসায় পড়া-শোনার সাথে সাথে নানা ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে যাতে তার জাগতিক ক্ষেত্রে হালাল রুজী উপার্জনে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। মুর্গির খামার, মৎস্য খামার কৃষি খামার, পশুপালন ইত্যাদির মাধ্যমে জীবন ধর্মী শিক্ষা প্রদান প্রতিষ্ঠানটির একটি বৈশিষ্ট্য।[৩৭৩]

প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মন্তব্যঃ "ফরায়ীকান্দী" শব্দটির সাথে আধ্যাত্মিকতার যে রেশ জড়িয়ে আছে তা বোধ করি বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না। একটি পল্লী গ্রামে সুপরিচিতির পশ্চাতে যার অবদান সেই মহান সাধক হচ্ছেন প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক ইমামুত ত্বরীকৃত শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ বোরহানুদ্দীন উয়েসী (রঃ)। তিনি যে অনন্য, অসাধারণ তার কারণ তিনি নিজেকে নিয়ে মোটেই ভাবেননি। আধ্যাত্মিক সাধনায় মানুষের মনোজগতকে পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি তিনি মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান। এসব কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার নির্বাহ করতে ও পরিচালনায় তিনি থেকেছেন রাজনীতির উর্ধ্বে। তাই তিনি হয়েছেন সার্বজনীন। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা জরাজীর্ণ হলেও সেখানে মানুষের মনের টান অনেক বেশি শক্তিশালী।

১৯৪৯ খ্রীঃ উয়েসীয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন ফরায়ীকান্দিতে উদ্দেশ্য ছিল একটাই আগামী প্রজন্মকে আধ্যাত্মিক সাধানার পাশাপাশি নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। আজ থেকে প্রায় ৫৪ বছরের ব্যবধানে ধর্মীয় শিক্ষাসহ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন হাজার হাজার ছাত্র। যাদের পদচারণায় ইমামুত ত্বরীকৃত শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ বোরহানুদ্দীন উয়েসী (রঃ) এর দর্শন ত্বরীকায়ে আহমাদীয়া বট বৃক্ষের ন্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেশ-বিদেশে। তিনি দেখলেন বহু ইয়াতীম শুধু অর্ধাহারে অনাহারে কষ্টই পাচ্ছে না, প্রকৃত শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। সমাজে অবহেলিত সুবিধা বঞ্চিত, নিঃস্ব দুঃখী, ইয়াতীমদের আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামা-এর আদর্শবান যোগ্য

---

৩৭২ প্রাগুক্ত।

৩৭৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি ১৯৫২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠা করেন ইয়াতীম নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআ আলিহী ওআ সাল্লামা-এর উপাধী স্মরণে আল-আমীন ইয়াতীম খানা। পরবর্তীতে আরো ৬টি ইয়াতীম খানা বর্ধিত করা হয়। যেখানে পিতৃহারা সন্তানদের লালন পালনের পাশাপাশি প্রকৃত শিক্ষা দানের সুযোগ সৃষ্টি করেন। বর্তমানে সহস্রাধিক ইয়াতীম বিনা খরচে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে এ ইয়াতীমখানা গুলোতে।

এক সময় যিনি সালেকদের সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামের হাজী মসজিদে প্রতিনিয়ত আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। তার দুরদর্শীতাও ছিল প্রখর। তাই তিনি ভাবলেন উয়েসীয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীম খানায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রয়োজন রয়েছে। সমাজের বোঝা না হয়ে, হাতে কলমে কাজ শিখে দক্ষ কারিগর হয়ে সাবলম্বী হবে বিশেষ করে মাদ্রাসা-শিক্ষার্থীরা। এই উদ্দেশ্য বাস্ত বায়নের জন্য ১৯৫৬ খ্রীঃ জিলানীয়া ইন্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল স্থাপন করেন। এরই অধীনে তাঁত ও বয়ন শিল্প, দর্জি শিল্প, কৃষি শিক্ষা, বৈদ্যুতিক ও মেরামত কাজ ইত্যাদি জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি করেন।

১৯৬০ খ্রীঃ স্থাপন করেন খাজা গরীব নেওয়াজ হাসপাতাল। মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানার ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি এলাকার গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য-সেবা প্রদানের লক্ষ্যেই এ ধরনের কর্মকান্ডে লিপ্ত হন। ৫০-এর দশকে যেসব চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করে ফরাযীকান্দিতে ইমামুত ত্বরীক্বত আল্লামা শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ বোরহানুদ্দীন উয়েসী (রঃ) যে সব কর্মকান্ড শুরু করেছিলেন একবিংশ শতাব্দীতেও তার গুরুত্ব নক্ষত্রের মত।[৩৭৪]

শেখ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দীন (রহঃ) ৯ মে ১৯৬৪ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ---------- রাজিউন)।[৩৭৫]

মুহাম্মদ বোরহানুদ্দীন (রঃ) বেঁচে নেই। কিন্তু সমাজসেবার যে মহান প্রতিষ্ঠানগুলো তিনি স্থাপন করে গেছেন তা ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে আভায় আলোকিত হচ্ছে লক্ষ কোটি মানুষ। যুগে যুগে এমন মণীষীর আগমন বিরল ঘটনা। তাঁদের পদচারণায় মানব জাতি অনুধাবন করে মানব সেবাই হচ্ছে আল্লাহর সেবা। ইমামুত ত্বরীক্বত আল্লামা শায়খ সায়্যিদ বোরহানুদ্দীন (রঃ) তেমনি একটি নক্ষত্র যার চিন্তা চেতনায় মানুষ দুনিয়া, আখিরাত ও সামগ্রিক জীবনের একটি চমৎকার দিক নির্দেশনা পেয়ে যাচ্ছেন।

---

৩৭৪ প্রাগুক্ত।

৩৭৫ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সেকান্দার আলী

(জন্মঃ ১৯১৫ খ্রীঃ, মৃত্যুঃ ২ অক্টোবর ২০০০খ্রীঃ)

সেকান্দার আলী চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার আশ্রাফপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৫ খ্রীঃ মোতাবেক ১ মাঘ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সফল শিক্ষক, সমাজ সেবক, প্রাক্তন সাংসদ, শেখ মুজিবুর রহমান ডিগ্রী কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতার নাম আমজাদ আলী, মাতার নাম মালেকা বিবি। শৈশবে প্রদার্পনের পূর্বেই পিতা হারা হয়ে মায়ের অপত্যস্নেহে এবং দৃঢ় মনোবলে লালিত ও বর্ধিত হয়ে বালক সেকান্দার আলী নিজস্ব অদম্য সাহসে ভর করে বিদ্যার্জনে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।[৩৭৬]

সেকান্দার আলী ত্রিপুরা হোছানিয়া হাই মাদ্রাসা হতে ১৯৩৪ খ্রীঃ ২য় বিভাগে মেট্রিক চট্টগ্রাম ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মহসিন কলেজ) হতে ১৯৩৬ খ্রীঃ ২য় রিভাগে আই.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮ খ্রীঃ ২য় বিভাগে বি. এ. এবং ১৯৪০ খ্রীঃ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতেতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। সেকান্দার আলী ১৯৪০ খ্রীঃ অল ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকায় চাকরি গ্রহন করেন। অতঃপর ১৯৪৪ খ্রীঃ দিল্লিতে বদলী হলে মায়ের আদেশে চাকুরী থেকে ইস্তেফা দেন। ১৯৪৫ খ্রীঃ সে সময়কার বৃহত্তর জনপদের এক মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিমানগর জুনিয়র স্কুলকে হাই স্কুলে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানকে একটি প্রখ্যাত হাই স্কুলে পরিণত করে ১৯৮১ খ্রীঃ অবসর গ্রহন করেন। একই সাথে নিজের জন্ম স্থান আশ্রাফপুর ইউনিয়ন বোর্ডের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং একটি শান্তি পূর্ণ এলাকা হিসেবে তৈরী করতে ১৯৫০ খ্রীঃ হতে ১৯৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত ইউনিয়ণ বোর্ডের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শেষ জীননে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন।[৩৭৭]

সেকান্দার আলী ১৯৭০ খ্রীঃ কচুয়া উপজেলা হতে বিপুল ভোটে গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করণসহ মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। এমনকি অপ্রাপ্ত বয়স্ক নিজের বড় ছেলে আবুল কাশেমকেও মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করান।[৩৭৮]

সেকান্দার আলী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে ব্যাপক অবদান রাখেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে রয়েছে:-

---

৩৭৬ মরহুম সেকান্দার আলী স্মরণে স্বরণিকা-২০০১, পৃ:৫ ও সাক্ষাতকার-ডাঃ মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, তাং-০৫/০৬/০৩ খ্রীঃ।

৩৭৭ প্রাগুক্ত।

৩৭৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৬।

Dhaka University Institutional Repository

ক. রহিমানগর বি.এ.বি উচ্চ বিদ্যালয়।
খ. হাজী চাঁদ মিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।
গ. শেখ মুজিবুর রহমান ডিগ্রী কলেজ।
ঘ. আশ্রাফপুর সিনিয়র মাদ্রাসা।
ঙ. রহিমানগর দাখিল মাদ্রাসা।
চ. রহিমানগর সোনালী ব্যাংক।
ছ. রহিমানগর সাব-পোষ্ট অফিস।
জ. রহিমানগর পি.সি.ও।
ঝ. রহিমানগর দক্ষিণ বাজার জামে মসজিদ।

প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ গঠনে নারীদের অংশিদারিত্ব অনস্বীকার্য একথা উপলব্ধি করেই তিনি কচুয়া উপজেলায় মেয়েদের জন্য প্রথম হাজী চাঁদ মিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । অতঃপর রহিমানগরে প্রতিষ্ঠা করেন কচুয়া-হাজীগঞ্জের প্রথম ডিগ্রী কলেজ - শেখ মুজিবুর রহমান ডিগ্রী কলেজ। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা বিকাশের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আশ্রাফপুর সিনিয়র মাদ্রাসা ও রহিমানগর দাখিল মাদ্রাসা। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুবিচার পাওয়ার পথ সুগম করতে তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার (পরবর্তীতে কুমিল্লা জজ কোর্টে) জুরি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন দীর্ঘকাল। যার ফলে বহু জটিল মামলা-মকদ্দমার সুরাহা করে কলহপ্রিয় জনগনের মধ্যে শান্তি প্রবাহ সৃষ্টিতে সফল হন। এতদভিন্ন তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমার ফৌজাদারী আদালতের কচুয়া-হাজীগঞ্জ-মতলবের অসংখ্য মামলা-মকরদ্দমার তদন্তের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে তিনি তাঁর নিরপেক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সঠিক মেধার পরিচয় দিয়ে বিচার বিভাগের অন্যতম আস্থাভাজন রূপে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এসবই তিনি করেছেন অশিক্ষিত, অনুন্নত, পশ্চাদপদ বৃহৎ জনপদকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে।[৩৭৯]

এ মহৎ ব্যক্তিত্ব ২ অক্টোবর ২০০০ খ্রীঃ,মোতাবেক ১৭ আশ্বিন ১৪০৭ বঙ্গাব্দে, ৩ রজব ১৪২১ হিজরী , সোমবার সকাল ৭ টায় আশ্রাফপুরে ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।[৩৮০]

---

৩৭৯ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭।
৩৮০ প্রাগুক্ত, পৃ:১০।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আবু নসর মুহাম্মদ আবেদ শাহ

(জন্মঃ ১৮৬৩ মতান্তরে ১৮৬৪ খ্রীঃ, ১২৮৪ হিজরী মৃত্যুঃ ১৯৮৮ খ্রীঃ ১৪০৯ হিজরী)

সৈয়দ আবু নসর মুহাম্মদ আবেদ শাহ মদীনা শরীফের জান্নাতুল বাকী মহল্লায় ১৮৬৩ মতান্তরে ১৮৬৪ খ্রীঃ মোতাবেক ১২৮৪ হিজরীর সাবান মাসের শবে বরাতের রাত্রে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩৮১] তাঁর পিতার নাম মাওঃ আবু মুহাম্মদ শাহ বিন মাওঃ সৈয়দ মাহবুব শাহ। তিনি নিজেকে মুজাদ্দিদে আলফেসানি (রহঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর বংশধর বলে দাবি করেন।[৩৮২] অবশ্য কেহ কেহ আবার তাঁকে ভারতের রামপুরের অধিবাসী বলেও দাবি করেন।[৩৮৩] তাঁহার বয়স যখন ২৮ বছর তখন তাঁর পিতা মাতা ও চাচা মাওঃ এরশাদ হুসাইন মদীনা শরীফ থেকে ভারতের রামপুরের তৎকালীন নবাব কলবে আলী খাঁর অনুরোধে ১৩১২ হিজরীতে ভারতের রিয়াসাত-ই-রামপুরে চলে আসেন। নবাব তাঁদেরকে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার জন্য বহু সম্পত্তি দান করেন। ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মদীনা শরীফে শিক্ষা অর্জন করেন। পরে হিন্দুস্তানে আসার পর হায়দ্রাবাদ নিজামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আল্লামা তথা টাইটেল ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর হিন্দুস্তানে ৫৭ বছর ইলমে হাদীস, ইলমে তফসীর ও ইলমে ফিকাহ এর খেদমতে নিয়োজিত থেকে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক অবদান রাখেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম- (১) মুফতিয়ে আহনাফ আল্লামা সিরাজ উদ্দিন আল-মাদানী (২) আল্লামা ফজলে হক রামপুরী (ভারত) অন্যতম।[৩৮৪]

অতঃপর ১৯৪৮ খ্রীঃ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এ চলে আসেন এবং চাঁদপুর জেলাধীন হাজীগঞ্জ উপজেলার মুজাদ্দেদ নগর (সাবেক ধেররা) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি বয়াতে রাসুল নামক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাসয়ালা ও ইতিকাদি বিষয় নিয়ে পতিপক্ষের আলিমদের সাথে বহু বাহাসে মিলিত হন।

সৈয়দ আবু নসর মুহাম্মদ আবেদ শাহ (রঃ) কর্মময় জীবনে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে বহু অবদান রেখে যান। যার স্বাক্ষী হিসেবে আজ তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমুহ দন্ডায়মাণ । তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমুহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- (১) মাদ্রাসাতুস সাকালাইন- হাজিগঞ্জ (বর্তমানে বিলুপ্ত) (২) মাদ্রাসায়ে আবেদিয়া মুজাদ্দেদিয়া, মুজাদ্দেদ নগর (ধেররা), হাজীগঞ্জ (৩) সোম মোজাদ্দেদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর (৪) গাউছিয়া মোজাদ্দেদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, বন্দর , নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা (৫)

---

৩৮১ সাবিলুন নাজাত-সৈয়দ বাহাদুর শাহ, প:৭৩।

৩৮২ প্রাগুক্ত, প:৭২/৭৩।

৩৮৩ হাজিগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ ও বাজারের ইতিবৃত্ত-মাওঃ আশরাফ উদ্দিন চিশতী কর্তৃক সংকলিত।

৩৮৪ সাক্ষাতকার-সৈয়দ আবু নাসর মুহাম্মদ আবেদ শাহ (রঃ) এর ছেলে সৈয়দ বাহাদুর শাহ, মার্চ -২০০৩, (নারায়ণগঞ্জ খানকায়)।

Dhaka University Institutional Repository

গাউছিয়া আবেদিয়া সুন্নিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও আলিম মাদ্রাসা, গৌরনদী ,টোরকি, বরিশাল (৬) খাজা বেগম উন্মে কুলসুম হাফেজিয়া মাদ্রাসা, মুজাদ্দেদনগর, হাজীগঞ্জ (৭) বাইতুল ইজ্জাত জামে মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ (৮) বাইতুল মুকাদ্দাস জামে মসজিদ, ধেররা হাজীগঞ্জ (৯) আদমজি জুট মিল জামে মসজিদ,নারায়ণগঞ্জ (১০) ইমামুত তরিকত বিস্তারে ৫০-৬০ টি খানকা দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেন (১১) রংপুরের সৈয়দপুরেও একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৩৮৫]

উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান সমুহ ছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন । এছাড়াও তিনি দেশ বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থেকেও শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হন। নিম্নে প্রতিষ্ঠান সমুহের নাম দেওয়া হল-

* ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ঢাবিল, জেলা বরোদা, কাঠিহার * ইসলামিয়া মাদ্রাসা, বোম্বে * বাহরুল উলুম মাদ্রাসা , শাজাহানপুর, ইউপি * মাদ্রাসায়ে আঞ্জুমানে নোমানিয়া, লাহোর * মাদ্রাসায়ে রেজভিয়া, বেরেলী ইউপি * মাদ্রাসায়ে নোমানিয়া, দিল্লী * মাদ্রাসায়ে মানযা-উল- উলুম, রামপুর (ভারত) * জামেয়া- ই-আহ্মাদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম।

উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান সমুহে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহসহ বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ও হিন্দুস্তানে প্রায় ২০ হাজার আলিম রয়েছে যারা তাঁর ছাত্র।[৩৮৬] হিন্দুস্তানে অবস্থানকালে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন গজনপর আহলে সুন্নাত ও গজনপর হিন্দ বা হিন্দের সিংহ উপাধিতে।

সৈয়দ আবু নসর মুহাম্মদ আবেদ শাহ (রঃ) ১২৬ বছর বয়সে ১৯৮৮ খ্রীঃ ২৫ শে সফর ১৪০৯ হিজরী শনিবার ইন্তেকাল করেন । (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। তাঁকে হাজীগঞ্জের মুজাদ্দিনগর, (ধেররায়) সমাহিত করা হয়।[৩৮৭]

---

[৩৮৫] সাক্ষাতকার-সৈয়দ আবু নাসর মুহাম্মদ আবেদ শাহ (রঃ) এর ছেলে সৈয়দ বাহাদুর শাহ, মার্চ -২০০৩ , (নারায়ণগঞ্জ খানকায়)।

[৩৮৬] সাবিলুন নাজাত-সৈয়দ বাহাদুর শাহ, প:৭৬।

[৩৮৭] সাবিলুন নাজাত- সৈয়দ বাহাদুর শাহ, প:৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

সৈদয় আব্দুর রশিদ চৌধুরী

(জন্ম-১৯০৭ খ্রীঃ , মৃত্যু - ২৭ জুলাই ১৯৮১ খ্রীঃ)

সৈয়দ আব্দুর রশিদ চৌধুরী চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসার ঐতিহ্যবাহী মুসলিম জমিদার পরিপারে ১৯০৭ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রূপসা জমিদার পরিবারের সর্বশেষ জমিদার।[৩৮৮] তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হাবিব উল্লাহ চৌধুরী, মাতার নাম মোসাম্মৎ তাছুরুন্নেছা চৌধুরাণী।[৩৮৯] সৈয়দ আব্দুর রশিদ চৌধুরীর শিক্ষা জীবন শুরু হয় রূপসাতেই। অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রূপসা আহম্মদিয়া উচ্চবিদ্যালয় হতে তিনি কৃত্বিত্বের সাথে এন্ট্রাস পাস করেন। তৎপর কলকাতায় গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ হাবিব উল্লাহ চৌধুরী ইন্তেকাল করলে অতি অল্প বয়সেই তাঁর উপর বিশাল জমিদারী পরিচালনার ভার ন্যাস্ত হয়। জমিদারীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর কর্ম দক্ষতা, ধার্মিকতা, প্রজাবৎসল্যতা ও সমাজকল্যাণ মূলক কার্যকলাপের গুণে তাঁর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মানবতাবাদী আচার-আচরনের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের প্রিয়ভাজন হন। সমাজ সেবক হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তিনি একাধিক মসজিদ, মক্তব ও হাটবাজার নির্মাণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবত রূপসা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, চাঁদপুর লোকাল বোর্ডের ও ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক বোর্ডের, জেলা স্কুল বোর্ড, ত্রিপুরার সদস্য, রূপসা আরবিট্রেশন বোর্ড, রূপসা আহমদিয়া মাদ্রাসা, বদিউজ্জামানপুর প্রাইমারী স্কুলের চেয়ারম্যান, রূপসা আহম্মদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ভাইস-চেয়ারম্যান, রূপসা দাতব্য চিকিৎসালয়, ফরিদগঞ্জ ও রাজারগাঁও মাদ্রাসার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর এ

---

৩৮৮ প্রায় দুই শতাব্দী আগে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে জমিদারীর গোড়াপত্তন। পূর্বে খাজুরিয়াতে বাইশ সিংহ পরিবার নামে এক সম্ভ্রান্ত ধনশালী হিন্দু জমিদার ছিল। কালক্রমে তাদের জমিদারীর বিলুপ্তি ঘটলে আহমেদ রেজা চৌধুরী কৃতিত্ব ও অদম্য স্পৃহায় রূপসা জমিদার বাড়িতে জমিদারীর বীজ অংকুরিত করেন। ইনিই ছিলেন এই জমিদারী এস্টেটের কর্ণধার। তাঁর পরেই এই এস্টেট পরিচালনার গুরুদায়িত্ব বর্তায় মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর উপর। ইনি ছিলেন এই বংশের সর্বাপেক্ষা দানশীল ব্যক্তি। আহমদ রেজার চৌধুরীর মৃত্যুর পর জমিদারী হাতে নেন মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী। প্রকৃত অর্থে মোহাম্মদ গাজীর সুযোগ্য পুত্র আহমেদ গাজী চৌধুরীর সময়কালেই এ জমিদার পরিবারের বিস্তৃতি ঘটে। সাধারণভাবে জমিদার বলতেই সাধারণ মানুষের মনে যে নেতিবাচক প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে আহম্মদ গাজী সে ধরনের জমিদার ছিলেন না। প্রজা হিতৈষী এ জমিদার তাঁর কাজের মাধ্যমে নিজেকে একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দয়া ও দানশীলতাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য তিনি অনেক জমি ওয়াক্ফ করে যান। এখানে লাউতলীর দিঘির ওয়াক্ফ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষানুরাগী এ জমিদার অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে রূপসা আহম্মদিয়া দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এবং রূপসা আহম্মদিয়া মাদ্রাসা উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন খুবই ধর্মানুরাগী। ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারকল্পে তিনি অকৃপণভাবে অনুদান প্রদান করতেন। রূপসার সুপ্রাচীন জামে মসজিদ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

৩৮৯ হবিগঞ্জের লস্করপুর সৈয়দ পরিবারের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন । সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত এ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশের এক সময়ের প্রধান বিচার পতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। আহমদ গাজী এ পরিবারেই বিয়ে করেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ৫ জন কন্যা সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় মেয়ে তহুরুন নেসা চৌধুরাণী জমিদারীর উত্তরাধিকারিনী মনোনীত হন। অন্যান্য কন্যা সন্তানদের তাঁর জীবিতাবস্থাতেই মৃত্যু হয়। সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য কন্যা তহুরুন নেসা অচিরেই তাঁর কর্ম দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। জীবন সাথী হিসেবেও তিনি মনোনীত করেছিলেন এক সুযোগ্য ব্যক্তিত্বকে। তিনি হলেন হবিগঞ্জের দাউদ নগরের বিখ্যাত জমিদার বংশের সৈয়দ হাবিবুল্লাহ। তাঁর স্বামী মূলত জমিদারী দেখাশুনা করতেন। তহুরুন নেসা অন্য দশজন জমিদারের মেয়ের মত অন্তঃপুরে অলস জীবনযাপন করেননি। তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। তাঁর এ কর্ম দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে তৎকালীন বৃটিশ সরকার তাকে 'কায়সারে হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ খেতাব বিখ্যাত মহিলাদের জন্য এক দুর্লভ সম্মান। তহুরুন নেসা চৌধুরাণীর ছিল এক ছেলে ও এক মেয়ে । তহুরুননেসা চৌধুরাণীর মেয়ের অকাল মৃত্যু হয়। সৈয়দ হাবিব উল্লাহর মৃত্যুর পর তার একমাত্র পুত্র সন্তান আব্দুর রশিদ চৌধুরী জমিদারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সকল জনহিতকর কাজের বিরল স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৪১ খ্রীঃ ভারতীয় বৃটিশ সরকার তাঁকে "খাঁন বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। চাঁদপুর জেলা শহরে অবস্থিত " চৌধুরী মসজিদ, চৌধুরী ঘাটলা" তাঁর জনহিতকর কাজের নিদর্শন।[৩৯০] তিনি একবার জুবলি মেডেল হিসেবে একটি হাতঘড়ি ও একটি ফাউন্টেন পেনও পুরস্কার পেয়েছেন। একবার বিহার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য ওয়াকফ এষ্টেট হতে বড় অংকের অর্থ দান করেন। সৈয়দ আব্দুর রশিদ চৌধুরী রাজনৈতিক অঙ্গনেও অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ফরিদগঞ্জ থানা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বৃটিশ শাসনামলে একবার বেঙ্গল ল্যাজিস লেটিব নৈরাজ্যমূলক কাজকর্মে বাধাদানের জন্য সাংগঠনিক ভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বৃটিশ ভারতে নামকরা মনীষিদের মধ্যে তিনি যে অন্যতম একজন ছিলেন এ জন্যই ভারত বিভাগের পূর্বে লাহোর থেকে কে. আর. খোলসা কর্তৃক প্রকাশিত " The States, Estates, Who's who in India and Burma" বইতে তাঁর জীবনালেক্ষ্য স্থান লাভ করে।[৩৯১] সমাজ সংগঠক সৈয়দ আব্দুর রশিদ চৌধুরী ১৭ জুলাই ১৯৮১ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ---------- রাজেউন)।[৩৯২]

---

৩৯০ সাক্ষাতকার-জাহাঙ্গীর চৌধুরী - তাং ০৫/১০/০৩, এক নজরে ফরিদগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত পৃঃ ১৩৬-১৩৯, দৈনিক খবর, তাং ১৪/১২/১৯৯১, দৈনিক সংবাদ, তাং ১৪/০৫/১৯৯২, দৈনিক বাংলার বাণী, তাং ২৫/০১/১৯৯৩, দৈনিক ইনকিলাব, তাং ৩ কার্তিক ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

৩৯১ প্রাগুক্ত

৩৯২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়: চতুর্থ
এক নজরে চাঁদপুর জেলা

১. অবস্থান- ২৩.৯ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩.৪ উত্তর অক্ষাংশ, ৯০.৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯০.৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

২. আয়তন- ১৭০৪.০৬ বর্গ কিলোমিটার।

৩. সীমানা- উত্তরে মুন্সীগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও বরিশাল জেলা, পূর্বে কুমিল্লা জেলা, পশ্চিমে মেঘনা নদী, শরীয়তপুর ও মুন্সীগঞ্জ জেলা ।

৪. আবহাওয়া- নাতিশীতোষ্ণ।

৫. প্রশাসনিক ইউনিট:

ক. পৌরসভা- ৬ টি (চাঁদপুর সদর, মতলব, ছেঙ্গারচর, শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ ও কচুয়া)।

খ. উপজেলা- ৮ টি (চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, ফরিদগঞ্জ, মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিণ, হাইমচর ও শাহরাস্তি)।

গ. ইউনিয়ন- ৮৭টি।

ঘ. মৌজা- ১০৩৯ টি।

ঙ. গ্রাম- ১৩৬৩ টি।

৬. জেলার মোট জনসংখ্যা- ২৩,৭০,২৬৯ জন।

পুরুষ- ৪৮.৬৭%

মহিলা- ৫১.৩৩%

মুসলমান- ৯২.৫৫%

হিন্দু-৭.১৮%

বৌদ্ধ-০.০৬%

খ্রিষ্টান-০.০৭%

অন্যান্য-০.১৪%

ক. সদর উপজেলার জনসংখ্যা- মোট ৪,৫৯,০০০ জন।

পুরুষ- ৫০.৭৭%

মহিলা- ৪৯.২৩%

খ. মতলব উপজেলার জনসংখ্যা- মোট ৫,৩৪,২৬৯ জন।

পুরুষ- ৪৯.৪২%

মহিলা- ৫০.৫৮%

গ. হাজীগঞ্জ উপজেলার জনসংখ্যা

মোট ২,৯৩,০০০ জন।

পুরুষ- ৫০.৮৩%

মহিলা- ৪৯.১৭%

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. ফরিদগঞ্জ উপজেলার জনসংখ্যা- মোট ৪,০৩,০০০ জন।
পুরুষ- ৫২.০২%
মহিলা- ৪৭.৯৮%

ঙ. কচুয়া উপজেলার জনসংখ্যা- মোট ৩,৪১,০০০ জন।
পুরুষ- ৫২.৩৯%
মহিলা- ৪৭.৬১%

চ. শাহরাস্তি উপজেলার জনসংখ্যা- মোট ২,০৯,০০০ জন।
পুরুষ- ৪৯.৬৩%
মহিলা- ৫০.৩৭%

জ. হাইমচর উপজেলার জনসংখ্যা- মোট ১,৩১,০০০ জন
পুরুষ- ৫১.২৯%।
মহিলা- ৪৮.৭১%।

৭. পরিবারের মোট সংখ্যা- ৩,৫০,০০০ টি।
ক. পল্লী পরিবার- ৩,১৯,৯১৪ টি।
খ. শহুরে- পরিবার- ৩০,০৮৬ টি।

৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.৭%।

৯. শিক্ষার হার- ৬৬%।

১০. স্বাক্ষরতার হার- ৯৪%।

১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- ২,৮৮১ টি।
* সাধারণ শিক্ষা- ১৬৬৩ টি।
ক. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ- ০১ টি।
খ. সরকারী কলেজ- ০২ টি।
গ. বেসরকারী কলেজ- ৩১ টি।
ঘ. উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৯ টি।
ঙ. কারিগরি কলেজ- ৪ টি।
চ. উচ্চ বিদ্যালয়- ২৩৩ টি।
১. সরকারী-৭ টি।
২. বেসরকারী-২২৬ টি।
ছ. নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-২১ টি।
জ. প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৩৫৭ টি।
১. সরকারী-৭৮৬ টি।
২. বেসরকারী-৫৭১ টি।
***বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে**
১. রেজিস্টার্ড-২২২ টি।

Dhaka University Institutional Repository

২. আন রেজিস্টার্ড-১৯ টি।
৩. গণশিক্ষা-৭৬ টি।
৪. ব্রাক-২৮ টি।
৫. কমিউনিটি-৯৭ টি।
৬. স্যাটেলাইট-৭৩ টি।
৭. কেজি স্কুল-৫৬ টি।

*** মাদ্রাসা-১১৫৭ টি।**

১. কামিল (স্নাতকোত্তর)- ৫ টি।
২. ফাজিল (স্নাতক)- ৫৪ টি।
৩. আলিম (এইস.এস.সি)- ২৯ টি।
৪. দাখিল (এস.এস.সি)- ৮৪ টি।
৫. ইবতেদায়ী (প্রাথমিক)৩০০ টি।
৬. দাওরায়ে হাদীস (কাওমী)৫ টি।
৭. অন্যান্য মাদ্রাসা-৬৮০ টি।

ঝ. কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট- ১ টি।
ঞ. বিভাগীয় সরকারী শিশু সদন - ১ টি।
ট. মুক বধির স্কুল- ১টি।
ঠ. প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট- ১ টি।
ড. মৎস্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট- ১ টি।
ঢ. এতিম খানা - ৬১ টি।

১২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

ক. মসজিদ- ৩৫৭৯ টি।

- চাঁদপুর সদর উপজেলায়- ৬৩২ টি।
- ফরিদগঞ্জ উপজেলায়-৫৭৪ টি।
- মতলব উপজেলায়-৮৫৯টি।
- হাইমচর উপজেলায়-১৯৬টি।
- হাজীগঞ্জ উপজেলায়-৪০৬টি।
- শাহ্‌রাস্তি উপজেলায় -৩৭১টি।
- কচুয়া উপজেলায়-৫৪১টি।

খ. মন্দির - ২২৯ টি।
গ. গীর্জা - ৩ টি।

১৩. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা - ৫৩৬ টি।

১১. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

ক. জেলা শদরে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল - ১ টি।
খ. উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র - ৭ টি।

Dhaka University Institutional Repository

গ. স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র - ২০ টি।
ঘ. চক্ষু হাসপাতাল - ২ টি।
ঙ. কলেরা হাসপাতাল- ১ টি।
চ. মাতৃ সদন কেন্দ্র- ৩ টি।
ছ. পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র - ৭৬ টি।
জ. বেসরকারী হাসপাতাল- ৫ টি।
ঝ. যক্ষ্মা হাসপাতাল -১ টি।
ঞ. ডায়বেটিক হাসপাতাল- ১ টি।
ট. রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল- ১টি।

১২. পরিবহন ও যোগাযোগ
ক. পাকা রাস্তা - ১৮২ কি মি।
খ. আধা পাকা রাস্তা- ২০২ কি মি।
গ. কাঁচা রাস্তা- ২,৩৬৬ কি মি।
ঘ. নৌ-পথ -৩৪২ কি মি।
ঙ. নদী-বন্দর-১ টি।
চ. ফেরী- ২ টি।
ছ. রেলপথ- ৪১ কি মি।
জ. রেলস্টেশন- ১০ টি।
ঝ. ডাকঘর-১৬২ টি।

১৬. সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
ক. ক্লাব- ৪৬০ টি।
খ. পাবলিক লাইব্রেরী -৯ টি।
গ. সিনেমা হল- ১২ টি।
ঘ. নাট্যদল - ১৪ টি।
ঙ. সাহিত্য সমিতি-৫ টি।
চ. পার্ক-২ টি।
ছ. যুব সংগঠন- ৪৫ টি।
জ. মহিলা সংগঠন- ১৫ টি।
ঝ. সমবায় সমিতি-৩১২৯ টি।
ঞ. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান- ৪৫১ টি।

১৭. জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা
ক. কৃষি- ৩৫.১৩%
খ. মৎস্য-৩.০৩%
গ. কৃষি শ্রমিক - ২০.০৪%
ঘ. অকৃষি শ্রমিক - ৩০১৫%
ঙ. ব্যবসা- ১২%

Dhaka University Institutional Repository

চ. চাকুরী- ১১.৬৪%

ছ. পরিবহণ শ্রমিক- ২.২৪%

জ. নির্মাণ শ্রমিক - ১.৬৪%

ঝ. অন্যান্য- ১১.০৯%

১৮. ভূমি ব্যবহার

ক. মোট জমি-৩,৯০,৭৫৪ একর।

খ. আবাদযোগ্য জমি- ১২,৮৩,৬২৮ একর।

গ. আবাদি জমি-২,৮১,১৫৮ একর।

ঘ. অনাবাদি জমি- ১,০৭,৯২৬ একর।

ঙ. পতিত জমি- ২,৪৭০ একর।

চ. সেচের আওতায় আবাদি জমি- ১,৩৭,৮৮৩ একর।

ছ. খাস জমি-৫২০৩ একর।

জ. এক ফসলি জমি- ১৫.০৩%

ঝ. দো ফসলি জমি- ৫৯.৯৩%

ঞ. তিন ফসলি জমি- ২৫.০৪%

১৯. ভূমি নিয়ন্ত্রণ

ক. ভূমিহীন - ২২%

খ. প্রান্তিক চাষি- ২৭%

গ. ক্ষুদ্র চাষি- ৩৯%

ঘ. মধ্য চাষি-১০%

ঙ. বড় চাষি-২%

চ. মাথাপিছু আবাদি জমি- ০.০৮হেক্টর।

ছ. ১ম শ্রেণীর আবাদি জমির মুল্য ০.০১ হেক্টর প্রতি ১০,০০০ টাঃ।

২০. প্রধান প্রধান ফসল সমুহের উৎপাদন

ক. ধান- ৩,১০,১৮১ মেঃ টন।

খ. গম- ১৭,৯৯৯ মেঃ টন।

গ. পাট- ১৭,০৫২ মেঃ টন।

ঘ. ডাল- ৩,৩৩১ মেঃ টন।

ঙ. তৈলবীজ- ১,৭৮৬ মেঃ টন।

চ. বাদাম- ১৩৬ মেঃ টন।

ছ. মরিচ- ৩,০৫৬ মেঃ টন।

জ. পেঁয়াজ- ৩,৩৩৮ মেঃ টন।

ঝ. রসুন- ১,৪৫৬ মেঃ টন।

ঞ. আলু- ১,৭২,২৯৯ মেঃ টন।

ট. আখ- ১,১২,২৯৪ মেঃ টন।

২১. প্রধান প্রধন ফল

Dhaka University Institutional Repository

ক. আম- ৭,৭৬৯ মেঃ টন।
খ. কাঁঠাল- ২,০৩২ মেঃ টন।
গ. কলা- ১,৫৬৫ মেঃ টন।
ঘ. পেয়ারা- ১,৪৭৫ মেঃ টন।
ঙ. পেঁপে- ২,০২৪ মেঃ টন।

২২. মৎস্য গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর খামার
ক. মৎস্য খামার-৪০৭৬ টি।
১. ভূমি-৫৬,৪১৫ একর।
২. বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন- ১,০৬,২০২ মেঃ টন।
৩. বার্ষিক চাহিদা- ৮৬,৪২৫ মেঃ টঃ
খ. গবাদি পশু খামার- ৯২ টি।
গ. হাঁস মুরগির খামার - ৩৩১ টি।
ঘ. হ্যাচারি- ১১৩ টি।

২৩. পত্র-পত্রিকা
ক. দৈনিক পত্রিকা- ৫ টি।
খ. সাপ্তাহিক - ৩ টি।
গ. ছাপাখানা - ২৯ টি

২৪. শিল্প ও করকারখানা
ক. জুটমিল-১১ টি।
খ. চাল ও আটার মিল - ১৮৫ টি।
গ. বরফ কল- ২৪ টি।
ঘ. হিমাগার -৪ টি।
ঙ. কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ - ১ টি।
চ. আয়রন ওয়ার্কসপ - ৩ টি।
ছ. অ্যালুমেনিয়াম পোডাক্টস - ১ টি।
জ. ম্যাচ ফ্যাক্টরী- ২ টি।

২৫. হাট বাজার -২১৩ টি।

২৬. প্রধান রপ্তাণী দ্রব্য- (নারিকেল, সুপারি,আলু, চিংড়ি ও ইলিশ)[৩৯৩]।

---

[৩৯৩] ইসরামী বিশ্বকোষ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৮১- ৬৮৭, বাংলা বিশ্বকোষ,বাংলা পিডিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২২-৩২৬ ; , একনজরে চাঁদপুর, জেলা প্রসাসন চাঁদপুর; জেলা তথ্য অফিস, চাঁদপুর; ত্রী-মেহনার তীরে, চাঁদপুর জেলা বি সি এস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

পুস্তক/ পুস্তিকা

১. কুমিল্লা জেলার ইতিহাস-জেলা পরিষদ কুমিল্লা কর্তৃক ০৭ জুন ১৯৮৪ খ্রীঃ প্রকাশিত।

২. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার-কুমিল্লা ১৯৮১।

৩. এক নজরে ফরিদগঞ্জ-ফরিদগঞ্জ উপজেলা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।

৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।

৫. বাংলা বিশ্বকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

৬. বাংলা পিডিয়া, ২য় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

৭. বাংলা পিডিয়া, ৩য় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

৮. বাংলা পিডিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

৯. বাংলা পিডিয়া, ৭ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

১০. বাংলা পিডিয়া, ৮ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

১১. বাংলা পিডিয়া, ৯ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

১২. বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩. সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন নির্দেশিকা "সুদীপ্ত চাঁদপুর", জেলা প্রশাসন চাঁদপুর কর্তৃক প্রকাশিত।

১৪. থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি- ডঃ মেঃ শাহজাহান তপন।

১৫. বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ-মোঃ নাসির উদ্দিন।

১৬. তথ্যপত্র ২০০২, জেলা শিক্ষা অফিস চাঁদপুর কর্তৃক প্রকাশিত।

১৭. জেলা গেজেট ঢাকা ও ত্রিপুরা।

১৮. আট দশকের সংগ্রাম- মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

১৯. চাঁদপুর পরিচিতি-জেলা প্রশাসন চাঁদপুর কর্তৃক প্রকাশিত ।

২০. লেখক অভিধান-বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ।

২১. চরিতা বিধান-বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ।

২২. মাশায়েখে কুমিল্লা-১ম খন্ড, দারুল উলুম বরুড়া কতৃক প্রকাশিত।

২৩. মাশায়েমে কুমিল্লা-২য় খন্ড, দারুল উলুম বরুড়া কর্তৃক প্রকাশিত।

২৪. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস- মাওঃ নূর মোহাম্মদ আজমী।

২৫. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট প্রিক্রমা (১৯৭২-১৯৯৬ খ্রীঃ)- আধ্যাপক এ.টি.এম.আব্দুল মতীন।

২৬. দালাল না হয়ে ও মিথ্যা দালালী মামলায় অভিযুক্ত- মমতাজুল করিম।

২৭. আদর্শ ছাত্র জীবন-ওয়ালী উল্লাহ পাটোয়ারী।

২৮. উপদেশ মণিকা- ওয়ালী উল্লাহ পাটোয়ারী।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. উপদেশ কণিকা- ওয়ালী উল্লাহ পাটোয়ারী।
৩০. স্মৃতিকথা- ফজলুল করিম পাটোয়ারী।
৩১. ছাবিলুন নাজাত (মুক্তির পথ)- মাওঃ সৈয়দ বাহাদুর শাহ্ ।
৩২. ভারত বাংলার মনিষী গণের অবদান- মাওঃ মোহাম্মদ মূছা ।
৩৩. উজানীর কারী- ইব্রাহীম (রঃ) এর জীবনচরিত্র-মাওঃ ফজলে এলাহী ।
৩৪. অধ্যাপক কবি জাকির হোসেন মজুমদার স্মারক গ্রন্থ- হাজীগঞ্জ সমিতি চাঁদপুর কর্তৃক প্রকাশিত ।
৩৫. জ্যোছনাময়ীদের ছন্দ- বন্ধন স্বপ্ন থেকে সত্য-অধ্যাপক কবি জাকির হোসেন ।
৩৬. প্রত্যাশা- সম্পাদনায় মাসুদ করিম রেজা।
৩৭. যে জ্বলে জ্বলে অনল-কবি জাকির হেসেন।
৩৮. হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ ও বাজারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-মাওঃ আশরাফুদ্দিন আহমদ চিশতী।
৩৯. হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদের তথ্য ভিত্তিক প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থের পান্ডুলিপি-মাওঃ মোঃ আবুবকর ছিদ্দিক।
৪০. হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ); সমকালীণ পরিবেশ ও জীবন- মাওঃ মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন।
৪১. বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান-ডঃ মোঃ রুহুল আমীন।
৪২. মনীষা-মঞ্জুষা, তৃতীয় খন্ড-ডঃ মোঃ এনামুল হক।
৪৩. হাক্কীক্বতে ইনসানিয়াত - দিওয়ান মুহাম্মদ ইবরাহিম হুসেন তর্কবাগিশ, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৭৮ খ্রীঃ।
৪৪. দি ইন্ডিয়ান মুসলমান - উইলিয়াম হান্টার।
৪৫. Proceeding of the Pakistan history conference ১ম খন্ড।
৪৬. Struggle of a Community leader- M. Sirajul lalam.
৪৭. Bangladesh Population Census 1991.
৪৮. Bangladesh District Gazetteers-Comilla1977.

স্মরণিকা/ বার্ষিকী

৪৯. বিসিক চাঁদপুর (স্মরণিকা) বিসিক শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, চাঁদপুর কর্তৃক ১৯৯৭ খ্রীঃ প্রকাশিত।
৫০. এক নজরে চাঁদপুর জেলা (স্মরণিকা) প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ১৯৮৯ খ্রীঃ সংখ্যা, চাঁদপুর জেলা যুব কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।
৫১. ত্রি-মোহনার তীরে, চাঁদপুর জেলা বি সি এস কর্মকর্তা ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত।
৫২. চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ স্মরণিকা।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. প্রভাকর-জেলা প্রশাসন চাঁদপুর কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০২ খ্রীঃ প্রকাশিত।
৫৪. এ্যালবাম- জেলা মহিলা ক্রিড়া সংস্থা চাঁদপুর কর্তৃক ২০০২খৃঃ প্রকাশিত।
৫৫. ডাঃ রশীদ আহমেদ এর ৮০ তম জন্ম বার্ষিকীতে বিশেষ স্মরণিকা।
৫৬. ডাঃ রশীদ আহমেদ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ৩০বর্ষ পূর্তি উৎসব ২০০২ স্মরণিকা।
৫৭. শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মরহুম ওয়ালী উল্লাহ পাটোয়ারী (স্বরণিকা)।
৫৮. আলহাজ্ব সেকান্দার আলী স্মরণে স্মরণিকা-২০০১।
৫৯. আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া মহামায়া এর স্মরণিকা '৯৯।
৬০. সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা-রামপুর আদর্শ সিনিয়র মাদ্রাসা, চাঁদপুর ।
৬১. শেখ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দিন(রঃ)এর ৩৯তম মৃত্যু বাষিকীতে প্রকাশিত স্মারণিকা-২০০৩।
৬২. আল-আমীন ইসলামী পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা, লাকসাম কর্তৃক প্রকাশিত সীরাতুন্নবী (সঃ)স্মরণীকা ১৯৮৮।
৬৩. গুণীজন সম্বর্ধণা স্মরণিকা '৯৪ ফরিদগঞ্জ ফউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।
৬৪. রজত জয়ন্তী উৎসব উৎযাপন স্বরণিকা- ফরিদগঞ্জ থানা সমিতি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত
৬৫. মহান স্বধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ফরিদগঞ্জ থানার কৃতি সন্তানদের সংবর্ধণা '৯৬ (স্বরণিকা)।
৬৬. স্মরণিকা-আল-আমিন একাডেমী, চাঁদপুর ১৯৯০ খ্রীঃ।
৬৭. আলহাজ্জ মকবুল আহমেদ আখন্দের জীবনী ও কর্মকান্ড (স্মরণিকা)।
৬৮. পূর্ণমিলনী ২০০৩ স্মরণিকা-ওল্ড স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব নাসিরকোট হাই স্কুল (OSAN).
৬৯. চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষকী ২০০০-প্রবাসী রুস্তমপুর ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ফরিদগঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত ।
৭০. প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী '৯৫ স্বরণিকা-চাঁদপুর সদর থানা সমিতি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত
৭১. উষা (স্মরণিকা) ২০০০ মূলপাড়া সামসুদ্দিন খান কারিগরি ও বাণিজ্য কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত।
৭২. অধ্যাপক কাজী কামরুজ্জামান স্মৃতি সংসদ হাজীগঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা-দীপ্ত স্বাধীনতা
৭৩. সওগাত-মোঃ নাসিরউদ্দীন জাতীয় সম্বর্ধ্বনা-প্রকাশকাল অগ্রাহায়ণ-পৌষ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।
৭৪. শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছাপত্র-মোঃ নাসিরউদ্দীন এর ১০৪ তম জন্মদিন ।
৭৫. জাগো মানবাতা, (স্মরণিকা ২০০২) জামিয়া আরাবিয়া কাছিমূল উলুম, জাফরাবাদ, চাঁদপুর কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা/সাময়িকি/ অন্যান্য

৭৬. শাহরাস্থি বার্তা ২০০০।
৭৭. শাহরাস্থি বার্তা, আগস্ট ২০০১।
৭৮. মাসিক গণশিক্ষা, জুন ১৯৯২।
৭৯. মাসিক গণশিক্ষা, মে ১৯৯৩।
৮০. মাসিক গণশিক্ষা, মে ১৯৯৮।
৮১. পাক্ষিক সাময়িকী-সচিত্র বাংলাদেশ, ৩১ বৈশাখ - ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ।
৮২. মাসিক গণশিক্ষা, মে ২০০০।
৮৩. মাসিক গণশিক্ষা, এপ্রিল - মে ২০০১।
৮৪. মাসিক গণশিক্ষা, এপ্রিল-মে ২০০২।
৮৫. রায়পুর দর্পন, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা '০১।
৮৬. প্রসপেক্টাস-শেখ বোরহানুদ্দিন পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।
৮৭. দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ এপ্রিল ১৯৯৬।
৮৮. দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ ফ্রেব্রুয়ারী২০০২।
৮৯. দৈনিক ইনকিলাব, ১ নভেম্বর ২০০১।
৯০. দৈনিক ইনকিলাব, ৮ নভেম্বর ২০০১।
৯১. দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ, ৯ মে ২০০২।
৯২. দৈনিক চাঁদপুর দর্পণ, ১৯ জুন ২০০১।
৯৩. ফরিদগঞ্জ দর্পণ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০০।
৯৪. দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ, ২৯ জুন ২০০২।
৯৫. দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ, ১৭ জুন ২০০১।
৯৬. ফরিদগঞ্জ বার্তা, নভেম্বর ১৯৯৯।
৯৭. দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২।
৯৮. দৈনিক ইনকিলাব, ২২ জুলাই ২০০২।
৯৯. দৈনিক ইনকিলাব, ২১ জুলাই ২০০২।
১০০. দৈনিক ইনকিলাব, ১০ মে ২০০২।
১০১. দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ নভেম্বর ২০০২।
১০২. চাঁদপুর কণ্ঠ, ১১ জুন ২০০৩।
১০৩. মাসিক পল্লী কাহিনী, ১১ ও ১২ তম সংখ্যা।
১০৪. দৈনিক ইনকেলাব, ২৫/৮/০৩।
১০৫. চাঁদপুর কণ্ঠ, ২১ জানুয়ারী ২০০৪।
১০৬. দৈনিক ইনকেলাব ২৫/০৮/'০৩।
১০৭. কিশোর পত্রিকা-বিজয় দিবস সংখ্যা '৯১
১০৮. মুক্তধারা, ১৯৮৪ খ্রীঃ।

Dhaka University Institutional Repository

১০৯. দৈনিক ইনকিলাব ০৪/০৮/'০২।
১১০. কিশোর পত্রিকা,বিজয় বিদস সংখ্যা ১৯৯১।
১১১. দৈনিক ইনকিলাব,০৩ কার্তিক ১৩৯৮ বাংলা।
১১২. দৈনিক সংবাদ,১৪ মে ১৯৯২ খ্রীঃ।
১১৩. দৈনিক খবর,১৪/১২/১৯৯১ ইং।
১১৪. ঢাকা মিডিয়া,১৪ জুন ২০০৩ সংখ্যা।
১১৫. অপরাধ বিচিত্রা,১৯ মে ২০০৩ সংখ্যা।
১১৬. সেন্সর রিপোর্ট ১৯৭৪ খ্রীঃ।
১১৭. ক্যালেন্ডার ২০০৪ , জামিয়া ইসলামিয়া ইবরাহিমিয়া, উজানী কর্তৃক প্রকাশিত।
১১৮. দৈনিক আজাদ ১৬ মার্চ ১৯৪৮ খ্রীঃ।
১১৯. আব্দুল করিম পাটওয়ারীর মৃত্যুতে দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ কর্তৃক ২১ জানুয়ারী ২০০০ খ্রীঃ প্রকাশিত চার পৃষ্ঠার বিশেষ বুলেটিন।
১২০. ১০ জুন ২০০৩ খ্রীঃ অনুষ্ঠেয় অষ্টম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে মাননীয় স্পীকার কর্তৃক উত্থাপনীয় শোক প্রস্তাব।
১২১. চাঁদপুর জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (এফ.এফ.ডি.এ) কর্তৃক ১০/০৬/০৩ তারিখে নোটারী ক্লাব চাঁদপুর এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনার।
১২২. ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক মসজিদ জরিপ রিপোর্ট ১৯৯৮।

বিভিন্ন অফিস/ কার্যালয়

১২৩. জেলা প্রশাসকের কার্যলয়, চাঁদপুর।
১২৪. তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিস, ঢাকা।
১২৫. প্রেস ক্লাব, চাঁদপুর ।
১২৬. নোটারী ক্লাব অফিস, চাঁদপুর।
১২৭. বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা সাংস্কৃতিক ফোরাম অফিস, ঢাকা।
১২৮. জেলা তথ্য অফিস, চাঁদপুর।
১২৯. জেলা শিক্ষা অফিস, চাঁদপুর।
১৩০. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, চাঁদপুর।
১৩১. জেলা পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিস, চাঁদপুর।
১৩২. জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর, চাঁদপুর।
১৩৩. জেলা সড়ক ভবন, চাঁদপুর।
১৩৪. প্রধান পোস্ট অফিস, চাঁদপুর।
১৩৫. জেলা সিভিল সার্জন অফিস, চাঁদপুর।
১৩৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিস, চাঁদপুর।
১৩৭. ব্যানবেইস অফিস, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৮. সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৩৯. জমিয়াতুল মোদার্রেসীন অফিস, ঢাকা।
১৪০. চাঁদপুর জেলা সমিতি,ঢাকা।
১৪১. মতলব উন্নয়ন ফোরাম, ঢাকা।
১৪২. চাঁদপুর সদর থানা সমিতি,ঢাকা।
১৪৩. ফরিদগঞ্জ থানা সমিতি, ঢাকা।
১৪৪. হাজীগঞ্জ থানা সমিতি, ঢাকা।
১৪৫. হাইমচর থানা সমিতি, ঢাকা।
১৪৬. মতলব থানা সমিতি, ঢাকা।
১৪৭. কচুয়া থানা সমিতি, ঢাকা।
১৪৮. শাহরাস্তি থানা সমিতি, ঢাকা।
১৪৯. চাঁদপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিস, চাঁদপুর।
১৫০. হাজীগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিস, হাজীগঞ্জ।
১৫১. ফরিদগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিস, ফরিদগঞ্জ।
১৫২. হাইমচর উপজেলা শিক্ষা অফিস, হাইমচর।
১৫৩. মতলব উপজেলা শিক্ষা অফিস, মতলব।
১৫৪. শাহরাস্তি উপজেলা শিক্ষা অফিস, শাহরাস্তি।
১৫৫. কচুয়া উপজেলা শিক্ষা অফিস, কচুয়া।
১৫৬. চাঁদপুর সদর থানা সমিতি, চাঁদপুর।
১৫৭. ফরিদগঞ্জ থানা সমিতি, চাঁদপুর।
১৫৮. মতলব থানা সমিতি, চাঁদপুর।
১৫৯. হাজীগঞ্জ থানা সমিতি, চাঁদপুর।
১৬০. শাহরাস্তি থানা সমিতি, চাঁদপুর।
১৬১. কচুয়া থানা সমিতি, চাঁদপুর।
১৬২. হাইচর থানা সমিতি, চাঁদপুর।
১৬৩. চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।

সাক্ষাতকার

১৬৪. মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
১৬৫. আ.ন.ম এহসানুল হক মিলন, মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।
১৬৬. নুরুল হুদা, এম.পি, সাবেক সংস্থাপণ প্রতিমন্ত্রী।
১৬৭. আসিফ আলী, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
১৬৮. মাওঃ এম.এ মান্নান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী, ত্রাণ, ধর্ম ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১৬৯. মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, সাবেক পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

১৭০. ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী।
১৭১. বি.বি. রায় চৌধুরী, উপদেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০১।
১৭২. জি.এম.ফজলুল হক, এম.পি।
১৭৩. আলমগীর হায়দার খান, এম.পি।
১৭৪. হারুন-অর-রশিদ খান, সাবেক এম.পি।
১৭৫. ডাঃ শহিদুল ইসলাম, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, চাঁদপুর।
১৭৬. ওয়াহিদুদ্দিন, প্রেসিডেন্ট, বারডেম হাসপাতাল ও সাবেক ভিসি, বুয়েট।
১৭৭. অধ্যাপক ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সাবেক প্রো-ভিসি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
১৭৮. ডঃ এ.এইচ.এম মুজতবা হুসাইন, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৭৯. ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮০. ডঃ হেলাল উদ্দিন খান সামছুল আরেফীন, অধ্যাপক, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮১. ডঃ মুন্তাসির উদ্দিন খান মামুন, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮২. নিলুফার বেগম, সাবেক যুগ্ম সচিব।
১৮৩. মোঃ শহিদুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা পরিষদ, ঢাকা।
১৮৪. নাজমুল আহ্সান মজুমদার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।
১৮৫. লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধের ৮ম সেক্টর কমান্ডার।
১৮৬. আলমগীর কবির পাটওয়ারী, অধ্যক্ষ, হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ, চাঁদপুর।
১৮৭. মাওঃ রফিকুল ইসলাম, খতিব, হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ।
১৮৮. মাওঃ মুহিববুল্লাহ আজাদ, পরিচালক, হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ।
১৮৯. রেইনা নুর (রেনু), অধ্যাপিকা, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯০. মাওঃ শেখ মঞ্জুর আহমেদ, অধ্যক্ষ, ফরাযীকান্দি ওয়াইসীয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মতলব, চাঁদপুর।
১৯১. সৈয়দ আহমদ, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, সরকারী সফর আলী কলেজ, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।
১৯২. মাওঃ এম.এ লতিফ, সাবেক মহাসচিব জমিয়াতুল মোদার্রেছীন বাংলাদেশ।
১৯৩. শফিউল্লাহ কর্মিক, বিশিষ্ট সমাজ সেবক।
১৯৪. ডাঃ রশিদ আহমেদ।
১৯৫. আব্দুল হান্নান, ডাইরেক্টর, মার্কেন্টাইল ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।
১৯৬. ফজলুল করিম পাটওয়ারী, সাবেক ডেপুটি এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার, কয়লা।
১৯৭. জাকির হোসেন , চেয়ারম্যান, নোটারী ক্লাব, চাঁদপুর।
১৯৮. মাওঃ মোঃ রহুল আমীন, প্রিন্সিপ্যাল জামিয়াতুস সাহাবা, উত্তরা ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯. এ.কে.এম উমর ফারুক, কর্মকর্তা, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২০০. মোঃ মফিজুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন।
২০১. সৈয়দ বাহাদুর শাহ (সৈয়দ আবু নসর মুহাম্মদ আবেদ শাহ এর ছেলে)
২০২. জাহাঙ্গীর চৌধুরী (সৈয়দ আব্দুর রশিদ চৌধুরীর ছেলে)।
২০৩. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন পাটওয়ারী (আজিজুর রহমান পাটওয়ারীর ছেলে)।
২০৪. বাচ্চু পাটওয়ারী (আব্দুল করিম পাটওয়ারীর ছেলে)।
২০৫. এ.বি.এম মনিরুল্লাহ, সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক, ক্যান্টনমেন্ট উচ্চ বিদ্যালয়,ঢাকা ।
২০৬. আমির হোসেন খান, সভাপতি, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি।
২০৭. মোঃ ফজলুর রহমান, অফিস সেক্রেটারী, চাঁদপুর জেলা সমিতি, ঢাকা।
২০৮. হাশেম রুশদী, শাহাতলী, চাঁদপুর।
২০৯. হাসান শরীফ আহামেদ (সাবেক ডেপুটি স্পীকার এ.টি. এম আব্দুল মতিন এর ছেলে)।
২১০. কাজী শাহাদাত, প্রধান সম্পাদক, দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ, চাঁদপুর।
২১১. ইকরাম চৌধুরী, সম্পাদক, দৈনিক চাঁদপুর দর্পণ, চাঁদপুর।
২১২. নূরজাহান বেগম, সম্পাদিকা, সপ্তাহিক বেগম পত্রিকা।
২১৩. ক্যাপ্টেন পারভেজ।
২১৪. মাওঃ মজিবুর রহমান, প্রভাষক, কামরাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসা।
২১৫. মাওঃ আবু জাফর মোঃ মইনুদ্দিন, অধ্যক্ষ, রামপুর আদর্শ সিনিয়র মাদ্রাসা।
২১৬. নেয়ামত উল্লাহ পাটওয়ারী (ওয়ালী উল্লাহ পাটওয়ারীর ছেলে)।
২১৭. ডঃ নূরে আলাম পাটওয়ারী, পরিচালক, মহানগর শিশু হাসপাতাল, ঢাকা।
২১৮. কাজী খায়রুল আলম, মোতাওয়াল্লী, হযরত মাদ্দাহ্ খাঁ (রহঃ) মসজিদ।
২১৯. মোঃ মিজানুর রহমান, শাহরাস্তি বার্তা, চাঁদপুর।
২২০. মকবুল আহমেদ আখন্দ, কমিশনার, ৩২ নং ওয়ার্ড, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।
২২১. মাওঃ আব্দুল হাই আল-কাছেমী, পেশ ইমাম, মতিঝিল কলোনী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা।
২২২. আবু নাইম মোঃ মোস্তাফিজ (মাওঃ আব্দুস সালাম রহঃ এর বড় ছেলে)।
২২৩. আব্দুর রশিদ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
২২৪. মোঃ হুমায়ুন কবির, মেম্বার, ওল্ড স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন অব নাসিরকোট হাই স্কুল (OSAN), ঢাকা।
২২৫. মিঠু (অধ্যাপক জাকির হোসেন মজুমদারের ছেলে)।
২২৬. প্লেটু (অধ্যাপক জাকির হোসেন মজুমদারের ছেলে)।
২২৭. এছাড়াও রয়েছে নাম উল্লেখ ব্যতিত শতাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ।